ছাপানো কপির সাথে এ সূচির সামঞ্জস্য নেই

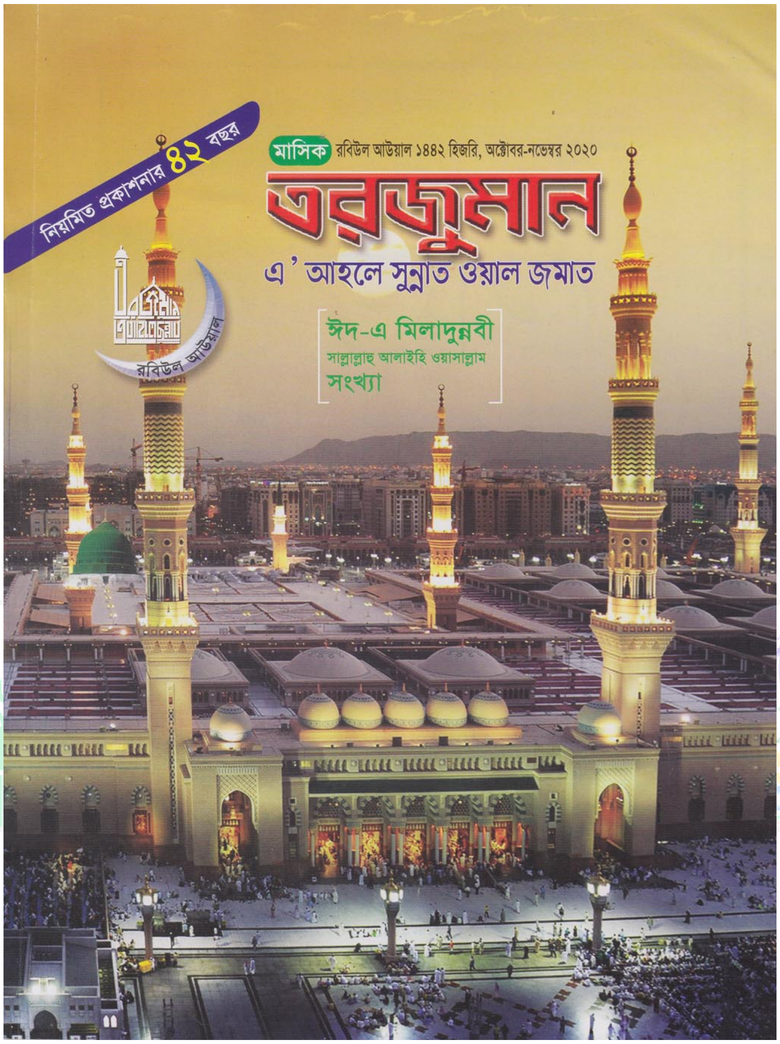

ছাপানো কপির সাথে এ সূচির সামঞ্জস্য নেই

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর অত্যন্ত প্রিয় মাহবূব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম
নির্দেশিত পথ ও মত আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাত'র আক্বীদাভিত্তিক মুখপত্র

তরজুমানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাত

মাসিক তরজুমান
The Monthly Tarjuman

প্রতিষ্ঠাতা : রাহ্নুমায়ে শরীয়ত ও ত্বরীকত হযরতুল আল্লামা হাফেজ ক্বারী
সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলাইহি

পৃষ্ঠপোষক : রাহ্নুমায়ে শরীয়ত ও ত্বরীকত হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব
সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ মাদ্দাজিল্লুহুল আলী
রাহ্নুমায়ে শরীয়ত ও ত্বরীকত হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব
সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ্ মাদ্দাজিল্লুহুল আলী

FOUNDER : ALLAMA ALHAJ HAFEZ QUARI SYED
MUHAMMAD TAYYAB SHAH (RA.)

PATRON : HAZRATUL ALLAMA ALHAJ SYED
MUHAMMAD TAHER SHAH (M.J.A.)
HAZRATUL ALLAMA ALHAJ SYED
MUHAMMAD SABIR SHAH (M.J.A.)

বিনিময় ২৫ টাকা

PUBLISHED BY : ANJUMAN-E-RAHMANIA AHMADIA SUNNIA TRUST
321, Didar Market, Dewan Bazar, Chittagong. Bangladesh
Phone: (+880-31) 2855976 e-mail: info@anjumantrust.org / tarjuman@anjumantrust.org

মাসিক

ছাপানো কপির সাথে এ সূচির সামঞ্জস্য নেই

তরজুমান

৪২ তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা

রবিউল আউয়াল-১৪৪২ হি., অক্টোবর-নভেম্বর '২০, কার্তিক-অগ্রহায়ণ১৪২৭

সম্পাদক

আলহাজ্ব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন

লেখা সংক্রান্ত যোগাযোগ

সম্পাদক
মাসিক তরজুমান
৩২১, দিদার মার্কেট (৩য় তলা)
দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০, বাংলাদেশ

E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
monthlytarjuman@gmail.com
Website: www.anjumantrust.org
ïïï.ভিধপবনড়ড়শ.পড়স/সড়হঃযষুঃধৎলঁসধহ

<u>গ্রাহক, এজেন্ট ও বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত যোগাযোগ</u>

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মাসিক তরজুমান
৩২১, দিদার মার্কেট (৩য় তলা)
দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০, বাংলাদেশ
ফোন: ০৩১-২৮৫৫৯৭৬, ০১৮১৯-৩৯৫৪৪৫

<u>প্রবাসী গ্রাহক ও এজেন্টদের টাকা পাঠানোর ঠিকানা</u>

THE MONTHLY TARJUMAN
A.C. NO. - SB/1453010001669
RUPALI BANK LTD.
DEWAN BAZAR BRANCH
CHITTAGONG, BANGLADESH.

আন্‌জুমানের মিসকিন ফান্ড একাউন্ট নং-১৪৫৩০-২০০০১৩২৫
চলতি হিসাব, রূপালী ব্যাংক লি. দেওয়ান বাজার শাখা

মাসিক তরজুমান
The Monthly Tarjuman

দরসে কোরআন ৪
অধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল আলীম রিজভী

দরসে হাদীস ৭
অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী

এ চাঁদ এ মাস ১০

শানে রিসালত ১২
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

নিশ্চয় আপনি সুমহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত ১৭
ড. সৈয়দ মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন আল আযহারী

রাসূলুল্লাহ্ -এর শরীয়ত প্রণয়ণের ক্ষমতা ২২
মাওলানা আহমদুল্লাহ্ ফোরকান খান কাদেরী

মসজিদ-ই নবভী শরীফ:

আসহাবে সুফ্ফাহ্ ও ইলমে তাসাউফ ২৭
ড. আবদুল্লাহ্ আল্ মারূফ

রাসূলুল্লাহ্ ’র শিক্ষাদান পদ্ধতি ৩৩
ড. মুহাম্মদ লিয়াকত আলী

**ঈদে মিলাদুন্নবী ** ৩৯
ড. মাওলানা মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম আযহারী

**ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ্ ** ৪৯
মাওলানা মুহাম্মদ জহুরুল আনোয়ার

**বাঙালি মুসলমানদের অন্যতম প্রধান সংস্কৃতি ঈদে মিলাদুন্নবী ** ৫৫
মোহাম্মদ আবু সাইদ (নয়ন)

**সৃষ্টিকুলে সর্বাধিক সম্মানের অধিকারী প্রিয় নবী ** ৬০
মুফতি মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান আলকাদেরী

রাহমাতুল্লিল আলামীনের অনন্য বৈশিষ্ট্য ৬৩
মাওলানা মুহাম্মদ মুনিরুল হাছান

নুরনবী ’এর অনুপম অবয়ব ৬৮
মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ আল মাসুম

রসূলের প্রতি কটুক্তির জবাব দেন স্বয়ং আল্লাহ্ ৭৩
মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ আলকাদেরী

জীবনকে গড়ে তোলা ৮০
মুহাম্মদ অহিদুল আলম

জশনে জুলুছে ঈদ-এ মিলাদুন্নবীর গুরুত্ব ৮৩
অধ্যাপক কাজী সামশুর রহমান

**উত্তম আদর্শের শিক্ষাদাতা হযরত নবী করীম ** ৮৬
শেখ মুহাম্মদ ইব্রাহীম

প্রশ্নোত্তর ৯০

হায়রে নছীব ১০৪
আল্লামা কাজী মুহাম্মদ মুঈন উদ্দীন আশরাফী

রাসূলে মাকবুল ’র পবিত্র জীবনের সংক্ষিপ্ত তথ্যপঞ্জি ১১২
ড. মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

টোকিও জামি ও তুর্কি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ১২৩
মুহাম্মদ আবদুর রহীম

**না’তে রসূল ** ১২৬
আল্লামা হাফেজ মুহাম্মদ আনিসুজ্জমান

ধর্ষণ রোধে ইসলাম ও আমরা ১৩০
গাজী মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম জাবির

সংস্থা-সংগঠন-সংবাদ ১৩৩

কবিতা ১৪৫

ছাপানো কপির সাথে এ সূচির সামঞ্জস্য নেই

সম্পাদকীয়

মহান রব্বুল আলামীন বান্দাদের জন্য বহু আমল করার নির্দেশ দিয়েছেন। তন্মধ্যে একটি নির্দেশ দিয়েছেন যা আল্লাহ্ নিজে করেন, ফেরেশতারাও করেন। ক্বোরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে নিশ্চয় আল্লাহ্ এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি দুরূদ পেশ করেন, হে ঈমানদারগণ তোমরাও তাঁর (নবী) প্রতি দুরূদ পেশ কর এবং তাঁকে যথাযথ সম্মানের সাথে সালাম জানাও। [সূরা আহযাব, আয়াত-৫৬] এই নির্দেশের বাস্তবায়ন ঘটে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) উদ্‌যাপনের মাধ্যমে। হাদিস শরীফ থেকে জানা যায়, আল্লাহর নিকট দো'আ কবুলের প্রধান শর্তই হচ্ছে তাতে অবশ্যই দুরূদ শরীফ থাকতে হবে, যে কারণে সারা বৎসর ব্যাপী মিলাদ কিয়ামের আয়োজন করে দো'আ করার ব্যবস্থা করা হয়। বিভিন্ন ভাষায় প্রচুর মিলাদ ও কিয়াম পদ্ধতি (সাহিত্য) সৃষ্টি হয়েছে। ঈদ-এ মিলাদুন্নবীর (দ.) মর্মবাণী ও গুরুত্ব অনুধাবন করা আমাদের সকলের ঈমানী দায়িত্ব, কারণ নবী প্রেম ছাড়া আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ অসম্ভব।

সৃষ্টি জগতের রূহ প্রিয় নবীর শুভাগমনের দিনটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও আনন্দময় অর্থাৎ সবচেয়ে খুশীর দিন। এই খুশীর দিনকে স্মরণীয় বরণীয় করে রাখার সকল প্রচেষ্টা একজন সত্যিকার মুমিন বান্দার (উম্মতের) পরিচয় বহন করে। মহান ১২ রবিউল আউয়াল দিবসকে ঘিরে যুগ পরম্পরায় প্রচলিত পদ্ধতিতে মুসলিম সমাজ ঈদ-এ মিলাদুন্নবী (দ.) উদ্‌যাপন করে আসছেন। নব সংযোজন 'জশনে জুলুছ' এর গুরুত্ব ফজীলত বরকত ও নবী প্রেমের গভীরতায় আশেকে রসূল (দ.) হবার একটা পথ উন্মোচিত হয়। বর্ধিত এ সংস্করনের কার্যকারীতা ও এর সুফল পেতে হলে কি করতে হবে তা শুধু জমানার মুজাদ্দিদই উপস্থাপন করতে পারেন, যা আল্লাহ্-রসূল (দ.) এর পক্ষ হতে গ্রহণযোগ্যতা পাবে এবং একটা স্থায়ী পদ্ধতি হিসেবে মানুষের নিকট স্বীকৃতি পাবে, ক্রমশঃ ঈমানদারগণ আত্মস্থ করতে পারবেন, এ কাজটা করবার জন্য একজন মুজাদ্দিদ-এর শুভাগমনের জন্য শত বৎসর অপেক্ষা করতে হয়।

বহুকাল পরে আমাদের প্রিয় মুর্শিদ আউলাদে রসূল (৩৯তম) হযরতুল আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রাহ.) ১৯৭৪ সালে ঈদ-এ মিলাদুন্নবীর (দ.) সাথে জশনে জুলুছে ঈদ-এ মিলাদুন্নবী (দ.) সংযোজন করলেন। আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টকে নির্দেশনা দিলেন জশনে জুলুছ পালন করার জন্য। এর গ্রহণযোগ্যতা, ব্যাপকতা, সৃষ্টিশীলতা সুদুরপ্রসারী লক্ষ্য কিছুই আমাদের জানা ছিল না, মুর্শিদের নির্দেশ বুঝার ক্ষমতা কজনেরই বা থাকে। নির্দেশমতে সে বছরই জশনে জুলুছে ঈদ-এ মিলাদুন্নবী (দ.) উদ্‌যাপন করা হলো। শত প্রতিবন্ধকতা, বিরূপ সমালোচনা সবকিছুকেই উপেক্ষা করে জশনে জুলুছ চলতে থাকল। বিরুদ্ধবাদীরাও এক সময় একাকার হয়ে এর বাস্তবতা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করে জশনে জুলুছ উদ্‌যাপন করতে লাগল। এখানেই জমানার মুজাদ্দিদ'র সাফল্য। তাঁরা শত শত বৎসরের আগাম সংকেত দিতে পারেন আল্লাহ্-রসূল (দ.) পক্ষ হতে। ২০১৯ সালে দেশি বিদেশি মিডিয়ার ভাষ্যমতে আনজুমান ট্রাস্ট'র ব্যবস্থাপনায় চট্টগ্রামের জশনে জুলুছে ৫০ লক্ষ (দ.) নবী প্রেমিক শরীক হন। কোভিড-১৯ এর থাবায় এবারের আয়োজন বাধাগ্রস্থ হয়েছে নানাবিধ কারণে। মহামারী করোনায় নিহত সকলের জানাই গভীর শ্রদ্ধা। নবী প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১২ রবিউল আউয়ালকে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্বাগত: জানাই। আহলান-সাহলান ১২ রবিউল আউয়াল। এ দিনের ফজল রহমত বরকত আমরা পাব ইনশাআল্লাহ।

প্রিয় নবী রাহমাতুল্লিল আলামীন'র শুভাগমনের দিনে নবীর প্রতি যে প্রেম ভালবাসা আবেগ-উচ্ছ্বাস-অনুভূতি প্রকাশ পায় তা নিছক কোন নিয়ম রক্ষা মনে না করে সার্বক্ষণিকভাবে ধারণ করতে পারলেই আল্লাহ্-রসূল'র সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব এবং তাতেই মিলবে আমাদের মুক্তি। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন এ ধরাধামে তরশরিফ আনেন তখন চারদিকে অন্যায়-অবিচার, কলুষতায় নিমগ্ন ছিল গোটা সমাজ। প্রিয়নবী (দ.) বহু ত্যাগ-তিতিক্ষা সংগ্রামের মাধ্যমে সর্বোপরি তাঁর সুন্দরতম জীবনাদর্শ দিয়ে সমাজে আলোর মশাল জ্বালিয়ে ছিলেন। অসভ্য বর্বর জাতিকে পৃথিবীতে সভ্য জাতির মুকুট পরিয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমান চারদিকে পুনরায় সে আইয়ামে জাহেলিয়ার অন্ধকার গ্রাস করে ফেলেছে পুরো সমাজকে। অন্যায়-অবিচার-দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা দিন দিন বেড়ে চলছে। অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে বেড়ে চলছে ধর্ষণ,নারী নির্যাতন। পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবীর এ শুভ মুহূর্তে সকল উম্মতে মুহাম্মদীকে শপথ নিতে হবে রাসূলে পাকের সুন্দরতম আদর্শ সমাজের সর্বস্তরের বাস্তবায়নের। সর্বোত্তম আদর্শের চর্চা প্রত্যেকে জীবনে, পরিবারে, সমাজে-রাষ্ট্রে বাস্তবায়ন করতে পারলে দূর হবে সকল অন্যায় অবিচার। এবারের ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) দিবসে এ অঙ্গিকার হোক সকল নবীপ্রেমিক উম্মতে মোহাম্মদীর। তরজুমানের সকল পাঠক শুভানুধ্যায়ীদের জানাই ঈদে মিলাদুন্নবীর শুভেচ্ছা।

ছাপানো কপির সাথে এ সূচির সামঞ্জস্য নেই

দরসে কোরআন

হাফেয কাজী আবদুল আলীম রিজভী

বِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়

مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ () وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَـٰكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ () مَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللهَ ۖ إِنَّ اللَّـهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ()

তরজমা ঃ (মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন-) যে বৃক্ষগুলো তোমরা কর্তন করেছো অথবা সেগুলোর মূলের উপর দন্ডায়মান অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছো এ সবই আল্লাহর অনুমতিক্রমে ছিল এবং এ জন্য যে, অবাধ্যগণকে অপমানিত করবেন। এবং আল্লাহ আপন রাসূলকে তাদের (অর্থাৎ বনু নুযায়র এর) নিকট থেকে যে গণিমত প্রদান করেছেন অতঃপর তোমরা তো তাদের উপর না নিজেদের অশ্ব পরিচালনা করেছো এবং না উট। হ্যাঁ, আল্লাহ আপন রাসূলগণের আয়ত্বে দিয়ে দেন যাকে চান। আল্লাহ সব কিছু করতে পারেন, রাসূলকে জনপদবাসীদের (অর্থাৎ বনু নুযায়র এর) নিকট থেকে যে গনীমত প্রদান করেছেন, তা আল্লাহর রাসূলের এবং নিকটাত্মীয়দের, ইয়াতীমদের, মিসকীনদের এবং মুসাফিরদের জন্য, যাতে তা তোমাদের বিত্তশালীদের সম্পদ না হয়ে যায়। এবং যা কিছু তোমাদের কে রাসূল দান করেন, তা গ্রহণ করো। আর যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো। এবং আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহর শাস্তি কঠোর।

[সূরা আল-হাশর, ৫,৬,৭]

The Monthly Tarjuman

আনুষঙ্গিক আলোচনা

আল্লাহর বাণী مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ الخ এর শানে নুযুল

উদ্ধৃত আয়াতের শানে নুযুল বর্ণনায় মুফাসসেরীনে কেরাম উল্লেখ করেছেন মদীনা মুনাওয়ারায় বসবাসকারী ইয়াহুদীগোত্র বনু নুযায়র এর খেজুর বাগান ছিল। তারা যখন আত্ম রক্ষার্থে দুর্গের অভ্যন্তরে অবস্থান গ্রহণ করল। তখন রাসূলে করীম রঊফুর রহীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে কিছু সংখ্যক মুসলমান তাদের উত্তেজিত ও ভীত-সন্ত্রস্ত করার উদ্দেশ্যে তাদের কিছু খেজুর বৃক্ষ কর্তন করে অথবা অগ্নিসংযোগ করে জ্বালিয়ে ধ্বংস করে দিলেন। অপর কিছু সংখ্যক সাহাবী মনে করলেন- ইনশা আল্লাহ বিজয় তো আমাদের হবে এবং পরিণামে এসব বাগ-বাগিচা মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হবে। এই মনে করে তারা বৃক্ষ কর্তনে বিরত রইলেন। এটা ছিল মতে গরমিল। পরে যখন তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা হল, তখন বৃক্ষ কর্তনকারীরা এই মনে করে চিন্তিত হলেন যে, যে বৃক্ষ পরিণামে মুসলমানদের হবে, তা কর্তন করে তারা অন্যায় করেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হলো। এতে উভয় দলের কার্যক্রম কে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ বলে ঘোষিত হল।

[তাফসিরে নূরুল ইরফান ও খাযায়েনুল ইরফান শরীফ]

وَمَا أَفَاءَ اللَّـهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ الخ এর শানে নুযুল

আলোচ্য আয়াতের শানে নুযুল বর্ণনায় তাফসীর শাস্ত্র বিশারদগণ উল্লেখ করেছেন- জাহেলী যুগের প্রথা ছিল যে, গণীমতের মালের এক চুতুর্থাংশ সর্দারই নিজের জন্য গ্রহণ করতো। অবশিষ্ট তিন অংশ সৈনিকরা পরস্পর এভাবে ভাগ করে নিত যে, ধনবানরা বেশি পরিমাণ গ্রহণ করত আর স্বল্প পরিমাণ দরিদ্রদের দান করতো। একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে ছাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন- ওহে আল্লাহর রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম! এ গনীমত থেকে এক চতুর্থাংশ আপনি গ্রহণ করুন। আর অবশিষ্ট তিন অংশ আমরা প্রথানুসারে ভাগ করে নিব। এর জবাবে উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করে জাহেলী যুগের প্রথা বাতিল করা হয়। এবং গনিমতের সম্পদের প্রকৃত হকদার কারা তা বর্ননা করা হয়। [তাফসীরে নুরুল ইরফান ও খাযায়েনুল ইরফান]

فیٔ ও غنیمت এর ব্যাখ্যা ও বিধান ঃ

আলোচ্য সূরা আল-হাশর এর ৬ ও ৭ নম্বর আয়াতে বর্ণিত افاء শব্দটি আরবি فیٔ মূল ধাতু হতে উদ্ভূত। আরবী ভাষা তাত্ত্বিকগণের মতে-فیٔ এর আভিধানিক অর্থ হলো- প্রত্যাবর্তন করা। এজন্য দুপুরের পরবর্তী পূর্বদিকে প্রত্যাবর্তনকারী ছায়াকেও আরবীতে فیٔ বলা হয়। কাফের-মুশরিকদের কাছ থেকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের স্বরুপ এই যে, কাফির-বেদ্বীনরা বিদ্রোহী হওয়ার কারণে তাদের ধন-সম্পদ সরকারের পক্ষে বাজেয়াপ্ত হয়ে যায় এবং তাদের মালিকানা থেকে বের হয়ে প্রকৃত মালিক আল্লাহ তায়ালার দিকে ফিরে যায়। তাই এই সম্পদ অর্জন কে আরবীতে فیٔ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে।

আর আরবী অভিধানে "গণিমত" বলে অভিহিত করা হয় সে সব মাল-সম্পদ কে যা শত্রুর কাছ থেকে অর্জিত হয়। ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় অমুসলমানদের নিকট থেকে যুদ্ধ-বিগ্রহে বিজয়ার্জনের মাধ্যমে যে মালামাল অর্জিত হয় তাকেই "গনিমত" বলে আখ্যায়িত করা হয়।

আর যে সব ধন-সম্পদ আপোষ, সন্ধি-সম্মতির মাধ্যমে লাভ করা হয়, যেমন যিজিয়া-কর, টেক্স প্রভৃতি তাকে অভিহিত করা হয় فیٔ বলে।

সহীহ বুখারী শরীফে রয়েছে- রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي

অর্থাৎ আমি নবীর জন্য গনিমতের মাল কে হালাল করা হয়েছে। আমার পূর্ববর্তী কোন নবী-রাসূল কিংবা উম্মতের জন্য গণিমতের মাল হালাল ছিলনা। একমাত্র রাসূলে খোদা আশরাফে আম্বিয়া মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের উছিলায় উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য গনিমতের মাল কে হালাল করা হয়েছে।

আলোচ্য ৭নম্বর আয়াতের মর্মবাণীর আলোকে প্রতিভাত হয় যে, فیٔ তথা বিনা যুদ্ধে অর্জিত সম্পদ বন্টিত হবে পাঁচ হকদারের মধ্যে। (এক) আল্লাহ-রাসূলের জন্য-যা রাষ্ট্রীয় কোষাগার বায়তুল মালে সঞ্চিত হবে। (দুই) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকটাত্মীয় বনু হাশেম ও বনু মুত্তালিবের জন্য (তিন) ইয়াতীম-অনাথদের জন্য (চার) মিসকিন-অভাবগ্রস্থদের জন্য। (পাঁচ) মুসাফিরদের জন্য।

আর গনিমতের মাল পাঁচ ভাগে বিভক্ত হবে। চার ভাগ মুজাহেদীনে ইসলামের জন্য। এবং পঞ্চমাংশ আল্লাহ-রাসূল, তাঁর নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম-অনাথ, অভাবগ্রস্তজন এবং মুসাফিরদের জন্য বন্টিত হবে।

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا

আল্লাহর পবিত্র বাণী 'রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের তোমাদেরকে যা কিছু দান করেন তা তোমরা গ্রহণ কর আর যা কিছু নিষেধ করেন তোমরা তা হতে বিরত থাক।' এর ব্যাখ্যায় মুফাসসেরীনে কেরাম উল্লেখ করেছেন- আয়াতে উল্লেখিত ما পদটি হলো ما عامة অর্থাৎ ব্যাপক অর্থবোধক। সুতরাং আয়াতের ভাষ্য শুধু ধন-সম্পদের সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়, বরং শরিয়তের বিধি-বিধান ও এতে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। তাই আয়াতের মর্ম হবে এই যে, যে কোন আদেশ-নির্দেশ, অথবা ধন-সম্পদ অথবা অন্য কোন বস্তু এককথায় দ্বীন-ঈমান, কুরআন-হাদীসসহ দুনিয়া-আখিরাতের যে কোন অনুগ্রহরাজি তিনি তোমাদেরকে দান করবেন সন্তুষ্টচিত্তে তোমরা তা গ্রহণ কর এবং তদনুযায়ী করো। পক্ষান্তরে যে বিষয়ে তিনি নিষেধ করবেন তা হতে বিরত থাক।

হযরাতে ছাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম আয়াতের এই ব্যাপক অর্থ অবলম্বন করে রাসূলে আকরাম নূরে মুজাস্সাম ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর প্রত্যেক আদেশ-নির্দেশ কে কুরআনের আদেশ-নির্দেশের অনুরূপ অবশ্য পালনীয় সাব্যস্থ করেছেন। ইমাম কুরতুবী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন-আয়াতে اتی শব্দের বিপরীতে نهي শব্দ ব্যবহার করায় বোধগম্য হয় যে, এখানে اتی শব্দের অর্থ امر অর্থাৎ যা আদেশ করেন। কারণ এটাই نهي শব্দের বিশুদ্ধ বিপরীত শব্দ। তবে কুরআনে করীম এর পরিবর্তে اتی শব্দ এ জন্য ব্যবহার করেছে যাতে فیٔ এর মাল বন্টন أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي সম্পর্কিত বিষয়বস্তু এতে শামিল থাকে।

সাইয়্যেদুনা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু জনৈক ব্যক্তিকে এহরাম অবস্থায় সেলাই করা কাপড় পরিধান করতে দেখে তা খুলে ফেলতে আদেশ করেন। লোকটি বলল- আপনি এ প্রসঙ্গে কুরআনের কোন আয়াত বলতে পারবেন কি যাতে সেলাই করা কাপড় পরিধান

The Monthly Tarjuman

করতে নিষেধ করা হয়েছে। তিনি বললেন- হ্যাঁ, এ সম্পর্কে আয়াত আছে। অতঃপর তিনি আলোচ্য আয়াত وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ পাঠ করে দিলেন। হযরত ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলায়হি একবার উপস্থিত লোকজনকে বললেনঃ আমি তোমাদের প্রত্যেক প্রশ্নের জবাব কুরআন থেকে দিতে পারি। জিজ্ঞেস কর, যা জিজ্ঞাসা করতে চাও। এক ব্যক্তি আরজ করলঃ এক ব্যক্তি এহরাম অবস্থায় প্রজাপতি মেরে ফেলল, এর বিধান কি? ইমাম শাফেয়ী এই আয়াত তেলাওয়াত করে হাদীছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে এর বিধান বর্ননা করে দিলেন। [তাফসীরে কুরতুবী]

আল্লাহর বাণী **وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ** এর মর্মবাণীর আলোকে প্রমাণিত হয় রাসূলে খোদা আশরাফে আম্বিয়া আহমদ মুজতবা মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম শরীয়তের প্রবর্তন, পরিবর্তন-পরিমার্জন, হালাল-হারাম নির্ণয়করণ, উম্মতের জন্য পবিত্র ও কল্যানকর বিষয়াবলী বৈধ করন ও অপবিত্র-অকল্যাণকর বস্তু সামগ্রী নিষিদ্ধ করণসহ উম্মতের সকল প্রকার প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণের জন্য আল্লাহর অনুগ্রহক্রমে ইখতিয়ার- কর্তৃত্বপ্রাপ্ত পরম প্রিয়তম দাতা। আর দাতা হওয়ার জন্য মালিক হওয়া পূর্ব শর্ত ও অত্যাবশ্যক। সুতরাং কুরআনের আলোকে প্রমাণিত হয় আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম খোদায়ী দান-অনুদান-অনুগ্রহ রাজির মালিক।

এ বিষয়কে অন্য আয়াতে কুরআন আরো স্পষ্ট করে সাব্যস্ত করে। যেমন- নবীর শানে এরশাদ হয়েছে إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ অর্থাৎ ওহে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম! অবশ্যই আমি আল্লাহ আপনাকে কাওছার দান করেছি। 'কাউছার'-এর অনেক তাফসির রয়েছে। তন্মধ্যে কাওছার এর এক ব্যাখ্যা হলো ما سواء الله অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতিত অন্যান্য সবকিছু। আর এ ব্যাখ্যা অন্যান্য সকল ব্যাখ্যাকে অন্তর্ভূক্ত করে। সুতরাং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ প্রদত্ত মালিকানা ও কর্তৃত্ব বলে সকল সৃষ্টির উপর কর্তৃত্বশীল, মালিক ও মুখতার। এ জন্যই রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম- এর ইঙ্গিতে অস্তমিত সূর্য পূণরায় উদিত হয়েছে। আকাশের চাঁদ দ্বিখন্ডিত হয়েছে। এ সবই তাঁর সৃষ্টিকুলের উপর সর্বময় কর্তৃত্বের নিদর্শন ও বহিঃপ্রকাশ। অথচ দেওবন্দী-মওদুদী পন্থিরা বলে বেড়ায়- মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কোন কিছুর মালিক ও মুখতার নন। তিনি পরের কল্যাণতো দূরের কথা নিজের কল্যাণ করতে ও অক্ষম (নাউজুবিল্লাহ)। যিনি রহমাতুল্লিল আলামীন সর্বময় কল্যাণ, মঙ্গলের মূর্তপ্রতীক তাঁর শানে এহেন ধৃষ্টতাপূর্ণ কুফরী মন্তব্য কোন মুসলমান করতে পারেনা। আল্লাহ সকলকে হেফাজত ও হেদায়ত নসীব করুন, আমীন।

The Monthly Tarjuman

লেখক: অধ্যক্ষ-কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদরাসা, মুহাম্মদপুর এফ ব্লক, ঢাকা।

মুহাম্মদ নামের বরকত ও ফযীলত

অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভি

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ رَضِىَ اللهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِىْ خَمْسَةُ اَسْمَآءٍ اَنَا مُحَمَّدُ وَاَنَا اَحْمَدُ وَاَنَا الْمَاحِى الَّذِىْ يَمْحُوْا اللهُ بِى الْكُفْرَ وَاَنَا الْحَاشِرُ الَّذِىْ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلى قَدَمَىَّ وَاَنَا الْعَاقِبُ [رواه البخارى رقم الحديث - ৪৮৯৬]

অনুবাদ: হযরত যুবাইর ইবনে মুতঈম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমার পাঁচটি নাম রয়েছে, আমি মুহাম্মদ, আমি আহমদ, আমি বিলুপ্তকারী, যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা কুফরী বিলুপ্ত করে দেবেন, আমি সমবেতকারী, আমার অধীনেই হাশরের ময়দানে সকল লোককে সমবেত করা হবে। অর্থাৎ আমার চরণযুগলের নীচে হাশর হবে। আমি সর্বশেষ আগমনকারী।

[বোখারী শরীফ, হাদীস নং-৪৮৯৬]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বর্ণিত হাদীস শরীফে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নাম মুবারক, নামের মাধ্যমে তাঁর সুমহান প্রশংসা মহিমা গুণগান শানমান, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব, প্রকাশিত ও বিকশিত হয়েছে। হাদীসে বর্ণিত পাঁচটি নামের প্রথম নাম 'মুহাম্মদ' ইসলামী জাগরণের কবি, নজরুল ইসলামের কাব্যে অনুরণিত "ত্রিভুবনের প্রিয় মুহাম্মদ এলোরে দুনিয়ায়" "মুহাম্মদ নাম যতই জপি ততই মুধর লাগে।" 'মুহাম্মদ' নামের অর্থই প্রশংসিত। স্বীয় প্রভু কর্তৃক যিনি প্রশংসিত, আসমান-যমীন, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, তরুলতা, পাহাড়, পর্বত, নদ-নদী, মানব-দানব, সৃষ্টিকূলের সর্বত্র যিনি প্রশংসিত। সেই বরকতমন্ডিত নামের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম।

নবীজির নাম মুবারক

ওলামায়ে কেরাম আমাদের প্রিয় আক্বা সরকারে মদীনা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নাম মুবারকের সংখ্যা নিরানব্বইটি উল্লেখ করেছেন।

[আনোয়ারুল বায়ান, ১ম খন্ড, পৃ. ৩১২]

প্রখ্যাত তাফসীরকারক আল্লামা ইসমাঈল হক্কী রহমাতুল্লাহি আলায়হির বর্ণনামতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নাম মুবারকের সংখ্যা ১০০০।

[তাফসীরে রুহুল বয়ান, ৭ম খন্ড, পৃ. ১৮৪]

নবীজির স্বত্ত্বাগত নাম দু'টি

সরকারে দোজাহান মাহবুবে খোদা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের স্বত্ত্বাগত দু'টি নাম প্রসিদ্ধ। আসমানী জগতে 'আহমদ' জমীনে 'মুহাম্মদ' সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। আহমদ অর্থ যিনি স্বীয় প্রভু আল্লাহ্ তা'আলার অধিক প্রশংসাকারী, 'মুহাম্মদ' অর্থ যিনি তাঁর সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক অধিকভাবে প্রশংসিত।

পবিত্র কুরআনে 'মুহাম্মদ' (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) নাম চারবার এসেছে: এরশাদ হয়েছে-

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ

তরজমা: আর মুহাম্মদ একজন রসূল বৈ তো নয়। তাঁর পূর্বেও বহু রসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন।

[সূরা আল-ই ইমরান, আয়াত-১৪৪]

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ

তরজমা: মুহাম্মদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রসূল এবং শেষ নবী। [সূরা আহযাব, আয়াত-৪০]

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ

তরজমা: মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। [সূরা ফাতহ্, আয়াত-২৯]

وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۙ

তরজমা: এবং তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে মুহাম্মদের প্রতি অবতীর্ণ সত্য বিশ্বাস করে। [সূরা মুহাম্মদ, আয়াত-২]

'আহমদ' নাম আল কুরআনে একবার এসেছে-

وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ۖ

তরজমা: এবং আমি এমন একজন রসূলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন, তাঁর নাম আহমদ।

[সূরা আসসফ, আয়াত-৬]

আল্লাহ্ তা'আলা নবীজির নাম রেখেছেন 'মুহাম্মদ' (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)

সুবহানাল্লাহ্! যখন নবজাত শিশু ভূমিষ্ট হয়, পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, শিক্ষাগুরু, পীর ও মুর্শিদ এবং প্রিয়জনেরা নাম রাখেন; কিন্তু নবীজির নাম রেখেছেন স্বয়ং আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু।

হযরত মা আমেনা তৈয়্যবাকে স্বপ্নে সুসংবাদ দেয়া হলো তুমি হবে এ উম্মতের সরদারের মাতা। তিনি যখন ভূমিষ্ট হবেন, তখন তাঁর নামকরণ করবে 'মুহাম্মদ' সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

[মাদারেজুন নবুওয়ত, খন্ড-১, পৃ. ৩০৩]

উপমহাদেশের প্রখ্যাত হাদিস বিশারদ হযরত শায়খ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিস দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলায়হির বর্ণনামতে মহান আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র জগৎ সৃষ্টির এক হাজার বছর পূর্বে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নাম মোবারক রেখেছেন।

[মাদারেজুন নবুওয়ত, খন্ড-১ম, পৃ. ৩০৭]

'মুহাম্মদ' নামের বরকত

হাদীসে কুদসীতে মহান আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন-

وَعِزَّتِىْ وجَلاَلِىْ لاَ اَعَذَّبُ اَحَدًا يُسَمَّى بِاسْمِكَ فِى النَّار

অর্থ: (হে প্রিয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আমার মহানত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের শপথ! আমি ঐ ব্যক্তিকে জাহান্নামে শাস্তি দিবনা, যার নাম আপনার নামানুসারে হবে। [সীরতে হালভীয়া, খন্ড ১ম, পৃ. ১৩৫, আনোয়ারে মোহাম্মদীয়া, পৃ. ৩১৬]

মক্কাবাসীরা বলেন-

مَامِنْ بَيْتٍ فِيْهِ اِسْمُ مُحَمَّدٍ اِلاَّ نى وُرُزِقَ وَرْزِق جِيْرَانَهُمْ

অর্থ: যে ঘরে মুহাম্মদ নামের কেউ থাকবে, সেই ঘরে বরকত ও সমৃদ্ধি হবে, অধিক রিযক্বপ্রাপ্ত হবে। তাঁর প্রতিবেশীও রিযক প্রাপ্ত হবে। [শিফা শরীফ, ১ম খন্ড, পৃ. ১০৫]

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, যে ঘরে বা যে মজলিসে 'মুহাম্মদ' নামের কোন ব্যক্তি থাকবে সেই গৃহ ও মজলিস বরকতপূর্ণ হবে। [কাশফুল গুম্মাহ্, খন্ড-১ম, পৃ. ২৮৩]

নাম মুবারকের বরকতে ছেলে হবে এবং জীবিত থাকবে।

হযরত আল্লামা ইসমাঈল হক্কী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বর্ণনা করেন-

مَنْ كَانَ لَهُ دُوْ بُطْن فَاجْمَعُ اَنْ يسمّيه مُحَمَّدًا وَرْزُقَهُ اللهُ غُلاَمًا وَمَنْ كَانَ لَايَعِيْشَ له وَلَدٌ فَجَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ اَنْ يسمى الْوَلَدَ الْمَرْزُوْق مُحَمَّدًا عَاش - [روح البيان]

অর্থ: যার স্ত্রী গর্ভবতী হয়েছে আগত শিশুর নাম মুহাম্মদ রাখার ইচ্ছা পোষণ করলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে পুত্র সন্তান দান করবেন। যার শিশু জীবিত থাকেনা, সে আল্লাহর উপর ভরসা রেখে আগত সন্তানের নাম 'মুহাম্মদ' রাখার ইচ্ছা পোষণ করবে তখন তার শিশু বেঁচে থাকবে।

[রুহুল বয়ান, খন্ড ৭ম, পৃ. ১৮৪]

যে নামের বরকতে আদম আলায়হিস্ সালাম-এর দু'আ কবুল হলো

হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম জান্নাত থেকে ভূপৃষ্ঠে তাশরীফ আনলেন, তিনশত বছর পর্যন্ত ক্রন্দনরত, তাওবা এস্তেগফার জারী রাখল, অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে প্রভুর দরবারে প্রার্থনা করলোঃ

قَالَ يَا رَبِّ اَسْئَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ اِلاَّ غُفِرَتْ لِىْ

অর্থ: হে প্রভু আমি তোমার দরবারে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের ওসীলায় নিবেদন করছি আমাকে ক্ষমা করো।

আল্লাহ্ তা'আলা আদম আলায়হিস্ সালামকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে আদম! তুমি আমার মাহবুব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে কিভাবে চিনতে পারলে? আমি তো এখনো তাঁকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিনি। জবাবে আদম আলায়হিস্ সালাম বললেন, হে আমার প্রভু! তুমি যখন আমাকে সৃষ্টি করেছো আমার দেহে প্রাণ সঞ্চার করেছো, তখন আমি আমার মস্তক উপর দিকে উত্তোলন করলাম, তখন আরশ আজমের স্তম্ভের উপর লিখা দেখলাম-

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

তখনই আমি জানতে পারলাম, যার নাম মুহাম্মদ তুমি নিজের নামের সাথে লিপিবদ্ধ করেছো, তিনি তোমার নিকট সমগ্র সৃষ্টিকুলের চেয়ে অধিক প্রিয়।

فَقَالَ اللهُ تَعَالى صَدَّقْتَ يَا ادَمُ اِنَّه لاحبُّ الْخَلْقَ اِلَىَّ وَاِذَا سَالْتنى بحقه فَقَدْ غُفِرَتْ لَكَ وَلَوْلاَ مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ [زرقانى على المواهب]

আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, হে আদম আলায়হিস্ সালাম তুমি নিশ্চয়ই সত্যই বলেছো, নিঃসন্দেহে তিনি সমগ্র সৃষ্টির চেয়ে আমার নিকট অধিক প্রিয়। তুমি যখন তাঁর ওসীলায় আবেদন করেছো আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) যদি না হতেন আমি তোমাকে সৃষ্টি করতাম না।

[যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, খন্ড-১ম, পৃ. ৬২,
আল মুস্তাদরাক লিল হাকিম, খন্ড-২য়, পৃ. ৬১৫]

দরসে হাদীস

প্রত্যেক আসমানে নাম মুবারক লিপিবদ্ধ রয়েছে

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দিদার লাভে যখন উর্দ্ধাকাশে মিরাজে পরিভ্রমন করলেন, নবীজি এরশাদ করেন-

مَامَرَرْتُ بِسَمَآءِ اِلاَّ وَجَدَتْ اِسْمِىْ بِهَا مَكْتُوْبًا

আমি যে আসমান অতিক্রম করেছি, প্রত্যেক আসমানে আমার নাম লিপিবদ্ধ পেলাম। [হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, পৃ. ৩১১]

নাম মুবারক চুম্বনকারী কখনো অন্ধ হবে না

তাজেদারে মদীনা সরকারে দো'আলম মাহবুবে খোদা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

مَنْ سَمِعَ اِسْمِىْ فِى الْاَذَان فَقَبَّلَ ظَفْرِىْ اِبْهَامَيْهِ وَمَسَحَ عَلَى عَيْنَيْهِ لَمْ يعم اَبَدًا [روح البيان]

অর্থ:যে ব্যক্তি আযানে আমার নাম শ্রবণ করবে এবং স্বীয় বৃদ্ধাঙ্গুলি চুম্বন করে চোখে লাগাবে সে কখনো অন্ধ হবে না। [রুহুল বয়ান, খন্ড-৭ম, পৃ. ২২৯]

নাম মুবারকের তাজিমের কারণে দু'শত বছরের গুনাহ্গারকে ক্ষমা করা হলো

হযরত আলী বিন বুরহানুদ্দীন হালভী হযরত আবু নঈম আহমদ বিন আবদুল্লাহ্ ও হযরত আল্লামা ইউসুফ ইবনে ইসমাঈল নুবহানী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম নিজেদের কিতাবে বর্ণনা করেন।

বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ে এক গুনাহ্গার ব্যক্তি যিনি সুদীর্ঘ দু'শত বছর আল্লাহর অবাধ্য ছিল মৃত্যুর পর লোকেরা তাকে অপবিত্র জায়গায় নিক্ষেপ করলো, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর নিকট ওহী নাযিল করলেন, লোকটাকে নিক্ষিপ্ত স্থান থেকে উঠায়ে নামাযে জানাযা ও দাফনের ব্যবস্থা করা হোক। হযরত মুসা কলীমুল্লাহ্ আরজ করলেন, হে আল্লাহ! বনী ইসরাঈল'র লোকেরা স্বাক্ষী দিচ্ছে লোকটি বড়ই পাপী তাপী গুনাহ্গার ছিল, দু'শত বছর পর্যন্ত তোমার নাফরমানি করেছে, এরশাদ হলো, তা সত্য; কিন্তু লোকটির অভ্যাস ছিল-

كُلَّمَا نَشَرَ التَّوْرَاةَ وَنَظَرَ اِلَى اِسْمِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَضَعَه عَلَى عَيْنَيْهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ فشكرت ذَالِكَ له وَغُفِرَتْ له وَزَوَّجْتَه سَبْعِيْنَ حَوَاراء [انوار البيان]

অর্থ: লোকটি যখন তাওরাতের পৃষ্ঠা খুলতেন এবং আমার মাহবুব মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)'র নাম মুবারক দেখতেন, তা চুম্বন করে চোখে লাগাতেন এবং আমার নবীর উপর দরুদ পড়তো, এ কারণেই আমি তার গুনাহ ক্ষমা করে দিলাম এবং সত্তরজন বেহেশতী হুরের সাথে তার বিবাহ্ দেব।

[আবু নঈম হিলাতুল আউলিয়া, সীরাতে হালভীয়া, খন্ড ১ম, পৃ. ৮০, মাআরিজুন্ন নুবুওয়ত, পৃ. ৮২]

হে আল্লাহ্! তোমার প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নামের ওসীলা ও বরকতে আমাদেরকে ইহকাল পরকালে সম্মান ও মর্যাদা নসীব করুন। আমিন।

The Monthly Tarjuman

লেখক: অধ্যক্ষ, মাদ্রাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল (ডিগ্রী)

www.anjumantrust.org

মাহে রবি'উল আউয়াল

ইয়া নবী সালামু আলায়কা, ইয়া রাসূল সালামু আলায়কা, ইয়া হাবীব সালামু আলায়কা, সালাওয়াতুল্লাহ আলায়কা।

দরূদ ও সালামের মাস, ঈদ-এ মীলাদুন্নবীর মাস মাহে রবি'উল আউয়াল বর্ষ ঘুরে আবার সমাগত। ঋতুরাজ বসন্তের এ মাস বিশ্বমুসলিমের হৃদয়কে গভীর অনুভূতিতে নাড়া দিতে আবার উপস্থিত। ঘরে-ঘরে, পাড়ায়-পাড়ায় মহল্লায়-মহল্লায়, গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে সর্বত্র সাড়া পড়ে যায় ঈদে মিলাদুন্নবী উদ্‌যাপনের। সকলে এ মাসে ঈদ-এ মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম উপলক্ষে খোদার দরবারে শুকরিয়া আদায় করে ধন্য হতে ব্যস্ত। আয়োজিত হয় মিলাদ মাহফিল। এ সঙ্গে ব্যক্তিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিয় জীবনে শান্তিময় সে আদর্শের প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টায় মানসিক ও ব্যবহারিক দিক থেকেও এ মাসে পাচ্ছে এক নতুন উৎসাহ, উদ্দীপনা ও গতিময়তা।

এ মাস হচ্ছে গুনাহগার বান্দাদের আত্মসংশোধনের মাস। পাপাচার, অন্যায় হতে তাওবা করার প্রকৃত সময়। রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উসিলা দিয়ে এ মাসে যে সব মুসলমান দো'আ করবেন খোদার অনুগ্রহে তাদের দো'আ কবুল হবার সৌভাগ্য নসিব হবার পূর্ণ আশা। স্মরণযোগ্য যে, আবু লাহাব কাফির হওয়া সত্ত্বেও আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীতে আগমনের সংবাদ শুনে একজন বাঁদীকে আজাদ করার কারণে যদি খোদা তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ অর্জন করার অধিকারী হতে পারে তবে নবীয়ে আক্বদাস সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শের প্রকৃত অনুসারীগণ যে, আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করবেন তাতে সন্দেহের কি অবকাশ থাকতে পারে? অধিকন্তু এ মাসে আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ রহমত ও বরকত সারা জাহানে বর্ষিত হয় বিধায় দ্বীন ও দুনিয়া উভয় জাহানের কামিয়াবী হাসিলের মাস হিসেবে এ মাসকে যথাযোগ্য সমাদর ও গুরুত্ব দেয়া অপরিহার্য।

এ মাসের নফল নামায ও দো'আ

রবি'উল আউয়াল মাসের চাঁদ উদিত হওয়ার পর মাগরীব ও আওয়াবীনের নামায আদায়ের পরে দুই রাকাত নফল নামায পড়বেন। প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর তিনবার সূরা ইখলাস পড়বেন। সালাম ফিরানোর পর ১০০ বার নিম্নের দরূদ শরীফটি পাঠ করবেন-

আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আ'লা আলে সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম, বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার্ রাহিমীন।

অতঃপর মুনাজাত করবেন ইন্‌শাআল্লাহ হাজত পূর্ণ হবে। এরূপ একই নিয়মে দুই রাকাত করে ষোল রাকাত নামায আদায় করা অত্যন্ত উপকারী। অতঃপর ১০০০ বার দরূদ শরীফ পড়বেন। তৃতীয় ও চতুর্থ সন্ধ্যায় চার রাকাত করে নামায আদায় করতে পারেন। প্রতি রাকাতে আয়াতুল কুরসী ৯ বার, তোয়াহা ১ বার, ইয়াসীন ১ বার এবং ৩ বার সূরা ইখলাস পাঠ করবেন। অতঃপর দরূদ পাঠান্তে মুনাজাত করবেন। বর্ণিত আছে যে মাসের প্রথম তারিখ হতে আরম্ভ করে শেষাবধি প্রত্যহ ইশার নামাযান্তে এক হাজার পাঁচশত পঁচিশবার নিম্নের দরূদ শরীফ পাঠ করলে স্বপ্নযোগে হুজূর আন্‌ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দীদার নসীব হবে। দরূদ শরীফ নিম্নরূপ-

আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লায়তা আ'লা ইব্‌রাহীমা ওয়া আ'লা আলি ইব্‌রাহীম ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।

মাসের বার তারিখে হুজূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর রূহ মোবারকের প্রতি নিবেদন করে দুই রাকাত বিশিষ্ট ২০ রাকাত নফল নামায প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস ১১বার পাঠান্তে আদায় করবেন। এর ফলে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দীদার নসীব হবে।

উক্ত দিন জশ্‌নে জুলুসে ঈদ-এ মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এ শরীক হওয়াও আল্লাহ্‌র প্রতি শোকর গুজারির নিদর্শন। এ দিন ৩৬০ বার সূরা ইখলাস পাঠ করা বুজুর্গানে কেরামের প্রদর্শিত আমলের অন্তর্ভূক্ত। ২১ তারিখ ২রাকাত করে নফল নামায আদায়

করবেন। সম্ভব হলে প্রতি রাকাতে সূরা মুজাম্মিল কিংবা অপর কোন সূরা দ্বারা। সালাম ফিরানোর পর সাজদায় পতিত হয়ে আল্লাহ্র কাছে স্বীয় প্রার্থনা নিবেদন করবেন। তাছাড়া একাগ্রচিত্তে নিম্নের দো'আ পড়বেন-

দু'আ

এয়া গাফূরু গাফারতা বিল গুফ্রি ওয়াল গুফ্রু ফি গুফরি গুফরিকা এয়া গাফূরু।

বিশেষতঃ এ মাসে মুসলিম বিশ্বের কল্যাণ, সংহতি ও ঐক্যের জন্য মুনাজাত করবেন এবং স্বীয় দেশ ও দশের কল্যাণে খোদার দরবারে প্রার্থনা জানাবেন। আর এ কথাও বলা বাহুল্য যে, এ মাসের আয়োজিত মীলাদ মাহফিল, আলোচনা, জশ্নে জুলূস ইত্যাদিতে শরীক হওয়া অতীব পূণ্যময় এবং উভয় জগতের উন্নতি, বরকত ও সাফল্যের মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত।

এ মাসে ওফাত প্রাপ্ত ক'জন অলী

১. রবি'উল আউয়াল: খাজা বাহাউদ্দীন নক্সবন্দী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি।

১৩. রবি'উল আউয়াল: হযরত সাবির কল্য়রী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি।

১৪. রবি'উল আউয়াল: খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কা'কী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি।

২১. রবি'উল আউয়াল: শায়খ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি।

আগামী মাস : মাহে রবিউস্ সানী

আমাদের সামগ্রিক জীবনের সঙ্কট, সমস্যা ও দুর্দশা দুরীভুত করার জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র কালজয়ী জীবনাদর্শের অনুসরণ এবং আউলিয়া কেরামের জীবনবোধ সম্পর্কে চর্চার কোন বিকল্প নাই। এই জীবনবোধ সম্পর্কে চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমে অন্তরে যে খোদাভীতি সৃষ্টি হবে তাতে আমরা ভোগবাদী মনোবৃত্তি পরিহার করে নিজেদের আদর্শকে বিশ্বমাঝে সত্যিকারভাবে প্রতিষ্ঠিত করার উপযুক্তরূপে গড়ে তুলতে সক্ষম হবো।

এ মাসের নফল এবাদত

২৫ ও ২৯ তারিখ এশার নামাযের পর দুই রাকাত বিশিষ্ট চার রাকাত নামায আদায়ের জন্য কোন কোন বুযুর্গ উৎসাহিত করেছেন যাতে অশেষ কল্যাণ নিহিত। এর প্রতি রাকাতে সূরা ফাতেহার সাথে পাঁচবার সূরা ইখলাস দ্বারা এ নামায আদায় করবেন। অন্যান্য রাতেও অধিকহারে দরূদ শরীফ, তিলাওয়াতে কোরআন এবং নফল নামায আদায়ান্তে গুনাহ্'র ক্ষমা প্রার্থনা এবং বিশ্ব মুসলিমের ঐক্য ও সংহতির জন্য দু'আ করবেন। বিশেষতঃ ১১ তারিখ খতমে গাউসিয়া শরীফ, গেয়ারভী শরীফ, গাউসে পাকের জীবনী আলোচনা, ওয়াজ মাহফিল এবং গরীব মিসকীনদের আহার করানোর ব্যবস্থা করে তার সাওয়াব গাউসে পাকের প্রতি প্রেরণের দো'আ করা অতঃপর দেশ ও দশের জন্য বিশেষ মুনাজাত করেন।

মাসিক তরজুমান The Monthly Tarjuman

প্রবন্ধ

শানে রিসালত

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পছন্দনীয় তিনটি জিনিষ

হুযূর রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, এ দুনিয়ার তিনটি জিনিসের সাথে আমার বিশেষ ভালবাসা রয়েছেঃ খুশবু, স্ত্রীগণ এবং নামায। প্রত্যেকটার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ

খুশবু

সর্বপ্রথম জিনিষ, যার সাথে রসূল-ই আক্রামের ভালবাসা রয়েছে তা হচ্ছে খুশবু। আল্লাহু আকবার! খোদার ক্বসম আমাদের প্রিয় রসূল-ই মাকবূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপাদমস্তক শরীফ খুশবু ছিলেন। তাঁর পবিত্র শরীর থেকে মুশ্ক ও আম্বরের চেয়েও উত্তম খুশবু প্রবাহিত হতো। যে পথ দিয়ে তিনি অতিক্রম করতেন, গলিগুলো পর্যন্ত মুহাম্মদী খুশবুতে খুশবুদার হয়ে যেতো। আর লোকেরা ওই খুশবু শুঁকে শুঁকে হুযূর-ই আক্রামকে তালাশ করতেন এবং তাঁকে পেয়ে যেতেন। এ প্রসঙ্গে আ'লা হযরত আলায়হির রাহমাহ্ বলেছেন-

کیا مہکتے ہیں مہکنے والے - بو پہ چلتے ہیں
بھٹکنے والے

অর্থ: এ কেমন খুশবু! কেমন ঘ্রাণ বিতরণ করছে! ঘ্রাণ নিতে নিতে পথ হারা মানুষ পথ পেয়ে যাচ্ছে।

অন্যত্র বলেছেন-

بھینی خوشبوسے مہك جاتی ہے گلیاں واللہ
کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو

অর্থ: প্রচন্ড খুশবুতে গলিগুলো পর্যন্ত, আল্লাহরই শপথ! খুশবুদার হয়ে যায়। এ কেমন ফুলের মধ্যে চুবিয়ে রাখা হয়েছে আপনার ঝুলফি!

প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, একদিন হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে বিশ্রাম নিতে তাশরীফ এনে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। আর শরীর মুবারক থেকে ঘাম ঝরছিলো। আমার মা হযরত বিবি উম্মে সুলায়ম এটা দেখে হুযূর-ই আক্রামের পবিত্র ঘাম মুছে মুছে একটি শিশিতে সংগ্রহ করছিলেন। হঠাৎ রহমতে আলম তাঁর দিকে ফিরলেন এবং বললেন, "উম্মে সুলায়ম! তুমি আমার এ ঘাম নিয়ে কি করবে?" তদুত্তরে উম্মে সুলায়ম আরয করলেন, نَجْعَلُه فِىْ طِيْبِنَا وَهُوَ اَطْيَبُ الطِّيْبِ অর্থাৎ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা এটাকে আমাদের খুশবুর সাথে মিশাবো। আর এ'তো স্বয়ং সমস্ত খুশবু থেকে বেশী পবিত্র ও সর্বাপেক্ষা উত্তম খুশবু। [বোখারী ও মুস্তাত্বরাফ: ২য় খন্ড, পৃ. ২৮]

এ প্রসঙ্গে আ'লা হযরত বলেছেন-

واللہ جو مل جائے مرے گل کا پسینہ
مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلھن پھول

অর্থ: খোদার কসম! যখন কেউ আমার ফুলের ঘাম পেয়ে যাবে, তখন থেকে সে কখনো অন্য আতর চাইবে না, কোন দুলহান পেলে সে কখনো ফুল চাইবে না।

সুতরাং হযরত আনাস সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ওসীয়ৎ করেছিলেন; "আমি মারা যাওয়ার পর আমার শরীর ও কাফনে যেন ওই খুশবু লাগানো হয়; যার সাথে হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ঘাম মুবারক মিশানো হয়েছে।"

[বোখারী শরীফ: ২য় খন্ড, পৃ. ৯৭৫]

মোটকথা, হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং ও আপাদ মস্তক শরীফ খুশবুদার ছিলেন এবং তিনি খুশবুকে খুব পছন্দ করতেন। তিনি তাই বেশী পরিমাণে খুশবু ব্যবহার করতেন, আপন উম্মতকেও খুশবু ব্যবহার করার হুকুম দিতেন। এক হাদীস শরীফে এ কথাও রয়েছে যে,

لَا تَرُدُّوْا الطِّيْبَ فَاِنَّه طَيِّبُ الرِّيْحِ خَفِيْفُ الْمَحْمَلِ

অর্থ: খুশবুর তোহফা কেউ দিলে তা গ্রহণ করতে অনীহা প্রকাশ করোনা, কারণ, তা পবিত্র ঘ্রাণ ছড়ায় এবং খুব হালকা জিনিষ। [মুস্তাত্বরাফ: ২য় খন্ড, পৃ. ৯২]

পবিত্র বিবিগণ

এভাবে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট তিনটি পছন্দনীয় জিনিসের মধ্যে দ্বিতীয় হচ্ছে- হুযূর-ই আক্রামের পবিত্র বিবিগণ। হুযূর শাহানশাহে মদীনা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজের

পবিত্র বিবিগণকে এ পরিমাণ ভালবাসতেন যে, তাঁর একসাথে নয়জন বিবি, উম্মাহাতুল মু'মিনীন (মু'মিনদের মায়েরা) ছিলেন; কিন্তু কখনো তাঁদের মধ্যে হুযূর-ই আক্রামের দিক থেকে ভালবাসা ও সুন্দর আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে কারো কোনরূপ অভিযোগ ছিলোনা। আর তিনি নিজের উম্মতকেও তাদের নিজ নিজ স্ত্রীকে ভালবাসা ও তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করার তাকিদ সহকারে নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং তিনি কখনো বলেছেন- اِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا (অর্থ: তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে ভালবাসা রাখার ব্যাপারে আমার ওসীয়ৎ (তাকীদী নির্দেশ) গ্রহণ করো)! অন্যত্র এরশাদ করেছেন- خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِاَهْلِه (তোমাদের মধ্যে উত্তম লোক তারাই, যারা নিজের ঘরের লোকজনের নিকট উত্তম হয়)।

নামায

হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট তিনটি পছন্দনীয় জিনিষের মধ্যে তৃতীয়টি হচ্ছে-নামায। আল্লাহ্ আকবার। নামাযের প্রতি হুযূর-ই আক্রামের যেই ইশক্ব ও ভালবাসা এবং আগ্রহ ছিলো, তা মুসলমান মাত্রই জানে। হুযূর খোদ এরশাদ করেছেন- جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِىْ فِى الصَّلٰوةِ (অর্থাৎ নামাযে আমার চোখের শান্তি ও শিথিলতা রাখা হয়েছে), পাঁচ ওয়াক্বতের ফরয নামায ছাড়াও, তিনি তাহাজ্জুদের নামায এবং দিনে ও রাতে অন্যান্য নফল নামায পড়তেন। পবিত্র বিবিগণ ও সাহাবা-ই কেরাম বলেছেন, "যখনই হুযূর-ই আক্রাম কোন দুঃখ ও দুশ্চিন্তার সম্মুখীন হতেন, আর কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনে আসতো, তখনই নামাযে রত হয়ে যেতেন।

অতএব, মুসলমানদেরও উচিৎ হুযূর-ই আকরাম যেসব কাজ ও যে স্বভাব পছন্দ করতেন তা নিজেরাও গ্রহণ করে নেয়া।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্বের পছন্দনীয় জিনিসগুলোর বিস্তারিত বিবরণ

অনুরূপ, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা বলেন, সমগ্র দুনিয়ার নি'মাতগুলো ও তৃপ্তিদায়ক জিনিষগুলোর মধ্যে তিন জিনিষের সাথে আমার ভালবাসা রয়েছে-

এক. রসূলের নুবূয়তের সৌন্দর্যের দীদার

রসূল-ই পাকের সৌন্দর্য দর্শন এমন অনুপম ফযীলত ও উত্তম ইবাদত যে, বান্দাদের অন্য কোন নেক আমল তদপেক্ষা উত্তম ও উঁচু পর্যায়ের হতে পারে না। প্রথমে একথা হৃদয়ঙ্গম করা দরকার যে, কোন মুত্তাক্বী, পরহেযগার, ওলী, গাউস, ক্বুত্বব, আবদাল, ক্বুত্ববুল আক্বত্বাবও সাহাবীর মর্যাদায় পৌঁছতে পারেন না। আর সাহাবী হলেন ওই সৌভাগ্যবান মু'মিন, যিনি কমপক্ষে একবার নবী-ই আক্রামের সৌন্দর্য স্বচক্ষে দেখেছেন। তারপর ঈমানের উপরই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। সুবহা-নাল্লাহ্। যদি কোন মুসলমান একবার কলেমা পড়ার পর হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর চেহারা-ই পুরনূর দেখেছেন, আর অন্য কোন নেক আমল করার পূর্বে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তাহলে তাঁর মর্যাদা গাউস, ক্বুত্বব, ওলী-আবদালের চেয়ে বেড়ে গিয়েছে।

সুতরাং ভেবে দেখুন, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্বের এ মাহবুব আরজু কতোই মাহবূব! কতই পছন্দনীয়! কতই প্রিয়! সুবহানাল্লাহ! তা হবেও না কেন? তিনি তো জীবনের শুরু থেকে সব সময় হুযূর-ই আক্রামের সঙ্গে আছেন। তা তাঁর নিকট প্রিয়-পছন্দনীয় কাজও। সুতরাং এ মহা পূণ্যময় কাজটি তাঁকে অনেক উর্ধ্বে পৌঁছিয়ে দিয়েছে গোটা জীবন শরীফ হুযূর-ই আক্রামের সাথে থাকার পর ওফাতের পরও হুযূরের সাথে আছেন। ক্বিয়ামতেও সাথে উঠবেন, জান্নাতেও হুযূর-ই আক্রামের প্রতিবেশে থাকবেন। কবি বলেন, এর বদৌলতে তিনি নুবূয়ত ব্যতীত সব ধরনের ফযীলতের অধিকারী হয়েছেন।

مرتبہ حضرت صدیق اکبر کا یہ ہے - ہر فضیلت
کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا

অর্থাৎ হযরত সিদ্দীক্বে আকবারের মর্যাদা এযে, তিনি নুবূয়ত ব্যতীত সবগুণের অধিকারী হয়ে গেছেন।

দুই. রসূল-ই আক্রামের ক্বদম শরীফে অর্থ সম্পদ ব্যয় করা

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্বের দ্বিতীয় পছন্দনীয় জিনিষ ছিলো রসূলে আক্রামের কদমে নিজের ধন-দৌলত উৎসর্গ করা। সুতরাং ইসলামের ইতিহাস সাক্ষী আছে যে, যেদিন সিদ্দীক্ব-ই আকবার ইসলাম গ্রহণ করেন, সেদিন তিনি চল্লিশ হাজার দিরহামের মালিক ছিলেন। তা থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার দিরহাম মক্কা মুকাররমায় বিশ্ব রহমত

সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাহায্য ও সমর্থনে ব্যয় করে ফেলেছেন। অবশিষ্ট পাঁচ হাজার দিরহাম নিয়ে হিজরত করেন। এ অংকের অর্থও তিনি হুযূর-ই আক্রামের কদমে বিলিয়ে দিয়েছেন।

তিন. স্নেহের কন্যা রসূলে পাকের বিবাহাধীন হওয়া

হযরত সিদ্দীক্ব-ই আকবারের তৃতীয় আরজু কি দেখুন। তাও কি পরিমাণ মুহাব্বতে রসূলের স্বচ্ছ দর্পণ! তিনি বলেন, আমার আরেকটি পছন্দনীয় বিষয় হচ্ছে আমার চোখের মণি কলিজার টুকরা হযরত আয়েশা যেন সব সময় (আজীবন) রসূলে পাকের বিবাহাধীন থাকে। তাছাড়া, সিদ্দীক্ব-ই আকবারের প্রতিটি কাজ দেখলেই একথা সুস্পষ্টভাবে ধারণা হবে যেন, তিনি আপাদমস্তক ইশ্ক্বে রসূল-এ নিমজ্জিত। এমন ইশ্ক্বে রসূল প্রতিটি ঈমানদারের থাকা চাই! আল্লাহ্ তা সবাইকে দান করুন। আ-মী-ন।

হযরত ওমর ফারূক্বে আযমের তিনটি পছন্দনীয় বস্তু

এক ও দুই. সৎকাজের নির্দেশ দেওয়া ও অসৎকাজে বাধা দেওয়া। লক্ষ্য করুন! হযরত ফারূক্ব-ই আ'যমের পছন্দনীয় এ দু'টি কাজ এমনই গুরুত্ববহ যে, এ দু'টি কাজকে খোদ্ আল্লাহ্ তা'আলা উম্মত-ই মুহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত করেছেন। এ আখেরী উম্মতের মাথায় 'খায়রুল উমাম' (সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত)-এর মুকুটটি পরানো হয়েছে। আর এর পরিচিতি হচ্ছে- এ দু'টি কাজ। যেমন এরশাদ হচ্ছে-

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرْ

(হে আমার হাবীবের উম্মত!) তোমরা হলে সমস্ত উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উম্মত। আর তোমাদের পদবী হচ্ছে তোমরা আল্লাহর বান্দাদেরকে ভাল কাজের নির্দেশ দাও এবং মন্দ কার্যাদি থেকে বিরত রাখো। [সূরা আ-লে ইমরান, আয়াত-১১০]

তিন. পুরানো পোশাক পরিধান করা

হযরত ফারূক্ব-ই আ'যমের তৃতীয় পছন্দনীয় জিনিষ পুরানো কাপড়। বর্ণিত আছে যে, হযরত ফারূক্ব-ই আ'যমের লুঙ্গি মুবারকেও সাত সাতটি পর্যন্ত তালি লাগানো থাকতো। নিজেতো পুরানো কাপড় পরতেন; কিন্তু রসূলে পাকের উম্মতকে প্রতিদিন নতুন নতুন কাপড় পরাতেন। আর তিনি কোন মুসলমানকে বস্ত্রহীন কিংবা ক্ষুধার্ত দেখা পছন্দ করতেন না। খোদা ওয়ান্দে কুদ্দুস এমন পরোপকারীদের প্রশংসা করে এরশাদ করেছেন- وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (নুবূয়ত প্রদীপের উপর প্রাণোৎসর্গকারী পতঙ্গদের এটা অতি বড় আলামত যে, তাঁরা নিজেরা দারিদ্র ও নিঃস্বতার যিন্দেগী অতিবাহিত করতেন, অন্যদেরকে নিজের সত্তার উপর প্রাধান্য দিতেন। অর্থাৎ খোদ্ ক্ষুধার্ত থাকেন, অন্যদেরকে খাইয়ে দেন। নিজেরা ছেঁড়া-পুরানা কাপড় পরিধান করেন, অন্যদেরকে নতুন কাপড় পরিয়ে দেন!

মোটকথা, হযরত ফারূক্ব-ই আযমের এ তিনটি পছন্দনীয় বস্তুও বড় প্রশংসিত। সুতরাং যারা ফারূক্ব-ই আযমকে ভালবাসবে, তাঁরাও যেন এসব সদ্গুণ নিজের মধ্যে অর্জন করে।

হযরত ওসমান গণীর পছন্দনীয় তিন জিনিস

১. ক্ষুধার্তদের আহার করানো, ২. বস্ত্রহীনদেরকে বস্ত্র পরানো এবং ৩. ক্বোরআন-ই করীমের তিলাওয়াত করা।

এক. ক্ষুধার্তদের আহার করানো

এ কাজ অত্যন্ত সাওয়াবের। কত সাওয়াবের তা পবিত্র ক্বোরআনের আলোকে দেখুন! আল্লাহর ওইসব নৈকট্যধন্য বান্দা, যাঁদেরকে ক্বোরআন মজীদে 'আবরার' (নেক্কার) বলা হয়েছে, তাঁদের শানে বিশ্ব প্রতিপালক এরশাদ করেছেন- وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَيَتِيْمًا وَاَسِيْرًا অর্থাৎ লোকেরা ওই খাদ্যকে ভালবাসা সত্ত্বেও তা নিজেরা খায়না বরং মিসকীন, ইয়াতীম ও কয়েদীকে খাওয়ায়। [সূরা ইনসান: আয়াত-৮]

তাঁদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে। এরশাদ হয়েছে- جَزٰهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَحَرِيْرًا (তাদের এ ধৈর্যের প্রতিদান হচ্ছে জান্নাত ও রেশমী কাপড়।

[সুরা ইনসান: আয়াত- ১২]

দুই. বস্ত্রহীনকে কাপড় পরানো

হযরত ওসমান গণীর দ্বিতীয় প্রিয় জিনিষ বস্ত্রহীনদের বস্ত্রদান। এটাও ক্ষুধার্তকে আহার করানোর মতো অতি বড় সাওয়াবের কাজ। মিশকাত শরীফের হাদীসে আছে, হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান-

اَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلٰى عُرْىٍ كَسَاهُ اللّٰهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ

অর্থ: যে মুসলমান কোন উলঙ্গ মুসলমানকে কাপড় পরাবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জান্নাতের সবুজ পোশাক পরাবেন। [মিশকাত শরীফ: ফদ্বলুস সাদক্বাহ্]

তিন. ক্বোরআনের তিলাওয়াত

হযরত ওসমান গণী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর তৃতীয় পছন্দনীয় কাজ হচ্ছে ক্বোরআন মজীদের তিলাওয়াত। ক্বোরআন-তিলাওয়াতের সাওয়াব সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে-

اَلْجَنَّةُ تَشْتَاقُ اِلٰى اَرْبَعَةِ نَفَرٍ تَالِى الْقُرْاٰنِ وَمُطْعِمِ
الْجِيْعَانِ وَحَافِظِ اللِّسَانِ وَالصَّائِمِ فِىْ شَهْرِ رَمَضَانَ

অর্থাৎ সব লোক তো জান্নাত পেতে আগ্রহী থাকে; কিন্তু চার ব্যক্তি এমন খোশ নসীব যে, স্বয়ং জান্নাত তাদেরকে পেতে চায়। তারা হলেন- ক্বোরআন তিলাওয়াতকারী, ক্ষুধার্তদের খাবারদাতা, নিজেদের রসনাকে হারাম খাদ্য ও অনর্থক কথাবার্তা থেকে রক্ষাকারী এবং রমযান মাসের রোযা পালনকারী। সুতরাং আমরাও যদি এসব পছন্দনীয়, কাজকে আমাদের নিকট পছন্দনীয় কাজ হিসেবে গ্রহণ করতে পারি, তবে আমাদের সাফল্যও অনিবার্য।

মাওলা-ই কাইনাত হযরত আলীর পছন্দনীয় বস্তুগুলো

তিনি বলেন, আমার নিকটও দুনিয়ার তিনটি জিনিষ পছন্দনীয়ঃ

এক. মেহমানদের খিদমত-সমাদর করা, **দুই.** গ্রীষ্মকালের রোযা এবং তিন. জিহাদে তরবারি চালনা করা।

মেহমানদের সমাদর

এটা হুযূর-ই আকরামের এমন পছন্দনীয় সুন্নাত, যা সম্পর্কে হুযূর-ই আক্রাম এরশাদ করেছেন,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَه

অর্থ: যে ব্যক্তি ঈমান রাখে আল্লাহর উপর এবং শেষ দিনের উপর সে যেন তার অতিথির সমাদর করে।

[মিশকাত: বাবুদ্ব দ্বিয়াফাহ্]

প্রতীয়মান হয় যে, অতিথিপরায়ণতা ঈমানের বৈশিষ্ট্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি মু'মিন হবে, সে অবশ্যই অতিথিপরায়ণ হবে।

গ্রীষ্মকালের রোযা

এমনিতে রোযা রাখা বড় নেক কাজ, এতদ্সত্ত্বেও গ্রীষ্মকালে রোযা রাখা, গরমের চোটে সৃষ্ট পিপাসার কষ্ট সহ্য করা, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এমতাবস্থায় ধৈর্যধারণ করার ফযীলত কত বেশী হবে তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনার অপেক্ষা রাখেনা। এজন্য রোযাদারদের জন্য 'রাইয়্যান' (সুশীতল, পরম আরামদায়ক) বেহেশত নির্দ্ধারিত।

জিহাদে তলোয়ার চালানো

অনুরূপ, জিহাদে খোদার দ্বীনের মর্যাদার পতাকাকে উড্ডীন করা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তলোয়ার চালানোর ফযীলত সম্পর্কে কে অনুমান করতে পারেনা? হাদীস শরীফে তো এ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে যে, যে কদম জিহাদে ধূলিময় হয়েছে, ওই কদমের উপর জাহান্নামের আগুন হারাম। অপর এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে-

اِنَّ فِى الْجَنَّةِ مِأَةُ دَرَجَةٍ اَعَدَّهَا اللّٰهُ لِلْمُجَاهِدِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ

অর্থ: নিশ্চয় জান্নাতে একশ'টি মর্যাদার স্তর এমন রয়েছে, যেগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ করে আল্লাহর রাহে জিহাদকারীদের জন্য তৈরী রেখেছেন। ওই একশ' স্তরের মধ্যে প্রত্যেক দু' স্তরের মধ্যভাগে ততটুকু ব্যবধান, যতটুকু যমীন ও আসমানের মধ্যে রয়েছে। জিহাদের অগণিত ফযীলত সর্বজন বিদিত। এ কারণে মাওলা-ই কাইনাতের তিনটি পছন্দনীয় কাজের মধ্যে একটি হলো- জিহাদে তলোয়ার চালনা করা।

হযরত জিব্রাঈলের তিনটি পছন্দনীয় বস্তু

তিনি এমন তিনটি বিষয়কে বিশেষভাবে পছন্দ করেন, যেগুলোর গুরুত্ব অপরিসীমঃ ১. পথভ্রষ্টদের সৎপথে আনা কিংবা সৎপথ দেখানো, ২. আল্লাহর আনুগত্যকারী মুসাফিরদের মনোরঞ্জন এবং ৩. অর্থ সংকটগ্রস্ত পরিবার-পরিজন বিশিষ্টের সাহায্য করা বস্তুত: এ তিনটি হচ্ছে এমন 'মালাকূতী সেফাত ও খাসাইল' (ফেরেশতাসূলভ গুণাবলী ও চরিত্র), যেগুলো অনুসারে যদি মুসলমানগণ আমল করতে থাকে, তবে ইসলামী সমাজের শোভা-সৌন্দর্যের ওই সূর্য পুনরায় সাড়ম্বরে চমকিত হয়ে ওঠবে, যার উপর দীর্ঘ দিন যাবৎ স্বার্থপরতা, মন্দ কার্যাদি, মুনাফিক্বী, বে-দ্বীনীর মেঘমালা ছাইয়ে এসেছে; মুসলমানদের অবস্থাদির এ পরিবর্তন দেখে সারা বিশ্ব অবাক বা হতভম্ব হয়ে যাবে।

আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর পছন্দনীয় তিন বস্তু

এভাবে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর নিকট বান্দাদেরকে তিনটি চরিত্র বৈশিষ্ট খুব পছন্দনীয়, সেগুলোও মু'মিনদের উভয় জগতের সাফল্য ও উভয় জগতের সৌভাগ্যের এমন পুঁজি, যার উপমা পাওয়া যায় না। ওই বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে-

মাসিক তরজুমান The Monthly Tarjuman

এক. নিজের শক্তি-সামর্থ্য খোদার রাহে ব্যয় করা

এটা এমন চরিত্র-সৌন্দর্য, যা হাজারো পছন্দনীয় চরিত্রের ধারক। তা হচ্ছে- বান্দার মধ্যে যতটুকু শক্তি ও সামর্থ্য থাকবে, ওইসব শক্তি ও সামর্থকে আল্লাহর পথে ব্যয় করা; চাই আর্থিক সামর্থ্য হোক কিংবা দৈহিক সামর্থ্য হোক, অথবা জ্ঞানগত ও আমলগত সামর্থ্য হোক কিংবা মননগত সামর্থ্য হোক। বস্তুতঃ বান্দা খোদা প্রদত্ত অগণিত শক্তি-সামর্থ্যের সমাবেশস্থল। তার শরীরের প্রতিটি পেশী ও লোমে রয়েছে শক্তি ও সামর্থ্যের ভান্ডার। সুতরাং বান্দা যখন তার সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য খোদার রাহে ব্যয় করবে, তখন নিশ্চিতভাবে সে নানা ধরনের ইবাদত ও আনুগত্যের এক পবিত্র সুন্দর ফুলদানি হয়ে যাবে। আর তার উপর খোদার রহমত ও দানের এমন বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকবে, যে, ওই বান্দা দুনিয়া ও আখিরাতে খোদার বান্দা হবার সাথে সাথে খোদার মাহবূবেও পরিণত হবে।

দুই. লজ্জিত হয়ে ক্রন্দন করা

বান্দাদের দ্বিতীয় চরিত্র, যা আল্লাহর দরবারে অত্যন্ত পছন্দনীয়, তা হচ্ছে লজ্জিত হয়ে ক্রন্দন করা। অর্থাৎ বান্দা যদি কোন গুনাহ্ করে বসে, তবে ওই গুনাহর জন্য লজ্জিত হয়ে তাওবা করা, আর তাওবার সময় তার উপর লজ্জিত হবার আগ্রহ বিজয়ী হবে এবং আল্লাহর ভয় ও আতঙ্ক তার হৃদয়ের উপর এমন প্রভাব ফেলবে যে, আহাজারি ও কান্নার সাথে তার দু'চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকবে। এমন কান্নাকাটি আল্লাহর দরবারে এতই পছন্দনীয় যে, এ অশ্রুর বিনিময়ে আল্লাহর রহমতের সমুদ্র বয়ে যায় এবং মুহূর্তের মধ্যে তার গুনাহর দফতর (রেজিষ্ট্রার)কে ধুয়ে মুছে পাক-সাফ করে দেয়। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে-

مَنْ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ

অর্থ: যে ব্যক্তি একাকীত্বে আল্লাহকে স্মরণ করে, তার চোখ থেকে পানি বের হয়, এমন সৌভাগ্যবানকে পরওয়ারদিগারে আলম ক্বিয়ামতের উত্তাপ ও প্রখর রোদে আপন আরশের ছায়ার নিচে জায়গা দান করবেন।

অনাহারে ধৈর্যধারণ

বান্দাদের তৃতীয় চরিত্র বৈশিষ্ট্য, যা মহামহিম আল্লাহর দরবারে বেশী পছন্দনীয়, তা হচ্ছে-দারিদ্র ও অনাহার-অর্দ্ধাহারের অবস্থায় ধৈর্যধারণ করা। ধৈর্যশীলদের বড়ত্ব ও মহত্বের জন্য এর চেয়ে বড় সুসংবাদ আর কি হতে পারে।' মহান রব ক্বোরআন-ই করীমে এরশাদ করেছেন- إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ (নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন)। খোদ্ আল্লাহ্ যাদের সাথে আছেন, যাদের তিনি সাহায্য-সহযোগিতা করেন, যাদের প্রতি তাঁর অবারিত রহমত ও দান থাকে, সারা দুনিয়ায় তাঁদের সমকক্ষ কিংবা মোকাবেলা কে করতে পারে? ধৈর্যধারণ করা বস্তুত: সম্মানিত নবী ও রসূলগণেরই সবিশেষ বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ্ তা'আলা ক্বোরআন মজীদে এরশাদ করেছেন-

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُوْا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ

তরজমা: হে মাহবূব! আপনি ওইভাবে ধৈর্যধারণ করুন, যেভাবে উলুল 'আযম (সুদৃঢ়-প্রতীজ্ঞ) রসূলগণ ধৈর্য ধারণ করেছেন।

পরিশেষে, এ দীর্ঘ 'হাদীস-ই সালাস'-এর আলোকে সর্বমোট ২১টি এমন স্বভাব, কাজ বা বস্তুর সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে, যেগুলোর মধ্যে তিনটিকে খোদ্ আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু, তিনটিকে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম, তিনটিকে 'নবী-রসূলগণের পরে সর্বশ্রেষ্ঠ সত্তা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব, তিনটিকে ফারুক্বে আ'যম হযরত ওমর, তিনটিকে যুন্নুরাঈন হযরত ওসমান, তিনটিকে হায়দার-ই কাররার হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম এবং তিনটিকে ফেরেশতাকুল সরদার হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম সবিশেষ পছন্দ করেছেন। সুতরাং যে বান্দার মধ্যে এ ধরনের গুণাবলী বিশেষভাবে থাকবে ওই বান্দা নিঃসন্দেহে আল্লাহ্-রসূলের দরবারে প্রিয় ও মাকবূল হবেন। আল্লাহ্ আমাদেরকে তাওফীক দিন! আ-মী-ন। বিহুরমাতে সাইয়্যিদিল মুরসালীন, আলায়হি আফদ্বালুস্ সালাওয়া-তি ওয়াত্ তাসলীম।

লেখক: মহাপরিচালক-আনজুমান রিসার্চ সেন্টার, চট্টগ্রাম।

প্রবন্ধ

নিশ্চয় আপনি সুমহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত

ড. সৈয়দ মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন আল আযহারী

উপরোক্ত শিরোনামটি পবিত্র কুরআনের আয়াত-

إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

তরজমা: নিশ্চয় আপনি সুমহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত।

[সূরা কলম, আয়াত-৪]

এ আয়াতে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সুমহান চরিত্র বর্ণিত হয়েছে। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবন মানবসভ্যতার জন্য অনুপম উপহার। প্রতিটি মানুষের জন্যই তাঁর জীবন অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়। তিনি অবিস্মরণীয় ক্ষমা, মহানুভবতা, বিনয়-নম্রতা, সত্যনিষ্ঠতা প্রভৃতি বিরল চারিত্রিক মাধুর্য দিয়ে বর্বর আরব জাতির আস্থা অর্জন করেছিলেন। ফলে সবাই তাঁকে 'আল-আমিন' বা বিশ্বস্ত উপাধিতে ভূষিত করেছিল। দুনিয়ার মানুষকে তিনি অর্থ বা প্রভাব-প্রতিপত্তির দ্বারা বশীভূত করেননি। বরং স্বভাবজাত উত্তম ব্যবহার দিয়ে বশীভূত করেছিলেন।

সমাজে যে যতটুকু মর্যাদার অধিকারী তাকে সেভাবেই মূল্যায়ন করতেন তিনি। সাহাবায়ে কেরামকে নম্র ও সুন্দর ব্যবহারের উপদেশ দিতেন। অযথা ক্রোধ প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিতেন। মানুষকে তিনি কখনও তুচ্ছজ্ঞান ও হেয়প্রতিপন্ন করেননি। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-দল-মত নির্বিশেষে সব মানুষের সাথে সদাচরণ করে পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠতর স্বভাব-চরিত্রের অতুলনীয় আদর্শ স্থাপন করেছেন। অন্য ধর্মের লোকেরাও তাঁর কাছে সুন্দর ও কোমল আচরণ লাভ করত। তাঁর নমনীয়তা ও কোমলতার কারণে সাহাবি ও অমুসলিম সবাই তাঁকে প্রাণাধিক ভালোবাসতো।

তিনি ছিলেন নির্লোভ, নিরহংকার, পরোপকারী, সহজ-সরল অনাড়ম্বর জীবনের অধিকারী। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ একজন আদর্শ মহামানব। মন্দের প্রতিবাদ তিনি মন্দ দিয়ে করতেন না, বরং মন্দের বিনিময়ে উত্তম আচরণ করতেন। তিনি ক্ষমাকে প্রাধান্য দিতেন। তিনি সব সময় মানুষের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলতেন ও সদালাপ করতেন। তার মধুর বচনে সবাই অভিভূত হত। তার অভিভাষণ শুনে সাধারণ মানুষ অশ্রু সংবরণ করতে পারত না।

'খুলুক শব্দটির বহুবচন اخلاق। আভিধানিক অর্থ ব্যক্তিত্ব, অভ্যাস, স্বভাব, জন্মগত স্বভাব প্রভৃতি'।[১]

আর حسنة শব্দের অর্থ সুন্দর, উৎকৃষ্ট, ভাল প্রভৃতি। সুতরাং আল- আখলাকুল হাসানা অর্থ : সুন্দর স্বভাব, উৎকৃষ্ট ব্যক্তিত্ব, ভাল অভ্যাস, উত্তম চরিত্র প্রভৃতি। পরিভাষায়, কথায়-কাজে নিরহংকার ও উত্তম আচরণ ফুটে ওঠার নাম আখলাকে হাসানা।

আল্লামা জুরজানী আখলাকে হাসানার একটি যথার্থ ও গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করেছেন তৎপ্রণীত 'কিতাবুত তা'রীফাত' নামক গ্রন্থে। তিনি বলেন,

'খুলুক বা চরিত্র হচ্ছে আত্মার বদ্ধমূল এমন একটি অবস্থা, যা থেকে কোন চিন্তা-ভাবনা ব্যতীতই অনায়াসে যাবতীয় কার্যকলাপ প্রকাশ পায়। আত্মার ঐ অবস্থা থেকে যদি বিবেক-বুদ্ধি ও শরীআতের আলোকে প্রশংসনীয় কার্যকলাপ প্রকাশ হয় তবে তাকে আখলাকে হাসানা নামে অভিহিত করা হয়[২]

Oxford dictionary তে বলা হয়েছে- Character is the particular combination of qualities in a person that makes him different from other. It is such a quality which leads a man to be determined and able to bear difficulties.

'চরিত্র হচ্ছে কোন মানুষের মধ্যে এমন কতগুলো স্বতন্ত্র গুণাবলীর সমাবেশ, যা মানুষকে অন্যদের থেকে পৃথক করে। এগুলো এমন কিছু গুণ, যা মানুষকে সংকল্পবদ্ধ হতে ও কঠিন কাজ সম্পাদনে সাহায্য করে।

হাসান বছরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

حُسْنُ الْخُلُقِ بَسْطُ الْوَجْهِ وَبَذْلُ النَّدَى وَكَفُّ الْأَذَى

'সচ্চরিত্র হল হাস্যোজ্জ্বল চেহারা, দানশীলতা এবং কাউকে কষ্ট না দেয়া'[৩]

১- (আল মুনজিদ ফিল লুগাহ ওয়াল আ'লাম, ১ম খন্ড (বৈরুত : দারুল মাশরিক, ১৯৭৩ইং), পৃঃ ৯৪)। (আল মুনজিদ ফিল লুগাহ ওয়াল আ'লাম, ১ম খন্ড (বৈরুত : দারুল মাশরিক, ১৯৭৩ইং), পৃঃ ৯৪)।

২- (শরীফ আলী বিন মুহাম্মাদ আল্ জুরজানী, কিতাবুত তা'রীফাত, পৃঃ ১০১। অর্থাৎ কোন মানুষের নিকট থেকে যদি স্বভাবগতভাবে প্রশংসনীয় আচার-আচরণ প্রকাশ পায় তবে তাকে আখলাকে হাসানা বলা হয়।

৩- (আবূ বকর আল জাযাইরী, মিনহাজুল মুসলিম, পৃঃ ১১৫)।

প্রবন্ধ

আখলাকে হাসানার গুরুত্ব ও ফযীলত

উভয় জাহানে সফলতার মানদন্ড হল আখলাকে হাসানা। সচ্চরিত্রবান ব্যক্তিকে প্রর্বোত্তম মানুষ হিসাবে আখ্যা দেয়া হয়েছে। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন,

إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا

‘তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যার চরিত্র সবচেয়ে ভাল’ (৪)

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও এরশাদ করেন,

مَا شَيْئٌ اَثْقَلَ فِىْ مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ

‘ক্বিয়ামতের দিন মুমিনের দাঁড়িপাল্লায় সর্বাপেক্ষা ভারী যে জিনিসটি রাখা হবে তা হচ্ছে উত্তম চরিত্র’(৫)

হযরত আবূ দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে বলতে শুনেছি,

مَا مِنْ شَيْئٍ يُوْضَعُ فِى الْمِيْزَانِ اَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ، شَأنَ صَاحِبِ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ.

‘মুমিনের মিযানের পাল্লায় সচ্চরিত্র অপেক্ষা ভারী কোন কিছুই রাখা হবে না। সচ্চরিত্রবান ব্যক্তি সর্বদা (দিনে নফল) রোযা পালনকারী ও (রাতে নফল) নামায আদায়কারীর ন্যায়’(৬)

হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন,

اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُكُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا

‘ঈমানের দিক দিয়ে সর্বাধিক কামিল সে ব্যক্তি, যার চরিত্র সর্বোত্তম। তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম তারা, যারা স্ত্রীদের সাথে সর্বোত্তম আচরণকারী’ (৭)

নবীজীর চরিত্র গুণাবলী

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সুমহান, পূর্ণ ও শ্রেষ্ঠতর চরিত্রে সুসজ্জিত, সচ্চরিত্রের মূর্তিমান, সবদিকে অতুলনীয় আদর্শ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামর চরিত্রের প্রশংসায় ও তাঁর অসাধারণ চারিত্রিক মাধুর্য ও অনুপম ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি দিয়ে আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেন,

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

"এবং নিশ্চয় আপনি সুমহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত"। [সূরা কালাম :৪]

তাঁর চারিত্রিক গুণাবলি সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا

"যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মাঝে অনুকরণীয় উত্তম আদর্শ রয়েছে।" [সূরা আহযাব: ২১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন,

إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّى مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا

‘তোমাদের মধ্যে যার স্বভাব-চরিত্র সর্বোত্তম সে আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। আর ক্বিয়ামত দিবসেও সে আমার কাছাকাছি অবস্থান করবে (৮)

সর্বোত্তম আদর্শের বাস্তবায়নকারী ও প্রশিক্ষক হিসেবেই তাঁকে বিশ্বমানবতার কল্যাণের জন্য পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছিল। এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন,

بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الاخلاق

‘আমি উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দানের জন্য প্রেরিত হয়েছি (৯)

এত অনুপম সুন্দর চরিত্রের অধিকারী হবার পরও তিনি আল্লাহ তাআলার নিকট তাঁর চরিত্রকে আরও সৌন্দর্যমন্ডিত করার জন্য ফরিয়াদ করে বলতেন,

عَنْ عائشة قالت: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَحْسَنْتَ خَلْقِي ، فَأَحْسِنْ خُلُقِي

‘হে আল্লাহ তুমি আমার গঠন সুন্দর করেছ, সুতরাং আমার চরিত্রকে সুন্দর কর (১০)

৪- (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮৫৪, ৯/১৬৮, ‘কোমলতা, লাজুকতা ও সচ্চরিত্রতা’ অনুচ্ছেদ)।

৫- (তাহক্বীক্ব তিরমিযী হা/২০০২, সনদ ছহীহ; তাহক্বীক্ব আবূদাঊদ হা/৪৭৯৯, ‘সচ্চরিত্র’ অধ্যায়)।

৬- (তাহক্বীক্ব তিরমিযী হা/২০০৩, সনদ ছহীহ; তাহক্বীক্ব আবূ দাঊদ হা/৪৭৯৮)। দিনভর ছিয়াম রেখে, রাতভর ছালাত আদায় করে কোন ব্যক্তি যে নেকী পাবেন, সচ্চরিত্রবান ব্যক্তি তার সচ্চরিত্রের কারণে সে পরিমাণ নেকীর ভাগীদার হবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘যে তার চরিত্রকে সুন্দর করেছে, আমি তার জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে প্রাসাদ নির্মাণের জন্য যামিন হব’ (তাহক্বীক্ব আবূদাঊদ, হা/৪৮০০, সনদ ছহীহ)।

৭- (তাহক্বীক্ব তিরমিযী হা/১১৬২; সনদ হাসান ছহীহ; তাহক্বীক্ব আবূ দাঊদ হা/৪৬৮২)।

৮- (তাহক্বীক্ব তিরমিযী হা/২০১৮, সনদ ছহীহ)।

৯- (তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৫০৯৭, সনদ হাসান, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮৭০, ৯/১৭২)।

১০- (আহমাদ-২৪৩৯২, তাহক্বীক্ব-৮১৮৩, মিশকাত হা/৫০৯৯, সনদ ছহীহ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮৭২, ৯/১৭৩)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাকওয়া ও আল্লাহর ভীতি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বাপেক্ষা তাকওয়া অবলম্বনকারী ছিলেন। গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন:

أَنِّي لأَعْلَمُكُمْ بِاللهِ وَأَشَدُّكُمْ لَهُ خَشْيَةً

"আল্লাহ সম্পর্কে আমি তোমাদের চেয়ে বেশি অবগত এবং আল্লাহকে আমি তোমাদের চেয়ে বেশি ভয় করি।"[১১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দানশীলতা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দানশীলতা, উদারতা ও বদান্যতায় ছিলেন সর্বোচ্চ উদাহরণ। হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন

مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ: لَا

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট কিছু চাওয়া হলে তিনি কখনও 'না' বলতেন না।"[১২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহনশীলতা

সহনশীলতায় ও ক্রোধ-সংবরণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বোচ্চ আদর্শ। কখনো তাঁর পক্ষ হতে মন্দ কথন ও কর্ম প্রকাশ পায়নি, নির্যাতন-অবিচারের শিকার হলেও কখনো প্রতিশোধ নেননি। কখনো কোন সেবক বা স্ত্রীকে প্রহার করেননি। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা ব্যতীত তিনি কখনো কোন কিছুকে স্বীয় হস্ত দ্বারা প্রহার করেননি। এবং তিনি কখনো কোন সেবক বা স্ত্রীকে প্রহার করেননি।[১৩]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষমা প্রদর্শন

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিশোধ নেয়ার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সীমা-লঙ্ঘন কারীকে মার্জনা করার এ মহৎ গুণের অধিকারী ছিলেন। মক্কা বিজয়ের পর কোরাইশরা তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় নতশীরে উপবিষ্ট, যে কোন হুকুম তাদের মেনে নেয়া ছাড় উপায় ছিলনা, তিনি তাদেরকে বললেন:

হে কোরাইশগণ ! তোমাদের সাথে এখন আমার আচরণের ধরন সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি? তারা বলল : আপনি উদার মনস্ক ভাই ও উদার মনস্ক ভাইয়ের ছেলে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: 'যাও, তোমরা মুক্ত।'[১৪]

আল্লাহ তাআলা তার প্রিয় হাবীবকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"(হে হাবীব!) তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন কর, সৎ কর্মের আদেশ দাও এবং অজ্ঞদেরকে এড়িয়ে চলো।

[সুরা আ'রাফ: ১১৯]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহসিকতা

সাহসিকতা, নির্ভীকতা, যথা-সময়ে উদ্যোগ গ্রহণ ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিশেষ গুণ। তাঁর সাহিসকতা বড় বড় বীরদের নিকট অবিসংবাদিতভাবে স্বীকৃত। হযরত আলি ইবনে আবু তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলতেন:

যুদ্ধ যখন প্রচন্ড রূপ নিত, (প্রবলভাবে ক্রোধান্বিত হওয়ার ফলে চোখ রক্তিম বর্ণ ধারণ করত) তখন আমরা (তীর-তরবারির আঘাত থেকে বাঁচার জন্য) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্ষা-কবচ হিসেবে গ্রহণ করতাম।[১৫]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধৈর্যধারণ

আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করা ও আত্মঃসংবরণশীল হওয়া এক মহৎ গুণ। ধৈর্যের মহত্ত্বতার দিকে লক্ষ্য রেখে আল্লাহ তাআলা তার প্রিয় হাবীবকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ

"(হে হাবীব!) অতএব, তুমি ধৈর্যধারণ কর, যেমন ধৈর্যধারণ করেছেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ। [সুরা আহকাফ:৩৫]

১১- বুখারী-২০
১২- মুসলিম-৬১৫৮
১৩- বুখারী-৬৪৯২, মুসলিম-৪৪২১
১৪- ইবন হিশাম: সীরত ২/৪১২
১৫- মুসনাদ এ আহমদ-১৩৪৬

মাসিক তরজুমান The Monthly Tarjuman

ধৈর্যধারণ তাঁর অনন্য ও সুমহান চরিত্রে মূর্ত-মান ছিল সর্বদা। তিনি রেসালতের দায়িত্ব পালনের স্বার্থে দাওয়াতের কন্টকাকীর্ণ পথে দীর্ঘ তেইশ বছর ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও তিনি বিচলিত কিংবা রাগের বশবর্তী হননি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ন্যায় পরায়ণতা

ন্যায় পরায়ণতা ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক উৎকৃষ্ট চরিত্র ও অত্যবশ্যকীয় বিশেষ গুণ। মাখযুমিয়্যাহ গোত্রের মহিলা যখন চুরি করল, সে অভিজাত পরিবারের সদস্য হওয়ায় কিছু লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে তার ব্যাপারে সুপারিশ করলেন। জওয়াবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন:

তুমি কি আল্লাহ কর্তৃক অবধারিত দন্ডবিধি মওকুফের ব্যাপারে সুপারিশ করছ? আল্লাহর কসম! মুহাম্মদের মেয়ে ফাতেমাও যদি চুরি করে অবশ্যই আমি তার হাত কেটে দেব। [১৬]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুনিয়া বিমুখতা

প্রয়োজনের অধিক পার্থিব বস্তু ভোগ পরিহার করা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনযাত্রা দেখলে এ সত্যটি আরও ধ্রুব হয়ে ওঠে। যিনি উভয় জগতের বাদশা, যাঁকে পৃথিবীর সকল ধনভান্ডারের মালিক করে দিয়েছে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ও আল্লাহর প্রিয় হাবীব ও আল্লাহর প্রিয় বন্ধু। এতদসত্ত্বেও তাঁর জীবনধারা ছিল অতি সাধারণ। প্রাচুর্যের খনিতে পরিপুষ্ট হওয়ার সুযোগ থাকার পরও সাদাসিধে ও আড়ম্বরহীন জীবনকে নিজের জন্য বেছে নিয়েছিলেন তিনি। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায়ে স্থাপন করে গেছেন অল্পে তুষ্টির বিরল দৃষ্টান্ত। হাদীছে এসেছে,

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর ভগ্নিপুত্র হযরত 'উরওয়াহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, 'হে ভগ্নিপুত্র! আমরা দু'মাসের মধ্যে তিনবার নতুন চাঁদ দেখতাম। কিন্তু এর মধ্যে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ওয়া সাল্লামের গৃহসমূহে (রান্নার) জন্য আগুন জ্বালানো হত না। হযরত 'উরওয়াহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, খালা! তাহলে আপনারা কী খেয়ে জীবন কাটাতেন? তিনি বললেন, কালো দু'টি জিনিস দিয়ে। অর্থাৎ শুকনো খেজুর আর পানি। অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ওয়া সাল্লামের প্রতিবেশী কয়েকজন আনছারীর দুগ্ধবতী উটনী ও ছাগী ছিল। তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য দুধ পাঠাতেন, তখন তিনি আমাদেরকে তা পান করাতেন। [১৭]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লজ্জাশীলতা

লাজুকতা অন্যতম উৎকৃষ্ট গুণ, এ-গুণেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বোত্তমরূপে গুণান্বিত। এ-বিষয়ে আল্লাহ তাআলা নিজেই সাক্ষী দিয়ে বলেন:

إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ

নিশ্চয় তোমাদের এ আচরণ নবীকে পীড়া দেয়, সে তোমাদেরকে উঠিয়ে দিতে সংকোচ বোধ করে, কিন্তু আল্লাহ সত্য বলতে সংকোচ বোধ করেন না।

[সূরা আহযাব ৫৩]

বিশিষ্ট সাহাবি আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরদায় অবস্থানকারী কুমারী মেয়ের চেয়েও অধিক লাজুক ছিলেন। তিনি যখন কোন কাজ অপছন্দ করতেন তাঁর চেহারায় আমরা তা চিনতে পারতাম। [বুখারী-৫৬৩৭]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহচরদের সাথে উত্তম আচরণ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহচরদের সাথে উত্তম ও সুন্দরভাবে মেলামেশা করতেন। আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলতেন,

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী, সর্বাপেক্ষা সত্যভাষী, সর্বাপেক্ষা সম্মান জনক লেনদেনকারী। [তিরমিযী-৩৬৯৩৮]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিনয়

বিনয় উঁচু মাপের চারিত্রিক গুণ। এ-গুণের ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বোচ্চ উদাহরণ। নিজ হাতে জুতা মেরামত করতেন, কাপড় সেলাই

১৬- বুখারী-৩৩১৬

১৭- ছহীহ বুখারী, হা/২৫৬৭, ৬৪৫৮, ৬৪৫৯; ছহীহ মুসলিম, হা/২৯৭২।

আনজুমানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাআত
মাসিক তরজুমান
The Monthly Tarjuman

করতেন, দুধ দোহন করতেন। সেবকদের কাজে সহায়তা করে আটা পিষতেন। নিজ হাতে রুটি তৈরি করে পরিবার-পরিজনকে নিয়ে খেতেন। নিজে হাটবাজার থেকে সওদা নিয়ে আসতেন। পরিবারের কেউ কোনো কাজের সহায়তা কামনা করলে তখনই সাহায্যের জন্য সাড়া দিতেন। একদা এক লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসল, কিন্তু সে তাঁর ভয়ে শিহরিত হল, তিনি তাকে বললেন :

তুমি নিজকে হালকা (স্বাভাবিক) করে নাও, কেননা আমি রাজা বাদশা নই। নিশ্চয় আমি কোরাইশের এমন এক মহিলার সন্তান, যে শুকনো গোশত খায়। [ইবনু মাজা-৩৩১২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দয়া

দয়া আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এক বিশেষ গুণ। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন,

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে হতে তোমাদের নিকট এক রাসূল এসেছেন, তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে, তা তাঁর জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মোমিনদের প্রতি দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু। [সূরা তাওবা ১২৮]

তিনি আরো এরশাদ করেন,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

আমি আপনাকে বিশ্বজগতের প্রতি রহমত রূপে প্রেরণ করেছি। [সূরা আম্বিয়া ১০৭]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্য-নিষ্ঠতা

সত্য-নিষ্ঠতা ও বিশ্বস্ততা ছিল রাসূলের অন্যতম গুণ, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

"আমি কোন মহিলার ব্যাপারে ঈর্ষা করতাম না, যা খাদিজার ব্যাপারে করতাম। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর কথা স্মরণ করতে শুনতাম। এমনকি তিনি কোন ছাগল জবাই করলে তাঁর বান্ধবীদের নিকট তা থেকে হাদিয়া প্রেরণ করতেন। একদা তাঁর বোন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন এবং স্বস্তি বোধ করলেন। অন্য একজন মহিলা প্রবেশ করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উৎফুল্ল হলেন, সুন্দরভাবে তার খোঁজখবর নিলেন। যখন তিনি বের হয়ে গেলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন এ মহিলা খাদিজার জীবদ্দশায় আমার কাছে আসতো। নিশ্চয় সু-সম্পর্ক রক্ষা ঈমানের পরিচায়ক।

[বুখারী-৩৮১৮, মুসলিম- ২৪৩৫, তিরমিযী-৩৮৭৫]

আমরা যদি আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুপম গুণাবলী অনুশীলন করে চলি তাহলে আমরা ইহকালীন কল্যাণ ও পারলৌকিক মুক্তি লাভ করব ইনশাল্লাহ।

The Monthly Tarjuman

লেখক: প্রাবন্ধিক ও গবেষক, সহকারী অধ্যাপক, সাদার্ন বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ

প্রবন্ধ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর শরীয়ত প্রণয়নের ক্ষমতা

মাওলানা আহমদুল্লাহ ফোরকান খান কাদেরী

আল্লাহ পাক আপন হাবীব রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শরীয়তের বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করেছেন। কোন সর্বজনীন আইনকে ব্যক্তি বিশেষের জন্য পরিবর্তন করার অধিকারও দিয়েছেন।

ইসলামের এই স্বতঃসিদ্ধ ও মৌলিক আকীদাকে অস্বীকারকারী কিছু পথভ্রষ্ট মানুষ মুসলিম সমাজে দেখা যায়। বাতিলপন্থি আলেম, বক্তা ও লেখকদেরকে এ কথাটি সবসময় বলতে শোনা যায় : "নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দায়িত্ব কেবলমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়তের বিধানাবলী উম্মতের কাছে পৌঁছে দেওয়া। এছাড়া কোন বিষয়কে হালাল, হারাম, ফরজ, ওয়াজিব এমনকি সুন্নাহ সাব্যস্ত করার এখতিয়ার নবীজিকে দেওয়া হয়নি।"

এমনটি বলা তাফরীত তথা নবীজির মর্যাদার সংকোচন হওয়ায় নিঃসন্দেহে কুফরী আক্বীদা। এ ভ্রান্ত আক্বীদার সপক্ষে তারা কিছু মনগড়া দলীল পেশ করে। এ সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে উপস্থাপন করা হলো।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ.

অনুবাদঃ "যুদ্ধ করো তাদের সাথে, যারা ঈমান আনে না আল্লাহ্‌র উপর ও ক্বিয়ামত দিবসের উপর এবং হারাম বলে মানে না ওই বস্তুকে, যাকে হারাম করেছেন আল্লাহ্ ও তার রাসূল, এবং সত্যদ্বীনের অনুসারী হয় না; অর্থাৎ ওই সব লোক, যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে, যে পর্যন্ত নিজ হাতে জিযিয়া দেবে না লাঞ্ছিত হয়ে।"[১]

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

অনুবাদঃ "এবং কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর জন্য শোভা পায় না যে, যখন আল্লাহ্ ও রাসূল কোন নির্দেশ দেন তখন তাদের স্বীয় ব্যাপারে কোন ইখতিয়ার থাকবে। এবং যে কেউ নির্দেশ অমান্য করে- আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের, সে নিশ্চয় সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পথভ্রষ্ট হয়েছে।"[২]

উপরোক্ত দুটি আয়াতের দুটি অংশের দিকে লক্ষ করুন। প্রথমটিতে বলা হলো "আল্লাহ ও রাসূল হারাম করেছেন।" দ্বিতীয় আয়াতে বলা হচ্ছে "যখন আল্লাহ ও রাসূল কোন নির্দেশ দেন"। এ দুটি কথা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় কোন কিছুকে হারাম করার এবং কোন বিধান পালনের নির্দেশ দেওয়ার অধিকার রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ পাক নিজেই দিয়েছেন। শেষোক্ত আয়াতের শানে নুযূল দেখলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে যাবে।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্বীয় পালকপুত্র হযরত যায়দ বিন হারিসার জন্য যায়নাব বিনতে জাহশ রাদ্বিয়াল্লাহু এর কাছে বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন। যায়নাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার মা উমায়মা বিনতে আবদুল মুত্তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন নবীজির ফুফু। প্রথমে যায়নাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা ভাবলেন নবীজি নিজের জন্যই প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। তাই রাজী হলেন। পরে যখন শুনলেন যায়দের জন্য; তখন অস্বীকৃতি জানালেন। তখনি নাযিল হলো সূরা আহযাবের ৩৬ নং আয়াত। ইসলাম যে কোন বালেগা মহিলাকে স্বাধীনতা দিয়েছে কারো বিবাহের প্রস্তাব গ্রহণ করার বা না করার। তাই যায়নাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা যায়দ বিন হারিসার বিবাহের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। আল্লাহ প্রদত্ত এই অধিকার সর্বযুগের সকল মহিলার জন্য কিন্তু যায়নাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা-এর জন্য সে আইন রহিত করা হলো। এর একটাই কারণ এ বিবাহের প্রস্তাবক হচ্ছেন নবী-ই মুখতার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম। তাই এই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়ার অধিকার ওনার নেই।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নির্দেশ উম্মতের জন্য শরীয়ত। সেই নির্দেশ সার্বজনীন হোক কিংবা কারো একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়। এজন্যই উক্ত আয়াতে মৃদু ভর্ৎসনা করে বলা হলো, "কোন ঈমানদার

পুরুষ ও ঈমানদার নারীর জন্য শোভা পায় না যে, যখন আল্লাহ্ ও রসূল কোন নির্দেশ দেন তখন তাদের স্বীয় ব্যাপারে কোন ইখতিয়ার থাকবে।"

হাদীস শরীফেও এ বিষয়ে অসংখ্য দলীল রয়েছে

এক. হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে খুতবায় ইরশাদ করেন, "আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর হজ্বকে ফরয করেছেন। অতএব তোমরা হজ্ব পালন করো।" তখন এক সাহাবী প্রশ্ন করলেন, "হজ্ব কি প্রতি বছর ফরজ?" প্রশ্নকারী কথাটি তিনবার বলার পর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, لو قلت : نعم ، لوجبت ولم تستطيعوا "আমি যদি হ্যাঁ বলি তবে তোমাদের উপর প্রতি বছর হজ্ব করা ফরজ হয়ে যাবে - যা করতে তোমরা সক্ষম হবে না।"[৩] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতের কষ্টের কথা চিন্তা করে প্রত্যেক বছর হজ্ব করা ফরজ করেন নি। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো, নবীজির হ্যাঁ বলা এবং না বলার মাধ্যমে শরীয়তের বিধান পরিবর্তিত হতো।

দুই. আল্লাহ তায়ালা মক্কা মুকাররমা শহরকে হারাম তথা সম্মানিত ও সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে নির্ধারিত করেছেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা মুনাওয়ারাকে হারাম বলে ঘোষণা করেছেন। এ দুটি শহরে সুনির্দিষ্ট কিছু কাজ করা হারাম। যা মক্কা ও মদীনা মুনাওয়ারার হেরমের সীমা ব্যতীত অন্য স্থানে বৈধ। সে বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূলে কারীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, "সেখানকার ঘাস কাটা যাবে না, শিকারকে তাড়া করা যাবে না, সেখানে পড়ে থাকা কোন বস্তু উঠানো যাবে না" ইত্যাদি।

তখন হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইযখির ঘাস আমাদের স্বর্ণকারদের ও কবরগুলোর কাজে প্রয়োজন হয়। তাই ইযখির ঘাসের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা যাবে কি? তৎক্ষণাৎ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, إلا الإذخر "ইযখির ব্যতীত।"[৪] অর্থাৎ হেরমের সীমার মধ্যেও ইযখির ঘাস কাটা বৈধ করা হলো। সাহাবীর অনুরোধ ও সর্বসাধারণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দিষ্ট প্রকার ঘাস কাটা বৈধ করলেন।

তিন. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, لو لا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت صلاة العتمة "যদি দুর্বলদের দুর্বলতা ও অসুস্থদের অসুস্থতা না হতো (অর্থাৎ এদের কষ্টের কথা না ভাবতাম) তাহলে ইশার নামাযকে বিলম্বিত করতাম। অন্য বর্ণনায় এসেছে রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করে ইশার নামায আদায় করতাম।"[৫]

চার. হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاس لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ

"যদি আমার উম্মতের জন্য কঠিন বা কষ্টকর মনে না করতাম, তাহলে প্রত্যেক নামাযের সাথে তাদেরকে মিসওয়াক করার আদেশ করতাম।"[৬]

অন্য বর্ণনায় এসেছে যেভাবে নামাযের জন্য উযু করা ফরয করেছি তেমনিভাবে প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য মিসওয়াক করা ফরয করতাম।

পাঁচ. হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদিন আমরা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার দরবারে উপবিষ্ট ছিলাম। এক ব্যক্তি এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি ধ্বংস হয়ে গেলাম। রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার কি হয়েছে? সে বললো, আমি রোযাদার অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি (এর কাফফারা স্বরুপ) একটি ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দিতে পারবে? সে বললো, না (আমার গোলাম কিনে আযাদ করার সামর্থ নেই)। নবীজি বললেন, তাহলে কি দু মাস লাগাতার রোযা রাখতে পারবে? সে বললো, না (আমার তেমন শারীরিক সক্ষমতা নেই)। নবীজি বললেন, ষাটজন মিসকিনকে (একদিনের) খাবার দিতে পারবে? সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! না (এতটুকু আর্থিক স্বচ্ছলতা আমার নেই)।

হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এরপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেমে গেলেন, আমরাও এ অবস্থায় ছিলাম। এ সময় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে একটি ঝুড়ি পেশ করা হল যাতে খেজুর ছিল। নবীজি বললেনঃ প্রশ্নকারী কোথায়? সে

বলল, আমি। নবীজি বললেন, এগুলো নিয়ে কাউকে সাদকা করে দাও। তখন লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার চাইতেও বেশি অভাবগ্রস্থকে সাদকা করব? আল্লাহ্র শপথ, মদীনার দুই সীমান্তের মধ্যে আমার পরিবারের চেয়ে অধিক অভাবগ্রস্থ কোন পরিবার নেই।

فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك " লোকটির কথা শুনে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেসে উঠলেন। এতে তাঁর দাঁত মুবারক দেখা গেল। এরপর তিনি বললেন, এ খেজুরগুলো তোমার পরিবারকে খাওয়াও।"[৭]

ছয়. হযরত আবূ নুমান আযদী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিল এক মহিলার কাছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি স্ত্রীকে মোহরানা দাও। অর্থাৎ তার মোহরানা কত দিতে পারবে তা নির্ধারণ করো। সে বললো, 'আমার কাছে কিছুই নেই'। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, أما تحسن سورة من القرآن فاصدقها السورة، ولا يكون لأحد بعدك مهرا " তুমি কি কুরআন কারীমের কোন সূরা সুন্দরভাবে পড়তে পারো (বা মুখস্ত করেছো)? যদি তা পারো তাহলে সে সূরাটি বিবাহের মোহরানা হিসেবে তোমার স্ত্রীকে শিক্ষা দাও। তোমার পর আর কারো জন্য কুরআন কারীমকে মোহরানা হিসেবে নির্ধারণ করা বৈধ হবে না।"[৮]

সাত. তাবেয়ী হযরত নাসর বিন আসিম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন,

أَنَّهُ أَتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم- فَأَسْلَمَ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُصَلِّى إِلاَّ صَلاَتَيْنِ فَقَبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ

"জনৈক ব্যক্তি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে এই শর্তের উপর ঈমান আনলেন যে, তিনি কেবলমাত্র দুই ওয়াক্ত নামায (ফজর ও আসর) আদায় করবেন। নবীজি তার এই শর্তটি মেনে নিলেন।"[৯]

দেখুন কোন মানুষকে এ ধরণের শর্তসাপেক্ষে মুসলমান বানানো বা কারো জন্য কয়েক ওয়াক্ত নামাযকে শিথিল করা বৈধ নয়। কিন্তু আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম একজন ব্যক্তির জন্য এ ধরণের শর্ত মেনে নিয়েছেন।

আট. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরুষের জন্য রেশমী কাপড় পরিধান করা হারাম ঘোষণা করেছেন। পরবর্তীতে হযরত যুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও আবদুর রহমান বিন আওফ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর জন্য রেশমী কাপড় পরিধান করার অনুমতি প্রদান করেছেন। হাদীসে পাকে এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكَّةٍ بِهِمَا .

"আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুবায়র রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও আবদুর রহমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে তাদের চর্মরোগের কারণে রেশমী কাপড় পরিধান করার অনুমতি প্রদান করেছেন।"[১০]

নয়. কোন মুসাফির পবিত্র অবস্থায় চামড়ার তৈরী মোজা পরিধান করলে পরবর্তীতে অযু করার সময় মোজা না খুলে তিনদিন পর্যন্ত মোজার উপর মাসেহ করতে পারবে। সাহাবীর বিশ্বাস ছিল, যদি কেউ এ মেয়াদ আরো বাড়ানোর জন্য আবেদন করতেন তাহলে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাড়িয়ে দিতেন। সেই অধিকার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আছে। এ সম্পর্কে হাদীসে পাকে এসেছে,

عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثًا وَلَوْ مَضَى السَّائِلُ عَلَى مَسْأَلَتِهِ لَجَعَلَهَا خَمْسًا .

"খুযায়মা বিন সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসাফিরের জন্য (মোজার উপর) তিন দিন মাসেহ করার মেয়াদ নির্ধারণ করেছেন। যদি প্রশ্নকারী আবেদন করতে থাকতো তাহলে তিনি হয়তো পাঁচ দিন নির্ধারণ করতেন।"[১১]

উক্ত হাদীস শরীফগুলো শরীয়ত প্রণয়নে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইখতিয়ার তথা ক্ষমতার দলীল। সে সাথে উম্মতের প্রতি অসীম দয়া, ইসলামের জীবন ঘনিষ্ঠতা, বাস্তবধর্মী ও মানব কল্যাণমুখী হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

এছাড়া আরো কয়েকটি হাদীসে পাক উল্লেখ করা হলো।

দশ. হযরত নু'মান বিন বাশীর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক বেদুঈনের কাছে থেকে একটি ঘোড়া কিনলেন। পরে ঐ বেদুঈন ঘোড়াটি বিক্রি করার কথা অস্বীকার করলো এবং প্রমাণ চাইলো। তখন সেখানে মুসলমানদের মধ্য থেকে যে আসলো এবং কথাটি শুনলো সেই তাকে ভর্ৎসনা করে

The Monthly Tarjuman

বলতে লাগল,' ধিক্কার তোমাকে! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো অসত্য কথা বলতে পারেন না।' কিন্তু কোন সাহাবী নবীজির পক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারছিলেন না। কারণ তাঁরা কেউ বেচাকেনা করার বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেন নি ।

এমতাবস্থায় হযরত খুযায়মা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আসলেন। ঘটনার আদ্যোপান্ত শোনার পর বললেন, " আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি তার কাছ থেকে ঘোড়াটি কিনেছেন।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি কি করে সাক্ষ্য দিচ্ছ, তুমি তো সেসময় উপস্থিত ছিলে না? (অর্থাৎ ঘোড়াটি বেদুঈনের কাছ থেকে কেনার সময় তুমি উপস্থিত না থাকার কারণে আইনানুযায়ী তোমার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়)। খুযায়মা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন সবকিছুর প্রতি আমি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমি জানি আপনি কখনো সত্য ব্যতীত অন্য কিছুই বলতে পারেন না।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুশী হয়ে বললেন, " مَنْ شَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةُ أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ فَحَسْبُهُ (এখন থেকে) খুযায়মা যার পক্ষে বা বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে সে সাক্ষ্য যথেষ্ট হবে (অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে, আজ থেকে সব সময়ের জন্য খুযায়মার সাক্ষ্যকে দুজনের সাক্ষ্য হিসেবে গণ্য করা হবে)।"[১২]

এগারো. ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক পুরুষের জন্য স্বর্ণের আংটি পরিধান করা হারাম। কিন্তু রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাহাবী হযরত বারা বিন আযিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু জন্য স্বর্ণের আংটি পরিধান করা বৈধ করেছেন। হাদীসে পাকে এসেছে, "তাবেয়ী হযরত মুহাম্মদ বিন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত বারা বিন আযিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাতে স্বর্ণের তৈরী আংটি দেখলাম। লোকেরা তাঁকে প্রশ্ন করলো, আপনি স্বর্ণের আংটি কেন পরিধান করছেন - অথচ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বর্ণের আংটি পুরুষের জন্য হারাম করেছেন?

বারা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন, একদিন আমরা নবীজির কাছে ছিলাম। তখন ওনার সামনে কিছু গনীমত রাখা ছিল। তিনি সেগুলো বন্টন করার পর একটি আংটি রয়ে গেলো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েকবার সাহাবীদের দিকে তাকালেন এবং চোখ নামিয়ে নিলেন। অবশেষে আমাকে ডাকলেন। আমি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে বসলাম। তিনি আংটিখানা নিয়ে আমাকে দিলেন। এরপর বললেন, خذ، البس ما كساك الله ورسوله " ধরো ,এটি তোমার আঙ্গুলে পরে নাও - যা তোমাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল পরিয়ে দিলেন ।"[১৩]

বারো. স্বর্ণের অলংকার সম্পর্কিত আরেকটি বর্ণনা এসেছে হযরত সুরাক্বা বিন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে একদা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুরাক্বা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে বললেন, كيف بك إذا لبست سواري كسرى "তোমার কতই না সৌভাগ্য হবে যেদিন পারস্য সম্রাট কিসরার হাতের দুটি বাহুবন্ধনী তুমি পরিধান করবে!"[১৩]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামার ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী মুসলমানরা পারস্য বিজয় করলো। পারস্য বিজয়ের পর হযরত উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কাছে কিসরার হাতের দুটি স্বর্ণের তৈরী বাহুবন্ধনী, কোমরের বেল্ট ও মুকুট উপস্থিত করা হলো।

স্বর্ণের তৈরী দেখার পরও উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু একটুও দ্বিধা করলেন না । তিনি অনুধাবন করলেন যদিও স্বর্ণ ব্যবহার করা পুরুষদের জন্য হারাম কিন্তু ভবিষ্যদ্বানীর মাধ্যমে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা বিশেষভাবে সুরাক্বার জন্য বৈধ করেছেন । এরপর উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সুরাক্বা বিন মালিক বিন জু'শুম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে বাহুবন্ধনী দুটি তাঁর হাতে পরিয়ে দিয়ে বললেন, তোমার দুটি হাত উঁচু করো। এরপর বলো, الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة الأعرابي " সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি এ দুটি কিসরা বিন হুরমুযের হাত থেকে খুলে বেদুঈন সুরাক্বাকে পরিয়ে দিয়েছেন।"[১৪]

উপরোল্লেখিত হাদীস শরীফগুলো নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শরীয়ত প্রণেতা হওয়ার দলীল। সে সাথে এটিও স্মর্তব্য,যে হারাম বিষয়গুলো শুধুমাত্র নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য হালাল করা হয়েছে তা সর্বসাধারণের জন্য দলীল হিসেবে উপস্থাপন করা বৈধ নয়। সর্বজনীন হারামকে ব্যক্তি বিশেষের জন্য হালাল করার মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয়, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবলমাত্র আল্লাহ পাকের বিধানাবলীর সংবাদবাহক ছিলেন না। তিনি আল্লাহ পাকের প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ইসলামী শরীয়তের প্রবর্তক।

তথ্যসূত্র

১, সূরা তাওবা, আয়াতঃ ২৯

২, সূরা আহযাব, আয়াতঃ ৩৭

৩, সহীহ মুসলিম শরীফ, কিতাবুল হজ্ব, হাদীস নং ৩৩২১

৪, সহীহ বুখারী শরীফ, কিতাবুল জানাইয, হাদীস নং ১৩৪৯

৫, আল মুজামুল কাবীর, ইমাম তাবরানী রহঃ, হাদীস নং ১১৯৯৩, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৪৪২, প্রকাশনায়ঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন

৬, সহীহ বুখারী শরীফ, কিতাবুল জুমুআহ, হাদীস নং ৮৮৭

৭, সহীহ বুখারী শরীফ, কিতাবুস সাওম, হাদীস নং ১৯৩৬

৮, আল ইসাবাহ , ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ২৬০, প্রকাশনায়ঃ মাকতাবাতু মিসর

৯, মুসনাদুল ইমাম আহমদ রহঃ, হাদীস নং ২০১৬৫, খন্ডঃ ১১শ, পৃষ্ঠাঃ ৫৪৫, প্রকাশনায়ঃ দারুল হাদীস, কায়রো, মিশর

১০, সহীহ বুখারী শরীফ, কিতাবুল লিবাস, হাদীস নং ৫৮৩৯

১১, সুনানে ইবনে মাজাহ , কিতাবুত্ তাহারাতি ওয়া সুনানিহা, হাদীস নং ৫৯৬

১২, আল মুজামুল কাবীর, ইমাম তাবরানী রহঃ, হাদীস নং ৩৬৪২, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৪৫৮, প্রকাশনায়ঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরূত, লেবানন

১৩, মুসনাদুল ইমাম আহমদ রহঃ, হাদীস নং ১৮৫০৯, ১১শ খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ১০২, প্রকাশনায়ঃ দারুল হাদীস, কায়রো, মিশর ।

১৪, দালাইলুন্ নুবুওয়াত, ইমাম বায়হাক্বী রহঃ, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ২৮০, প্রকাশনায়ঃ দারুল হাদীস, কায়রো, মিশর / আল ইসাবাহ, ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী (রহঃ), ২য় খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ২৬ , প্রকাশনায়ঃ মাকতাবাতু মিসর ।

লেখক: আরবী প্রভাষক, রাউজান দারুল ইসলাম কামিল মাদরাসা, রাউজান, চট্টগ্রাম ।

মাসিক তরজুমান
The Monthly Tarjuman

প্রবন্ধ

মস্‌জিদ-ই নবভী শরীফ: আসহাবে সুফ্‌ফাহ্‌ ও ইলমে তাসাউফ

ড. আবদুল্লাহ্‌ আল্‌ মা'রূফ

১৯৮৩ সালে আমি "সুফ্‌ফাহ্‌" প্রথম দেখি। মসজিদে নবভীর মূল অংশে দাঁড়িয়ে কল্পনা করতে থাকি- এই উঁচু ভিটাটিতে যেন বসে আছেন হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। তাঁর পাশে আরও অনেকেও যেন শুয়ে-বসে আছেন। কেউ কালো, কেউ সাদা। গায়ে সস্তা কাপড়-চোপড়। দারিদ্র্য ক্লিষ্ট অবয়বেরও কী নূরানী উদ্ভাস! প্রায় দেড় হাজার বছর পর লোক বদলেছে, কিন্তু ওই স্থান বদলায়নি। আশেপাশেই ছিলেন সাইয়্যেদুনা আবু বাকর, উমার, উসমান, আলী, তালহা, যুবায়ের, জাফর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম আরও কত সাহাবা। তাদের কেউ সেনাপতি, কেউ কাতেবুল ওয়াহ্‌য়ি, কেউ ক্বারী, আবার কেউ তো ব্যবসায়ী, অথবা কৃষক। তাঁরা মধুর সন্ধানে দূর থেকে উড়ে আসা মৌমাছির মত। মধু সংগ্রহ করে আপন ঘর মৌচাকে ফিরে যায়। অহির জ্ঞান-মধু আহোরণ করতে কেউ তো এক দিন পরপর আসেন, আনসার ভাই অন্যদিন সেখানে যান। সবারই স্ত্রী-পরিবার, ঘর সংসার আছে। একটি সমাজ তারাই প্রাণময় করে রেখেছেন উৎপাদন, সরবরাহ, বেচা-কেনা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে।

কিন্তু কিছু লোক ছিলেন, মসজিদের চত্বরের কবুতরে মত। এখানেই উড়াউড়ি করে। খাবার খায় এবং মসজিদ ঘিরেই ঘুরপাক খায়। সুফ্‌ফায় যারা রাতে ঘুমান, ইবাদত করেন, তারাই নবীজির প্রতিটি বাক্য ও কর্ম দেখা আর শোনার জন্য সদা উৎকের্ণ ও ব্যাকুল থাকেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে যা হাদিয়া আসতো, তা থেকে তাদের দিতেন। তারা যেন মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিদিনের মেহমান।

মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর মসজিদে একদল লোক দেখেন জিকির করছেন, আরেকদল ক্বোরআন মাজিদ মুখস্থ করছেন, তাফসীর শোনছেন। আরেক দল মাস্‌আলা-মাসায়েল শিক্ষায় ব্যস্ত। আসহাব সুফ্‌ফাহ্‌ বা সুফ্‌ফা ওয়ালাগণ যেন সব কিছুতেই আছেন। বিশেষ করে তারা যেন প্রশিক্ষণ ক্যাম্পেই রয়েছেন। সব সময় এখানে থাকার সুবিধার্থে বা সামর্থের অভাবে তাঁদের কেউ কেউ বিয়ে-শাদীও করতেন না। এ ছিল সাধারণ অবস্থা। পরবর্তীতে মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিবাহের তাকিদ দেওয়াতে তাঁরা ওদিকেও গেছেন।

ইবাদতের জন্য এমন নিবেদিতপ্রাণ ও দুনিয়াবিমুখ সাহাবীদের সাদাসিধে জীবন যাপনকে লক্ষ করেই পরবর্তীতে অনেকেই বলেছেন যে, 'সুফী' শব্দটি আহল্‌-আস্‌-সুফ্‌ফাহ্‌ (اهل الصفة) শব্দ থেকে উৎকলিত হয়েছে। নামটি আদৌ সুফ্‌ফাহ্‌ থেকে এসেছে কিনা এ নিয়ে দু'কথা থাকলেও তাসাওউফের মূল চেতনার সাথে যে সুফ্‌ফাবাসীর জীবনযাত্রার সাথে মিল আছে এতে কোন সন্দেহ নেই। অল্পে তুষ্টি হচ্ছে সুফিদের ভূষণ। সামর্থ্য থাকলেও কম খাওয়া, কম ঘুমানো এবং আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকা সুফিদের অভ্যাসে থাকে। নিজেদের দেহকে শাসন করে মনের ওপর রাজত্ব বিস্তার করতে দুনিয়াকে তুচ্ছ জ্ঞান করা তাঁদের পথ ও পদ্ধতি, যার মাধ্যমে তাঁরা অভীষ্ঠ লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করে থাকেন।

অনুরূপ আহলে সুফ্‌ফাহ্‌ বিভিন্ন অঞ্চল ও গোত্র থেকে আসা একদল লোক ছিলেন যারা স্বচ্ছল ঘরের সন্তান ছিলেন। ইসলামের টানে ঘর ছেড়েছেন। সংখ্যায় তারা প্রায় ৪০০ জন হলেও একই সঙ্গে ছিলেন না। মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন মিশন বা অপারেশনে পাঠাতেন। জিহাদের সময় তাঁরা জীবন তুচ্ছ করে প্রথম কাতারে থেকে লড়তেন। এখনকার তথাকথিত কিছু সুফির মত আয়েশী ও পলায়নপর মানসিকতার লোক ছিলেন না তাঁরা।

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যখন সুফ্‌ফায় থাকতেন তখন তাঁর সাথে প্রায় ৭০ জন সাহাবী ছিলেন। তাঁদের কারও কারও পরনে কেবল হাঁটু পর্যন্ত ঢাকে এমন একখণ্ড কাপড় ছিল। রুকুতে গেলে সতর খুলে যাবে ভয়ে হাতে চেপে ধরতেন। অধিকাংশ সময় খেজুরই

ছিল তাঁদের তিনবেলার আহার। কিন্তু তাঁদের এই সবর ও ধর্মপ্রীতির জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁদের সুসংবাদ দিয়েছিলেন যে, দারিদ্রে থেকেও হৃষ্টচিত্তে এই যে তোমাদের প্রচেষ্টা এর ওপর টিকে থাকলে তোমরাই হবে বেহেশতে আমার সাথী।

اَبْشِرُوْا يَا اَصْحَابَ الصُّفَّةِ فَمَنْ بَقَى مِنْكُمْ عَلَى النَّعْتِ الَّذِىْ اَنْتُمْ عَلَيْهِ اَلْيَوْمَ رَاضِيًا بِمَا فِيْهِ فَاِنَّهُمْ مِنْ رُفَقَائِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

কিন্তু শাব্দিকভাবে "صوف" শব্দমূলের সাথে صُفَّةٌ শব্দের মিল এত ঘনিষ্ট নয়। যারা মিল খুঁজেছেন তারা তা কষ্টকল্পিতভাবেই করেছেন। صوف শব্দের অর্থ পশম। পশমী জামার এই আবরণকে নির্ভর করে যারা তাসাওউফ শব্দ আবিস্কারের দাবী করেন তাদেরকে বলব, তাহলে তো একটি ভেঁড়াই বড় সুফি। তার গায়ে কেবল সুফ-ই সুফ-পশম-ই পশম। হ্যাঁ শীতকালে অনেকেই সুফি হয় আর শীত প্রধান দেশে তো সবাই সুফি! তাছাড়া আরবী ব্যাকরণ অনুসারে সুফ্ফার প্রতি সম্পৃক্ত করে শব্দ গঠন করলে হয়- 'সুফ্ফী'; সুফি হয় না।

গবেষণার ফল স্বরূপ আমরা তাসাওউফ-এর মূল শাব্দিক অর্থ, যা গ্রহণীয়, তা বলতে চাই। দামেশকের প্রখ্যাত আলেম শেখ আরসেলান বলেছেন-

ان التصوف كلمة اشتقت من الصفا-

تصوف শব্দটি صفا অর্থ (পরিশুদ্ধতা বা সাফ করা) থেকে উৎকলিত। এ অর্থটি পবিত্র ক্বোরআনের تزكيه বা পরিশুদ্ধতা-এর সাথে হুবহু মিলে যায়। তাযকিয়া শব্দটি তাসফিয়ার সমার্থক। তাই এ মতের পক্ষেই পণ্ডিতগণ সমর্থন দিয়েছেন। শব্দের পিছে না পড়ে, এই পরিভাষার অন্তরালে যে মর্ম আছে তা আমাদেরকে দেখতে হবে। কারণ, এমন অনেক নাম আছে যা জন্মের বহু পরে রাখা হয়েছে। যেমন আরবী ব্যাকরণ-এর নাম নাহ্ভ ও সারফ বা 'আরূদ্ব রাখার বহু আগেও এর অস্তিত্ব ছিল। কারণ ভাষা আগে, ব্যাকরণ পরে আসে। ব্যাকরণ ভাষাকে পরিবর্তন করে না বরং ভাষাকে পর্যবেক্ষণ করেই কিন্তু ব্যাকরণ আবিস্কার করা হয়ে থাকে।

আমরা যখন ৭ দিন বয়সে নবজাতকের জন্য আকীকা করি, নাম রাখি তখন কেউ তো বলে না যে, বিগত ৭ দিন এই শিশুর অস্তিত্ব ছিল না। তেমনি 'তাসওউফ' নামটি পরে রাখা হলেও 'তাযকিয়া' এর আগে থেকে শুরু হয়। তবে আহলে সুফ্ফাহ্ থেকে সুফি বা 'তাসাওউফ' নামটি শুরু হলে তো আর বলার কিছুই নেই।

ঈমানকে আমরা এখন আকীদা বলি, ইসলামকে শরীয়ত বলি আর ইহসানকে বলি তাসাওউফ। এই তিনটি বিষয়ের সমন্বয়েই দ্বীন ইসলাম গঠিত। এ বিষয়টি উম্মতকে শেখানোর জন্যই জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম, মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে কার্যত দেখিয়েছেন। তিনি তাকে তিনটি প্রশ্ন করেছিলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলে জিব্রাঈল প্রতিবারই বলেছিলেন: আপনি ঠিকই বলেছেন। উপস্থিত সাহাবীগণ বিস্ময় প্রকাশ করলেন। তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, "এ তো তোমাদের ভাই জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম, তোমাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিতে এসেছিলেন।"

[বুখারী: হাদীসে জিব্রাঈল]

এ তিনটি প্রশ্নোত্তরের মধ্যে গোটা ইসলাম ধর্ম ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আহলে সুফ্ফাহ্ তো ঈমান গ্রহণ করেছেন স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট থেকে, তারা ইসলাম অনুশীলন করেছিলেন মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে। মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লা বলেছিলেন: সালাত কর, যেভাবে আমাকে সালাত করতে দেখ। তারা এমনভাবে ইবাদত করতেন যেন আল্লাহকে দেখছেন। সেজন্যই এই সুফিরা না খেয়ে থাকতেন, আবার জিহাদ করতেন এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন প্রদেশের গভর্ণর হয়েছিলেন, যেমন আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। আহলে সুফ্ফাহ্-এর আদর্শ তাই না খেয়ে থাকা বা তালি দেওয়া জামা পরা নয়। তাদের আদর্শ ছিল মহান আল্লাহর সান্নিধ্য ও নবীজির ভালোবাসা লাভের জন্য গভীর সাধনায় নিমগ্ন থাকা। কেবল ময়লাযুক্ত জামা পরে নিছক চোখ বন্ধ করে বসে থাকা কখনও তাসাওউফ হতে পারে না।

আহলে সুফ্ফার ওই জায়গাটা এখনও সমতল থেকে একটু উঁচু স্থান হিসেবে বিদ্যমান। যিয়ারতকারীগণ ওখানে নামায-তিলাওয়াত করে বরকত লাভ করেন। এখন তাসাওউফ পন্থি আছে, কিন্তু জীবনে কি একবারও জিহাদ করেছে? সর্বোচ্ছ জিহাদ হচ্ছে প্রবৃত্তির সাথে যুদ্ধ করা। আমরা কি সুদের সাথে যুদ্ধ করেছি? আমরা কি কোন যৌতুক বন্ধ করেছি? আমরা কি ঘুষের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছি। আমরা কি অন্যায় আবদারকে প্রত্যাখ্যান

করেছি। আমরা কি নিজের সন্তানকে নামাযি বানাবার চেষ্টা করেছি? আমরা কি কোন অপরিচিত মজলুমের পাশে দাঁড়িয়েছি? আমরা কি নিষ্ঠার সাথে কোন রোগীকে সহানুভূতি জানিয়েছি? আমরা কি বিপদে পড়ে আল্লাহকে স্মরণ করেছি! আমরা কি স্ত্রীর ভাল ব্যবহারের জন্য তাকে ধন্যবাদ বা স্বীকৃতি দিয়েছি? তার খারাপ ব্যবহারে ধৈর্য ধরে তাকে বুঝাতে চেষ্টা করেছি? আমরা কি সমাজের অভাবী মানুষকে ভাল পরামর্শ দিয়েছি? আমরা কি নিজের ক্ষতি স্বীকার করেও পরের উপকার করেছি?

কুপ্রবৃত্তি সব সময় ভাল কাজে বাধা দিয়েছে, অলক্ষে শয়তান ওয়াস্ওয়াসাহ্ দিয়েছে। আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান করে সত্য সুন্দর ও মঙ্গলের পথে যাত্রা অব্যাহত রেখেছি? অথচ আহলে সুফ্ফাহ্ নতুন বিশ্বসভ্যতার সূচনাকারী মহান রাসূলুল্লাহকে অনুকরণ করে জীবন পথে এগিয়ে গেছেন তাদের মাধ্যমেই আমরা পেয়েছি হাজার হাজার হাদীস। আসহাবে সুফ্ফার সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ছিলেন মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সবচেয়ে বেশি হাদীস বর্ণনাকারী। কত বড় কাজ করে গেছেন তাঁরা! সব সময় বান্দার কলবের অবস্থানকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। যদিও মসজিদে ভাল কাপড়-চোপড় পরে আসার জন্যও নির্দেশ দিয়েছেন-

خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ-

তোমরা প্রতিটি সাজদার সময় তোমাদের সৌন্দর্য গ্রহণ কর। এর অর্থ এভাবে করা যায়: তোমরা প্রত্যেক মসজিদে সুন্দর পোশাক পর। প্রথম তরজমাটি বেশি মূলানুগ। কারণ মসজিদ ছাড়াও যেখানেই নামায পড়ি না কেন সুন্দরপরিপাটিভাবে নিজেকে সাজিয়ে আল্লাহর সামনে দাড়ানো উচিত।

যা হোক, মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তখন সবাইকে এমন ভাল কাপড়-চোপড় পরতে বলেননি, যা কেনার সামর্থ্য তাদের নেই। কিন্তু তিনি বলেছেন, ফরয সালাত শেষে তোমরা স্থান বদল করে সুন্নাত পড়বে। যাতে গুমটভাব না থাকে। আতর-খুশবু মেখে না আসতে পারলে যেন সুগন্ধি তেল মেখে আসে। দাঁত মাজার (মিসওয়াক) তাগিদ দিয়েছেন। কুলি করা, নাকে পানি দেওয়াও পরিচ্ছন্নতার জন্যই তিনি বলেছেন। কাঁচা পেয়াজ খেয়ে আমার মসজিদে আসবে না। তিনি বলেছেন- أَكْرِمُوْا شَعْرَكُمْ তোমাদের চুল দাড়ির যত্ন নেবে। এভাবে তার উদ্দেশ্য ছিল বাহ্যিক সৌন্দর্যও যেন বজায় থাকে। তাঁর এই চেতনা বুঝতে না পেরে অনেকেই পেঁয়াজ খেয়ে মসজিদে আসে না বটে, কিন্তু মোজার গন্ধ ছড়িয়ে দেয়। আরেক জনের মুখের ওপর সজোরে হাঁচি দেয়। ঘর্মাক্ত মলিন কয়েক দিনের ব্যবহৃত জামা নিয়ে মসজিদে আসে। আর বলে, এটি নামাযের জামা।

বস্তুত পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর পোশাক পরলে মানুষের মনের মধ্যে একটি পবিত্রতার ভাব আসে, যা সামাজিক সমাবেশে বা মসজিদে নামাযের জামাতে অংশগ্রহণের জন্য খুবই উপযোগী। আসহাবে সুফ্ফাহ্ যেহেতু মসজিদের ভেতরেই থাকতেন তাই তারা সাধ্যমত সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন থাকতে সচেষ্ট ছিলেন। তাদের মধ্যে মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সকল শিক্ষার প্রতিফলন ছিল। যা হোক, বান্দা তো কালবের অবস্থার ওপর পুরস্কার কিংবা তিরস্কার পাবেন। মহান আল্লাহ্ বলেন-

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنٌ اِلَّا مَنْ اَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ-

তরজমা: "সেই (কেয়ামতের ভয়াবহ্) দিনে সম্পদ অথবা সন্তান কোন উপকারে আসবে না, তবে সেই (পরিত্রাণ পাবে) যে আল্লাহর কাছে নির্ভেজাল অন্তর (ক্বলব) নিয়ে উপস্থিত হবে।"

ক্বলবকে 'সালীম' বা সহি-সালামতে রাখতে হলে অবশিষ্ট ৬টি অঙ্গকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। আবার ক্বলব যদি সালীম থাকে তাহলে ওই অঙ্গগুলোও নিয়ন্ত্রিত থাকে। মূল নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্র হচ্ছে ক্বলব। চোখ, কান, হাত, পা, পেট ও গোপনাঙ্গ এই সব অঙ্গ আমাদেরকে অনেক সময় গোনাহে লিপ্ত করতে চায় তখন ক্বল্ব তাতে বাধা দেয়। কিন্তু নাফ্স বা কুপ্রবৃত্তি এবং শয়তানের প্ররোচনায় যখন কোন গোনাহ্ হয়ে যায় এতে ক্বলবের ডিসপ্লে বোর্ডে একটি কালো দাগ পড়ে। এভাবে দাগ বা কালো ফোঁটা পড়তে পড়তে ক্বল্ব তার কার্যকারিতা প্রায় হারিয়ে ফেলে। এটাকে বলা হয় ক্বল্ব মরে গেছে। এ সময় বান্দা কেবল গোনাহ্ করতেই মজা পায়। কেউ তাকে নসিহত করতে আসলে তাকে অসহনীয় মনে হয়। তবে যদি নসিহতের শক্তি বেশি হয় তাহলে দিলে আবার হেদায়াতের নূর পয়দা হয়। কাপড়ের দাগ গভীর হলে যেমনি বেশি শক্তিশালী ডিটারজেন্ট পাউডার বা ব্লিচিং পাউডার যোগ করা হয়। দিল পরিস্কারের জন্যে আল্লাহর যিক্র হচ্ছে সবচেয়ে কার্যকর। এই ব্যবস্থা পত্র আমাদের নবীজি দিয়ে গেছেন।

তাসাওউফের প্রধান কাজ তাযকিয়া বা পরিশুদ্ধি। লোভ, কাম, ক্রোধ ইত্যাদি রিপু আমাদেরকে প্রতিনিয়ত ভুল পথে নিয়ে যেতে চায়। এ থেকে নিজেদের রক্ষার জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মুখে নসিহত করেছেন আবার ব্যবহারিকভাবেও চর্চা করিয়েছেন। তিনি বলেছেন- اَلْحَرِيْصُ مَحْرُوْمٌ লোভীরা বঞ্চিত হয়।

مَنْ يَضْمَنُ لِىْ مَا بَيْنَ شَفَتَيْهِ وَمَابَيْنَ فَخِذَيْهِ اَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ-

"যে আমাকে তার দু'ঠোঁটের মাঝখানের বস্তু এবং দুই উরুর মাঝখানের বস্তুর গ্যারান্টি দেবে আমি তাকে বেহেশতের গ্যারান্টি দেব।" তিনি বলেছেন-

اَلْغَضْبَ يَاْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَاْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ-

অর্থাৎ "ক্রোধ সুন্দর কর্মগুলোকে এমনভাবে ধ্বংস করে দেয় যেমনি আগুন লাকড়িকে পুড়িয়ে দেয়।" লোভ, কাম, ক্রোধ সম্পর্কে কেবল এই মূল্যবান বাক্য বলেই তিনি ক্ষান্ত হননি। তার কাছের লোকদের তিনি তা হাতে কলমেও শিক্ষা দিয়েছেন। যারা অল্প একটু সময়ের জন্য হলেও তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন জীবনের মোড় ঘুরে গেছে তাদের। তবে আসহাবে সুফ্ফাহ্ এই সুহবত পেয়েছিলেন অনেক বেশি। আর তাই ইসলামের ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন। সুহবত (সৎসঙ্গ) এতই প্রয়োজনীয় যে, মহান আল্লাহ্ সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ-

অর্থাৎ "ওহে যারা ঈমান এনেছ, আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যনিষ্ঠদের সাথে থাকো।"

সত্যনিষ্ঠ- যারা বিশ্বাসকে বাস্তবরূপ দিয়েছে- তাদের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে থেকে ঈমান ও তাক্বওয়া পরিপূর্ণতা অর্জন কর। একটি মডেল সামনে রেখে চল। একজন মুর্শিদ তোমাকে প্রতিনিয়ত সঠিক কাজটি করার পরামর্শ দেবেন। এমনি একটি ঘটনা আমরা দেখি মসজিদে নবভীতে। মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পাশ দিয়ে একজন মুসল্লি সবেমাত্র অযু করে নামায পড়লো। তিনি বললেন- اِرْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ يُصَلِّ -"ফিরে গিয়ে নামায পড়, কারণ তুমি নামায পড়নি।" এভাবে তৃতীয়বার বললেন। এবার কারণটা খোলাসা করে দিলেন। সাহাবী বললেন, তুমি অযু করার সময় পায়ের গোড়ালি ভিজেনি। তোমার অযুই হয়নি নামায কিভাবে হবে? এটি ছিল ট্রেনিং। তার জন্য এবং যারা সেখানে ছিলেন সবার জন্য। কারণ শুষ্ক আবহাওয়ার আরব দেশে পা ভাল করে ধোয়া মনযোগ সাপেক্ষ ব্যাপার। এই ভুল প্রায় হতে পারতো। তাই এভাবে শিক্ষা দিয়েছেন।

আরেকবার এক সাহাবী মসজিদে নবভীতে দৌড়ে এসে কোন রকমে রুকুতে গিয়ে ইমামের সাথে নামাযে যোগ দিয়েছিলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, زَادَ اللهُ حِرْصًا فَلَا تَعُدْ অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমার আগ্রহ বাড়িয়ে দিন, তবে এভাবে আর করনা। অথবা বলেছেন- এভাবে হাঁপিয়ে দৌড়ে এসো না স্বাভাবিকভাবে আসবে। [فَلَاتَعْدُوْ বা فَلَا تَعُدْ (এভাবে দৌড়িও না) দু'ভাবে পড়া যায়।]

এখানেও সাহচর্যের বরকতে এভাবে প্রতিটি হরকত, প্রতিটি পরতে মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হাতে কলমে শিক্ষা দিয়েছেন। তারা মহাভাগ্যবান যাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে শুধরে দিয়েছেন। তবে কেউ বিব্রতবোধ করতে পারেন এ ভেবে মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময়ে ব্যক্তি বিশেষের নাম উল্লেখ না করে সমবেত মুসল্লিদের উদ্দেশে বলতেন- "তোমাদের কী হয়েছে, তোমাদের মধ্যে অমুক কাজটি হতে দেখা যায়, এটি ঠিক নয়। এভাবে ব্যাপক ও নৈর্ব্যক্তিকভাবে সম্বোধন করে বলতেন।

মানুষকে বিব্রত করা তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি বলেছেন- কারো বাড়িতে দাওয়াতে গিয়ে খাওয়ার পাতে বসে জিজ্ঞেস করবে না- এটা হালাল না হারাম। কারণ মুসলমানদের প্রতি উত্তম ধারণা পোষণ করা ঈমানের আবেদন। হারাম জানা থাকলে অবশ্যই ওই হারাম খাদ্য, বস্ত্র, টাকা-পয়সা গ্রহণ করা হারাম। কিন্তু বেশি পরহেযগারী দেখানো অবাঞ্ছনীয়।

এই যে আচরণ বিধি, তা মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বিশ্ববিদ্যালয়- ওই মসজিদে নবভীতেই শেখার সবচেয়ে বেশি সুযোগ ছিল। আসহাবে সুফ্ফাহ্ তাই ধন্য মানবগোষ্ঠী যারা নতুন বিশ্বসভ্যতার প্রতিষ্ঠাতার ঘনিষ্ঠ সাহচর্য পেয়েছিলেন। এজন্য আমরা দেখতে পাই, একজন গ্রাম্য চাষাভুক্ষ লোকও যখন একজন পীরের দরবারে কিছুদিন থাকেন তার সিরাত-সুরাত, ভদ্রতা-শিষ্টাচার, জীবন দর্শন কীভাবে পরিবর্তিত হয় যায়। পীর বলতে আমরা তাসাওউফের শিক্ষক বুঝে থাকি। একজন ফিজিক্যাল ফিটনেসের শিক্ষক যেমন প্রথমে নিজে ফিট থাকে, তারপর অন্যকে শরীর ভাল রাখার তালিম দেন। তেমনি একজন পীর বা মুর্শিদ প্রথমে নিজে পূর্ণ-

The Monthly Tarjuman

পরিণত (কামেল) হবেন তারপর অন্যকে 'পূর্ণ-পরিণত করতে সচেষ্ট' (মুকাম্মেল) হবেন।

একজন কামেল পীর তার খানকায় রেখে কিছু লোককে একেবারে সোনার মানুষ বানিয়ে তারপর খেলাফত দিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়ে দেন। এটি কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বিশেষ শিষ্য এই আসহাবে সুফ্‌ফার অনুসরণেই করে থাকেন।

তাফওউফ বলতেই যুহদ বা অল্পে তুষ্ট থেকে কঠোর সাধনা বোঝায়। মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ধনী সাহাবীগণও এই যুহদ অবলম্বন করতেন। আসহাবে সুফ্‌ফাহ্ যেন এই যুহ্দকে তাদের দেহের ভূষণ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনী আলোচকগণ এই আসহাবে সুফ্‌ফাহ্-এর আলোচনা বিশেষভাবে উপস্থাপন করেছেন। এই বিশেষ দিকটি তাই মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আলোচনার অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসেবে উঠে আসে। আজকের ভোগের দুনিয়ায় ত্যাগের ইতিহাসের এই অধ্যায় আমাদেরকে সত্যনিষ্ঠার আদর্শে প্রণোদনা দেবে এবং অতি লোভের ফাঁদে পড়া থেকে রক্ষা করবে, আশা করা যায়। জীবনের মহান লক্ষ্য অর্জনে যে নির্মোহ সাধনার প্রয়োজন তা আমরা পাব সে যুগের আহলে সুফ্‌ফাহ্ আর এ যুগের হক্কানী তাসাওউফ চর্চাকারীদের জীবন-দর্শনে, তাদের প্রাত্যহিক জীবনের ছন্দে। মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষা ও দীক্ষায় উজ্জীবিত উম্মাহ চেতনায় জীবন পথে এগিয়ে যাবার তাওফীক দিন। আ-মী-ন।

وَصَلَّ اللّٰهُ عَلَىٰ النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ-

লেখক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সাবেক কর্মকর্তা।

প্রবন্ধ

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)'র শিক্ষাদান পদ্ধতি

ড. মুহাম্মদ লিয়াকত আলী

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিল অতুলনীয়। যা আমাদের অনুসরণ ও অনুকরণ জরুরী। তিনি আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল ও সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক। আল্লাহ্ তাকে সববিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমাকে আমার প্রভূ শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং তিনি আমাকে সর্বোত্তম শিক্ষা দিয়েছেন। হযরত মুআবিয়া ইব্‌নুল হাকাম আস্‌সুলামী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,

مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ فَوَاللهِ مَا كَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي.

"আমি তার পূর্বে ও পরে তার চেয়ে উত্তম কোন শিক্ষক দেখিনি। আল্লাহ্‌র শপথ! তিনি (আমার ক্রুটির কারণে) আমার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন, প্রহার ও গালমন্দ করেননি।"[১৮] তার শিক্ষাদানের ক'টি পদ্ধতি তুলে ধরা হল।

মাসিক তরজুমান The Monthly Tarjuman

মধ্যম পন্থায় ধীরে ধীরে পাঠদান

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মধ্যম গতিতে থেমে থেমে পাঠ দান করতেন। তিনি দ্রুত বলতেন না, ধীরেও বলতেন না। হযরত আবূ বাকরাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমরা কি জান, আজ কোন্ দিন? এটি কোন্ মাস? এটি কি যিলহজ মাস নয়? এটি কোন্ শহর?'[১৯] প্রতিটি প্রশ্নের পর রাসূলুল্লাহ্ চুপ থাকেন এবং সাহাবায়ে কিরাম উত্তর দেন, 'আল্লাহ্ ও তার রাসূলই ভাল জানেন। হযরত আয়িশাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন,

أَلَا يُعْجِبُكَ أَبُو هُرَيْرَةَ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَانِبِ حُجْرَتِي يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُسْمِعُنِي ذَلِكَ وَكُنْتُ أُسَبِّحُ، فَقَامَ، قَبْلَ أَنْ أَقْضِيَ سُبْحَتِي وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيثَ مِثْلَ سَرْدِكُمْ.

"হযরত আবূ হুরাইরাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর আচরণে তুমি কি আশ্চর্য হবে না? তিনি আমার হুজরার নিকটবর্তী হয়ে রাসূলুল্লাহ্‌র হাদীস আমাকে শুনাতে চেয়েছিলেন আর এ সময় আমি নামাযরত ছিলাম। নামায শেষ হওয়ার পূর্বে তিনি উঠে গেলেন। যদি আমি তাকে পেতাম, বলতাম, রাসূলুল্লালাহ্ সাল্লাল্লাম আপনার ন্যায় দ্রুত কথা বলতেন না।"[২০] (তিনি ধীরে ধীরে বলতেন, যাতে সকলে বুঝতে পারে)

কথায় শারীরিক প্রভাব প্রতিফলন

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেহ-মনের সমন্বিত ভাষায় শিক্ষা দিতেন। তিনি কোন বিষয়ে আলোচনা করলে, তার শরীরেও এর প্রভাব প্রতিফলিত হত। তিনি যখন জান্নাতের কথা বলতেন, তখন তার দেহে আনন্দের চিহ্ন দেখা যেত। যখন জাহান্নামের কথা বলতেন, চেহারার রং বদলে যেত। হাদীস শরীফে রয়েছে,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ

"হযরত জাবির ইব্‌ন আব্‌দুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন "রাসূলুল্লাহ্ যখন বক্তব্য দিতেন, তার চোখ লাল হয়ে

---

[১৮]. ইমাম মুসলিম, *সহীহু মুসলিম*, (বৈরূত: দারু ইহ্ইয়ায়িত্ তুরাসিল আরাবী, তা.বি.), খ.১, পৃ.৩৮১; হাদীস-৫৩৭।

[১৯]. ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, (কায়রো: মাকতাবাতু দারিশ্ শাব্, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৭খৃ.), খ.২, পৃ.২১৬; হাদীস-১৭৪১। সংক্ষেপিত,
হাদীস عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَى اللهِ عَلَيهِ وسَلمَ يَوْمَ النَّحْرِ، قَالَ: أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، فَقَالَ أَلَيْسَ ذُو الحَجَّةِ؟ قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟

[২০]. ইমাম আবূ দাঊদ, *সুনানু আবী দাঊদ*, (বৈরূত: আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, তা.বি), খ.৩, পৃ.৩২০, হাদীস-৩৬৫৫।

যেত, আওয়াজ উঁচু হয়ে যেত ও ক্রোধ বৃদ্ধি পেত, যেন তিনি (শত্রু) সেনা সম্পর্কে সতর্ককারী।'[২১] রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক সময় কোন বিষয় স্পষ্ট করার জন্য হাত ও মাথা মুবারক দ্বারা ইঙ্গিত করতেন। হযরত সাহ্ল ইব্ন সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى

"আমি ও ইয়াতীম প্রতিপালনকারী জান্নাতে এমনভাবে অবস্থান করব, তিনি (হযরত সাহ্ল রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু) বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার তর্জনী ও মধ্যমা উভয় আঙ্গুলের দূরত্বের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।"[২২] অর্থাৎ রাসূলে করীম ও ইয়াতীমের দায়িত্বগ্রহণকারী ব্যক্তি জান্নাতে খুব কাছাকাছি থাকবেন, তা আঙ্গুলের ইশারায় বুঝিয়েছেন।

রেখাচিত্রের মাধ্যমে বক্তব্য স্পষ্ট করা

ভালভাবে বুঝানোর জন্যে কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেখাচিত্রের মাধ্যমে আলোচনা স্পষ্ট করতেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,

خَطَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا مُرَبَّعًا وَخَطَّ خَطًّا فِي الوَسَطِ خَارِجًا مِنْهُ، وَخَطَّ خُطَطًا صِغَارًا إِلَى هَذَا الَّذِي فِي الوَسَطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي فِي الوَسَطِ، وَقَالَ هَذَا الإِنْسَانُ، وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ أَوْ قَدْ أَحَاطَ بِهِ وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারকোণা দাগ টানেন। এরপর তার মধ্যখানে আরেকটি দাগ দেন, যা তা (চতুর্ভূজ) থেকে বের হয়ে যায়। বের হয়ে যাওয়া দাগটির পাশে ও চতুর্কোণের ভেতরে ছোট ছোট কিছু দাগ দেন। তিনি বলেন, এটি মানুষ। চতুর্কোণের ভেতরের অংশ তার জীবন এবং বের হওয়া অংশটি তার আশা।"[২৩]

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا ثُمَّ قَالَ هَذَا سَبِيلُ اللهِ ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَالَ هَذِهِ سُبُلٌ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ ثُمَّ قَرَأَ (إِن هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ).

"হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাদের বুঝানোর জন্য) একটি সরল রেখা টেনে বললেন, এটা আল্লাহ্র পথ। এরপর তিনি এ রেখার ডানে ও বামে আরো কয়েকটি রেখা টেনে বললেন, এগুলোও পথ। এসব পথের প্রত্যেকটিতে শয়তান দাঁড়িয়ে তাদের পথের দিকে মানুষকে আহ্বান করে। অতঃপর তিনি কুরআন মাজীদের এ আয়াত পাঠ করলেন, "নিশ্চয় এটাই আমার সহজ-সরল পথ। অতএব তোমরা এ পথ অনুসরণ কর।"[২৪]

গুরুত্বপূর্ণ কথার পুনরাবৃত্তি

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সর্বোচ্চ তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন। হযরত আনাস ইব্ন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعِيدُ الكَلِمَةَ ثَلاَثًا لِتُعْقَلَ عَنْهُ

"রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথাকে তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন, যেন তা ভালভাবে বুঝা যায়।"[২৫]

عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ رَجُلٍ خَدَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا حَدَّثَ حَدِيثًا أَعَادَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

"হযরত আবূ সাল্লাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জনৈক খাদিম হতে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন হাদীস বর্ণনা করতেন, তখন তা তিনবার উল্লেখ করতেন।"[২৬]

The Monthly Tarjuman

[২১]. ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.৫৯২, হাদীস-৮৬৭।

[২২]. ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, খ.৮, পৃ.১০, হাদীস-৬০০৫।

[২৩]. প্রাগুক্ত, খ.৮, পৃ.৮৯, হাদীস-৬৪১৭; ইমাম তিরমিযী, *সুনানুত্ তিরমিযী*, (মিসরঃ মাত্বাআতু মুস্তাফা আল্ বাবী, ২য় সংস্করণ, ১৩৯৫ হি.),
খ.৪, পৃ.৬৩৫, হাদীস-২৪৫৪।

[২৪]. শায়খ ওয়ালী উদ্দীন, *মিশকাতুল মাসাবীহ্*, (বৈরূতঃ আল মাকতাবাতুল ইসলামী, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৫ খ্রি.),খ.১, পৃ.৫৮, হাদীস-১৬৬।

[২৫]. ইমাম তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খ.৬, পৃ.৩৭, হাদীস-৩৬৪০।

[২৬]. ইমাম আবূ দাঊদ, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ.৩২০, হাদী -৩৬৫৩।

প্রায়োগিক শিক্ষাদান

শিক্ষার কার্যকর মাধ্যম হল প্রাক্টিক্যাল বা প্রায়োগিক শিক্ষা। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ বিষয় সাহাবায়ে কিরামকে নিজে আমল করে শেখাতেন। হযরত মালিক ইব্ন হুওয়াইরিস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,

قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন,"তোমরা নামায আদায় কর, যেভাবে আমাকে আদায় করতে দেখ।"[২৭]

প্রশ্নোত্তরে শিক্ষাদান

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক সময় সাহাবায়ে কিরামকে প্রশ্ন করতেন, যাতে তারা জ্ঞান অনুসন্ধানে উৎসাহী হন। হযরত মু'আয ইব্ন জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مُعَاذُ أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ؟ قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেন, হে মু'আয, তুমি কি জান বান্দার প্রতি আল্লাহ্র হক্ব কী? তিনি বলেন, আল্লাহ্ ও তার রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বলেন, তার ইবাদত করা এবং তার সাথে কোন কিছুকে শরীক না করা।"[২৮]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষাদানের সময় সাহাবায়ে কিরামের প্রশ্ন গ্রহণ করতেন। হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ أَعْرَابِيًّا عَرَضَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَأَخَذَ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ، أَوْ بِزِمَامِهَا ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَوْ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي بِمَا يُقَرِّبُنِي مِنَ الْجَنَّةِ، وَمَا يُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، قَالَ فَكَفَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ نَظَرَ فِي أَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ وُفِّقَ أَوْ لَقَدْ هُدِيَ قَالَ كَيْفَ قُلْتَ؟ قَالَ فَأَعَادَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، دَعِ النَّاقَةَ .

"এক বেদুইন সফররত অবস্থায় তার উটের লামাগ ধরে রাসূলে করীমকে প্রশ্ন করেন, আমাকে জানিয়ে দিন, কোন্ আমল আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে দেবে আর কোন্ আমল জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে নেবে? বর্ণনাকারী বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্ন শুনে একটু থামেন এবং সাহাবাদের দিকে তাকান। অতঃপর তিনি বলেন, তাকে তাওফীক্ব দেওয়া হয়েছে অথবা তাকে হেদায়েত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কী বললে? বর্ণনাকারী বলেন, সে তার পুনরাবৃত্তি করে। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তুমি আল্লাহ্র ইবাদত করবে, তার সাথে কাউকে অংশীদার করবে না, নামায আদায় করবে, যাকাত দেবে ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে। উটনি (এর লাগাম) ছেড়ে দাও।"[২৯]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি একটু চুপ থেকে সাহাবীদের দিকে তাকিয়ে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং প্রশ্নকারীর প্রশংসা করে জ্ঞানার্জনে জানার জন্য প্রশ্নের সম্মতি দেন।

শিক্ষাদানে জ্ঞানপিপাষু নির্বাচন

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষাদানের জন্য আগ্রহীদের নির্বাচন করতেন। হাদীস শরীফে রয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَأْخُذُ مِنِّي خَمْسَ خِصَالٍ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ، أَوْ يُعَلِّمُهُنَّ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ؟ قَالَ: قُلْتُ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِي فَعَدَّهُنَّ فِيهَا

"হযরত আবূ হুরায়রাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'কে আমার থেকে পাঁচটি গুণ ধারণ করবে ও তার উপর আমল করবে অথবা আমলইচ্ছুদের তা শিক্ষা দেবে? হযরত আবূ হুরায়রাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আমি। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরেন ও হাতে পাঁচটি বিষয় গণনা করে শিখালেন।"

[ইমাম আহমাদ, প্রাগুক্ত, খ.১৩, পৃ.৪৫৮, হাদীস-৮০৯৫।]

---

[২৭]. ইমাম বায়হাকী, *আস্ সুনানুল কুব্রা*, (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, ৩য় সংস্করণ, ১৪২৪ হি.), খ.২, পৃ.৪৮৬, হাদীস-৩৮৫৬; ইমাম দারাকুত্নী, *সুনানুদ্ দারাকুত্নী*, (বৈরূত: মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ্, ১ম সংস্করণ, ১৪২৪ হি.), খ.২, পৃ.১০, হাদীস-১০৬৯।

[২৮]. ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ.১৪০, হাদীস-৭৩৭৩।

[২৯]. ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.৪২, হাদীস-১৩।

প্রবন্ধ

পাঠ পুনরাবৃত্তিতে উদ্বুদ্ধকরণ

কোন কিছু শিখার পর সময়ে সময়ে পুনরাবৃত্তি করা না হলে তা ভুলে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে। এ জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে মেধা ও স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর না করে বার বার পাঠে উদ্বুদ্ধ করতেন। এতে কঠিন বিষয় আয়ত্ব করা যায়। হযরত আবূ মূসা আশ‘আরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنَ الإِبِلِ فِي عُقُلِهَا

“তোমরা কুরআন তিলাওয়াতে ধারাবাহিকতা বজায় রাখ। সে সত্ত্বার শপথ, যার হাতে আমার জীবন, তা স্মৃতি থেকে উটের চেয়ে দ্রুত পলায়ন করে।”

[ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, খ.৬, পৃ.২৩৮, হাদীস-৫০৩৩।]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِئْسَ مَا لِأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ نُسِّيَ وَاسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ.

“হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এটা খুব খারাপ কথা যে, তোমাদের মধ্যে কেউ বলবে, আমি কুরআনের অমুক অমুক আয়াত ভুলে গেছি; বরং তাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা কুরআন তিলাওয়াত করতে থাক। কেননা তা মানুষের অন্তর থেকে উটের চেয়েও দ্রুত গতিতে চলে যায়।” [প্রাগুক্ত, খ.৬, পৃ.১৯৩, হা.নং-৫০৩২]

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষাদান পদ্ধতিতে ইহকালীন সাফল্য ও পরকালীন মুক্তি রয়েছে। সুতরাং মুসলিম উম্মাহ্কে উভয় জগতের সফলতা অর্জনে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষাদান পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

লেখক: উপাধ্যক্ষ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম। ষরধশধঃ২০১৫@মসধরষ.পড়স

মাসিক তরজুমান
The Monthly Tarjuman

প্রবন্ধ

ঈদে মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)

ড. মাওলানা মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম আযহারী

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য যিনি সকল সৃষ্টি জগতের প্রতিপালক। দরুদ ও সালাম তাঁর হাবীব হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, পূতপবিত্র আহলে বাইত ও হেদায়াতের সিতারা সাহাবা কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর ওপর।

মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম এর আগমন সমস্ত মানব ইতিহাসের জন্য রহমতে এলাহির আগমনের একটি অভিব্যক্তি ছিল। মহাগ্রন্থ আল কোরআনও তার অস্তিত্ব এভাবে ব্যাখ্যা করেছে যে, رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরুপ।[৩০] আর এ রহমত কখনোই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং যুগের ব্যপ্তির সাথে তা বেড়েই চলবে। কেননা, ইরশাদ হচ্ছে : وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ এ রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হয়েছেন আরও লোকদের জন্যে যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি।[৩১] আর ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম উদযাপন করা হলো সর্বোত্তম আমল এবং আল্লাহর নৈকট্যজ্ঞাপক মহান কাজ। কেননা, এটা হলো তাঁর আগমন উপলক্ষে খুশি ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। আর হুব্বে রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম ঈমানের অন্যতম আসল। কোরআনুল কারীমে আল্লাহ্ তা'আলা তার হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসা আমাদের ওপর আবশ্যক করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন: النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ নবীমু'মিনদের নিকট তাদের নিজেদের চেয়ে অধিক ঘনিষ্ঠ।[৩২] ইমাম কাযী আল বায়যাবী (ওফাত: ৬৮৫ হিঃ) বলেন:

فيجب عليهم أن يكون أحب إليهم من أنفسهم وأمره أنفذ عليهم من أمرها وشفقتهم عليه أتم من شفقتهم عليها

অর্থ: সুতরাং তাদের উপর এ কথা ওয়াজিব বা অপরিহার্য যে, তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাদের নিকট তাদের প্রাণের চেয়েও বেশী প্রিয় হবেন, তাঁর নির্দেশ সর্বাধিক কার্যকর হবে এবং তাঁর প্রতি আন্তরিকতা সেগুলোর প্রতি স্নেহ-মমতা অপেক্ষা বেশী পরিপূর্ণ হবে। আল্লাহ তায়ালা আরও ইরশাদ করেন: অর্থাৎ বলুন, **তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা ভাই তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে তোমাদের বাসস্থান-যাকে তোমরা পছন্দ ও তাঁর রাহে জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত। আর সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।**[৩৩] এ আয়াতে তায়ালা তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম কে ভালোবাসা সবার জন্য আবশ্যক করেছেন। আর যারা তাদের নিজেদেরকে এবং পিতা মাতা, সন্তান সন্ততিসহ অন্যান্যদেরকে তাঁর নবী অপেক্ষা বেশী ভালোবাসবে, তাদেরকে কঠোর শাস্তির হুমকি দিয়েছেন ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ হাদীস শরীফও এর সত্যায়ন করেছে এবং তাদেরকে ফাসেক বলে অভিহিত করেছেন। যে, আল্লাহর নবীর ভালোবাসা ঈমানের জন্য আবশ্যক। এমনকি ব্যক্তির নিজের প্রাণ, তার মাতা পিতা, সন্তানাদি, স্ত্রী- পরিজনসহ অন্যান্য সবকিছুর চাইতে আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম কে বেশী ভালোবাসা আবশ্যক। যেভাবে হযরত আনাস বিন মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না, **যতক্ষণ না আমার প্রতি তার ভালোবাসা, তার মাতা-ভালোবাসার চেয়ে বেশি হবে।**[৩৪] আল্লামা ইবনে রাহমাতুল্লাহি আলায়হি (ওফাত: ৭৯৫হিঃ) বলেন: 'নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম এর ভালোবাসা হলো ঈমানের অংশ এবং আল্লাহর ভালোবাসার সংযোগ। আল্লাহ এর দ্বারা রহমত বর্ষণ করেন এবং যারা আল্লাহ ও তার রাসুলের ভালোবাসার ওপর আত্মীয় স্বজন, ধন-সম্পদ, দেশসহ অন্যান্য জিনিসের ভালোবাসাকে প্রাধান্য

[৩০] **সুরাআলআম্বিয়া : ১০৭।**
[৩১] সুরা জুমুআ : ০৩।
[৩২] সুরা আহযাব : ০৬।
[৩৩] সুরা ত্বাওবা : ২৪।
[৩৪] ইমাম বুখারী র., **বোখারী শরীফ**, হাদীস নং ১৫। ১ম খন্ড, পৃঃ ১২।

দেবে আল্লাহ তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেবেন।' মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেনঃ বলুন, **তোমাদের তোমাদের পিতা তোমাদের সন্তান, তোমাদের গোত্র তোমাদের অর্জিত ধন- যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমরা পছন্দ কর- আল্লাহ, তাঁর রসূল ও থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, পর্যন্ত। আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে** একবার হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম কে বললেন: '**হে আল্লাহর রাসুল, নিশ্চয়ই আপনি আমার ছাড়া পৃথিবীর সব কিছুর চেয়ে বেশি প্রিয়।**' সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম **বললেন, ব্যক্তির কাছে যতক্ষণ আমি তার নিজ সত্তা হব, ততক্ষণ পর্যন্ত সে মুমিন হতে পারবে** রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু **বললেন, 'আল্লাহর কসম! এখন আমার কাছে নিজ সত্তা অপেক্ষা বেশি** সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম **বললেন, হে এখন তুমি (মুমিন হলে)**।[৩৬] সুতরাং আল্লাহর রাসুল তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি ভালোবাসাকে আবশ্যকীয়ভাবে ব্যক্তিসত্তা আত্মীয়-স্বজন সন্তান - অতএব, মিলাদুন্নবী উদযাপন করা তাঁর প্রতি ভালোবাসারই প্রকাশ। মিলাদুন্নবীর আনুষ্ঠানিকতা মূলত তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। আর তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ধর্মীয়ভাবেই আবশ্যকীয় বিষয়। কেননা, এটাই মূল স্তম্ভ এবং উত্তম অবলম্বন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীর মর্যাদা জানতেন এবং সমগ্র বিশ্বকে তা জানিয়েছেন; তাঁর নাম, আগমন, মর্যাদা এবং স্থানের মাধ্যমে। বিশ্বজাহান সীমাহীন আনন্দে ও পরম আবেগে দুলছিল; নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম ছিলেন বিশ্বের জন্য খুশি, নেয়ামত ও আল্লাহর হুজ্জত। কবি

[৩৫] সুরা ত্বাওবা : ২৪।

[৩৬] হাদীসটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হিশাম র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : **একবার আমরা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে কোথাও যাচ্ছিলাম। রাসুলুল্লাহ (সা.) ওমরের হাত নিজের হাতের মধ্যে রেখে পথ চলছিলেন। একসময় ওমর বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল ...... এখন তুমি (মুমিন হলে)।**সহীহ বুখারী, কিতাবুল আইমান ওয়ান নুযুর, অষ্টম খন্ড, পৃষ্ঠা : ১২৯।

আহমদ শাওক্বী বলেন- "হেদায়াতের কান্ডারী নবীর জন্মে হল আলোকিত কায়েনাতঃ যুগ-যুগান্ত মুচকি হাসিয়া গাইল প্রশংসা গীত। জিব্রিল আর বড় যত আছে ফেরেশতাকুল আসে তাঁর পাশেঃ দ্বীন আর দুনিয়ার লাগি এল মহা শুভার্থী।"

পবিত্র কোরআন থেকে ঈদে মিলাদুন্নবীর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দলীল

১. মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا
هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

প্রিয় হাবীব! আপনি **বলুন, আল্লাহর দয়া ও সুতরাং এরই প্রতি তাদের সন্তুষ্ট থাকা সমুদয় থেকে যা সঞ্চয় করছ**।[৩৭] আর নবী করিম তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম হলেন রহমত। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.

আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত করেছি।[৩৮] নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম এর জন্মদিন উদযাপন করা আনন্দ ও ভালোবাসারই প্রকাশমাত্র। সুতরাং মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম উদযাপন করা পবিত্র কোরআনে আদিষ্ট গভীর ভিতরেই রয়েছে এবং এটা সর্বোত্তম। আর আনন্দ ও খুশি প্রকাশের তরে আনুষ্ঠানিকতা, এটা সবার কাছে খুব প্রচলিত রীতিই। যেমনিভাবে বিবাহ, ওলিমা, আকিকাসহ অন্যান্য কাজের আনুষ্ঠানিক বিধান।

২. আল্লাহ তায়ালা আরও ইরশাদ করেন:

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.

এবং আপনার পালনকর্তার নেয়ামতের আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতের মাঝে কোনটি আমাদের কাছে মহান? বা আল্লাহ মু'মিনদেরকে যেসব নিয়ামত দিয়েছেন তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিয়ামত কি? নিশ্চয়ই এ নেয়ামত হলো সায়্যেদুনা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি হযরত

[৩৭] সুরা ইউনুস : ৫৮।

[৩৮] সুরা আল আম্বিয়া : ১০৭।

[৩৯] সুরা আদ দ্বোহা : ১১।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার রেওয়ায়েতে হাদীস বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর বাণী : الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا **যারা আল্লাহর পরিণত করেছে**।[৪০] তিনি বলেন : 'আল্লাহর কসম হলো কুরাইশের কাফেরগোষ্ঠী।' হযরত আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন : 'তারা হলো কুরাইশ এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম হলেন আল্লাহর নেয়ামত। আর মিলাদুন্নবী উদযাপন করা এ মহানেয়ামতেরই অর্ন্তভূক্ত।সুতরাং এটা পবিত্র কোরআনে আদিষ্ট বিষয়েরই আওতাধীন এবং তা সর্বোত্তম।'

৩. আল্লাহ তায়ালা আরও ইরশাদ করেন:

وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ.

আর আমি রসূলগণের সব বৃত্তান্তই তোমাকে আপনার অন্তরকে মজবুত করছি।আর মহাসত্য এবং ঈমানদারদের জন্য নসীহত বিষয়বস্তুএসেছে।[৪১] এখানে এটা স্পষ্ট হলো যে, নবীগণের কাহিনী আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম কে শুনানোর মাধ্যমে তাঁর অন্তর মোবারককে স্থিতিশীল করা হয়েছে। আর জ্ঞানী মাত্রই এটা বুঝতে পারে যে, আল্লাহর রাসুলের অন্তরের মজবুতির চেয়ে তার জীবন-চরিত আলোচনা করে আমাদের অন্তরের স্থিতীশীলতা বহুগুণে জরুরী। সুতরাং এ দৃষ্টিকোন থেকে আল্লাহর রাসুলের মীলাদ ও সীরাত নিয়ে আলোচনা করার মাধ্যমে মিলাদুন্নবী উদযাপন করা ও পবিত্র কোরআনে আদিষ্ট বিষয়েরই আওতাধীন।

৪. আল্লাহ তায়ালা আরও ইরশাদ করেন : وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ **আল্লাহর সে নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা তোমাদের উপর রয়েছে**।[৪২] নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম হলেন সবচে বড় নেয়ামত। আর মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম উদযাপনের মাধ্যমে সে মহান নেয়ামতই স্মরণ করা হয়।

৫. আল্লাহ তায়ালা আরও ইরশাদ করেন :

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.

ঈসা ইবনে মরিয়ম আলায়হিস্ সালাম **বললেনঃ হে আল্লাহ আমাদের পালনকর্তা আমাদের প্রতি আকাশ থেকেখাদ্যভর্তি খাঞ্চা অবতরণ করুন। তা আমাদের জন্যে অর্থাৎ, আমাদের প্রথম ও পরবর্তীসবার জন্যে আনন্দোৎসব হবে এবং আপনার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন হবে। আপনি আমাদের রুজিদিন। আপনিই শ্রেষ্ট রুজিদাতা**।[৪৩] এ আয়াত দ্বারা এটা সাব্যস্ত হলো যে, নির্দিষ্ট নিয়ামত অবতীর্ণ হওয়ার কারণে সেইদিনকে ঈদ হিসেবে গ্রহণ করা হয়। আর আল্লাহর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম হলেন এ বিশ্বের সবচে বড় নেয়ামত, তাই তাঁর জন্মদিনকে ঈদ হিসেবে গ্রহণ করা এবং উদযাপন করা উত্তম।

৬. আল্লাহ তায়ালা আরও ইরশাদ করেন :

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ.

কেউ আল্লাহর নিদর্শনাবলীর **প্রতি সম্মান তার হৃদয়েরআল্লাহভীতি প্রসূত**।[৪৪] আমাদের তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম হলেন আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মহানিদর্শন। তাঁর সম্মান করা আয়াতেরই চাহিদা। আর মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম উদযাপন তাঁর সম্মানার্থেই হয়। বিখ্যাত মুফাস্‌সির শায়েখ ইসমাঈল হাক্কী আল হানফী (ওফাত: ১১২৭ হিঃ) বলেন : "ومن تعظيمه عمل المولد إذا لم يكن فيه منكر..." 'আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম এর জন্মদিন উদযাপন তাঁর প্রতি সম্মানেরই অংশ, যদি তাতে কোন মন্দ বিষয় না থাকে। ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন: 'يستحب لنا اظهار الشكر لمولده عليه السلام.' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম এর জন্ম উপলক্ষে শুকরিয়া আদায় করা আমাদের ওপর মুস্তাহাব'। ইমাম তকীউদ্দিন সুবুকী (ওফাত: ৭৫৬ হিঃ) এর সময়ে তার কাছে অনেক আলেমগণের যাতায়াত ছিল। একদা একজন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম এর শানে আবৃত্তি করল:

---

[৪০] সুরা ইব্রাহিম : ২৮।
[৪১] সুরা হুদ : ১২০।
[৪২] সুরা বাকারাহ : ২৩১।
[৪৩] সুরা মায়েদাহ : ১১৪।
[৪৪] সুরা হজ্জ : ৩২।

"মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম এর শানে লেখা
সামান্য পাতা + স্বর্ণাক্ষরে লিখা কিতাব থেকে উত্তম বহুগুণে।
তাঁর না'ত শ্রবণে সম্মানিতরা যায় দাঁড়িয়ে + সারি সারি
অথবা নত জানু হয় তারা বাহনে।"

উক্ত কবিতা শুনামাত্রই ইমাম সুবুকীসহ তার মজলিসের সবাই দাড়িয়ে গেলেন এবং উক্ত মজলিসে স্বর্গীয় শান্তি লাভ করলেন; ইমাম সুবকী রাহমাতুল্লাহি আলায়হির এ আমলটি অনুগমনের জন্য যথেষ্ট। আল্লামা ইবনে হাজার হাইছামী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন:

إن البدعة الحسنة متفق على ندبها وعمل المولد
واجتماع الناس له كذلك أى بدعة حسنة.

'নিশ্চয়ই সকলের ঐকমত্য অনুযায়ী বিদআতে হাসানা হলো মানদুব। আর মিলাদুন্নবী উদযাপন এবং এর জন্য লোকজনের উপস্থিতি হলো বিদআতে হাসানা।'ইমাম সাখাবী (ওফাত: ৯০২হি.) বলেন: 'কুরুনে ছালাছাতে প্রচলিত পদ্ধতিতে কেউই মিলাদুন্নবী উদযাপন করেনি। এটার উদ্ভব হয়েছে তার পরে। এরপর থেকে মুসলমানগণ সারা বিশ্ব ব্যাপি সমস্ত ছোট-বড় শহরে মিলাদুন্নবী উদযাপন করে আসছে এবং এ রাত্রিতে তারা বিভিন্ন সদকা দেয় ও আল্লাহর নবীর শানে তারা না'ত পরিবেশন করে। এর দ্বারা তারা মহান বরকত হাসিল করে থাকে।' আল্লামা ইবনুল জাওযী (ওফাত: ৫৯৭ হিঃ) বলেন: 'ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করা হলো সেই বছরের জন্য নিরাপত্তা এবং মহান রবের কাছে কাম্য জিনিস চাওয়ার সুযোগ'। সর্বপ্রথম রাজকীয়ভাবে বাদশাহদের মাঝে ইরবলের বাদশাহ মিলাদুন্নবী (**দঃ**) উদযাপন করেন এবং মিলাদুন্নবী সম্পর্কে বাদশাহর খেদমতে ইবনে দাহিয়াহ (ওফাত: ৬৩৩হিঃ) কিতাব রচনা করেন যার নাম ছিল : التنوير بمولد البشير النذيرএবং এর জন্য তাকে একহাজার দিনার উপঢৌকন দেওয়া হয়।' ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (ওফাত ৮৫২ হিঃ) সুন্নাহ থেকেমিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পালনের মূল উৎস খুঁজে বের করেন এবং অনুরুপভাবে ইমাম সুয়ুতী (ওফাত সন:৯১১হিঃ)ও।[৪৫]

এ ছাড়া আরোও আয়াত রয়েছে যেগুলো মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম উদযাপনের বিধানকে সাব্যস্ত করে।

[৪৫] তাফসীরে রুহুল বায়ান, ইসমাঈল হাক্কী র., প্রকাশক : দারুল ফিকর; বইরুত, তাফসীরে সুরা ফাতহ, ৯ম খন্ড, পৃঃ ৫৬।

হাদীস শরীফ থেকে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লামের দলীল

১. হযরত আবু কাতাদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম কে সোমবার দিনে রোযা রাখার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: فيه ولدت، وفيه أنزل علي এই দিনে আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম এবং এই দিনেই আমার ওপর অহী অবতীর্ণ হয়।[৪৬] দেখা যাচ্ছে যে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম নিজেই তাঁর জন্মদিনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন। তাঁর ওপর আল্লাহ প্রদত্ত সবচেয়ে বড় নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন এবং নিজের অস্তিত্বের জন্য তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন। আর এ সম্মান প্রকাশিত হয়েছে রোযার দ্বারা। এ হাদীসে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম উদযাপনকে কেবল রোযা রাখার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়নি, বরং যাবতীয় ইবাদতের মাধ্যমেও তা উদযাপন করা যাবে। এই দিকে ঈঙ্গিত করে হাফেজ ইবনে রজব হাম্বলী (ওফাত:৭৯৫ হিঃ) তাঁর কিতাব لطائف المعارف এ বলেন : إشارة إلى استحباب صيام الأيام التي تتجدد فيها نعم الله على عباده ......مقابلة النعم في أوقات تجددها بالشكر.

'যেসকল দিনে আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে বিশেষ নিয়ামত দান করেন সেইসব দিনে রোযা রাখার প্রতি এখানে ঈঙ্গিত করা হয়েছে। আর এ উম্মতের প্রতি মহান আল্লাহর নিয়ামতসমূহের মাঝে সবচেয়ে বড় নিয়ামত হলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম কে তাদের জন্য প্রেরণ করা। মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ. আল্লাহ্ ঈমানদাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে নবী পাঠিয়েছেন।[৪৭] আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম কে প্রেরণ করা অন্যসব নেয়ামতরাজি থেকে মহান। যেমন ঃ আসমান, জমিন, চন্দ্র, সূর্য, বাতাস, রাত-দিন, বৃষ্টিপাত, শস্য উৎপাদন ও অন্যান্য সব নিয়ামতরাজি। কেননা, এ সব নিয়ামত সাধরাণভাবে বণী আদমের জন্য সৃজিত

[৪৬] মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল কুশাইরী র., **ছহীহ মুসলিম**, প্রকাশক: দারু ইহইয়ায়িত তুরাছিল আরাবি; বইরুত, كتاب الصوم, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা: ৮১৯। হাদীস নং ১১৬২।
[৪৭] সুরা আলে ইমরান : ১৬৪।

হয়েছিল। যারা আল্লাহ, তাঁর রাসুলগণকে এবং পরকালকে অস্বীকার করেছিল। তারা আল্লাহর নিয়ামতকে কুফরীর দ্বারা পরিবর্তন করেছিল। অতঃপর মহান শ্রেষ্ঠ নেয়ামত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম কে প্রেরণ করার মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ সাধন করা হয়। তাঁর কারণেই আল্লাহর দ্বীন পুরপূর্ণতা লাভ করে যার দরুণ বান্দার আনন্দে পুলকিত হয়েছে। তাকে গ্রহণ করার মাধ্যমেই ইহকাল ও পরকালের শান্তি ও মুক্তি রয়েছে। সুতরাং যেদিন মহান আল্লাহ মু'মিনদেরকে এ মহা নিয়ামত দান করেছেন সেদিন রোযা রাখা খুব ভালো ও উত্তম। আর এটা হলো নেয়ামত লাভের কারণে আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করা।'[৪৮]

সর্বোপরি আমরা বলবো যে, সর্বপ্রথম যিনি মিলাদুন্নবী উদযাপন করেন তিনি হলেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং নিজেই। অতঃপর ক্রমানুসারে সাহাবা, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা জারী থাকবে ইনশাআল্লাহ।

২. হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: أن النبى صلى الله عليه وسلم عقّ عن نفسه بعد النبوة নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম নবুয়্যতের পর নিজের পক্ষ থেকে আকীকা করেছেন।[৪৯] ইসলামি শরীয়ার প্রসিদ্ধ সুত্র হলো: أن العقيقة لا تعاد مرة ثانية. "আকীকা দ্বিতীয়বার করা হয় না।" অর্থাৎ আকীকা একবারই করা হয়। এ হাদীসের উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে তাঁর জন্মদিনে পশু জবাই ও মানুষদেরকে মেহমানদারী করেছেন। কেননা, ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতী র. উক্ত হাদীস আনায়নের পর উল্লেখ করেন যে,

أنه قد ورد أن جده عبد المطلب عق عنه في سابع ولادته...ذلك من وجوه القربات وإظهار المسرات

নিশ্চয়ই নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম এর দাদা আব্দুল মুত্তালিব তাঁর জন্মের ৭ম দিনে আকীকা সম্পন্ন করেছিলেন। আর আকীকা দুইবার হয় না। সুতরাং এ থেকে বুঝা গেল যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম কে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ এবং তাঁর উম্মতের জন্য রাসুল হিসেবে প্রেরণ করায় আল্লাহর শুকর জ্ঞাপনের নিমিত্তে তিনি নিজের জন্য এসব করেছেন। যেভাবে তিনি নিজের ওপর দরুদ পড়তেন। আর তাই আমাদের সবার উচিৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি ও খুশি প্রকাশের জন্য মিলাদুন্নবী উদযাপনে সকলে একত্রিত হওয়া এবং তাবারুক খাওয়ানো এবং জাতীয় অন্যান্য নেক আমল ও আনন্দদায়ক কাজে লিপ্ত হওয়া।[৫০]

সুতরাং আমরা হাদীস শরীফ থেকে অবগত হলাম যে যিনি সর্বপ্রথম রোযা ও লোকদেরকে খাওয়ানোর মধ্য দিয়ে মিলাদুন্নবী উদযাপন করেছেন তিনি হলেন স্বয়ং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম।

বিভ্রান্তির জবাব

বলা হয়ে থাকে যে, সর্বপ্রথম ফাতেমী খেলাফতের লোকজনই মিলাদুন্নবী উদযাপন করেন। আর তারা হলো শিয়া, রাফেযী মতাবলম্বী আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার নাতি পূতী। এ কথার তথ্য সূত্র হিসাবে আল্লামা ইবনে কাছীরকে ব্যবহার করা হয়। তিনি البداية والنهايةনামক ইতিহাসের কিতাবের ১ম খন্ডের ১৭২ পৃষ্ঠাতে বলেন :

أن الدولة الفاطمية ...... ومنها الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم.

'ফাতেমী খিলাফত (যা ছিল আব্দুল্লাহ মাইমুন আল কাদাহ ইহুদীর সাথে সম্পর্কযুক্ত, তারা মিসরে ৩৫৭ হিঃ ৫৬৭ হিঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিল) এর সময়ে বিভিন্ন দিনে বিবিধ উৎসবের আয়োজন করা হত। আর মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম ও তাদের আয়োজনের একটি ছিল।'

জবাব: সাইয়্যেদ মুহাম্মদ ইবনে আলাবি আল মক্কী (ওফাত: ১৪২৫ হিঃ) এ অপবাদের জবাব দিয়েছেন তদীয় কিতাব حول الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريفএ। তিনি বলেন : 'তোমরা যে উদ্ধৃতি দাও আমি বলব :

[৪৮] যয়নুদ্দিন আব্দুর রহমান ইবনে আহমদ ইবনে রজব ইবনে আল হাসান আস সালামী আল বাগদাদী আদ দামেশকী হাম্বলী, **لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف** , প্রকাশক: দারু ইবনে হাযম; কায়রো, ২০০৪ সাল, ১ম খন্ড/ ৯৬ পৃষ্ঠা।

[৪৯] আহমদ ইবনুল হাসাইন ইবনে আলী ইবনে মুসা আলখোরাসানী, আবু বকর আল বায়হাকী র, **السنن الكبري**, প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়া; লেবানন; বাইরুত, ২০০৩ সাল, كتاب الضحايا،৯ম খন্ড, পৃষ্ঠা : ৫০৫. হাদীস নং ১৯২৭৩।

[৫০] আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর ,জালালুদ্দিন সুযূতী র. ,**الحاوي للفتاوي** , প্রকাশক : দারুল ফিকর; লেবানন; বইরুত, প্রকাশকাল: ২০০৪ সাল, ১ম খন্ড, পৃ: ২৩০।

আল্লাহর কসম তোমরা মিথ্যাবাদী। ... বরং এটা হলো চোখকে ধোঁকা দেওয়া এবং নিজ মতাদর্শের অন্ধত্ব মাত্র। তারপরেও তাদেরকে কিভাবে বিশ্বাস করবো? হে আমার মুসলিম ভাইগণ! মুসলিম মনিষীদের উদ্ধৃতি গ্রহনেণ ক্ষেত্রে এটা হলো তাদের চরিত্র। ইবনে কাসীর রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এর মূল মতামত হলো :

الملك المظفر أبو سعيد الكوكبري (ت৬৩০هـ) أحد الأجواد ...شجاعا فاتكا عاقلا، عالما، عادلا، رحمه الله

মালেক মুজাফ্ফর আবু সাঈদবিন জয়নুদ্দিন (আরবলের বাদশাহ, ওফাত: ৬৩০হিঃ)**। তিনি প্রতি বছর রবিউল আউয়াল মাসে স্বীয় শহরে জৌলুসপূর্ণভাবে বিরাট**

ইবনে কাসীর রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তাকে কত বিশেষণে বিশেষায়িত করেছেন! কিন্তু, বিরোধী মতবাদের লোকদের মত তাকে মুনাফিক, পাপী, ফাসেক ইত্যাদি দোষে দোষী সাব্যস্ত করেননি।অধিকন্তু এ বাদশাহর ব্যাপারে ইমাম জাহাবী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এর سير أعلام النبلاء কিতাবে বলেছেন: كان متواضعا ،خيرا، سنيا يحب الفقهاء والمحدثين. তিনি ছিলেন বিনয়ী, সৎ, মর্যাদাবান। তিনি সুন্নী ছিলেন এবং ফকিহগণ ও মুহাদ্দিসগণকে ভালোবাসতেন ও পছন্দ করতেন।[৫১] প্রখ্যাত আলেম ইবনে জাওযী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এর নাতি ইমাম ইউসুফ ইবনে আব্দুল্লাহ (ওফাত:৬৫৪হিঃ) বলেন: وكان يحضر عنده في المولد أعيان العلماء والصوفية. মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম উদযাপন কালে তার নিকট আলেম ও সুফীদের নেতৃস্থানীয়গণ উপস্থিত হতেন।[৫২]

৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম মদিনায় আগমন করার পর দেখলেন যে ইহুদীরা আশুরার দিনে রোযা রাখছে। তখন তিনি তাদেরকে বললেন: তোমরা এ দিনে রোযা কেন রাখো? তার বলল: এ দিন হলো মহান দিন। এ দিনে আল্লাহ মুসা আলায়হিস্ সালাম ও তাঁর সঙ্গীদেরকে মুক্তি দিয়েছিলেন তাই কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তিনি এ দিনে রোযা রাখতেন এবং আমরাও রাখি। অতঃপর আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন: আমরা মুসা আলায়হিস্ সালাম এর ক্ষেত্রে তোমাদের চেয়ে বেশী হক্দার। তারপর আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম এদিনে রোযা রাখতেন, আর বাকী সবাইকে রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন।[৫৩]

এ হাদীস দ্বারা হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি মিলাদুন্নবী উদযাপনের স্বপক্ষে দলীল গ্রহন করেছেন। তিনি বলেন:

...... فنقلوه إلى يوم من السنة .وقد ظهر لي تخريجها علي أصل ثابت وهو ما ثبت في الصحيحين

'**মীলাদুন্নবী** সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম **উদযাপনের**বৈধতা প্রতিয়মানকারী নির্ভরযোগ্য দলীল সামনে এসেছে, তা হলো বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত সহীহ হাদীস। **এই ঘটনা পরিস্ফুট করে যে রহমত অবতরণের কিংবা বালা-মসীবত বিশেষ দিনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, হিসেবে তা উদযাপনের সময় নামায, কুরআন তেলাওয়াতের মতো বিভিন্ন শরীয়তে জায়েয। আর রাসূলুল্লাহ** সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লাম-**এর মীলাদের (ধরণীতে শুভাগমন আল্লাহর বড় রহমত কী-ই বা হতে পারে? প্রত্যেকের উচিত হযরত মূসা** আলায়হিস্ সালাম **মহররমের ঘটনার (দালিলিক ভিত্তির) মীলাদুন্নবী** সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম **উদযাপন করা; তবে যাঁরা এটি বিবেচনায়**

ইবনে হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এর বাণী থেকে এটা প্রমাণিত হলো যে, যে কোন রকমের ইবাদতের দ্বারাই মিলাদুন্নবী উদযাপন করা বৈধ। **পনকে বৈধ**

[৫১] সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আলাবি র. حول الاحتفال بذكرى مولد النبي, প্রকাশক : দারু জাওয়ামিউল কালিম; কায়রো, পৃষ্ঠা: ৫৬।

[৫২] আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে ওমর ইবনে কাসীর র. البداية والنهاية، প্রকাশক: দারুল বদর' মিসর, খন্ড নং ১৩।

[৫৩] মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল কুশাইরী র., সহীহ্ মুসলিম, প্রকাশক: দারু ইহইয়ায়িত তুরাছিল আরাবি; বইরুত, كتاب الصوم, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা: ৭৯৬। হাদীস নং ১১৩০। সহীহ বোখারী, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ১৫৩, হাদীস নং ৩৩৯৭।

[৫৪] **সু আসযুতীর**., الحاوي للفتاوي ১ম খন্ড,পৃ.১৮৮.

৪. হযরত উরওয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন : 'সুওয়াইবা ছিল আবু লাহাবের দাসী এবং সে তাকে আযাদ করেছিল। এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম কে দুধপান করায়। আবু লাহাব যখন মারা গেল, তার একজন আত্মীয় তাকে স্বপ্নে দেখল যে, সে কষ্টের মাঝে নিপতিত আছে। তাকে জিজ্ঞাসা করল : তোমার সাথে কিরুপ ব্যবহার করা হয়েছে। আবু লাহাব বলল: যখন তোমাদের থেকে দুরে রয়েছি, তখন থেকেই কষ্টে আছি। কিন্তু, ভাতিজার (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম) আগমনের খুশিতে সুওয়াইবাকে আযাদ করার কারণে সোমবার আমাকে জান্নাতের শরাব পান করানো হচ্ছে।'[৫৫]

ইমাম নাসিরুদ্দিন দামেস্কী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি (ওফাত:৮৪২হি.) এ হাদীস দ্বারা মিলাদুন্নবীরসাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম পক্ষে দলীল গ্রহণ করেছেন। তদ্বীয় কিতাব مورد الصادي في مولد الهادي তে তিনি উল্লেখ করেন: 'এটা সত্য যে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম এর জন্মের খবরে খুশি হয়ে দাসী সুওয়াইবাকে মুক্তি দেওয়ার কারণে আবু লাহাবের প্রতি সোমবারে কবরের আযাব লঘু করা হয়।' অতঃপর তিনি আবৃত্তি করেন:

إذا كان هذا كافرا جاء ذمُّه * بتبت يداه فى الجحيم مخلَّدا

أتي أنه في يوم الاثنين دائمًا * يُخففُ عنه للسرور بأحمدا

فما الظَّنُّ بالعبدِ الذي طولَ عمره * بأحمدَ مسروراً ومات مُوَحِّدا

"**এমন জঘন্য** কাফির **যার দোষ বর্ণনায় এসেছে যে, তার হাত ধ্বংস হয়েছে, তার স্থায়ী নিবাস চির জাহান্নাম। আহমদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার আবির্ভাবে খুশী হয়ে সর্বদা সোমবার আসলে তার থেকে আজাব হালকা করা হয়, তবে কিরুপ ধারণা হতে পারে সে ব্যক্তির ব্যাপারে, যার জীবন আহমদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার বিষয়ে আনন্দিত ছিল এবং তাওহীদবাদী হয়ে ইন্তেকাল করেছে**।"উপরোক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, যারা মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম উদযাপন করবেন আল্লাহ তাদেরকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করবেন।

[৫৫] বুখারী শরীফ, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৯, হাদীস নং ৫১০১।

◈ইমাম শামসুদ্দিন ইবনে জাযারী (ওফাত:৮৩৩হিঃ) এ হাদীস দ্বারা মিলাদ পালনের দলীল গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন:

قد رؤى أبو لهب بعد موته فى النوم فقيل له ما حالك..... بولادة النبي صلى الله عليه وسلم وبإرضاعها له.

'বর্ণিত আছে যে, **আবু লাহাবের আযাদকৃত দাসী সুয়াইবাহ তাকে (হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দুধ পান করিয়েছেন। যাকে আবু লাহাব তখনই আযাদ করেছিলো তখন তিনি তাকে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বেলাদত শরীফের শুভ সংবাদ শুনিয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, একদা আবু লাহাবকে তার মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখা আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাকে স্বপ্নে বলা হলো 'তোমার কি অবস্থা?' সে বলল, প্রতি সোমবার রাতে আমার শাস্তি কিছুটা আমি আমার এ আঙ্গুল দুটির মধ্যখানে চুষে পাই। আর তখন সে তার আঙ্গুলের মাথা আর বলল, আমার শাস্তির শিথিলতা এ জন্য আমাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সুসংবাদ দিয়েছিলো, তখন তাকে আমি এবং সে হুযুরকে দুগ্ধপান করিয়েছে।যখন ঐ যার তিরস্কারে কোরআনের সূরা নাযিল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এ আনন্দ জাহান্নামে পুরস্কৃত হয়েছে। এখন উম্মতে আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ঐ একত্ববাদী যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া হয় এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া তার সাধ্যানুযায়ী খরচ করে। তিনি জবাবে জীবনের শপথ! নিশ্চয়ই পরম করুণাময় করুণায় নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতে প্রবেশ** ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপনে ইবাদত সহ যাবতীয় ভালোকাজ করবে, তাদের প্রত্যেককে প্রতিদান দেওয়া হবে।

[৫৬] আবুল খায়ের মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে জাযরী র., عرف التعريف بالمولد الشريف, প্রকাশক: দারুল হাদীস, আল মামলুকাতুল আরাবিয়া, পৃ. ৯

The Monthly

প্রবন্ধ

৫. হযরত আবু লুবাবা ইবনে আবদুল মুনযির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: নিশ্চয়ই জুমুআর দিন হলো সকল দিনের সর্দার। এতে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আল্লাহ আদম আলায়হিস্ সালামকে এই দিনে সৃজন করেছেন।[৫৭]

আল্লাহর নবীদের কারো জন্মের বদৌলতে ঐ সময় মর্যাদাবান হওয়া; এ দিকেই উক্ত হাদীস দালালত করে। অতএব, যেদিনে সর্বোত্তম নবী ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল জন্মগ্রহণ করেছেন, সেদিনের মর্যাদা কিরুপ হবে? আর এ সম্মান শুধু একদিন দেখানোর মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের নিমিত্তে বারংবার বা যখনই এইদিন আসবে তখনই সম্মান প্রদর্শন করা যাবে। যেভাবে হাদীসে জুমুআা বারের কথা বলা হয়েছে।

৬. হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমরা বললাম: হে আল্লাহর রাসুল! আপনার মেরাজ কেমন ছিল? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে মিরাজের বিবরণ বলেনঃ

فقال: انزل فنزلت فقال: صل فصليت، ثم ركبنا قال: أتدري أين صليت؟ قلت الله أعلم قال: صليت ببيت لحم، حيث ولد عيسى - عليه السلام - المسيح ابن مريم

অতপর হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম আমাকে বাহন থেকে অবতরণের কথা বললেন, আপনি নামাজ পড়ুন, আমি নামাজ পড়লাম, তারপর আমরা বাহনে উঠলাম, হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম আমাকে বলরেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ আপনি কোথায় নামাজ পড়েছেন? আমি উত্তরে বললাম, আল্লাহ্ তা'আলা ভাল জানেন। জিব্রাইল আলায়হিস্ সালাম বললেন, হযরত ঈসা আলায়হিস্ যেখানে জন্মগ্রহণ করেছেন, সেখানেই আপনি নামায পড়েছেন।[৫৮] উপরোক্ত হাদীস থেকে জানা গেল যে, আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের কারণে স্থানের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। যেমনিভাবে হযরত জিব্রাইলের অনুরোধে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম ঈসা আলায়হিস্ সালাম এর জন্মস্থান বেথেলহামে দুই রাকাআত নামায আদায় করেছিলেন। সুতরাং যে জমীনে আল্লাহর হাবীব জন্মগ্রহণ করেছেন তার কিরুপ সম্মান হবে এবং তার মিলাদ উদযাপনে করনীয় কি হবে?

৭. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: একদা আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবাদের কিছু সংখ্যক লোক একস্থানে বসেছিল এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম এর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। অতঃপর আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম বের হলেন এবং তাদের নিকটবর্তী হয়ে শুনলেন তারা আলোচনা করছে। তিনি তাদের আলোচনা শুনতে লাগলেন। তাদের কেউ বলছিলেন : কতই আশ্চর্য্যে বিষয় যে, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির মাঝ থেকেই তাঁর বন্ধু গ্রহণ করেছে, ইব্রাহিম আলায়হিস্ সালাম হলেন খলিলুল্লাহ। অন্যজন বললেন: আরো আশ্চর্য্যের হলো **আর আল্লাহ মূসার** আলায়হিস্ **কথোপকথন করেছেন সরাসরি**[৫৯]। আরেকজন ঈসা আলায়হিস্ সালাম হলেন আল্লাহর বাণী ও রুহুল্লাহ। অন্যজন বললেন : আদম আলায়হিস্ সালাম হলেন আল্লাহর মনোনীত ব্যক্তি। অতঃপর আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম তাদের মাঝে তাশরীফ আনলেন এবং বললেন: আমি তোমাদের কথা ও আশ্চর্য হওয়া শুনেছি। নিশ্চয়ই ইব্রাহিম আলায়হিস্ সালাম আল্লাহর বন্ধু এবং তিনি তাই। মুসা আলায়হিস্ সালাম আল্লাহর গোপন কথা দেশপ্রেম এবং তিনি তাই। আর হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম তাঁর রুহ ও বাণী এবং তিনি তাই। আদম আলায়হিস্ সালাম মহান আল্লাহর মনোনিত ব্যক্তি এবং তিনিও তাই। একমাত্র আমিই হলাম হাবীবুল্লাহ (আল্লাহর অন্তরঙ্গ বন্ধু) এবং তাতে আমার কোন অহংকার, গর্ব নেই। আমিই কিয়ামতের দিনে আল্লাহর প্রশংসার ঝান্ডা বহনকারী এবং এতে আমার কোন অহংকার নেই। আর আমিই কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম শাফায়াতকারী এবং আমার শাফায়াতই প্রথম কবুল করা হবে, তাতে আমার কোন অহংকার নেই। আমিই সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজায় কড়া নাড়বো এবং তাতে আমার কোন অহংকার নেই। অতঃপর জান্নাতের দ্বার খুলে দেওয়া হবে আমি ও গরীব মু'মিনগণ সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবো,

[৫৭] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ, ইবনে মাজাহ র., **السنن**, **প্রকাশক : দারু ইহইয়ায়িল কুতুবিল আরাবিয়াহ; কায়রো,** كتاب إقامة الصلاة , ১ম খন্ড, পৃ: ৩৪৪, হাদীস নং ১০৮৪।

[৫৮] **আল বায়হাকী**., **দালায়ীলুন্নাবুয়্যাহ**, প্রকাশক : দারুল ফিকর; লেবানন; বইরুত, প্রকাশকাল: **১৯৮৮** সাল**২য়** খন্ড/ পৃ: **৩৫৫**।

[৫৯] সুরা আন নিসা : ১৬৪।

The Monthly Tarjuman

তাতে আমার কোন গর্ব নেই। আমি সৃষ্টির সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশী সম্মানীত, এতে আমার কোন গর্ব নেই।[৬০]

সাহাবাগণ সেখানে নবীদের জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা করছিলেন এবং আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম তাদের সামনে স্বীয় জীবন নিয়ে আলোচনা করলেন। কেননা, তিনি হলেন তাদের সবার মাঝে শ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম এবং সবার গুণের সমষ্টি। আর মিলাদুন্নবীর মাহফিলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম এর জীবন বৈ অন্য কিছু আলোচনা করা হয় না।

এ হাদীসের সপক্ষে আরেকটি রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন : একদা আল্লাহর রাসুল বের হয়ে সাহাবাদের এক মজলিসে পৌছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: তোমরা এখানে বসে কি করছ? তারা বললেন : 'আমরা আল্লাহর স্মরণে ও তিনি আমাদের হিদায়াত দান করেছেন এবং আপনাকে প্রেরণ করে আমাদের ওপর যে ইহসান করেছেন, তার শুকর আদায়ের নিমিত্তে বসেছি।' তিনি বললেন: সত্যই কি তোমরা এজন্যই বসেছ? তারা বললেন: 'আল্লাহর শপথ! আমরা এজন্যই বসেছি।' তিনি বলেন: আমি তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করে তোমাদের কাছ থেকে শপথ নেইনি! বরং এ জন্য যে, জিব্রাইল আমাকে এসে সংবাদ দিল যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ব্যাপারে ফেরেশতাদের সামনে গৌরব করছেন।[৬১]

সুতরা! রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম এর জীবন বৃত্তান্ত ও তার জন্ম নিয়ে আলোচনা করার অনুষ্ঠান শরয়ীভাবেই প্রশংসিত। আর সাহাবাগণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম এর ওফাতের পরেও মজলিজ বানিয়ে তাঁর জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা করতেন। কা'ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসই এর প্রমাণকরে।

একদা হযরত কা'ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর কাছে গেলেন এবং দেখলেন যে, তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম এর জীবন নিয়ে আলোচনা করছেন। তখন তিনি বললেন: 'প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম এর রওজা মোবারকে আসেন এবং রওজাতে তাদের পাখা বুলায়। তারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁর ওপর সালাত পড়তে থাকে। অতঃপর সন্ধায় সত্তর হাজার ফেরেশতার অপরদল আসে এবং এভাবে তা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে।[৬২]

আর এ হাদীসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম এর ওফাতের পরেও তার স্মরণে সাহাবাদের মজলিসের কথা জানা যায়। মিলাদুন্নবীরসাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম মাহফিলে ও তাঁর জীবন বৃত্তান্ত, হাদীস, জন্ম নিয়ে আলোচনা করা হয়।

৮. হযরত আম্মার ইবনে আবু আম্মার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তেলাওয়াত করলেন: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. **আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।**[৬৩] তখন তাঁর নিকট একজন ইহুদী ছিল, সে বলল; যদি এ আয়াত আমাদের ওপর নাযিল হতো তবে আমরা এ দিনকে ঈদ হিসেবে গ্রহণ করতাম। তখন তিনি বললেন : এ আয়াত দুই ঈদেই নাযিল হয়েছে, জুমুআর দিনে এবং আরাফার দিনে।[৬৪]

এই হাদীসের সমর্থনে সহীহ বোখারীতে হাদীস এসেছে। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: এক ইহুদী তাকে বলল: হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনাদের কোরআনে একটি আয়াত আছে, যা আপনারা পাঠ করে থাকেন। তা যদি আমাদের ইহুদী জাতির ওপর নাযিল হতো, তবে অবশ্যই আমরা সেদিনকে ঈদ হিসেবে পালন করতাম। তিনি বললেন কোন আয়াত? সে বলল: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي

---

[৬০] মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সাওরাহ ইবনে মুসা ইবনে দাহ্হাক তিরমিজী র., **السنن, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং : ৫৮৭। হাদীস নং ৩৬১৬।**

[৬১] ইমাম আবু আব্দুর রহমান আহমদ ইবনে শুয়াইব ইবনে আলী আন নাসায়ী র., **السنن الصغرى, ৮ম খন্ড, পৃঃ ২৪৯। হাদীস নং ৫৪২৬।**

[৬২] আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনুল ফযল দারেমী র., **سنن الدارمي**, (المملكة العربية السعودية: دار المغني للنشر والتوزيع، ط১، ১৪১২ هـ/ ২০০০م)، ج১, ص২৮৮، رقم৯৫.

[৬৩] সুরা মায়েদা : ০৩।

[৬৪] মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সাওরাহ ইবনে মুসা ইবনে দাহ্হাক তিরমিজী র., **السنن, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং : ২৫০। হাদীস নং ৩০৪৪।**

ورضيت لكم الإسلام دينا.ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন: এটি যে দিনে এবং যে স্থানে নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম এর ওপর নাযিল হয়েছিল তা আমারা জানি, তিনি সেদিন আরাফায় দাড়িয়েছিলেন এবং তা ছিল জুমুআর দিন।

[বুখারী, الصحيح, كتاب الإيمانباب زيادة الإيمان ،
ونقصانه, ج১، ص ১৮، رقم৪৫]

উপরোক্ত হাদীসদ্বয়ে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর ঐকমত্য যে, নিয়ামত লাভের দিনকে ঈদ হিসাবে গ্রহণ করা যাবে। আর আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম হলেন আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় নেয়ামত, তাঁর জন্য মাহফিল করা এবং মিলাদের আনুষ্ঠানিকতাও ঈদের পর্যায়ে ভুষিত।

বিভ্রান্তির নিরসন

প্রশ্ন করা হয়ে থাকে যে, ১২ রবিউল আউয়াল তথা এ মাস হলো আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম এর আগমনের মাস এবং ওফাতের মাসও। তো মিলাদুন্নবী তথা খুশি প্রকাশের সাথে সাথে শোক কেন প্রকাশ করা হয় না?

জবাব ঃ এই প্রশ্নের জবাব অনেক আলিমে দ্বীন দিয়েছেন। তম্মধ্যে ইমাম হাফেজ সুয়ুতী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি الحاوى للفتاوىকিতাবে বলেন:

أن ولادته صلى الله عليه وسلم أعظم النعم علينا ووفاته أعظم المصائب لنا، والشريعة حثت على إظهار شكر النعم والصبر والسكون والكتم عند المصائب ... يوم عاشوراء مأتما لأجل قتل الحسين لم يأمر الله ولا رسوله باتخاذ أيام مصائب الأنبياء وموتهم مأتما فكيف ممن هو دونهم.

'নিশ্চয়ই নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম এর জন্ম বা মিলাদ শরীফ আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় নেয়ামত এবং তাঁর ওফাত শরীফ আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় মুসিবত। আর ইসলামী শরীয়ত নেয়ামত লাভের জন্য শুকরিয়া আদায়ের প্রতি বেশী গুরুত্ব দিয়েছে এবং বিপদে ধৈর্যধারণ, স্থির থাকা ও তা গোপন রাখরা প্রতি উৎসাহ দিয়েছে। শরীয়ত নবজাত শিশুর জন্য খুশি ও শুকরের নিমিত্তে আকীকা করার নির্দেশ দিয়েছে, কিন্তু; মৃতের জন্য পশু যবেহ করার নির্দেশ দেয়নি। বরং মৃতের জন্য বিলাপ ও দুঃখ প্রকাশ করতে নিষেধ করেছে। সুতরাং ইসলামী শরীয়তের বিধান এ মর্মে দালালত করে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম এর মিলাদ উপলক্ষে এ মাসে আনন্দ ও খুশি প্রকাশ করা উত্তম, ওফাতের জন্য দুঃখ প্রকাশ নয়।' ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তদ্বীয় কিতাব اللطائف এ রাফেযী সম্প্রদায়কে তিরস্কার করে বলেন : তারা ১০ মুহররমকে ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর শাহাদাত উপলক্ষে মাতমের দিন হিসেবে গ্রহণ করেছে, অথচ আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম আম্বিয়া কেরামদের বিপদের দিন ও ওফাতের দিনগুলোতে মাতমের আদেশ দেননি! তাদের চেয়ে সম্মানে যারা আরো পরে অবস্থান করছে তারা তো দূরের কথা। [**সু আসযুতীর**., الحاوي للفتاوي **১মখন্ড/ পৃঃ** ২২৬।]

লেখক: প্রধান মুফতি, দারুল উলুম আহসানীয়া কামিল মাদরাসা, নারিন্দা, ঢাকা।

প্রবন্ধ

ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)

মাওলানা মুহাম্মদ জহুরুল আনোয়ার

ভূমিকা

বিশ্বমানবতার মুক্তির দিশারী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিপন্ন মানবতার মুক্তি ও উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে আবির্ভূত হন। হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শুভাগমনপূর্ব ছয়শ বছরকাল সারা পৃথিবীতে নৈতিকতা, মানবিকতা ও কল্যাণের চরম অবক্ষয় চলছিল। তিনি গোঁড়ামী, কুসংস্কার, নিপীড়ন, নির্যাতন, বঞ্চনা, বৈষম্যের স্থলে মানবতার মুক্তিবার্তা নিয়ে আসেন। তার পঞ্চাশ বছরের মক্কি জীবনে তিনি ইসলামের সামাজিক নীতি আদর্শ বাস্তবায়ন করেন এবং তের বছরের মাদানী জীবনে ইসলামের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ইসলামের পূর্ণতা দান করেন। মানবিক আদর্শের দীপ্তিতে আলোকিত কল্যাণধর্মী সমাজ প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর নুবুওয়াতী জীবনের অন্যতম লক্ষ্য। তিনি শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ, ধনী-নির্ধন, প্রভূ-ভৃত্য, আমীর-ফকীরের ভেদাভেদ গুছিয়ে মানুষের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তাঁর কালজয়ী আদর্শ ও অনুপম শিক্ষায় দুনিয়া ও আখিরাতের সার্বিক কল্যাণ নিহিত। তাঁর আলোকিত জীবনের প্রতিটি কথা, কাজ ও অনুমোদন মানব জাতির মুক্তির আদর্শ। অন্যায় ও বঞ্চনা দূর করে সমাজের মধ্যে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, সংহতি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর আজীবন অতুলনীয় ত্যাগ, সাধনা, ভূমিকা ও অবদান মানব জাতির অনুপ্রেরণার উৎস।

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ‘নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে রয়েছে অতি উত্তম আদর্শ।’ [১]

মানবজাতি একটি দেহের ন্যায় অখণ্ড সত্তা। দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন পৃথক করে দেখা যায় না, সমাজে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকেও পরস্পরের তুলনায় খাটো করে দেখা যায় না। কর্মে, ব্যবসায় এবং পদমর্যাদায় পরস্পর পৃথক হলেও সৃষ্টিগতভাবে সকল মানুষ সমান। সকল মানুষ আল্লাহ্র বান্দাহ। সকলের আদি পিতা হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম। হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘সমুদয় সৃষ্টি আল্লাহ্র পরিবারভুক্ত। আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহ্র অপরাপর সৃষ্টিকুলের প্রতি অনুগ্রহ করে’। [২]

ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে সদ্ভাব ও সুসম্পর্ক বজায় রাখার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। মুসলমানদের মত তারাও নাগরিক অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে। ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম জাতিগোষ্ঠীর জান-মাল, সম্মান-মর্যাদা, ধর্মাচার, সংস্কৃতি লালন ও চাকুরির অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে বলেন, ‘মনে রেখ, যে ব্যক্তি কোন মু‘আহিদ (চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম) নাগরিকের প্রতি অত্যাচার করে, কষ্ট দেয়, সম্মানহানী করে অথবা তার কোন সম্পদ জোর করে ছিনিয়ে নেয়, ক্বিয়ামত দিবসে আমি তার বিপক্ষে অবস্থান নেব।’ [৩]

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামে যুগান্তকারী অবদান রয়েছে। উল্লেখযোগ্যের মধ্যে রয়েছে দাসপ্রথা বিলুপ্ত, শ্রমিকের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, মানবিক নীতিমালা প্রণয়ন, সার্বজনীন মানবাধিকার সুরক্ষা ও বাস্তবায়নে মদীনা সনদ প্রণয়ন, বর্ণ-গোত্রীয় বৈষম্যের অবসান, নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা, মক্কা বিজয়ে ক্ষমার অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত, মানবতার আদর্শ সম্বলিত বিদায় ভাষণ।

দাসপ্রথা বিলুপ্ত

মানবতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎকালীন সমাজে প্রচলিত দাস প্রথা উচ্ছেদে সাহসী ভূমিকা রাখেন। তিনিই প্রথম, যিনি দাস প্রথার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। তখনকার যুগে গ্রীস ও রোমান সাম্রাজ্য দাস প্রথারভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল। খ্রিষ্টজগৎ ও আরব সমাজেও ছিল দাসপ্রথার অবাধ

প্রচলন। প্রভূরা নিজেদের মালিক-মুনীব মনে করে দাসদের শ্রম শোষণ করতেন, তাদের দ্বারা অমানুষিক পরিশ্রম করাতেন। অনেক সময় তাদের উপর নেমে আসত নির্যাতনের খড়গ। দাসদের জীবন ছিল পশুর ন্যায়। [৪] পণ্যদ্রব্যের মত হাটবাজারে তাদের বিক্রি করা হত। তাদের কোন অধিকার ছিল না। শতাব্দী প্রাচীন দাস প্রথার অবসানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং দাস মুক্তিকে সাওয়াবের উপায় ঘোষণা করেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাসদের মুক্ত করে মানুষের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন। মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন, তাই কারো অধীনস্থ হওয়া তার মৌলিক অধিকারের পরিপন্থি। দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ মানবসন্তান স্বভাবগত চাহিদা ও ঈমানের দাবিতে ধর্মীয় ও সামাজিক কার্যকলাপ যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে পারেনা। দাসত্বের শৃংখল থেকে মুক্তিই তার জীবন, তার স্বাধীনতা ও তার শক্তি। দাস মুক্তিতে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা দেন, 'ক্রীতদাসরা তোমাদের ভাই। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, কাজেই তোমরা যা আহার করবে, তাদেরকেও তা আহার করতে দেবে এবং তোমরা যা পরিধান করবে, তাদেরও সেরূপ পরিধান করাবে। তারা যদি ক্ষমার অযোগ্য কোন অপরাধ করে থাকে, তাহলে তাদের মুক্ত করে দাও; তাদের শাস্তি দিও না।' [৫]

'যে ব্যক্তি কোন মুসলমান দাসকে দাসত্ব হতে মুক্ত করবে, তার (আযাদকৃত দাসের) প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে আল্লাহ্ তার (মুক্তিদানকারীর) প্রতিটি অঙ্গকে দোযখের আগুন হতে মুক্তি দান করবেন।'[৬]

দাসমুক্তির জন্য হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু ঘোষণা দেননি, নিজে দাস মুক্ত করে বাস্তব দৃষ্টান্তও স্থাপন করেন। সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমও হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতের অনুসরণ করে দাস মুক্ত করেন। ফলে মুক্ত দাস তার মানবাধিকার ফিরে পেয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রে গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হন। হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রীতদাস যায়দ ইব্ন হারিসাকে সেনাপতি নিযুক্ত করেন। হযরত সালমান ফার্সী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, হযরত বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, হযরত সুহায়ব রূমী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রমুখ সামাজিক মর্যাদা লাভ করে সমাজ ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ খিদমত আন্জাম দেন।

শ্রমিকের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা

প্রাচীনকাল হতে শ্রমিকদের প্রতি মালিকপক্ষ ন্যায্য মজুরী নির্ধারণ, অতিরিক্ত শ্রম আদায়, প্রাপ্য মজুরী প্রদানে গড়িমসি, লভ্যাংশ প্রদানে অনীহা প্রভৃতি বৈষম্যমূলক আচরণ করে আসছিল। এতে শ্রমজীবী ও পুঁজি মালিকদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ, শ্রমিক অসন্তোষ, সহিংসতা প্রকাশ পেয়ে আসছিল। ফলে উৎপাদন ব্যাহত হয়ে অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হত। হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শ্রমিক ও মালিকের অধিকার ও পারস্পরিক দায়িত্ব সম্পর্কে নীতিমালা পেশ করেন। শ্রমিক তার দক্ষতার ভিত্তিতে ন্যায্য পারিশ্রমিক পাবে। এখানে পীড়ন ও শোষণের অবকাশ নেই। কর্মের পারিতোষিক নির্ধারণ করেই শ্রমিক নিয়োগে হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশনা রয়েছে। কাজ অনুপাতে শ্রমের মজুরী না দেয়া ইসলামে নিষিদ্ধ। তিনি বলেন, 'শ্রমিককে শ্রমজনিত ঘাম শুকানোর আগেই তার পারিশ্রমিক প্রদান কর। শ্রমিকদের তাদের কাজের লভ্যাংশ প্রদান করবে। কেননা আল্লাহ্র শ্রমিকদের বঞ্চিত করা যায় না। শ্রমিকদের পারিশ্রমিক ও প্রাপ্য পরিশোধে ধনীদের বাহানা করা যুলুম।' [৭]

মালিকের বিনিয়োগকৃত প্রতিষ্ঠান ও কারখানার আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, উৎপাদিত পণ্য, কাঁচামাল ইত্যাদি শ্রমিকের নিকট আমানত। সেগুলোর চুরি, আত্মসাৎ, ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ ও ক্ষয়ক্ষতি করা নিষিদ্ধ। চুক্তির ধারা অনুসারে যথাযথভাবে কাজ সম্পন্ন বা সম্পাদন করা শ্রমিকের কর্তব্য। হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'কোন লোকের অধীনস্থ শ্রমিক স্বীয় মালিকের সম্পদের রক্ষক এবং সে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। সাবধান! তোমরা প্রত্যেকে রক্ষক এবং তোমাদের প্রত্যেককেই স্বীয় অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।' [৮]

মানবিক নীতিমালা প্রণয়ন

হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়ন করেন, যার অনুকরণ ও অনুশীলনে সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে মৌলিক মানবীয় মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত

মাসিক তরজুমান The Monthly Tarjuman

মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের জনগণ এ নীতিমালা অনুসরণ করায় সমাজে তা প্রদর্শন নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ও স্থিতিশীল পরিস্থিতি বজায় থাকে। তাঁর অনুসৃত নীতিমালায় রয়েছে ন্যায়পরায়ণতা, সাম্যবোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ, মমত্ববোধ, মর্যাদাবোধ, দান-অনুদান, আত্মত্যাগ, আতিথেয়তা, সুপরামর্শ প্রভৃতি। পারস্পরিক দয়া, সৌহার্দ্য ও সৌজন্য সুস্থ সমাজ প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত। সহমর্মিতাসুলভ গুণ মানুষকে একে অপরের নিকটে নিয়ে যায়। হিংসা-বিদ্বেষ বিভেদের বীজ বপন করে। এতে সামাজিক সংহতি ও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হয়। হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন, যার ভিত্তি ছিল পারস্পরিক সম্মানবোধ, মানবিকতাবোধ ও ন্যায়বিচার।[৯]

হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় ইনসাফপূর্ণ যে সমাজ ক্বায়িম করেন তার ভিত্তি ছিল ধার্মিকতা, মানবিকতা ও নৈতিকতা। মানুষ যদি রিপুর তাড়নায় পরাভূত হয়, তখন সে সুস্থ সমাজের বিকাশধারায় তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে পারে না। মনুষ্যত্বে উজ্জীবন, চারিত্রিক উৎকর্ষ ও নৈতিক উপলব্ধি সুস্থ সমাজ বিকাশের সহায়ক। আর ইন্দ্রিয়জাত প্রবণতা, অনিয়ন্ত্রিত আবেগ, অনিষ্টকর প্রথা সমাজের সুস্থতার ভিত্তিমূলকে নড়বড়ে করে দেয়, এতে জন্ম হয় যুলুম ও বে-ইনসাফী। এ উদ্দেশ্যেই তিনি জুয়াখেলা, মদ্যপান, নেশাগ্রহণ, কুসীদপ্রথা, যিনা-সমকামিতা ও অহেতুক রক্তপাত নিষিদ্ধ করে দেন।[১০] ফলে সমাজবিরোধী কার্যকলাপের ভয়াবহতা থেকে মানুষ রক্ষা পায়। মদ্যপান, জুয়া, যাবতীয় অমার্জিত নীচ স্বভাবের অনিষ্ট কার্যকলাপ ও সব ধরনের আতিশয্য হল খ্রিস্ট-ইয়াহূদী ও পৌত্তলিক সমাজের অভিশাপ। তিনি এ অভিশাপ হতে মানুষকে মুক্তি দিয়ে ধর্ম নিয়ন্ত্রিত ও মানবিকতায় উজ্জীবিত নতুন সমাজের গোড়াপত্তন করেন। যা বিশ্ব মানবতার জন্য হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইহ্সান।

সার্বজনীন মানবাধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নে মদীনা সনদ প্রণয়ন

৬২২ খ্রিস্টাব্দে যখন হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করেন তখন সেখানকার জনগণ পরস্পর দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত ছিল। তখন তিনি বিভিন্ন গোত্র-উপগোত্র ও ধর্মমতের জনগোষ্ঠীকে একই বিধিবদ্ধ আইনের অধীনে আনার জন্য প্রণয়ন করেন ‘মদীনা সনদ’ ঞযব ঈযধৎঃবৎ ড়ভ গধফরববহধয। ইতিহাসে এটাই প্রথম লিখিত সংবিধান। এর পূর্বে শাসকের মুখোচ্চারিত কথাই ছিল রাষ্ট্রীয় আইন। ‘জোর যার মুল্লুক তার’ ছিল রাষ্ট্র ও সমাজের শাসননীতি। ৪৭টি ধারা সম্বলিত মদীনা সনদের প্রধান দিকগুলোর মধ্যে রয়েছে-

১. মদীনা সনদে স্বাক্ষরকারী ইয়াহূদী, খ্রিস্টান, পৌত্তলিক ও মুসলমান সম্প্রদায়সমূহ সমান নাগরিক অধিকার ভোগ করবে এবং তারা একটি সাধারণ জাতি ঈড়সসড়হবিষঃয গঠন করবে।
২. হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবগঠিত প্রজাতন্ত্রের প্রধান নির্বাহী হবেন এবং পদাধিকারে তিনি মদীনার সর্বোচ্চ বিচারালয় ঈড়ঁৎঃ ড়ভ অড়ড়বধষ-এর সর্বময় কর্তা হবেন।
৩. পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা বজায় থাকবে; মুসলমান ও অমুসলমান সম্প্রদায় বিনাদ্বিধায় নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে। কেউ কারও ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।
৪. কুরায়িশদের সাথে কেউ কোন প্রকার সন্ধি স্থাপন করতে পারবে না এবং মদীনাবাসীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে কুরায়িশদের সাহায্য করতে পারবে না।
৫. স্বাক্ষরকারী কোন সম্প্রদায়কে বহিঃশত্রু আক্রমণ করলে সকল সম্প্রদায়ের লোকেরা সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বহিঃশত্রুর আক্রমণকে প্রতিহত করবে।
৬. বহিঃশত্রুর আক্রমণে স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়সমূহ স্ব স্ব যুদ্ধ-ব্যয়ভার বহন করবে।
৭. স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি অপরাধ করলে তা ব্যক্তিগত অপরাধ গণ্য করা হবে; এর জন্য অপরাধীর সম্প্রদায়কে দায়ী ও দোষী করা যাবে না।
৮. মদীনা শহরকে পবিত্র ঘোষণা করা হল এবং রক্তপাত, হত্যা এবং অপরাপর অপরাধমূলক কার্যকলাপ পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হল।
৯. অপরাধীকে অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি ভোগ করতে হবে এবং সকল পাপী বা অপরাধীকে ঘৃণা করতে হবে।
১০. ইয়াহূদীদের মিত্ররাও সমান নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা ভোগ করবে।
১১. দুর্বল ও অসহায়কে সাহায্য ও রক্ষা করতে হবে।
১২. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পূর্ব অনুমতি ব্যতীত মদীনাবাসীরা কারও বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে না।

The Monthly Tarjuman

১৩. স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দিলে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী ফায়সালা দেবেন।

ইতিহাস প্রমাণ করে, এ ঐতিহাসিক সনদ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদমান কলহ ও অন্তর্ঘাতের অবসান ঘটিয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, সম্প্রীতি, প্রগতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের পরিবেশ সৃষ্টি করে। উগ্রসাম্প্রদায়িকতা, গোত্রীয় দম্ভ, ধর্মবিদ্বেষ ও অঞ্চলপ্রীতি মানবতার শত্রু ও প্রগতির অন্তরায়। মদীনা সনদে সামাজিক নিরাপত্তা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। সনদের প্রতিটি ধারা পর্যালোচনা করলে এতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মানবাধিকার ঘোষণার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রতিভাত হয়। ১২১৫ সালের ম্যাগনাকার্টা, ১৬২৮ সালের পিটিশন অব রাইটস্, ১৬৭৯ সালের হেবিয়াস কর্পাস এ্যাক্ট, ১৬৮৯ সালের বিল অব রাইটস্ এবং ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা ঞযব টহরাবৎংধষ উবপষধৎধঃরড়হ ড়ভ ঐঁসধহ জরমযঃং-এর বহু বছর আগে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অধিকার ঘোষণা করে এর যথাযথ সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে যান। পরস্পর বিরোধী ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক সম্পাদিত এ সনদ সকল মানুষ ও অখণ্ড মানবতার চূড়ান্ত উত্তরণ।

বর্ণ-গোত্রীয় বৈষম্যের অবসান

হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শতাব্দীর এমন এক ক্রান্তিকালে নতুন সমাজ গড়ায় প্রয়াসী হন যখন পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজে বর্ণপ্রথা, বর্ণবৈষম্য, বংশ কৌলিন্য ও আভিজাত্যের দম্ভ মানুষকে গৃহপালিত জন্তু বা বিশেষ বৃক্ষের চেয়ে হীন পর্যায়ে নিয়ে আসে। তখন জীব-জন্তু ও বৃক্ষবিশেষকে অর্চনা করা হত। সাধারণ মানুষের তুলনায় এসব জন্তু-বস্তুর মর্যাদা ছিল অনেক বেশি। তিনি মানুষের মনন ও মানসিকতায় এ কথা জাগ্রত করতে সক্ষম হন যে, আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি মানুষই হলেন সৃষ্টিজগতে সবচেয়ে বেশী মর্যাদাবান, মূল্যবান, সম্মানের যোগ্য ও ভালবাসার পাত্র। আল্লাহ্ পাক মানুষের কল্যাণের জন্যই সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন। মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। কুরআন পাকে ইরশাদ হয়েছে,

وَلَقَـــــدْ كَرَّمْنَـــــا بَنِـــي آدَمَ وَحَمَلْنَـــــاهُمْ
فِـــي الْبَـــــرِّ وَالْبَحْـــــرِ وَرَزَقْنَـــــاهُمْ مِـــنَ
الطَّيِّبَـــــاتِ وَفَضَّـــــلْنَاهُمْ عَلَـــى كَثِـــيرٍ
مِمَّـــنْ خَلَقْنَـــا تَفْضِـــيلًا.

‘নিশ্চয়ই আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি; স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন করে দিয়েছি; তাদেরকে উত্তম রিয্ক দান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তাদের অনেকের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।’ [১১]

এর চেয়ে অধিকতর সম্মান ও মার্যাদা মানুষের জন্য কী হতে পারে? আল্লাহ্ পাকের এ স্বীকৃতি মানুষকে পৃথিবীর উঁচু মর্যাদায় আসীন করে। এ প্রসঙ্গে হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুরুত্ব সহকারে বলেন, ‘সমুদয় সৃষ্টিজগত আল্লাহ্ তা‘আলার পরিবার। সুতরাং সৃষ্টিজগতের মধ্যে আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট সে-ই সবচেয়ে প্রিয়, যে আল্লাহ্‌র পরিবারের সাথে ন্যায় আচরণ করে’। [১২] মানবতার উঁচু মর্যাদা, আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও সৃষ্টজগতের প্রতি ন্যায়পূর্ণ আচরণের গুরুত্ব প্রকাশের জন্য এর চেয়ে আর কী সুন্দর ভাষা হতে পারে?

হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে আদর্শ গড়ে তোলেন। বংশ কৌলীন্য ও আভিজাত্যের গৌরবের পরিবর্তে মানবতার ভিত্তিতে সমাজ বন্ধন সুদৃঢ় করেন। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা দেন, ‘আরবের উপর অনারবের, অনারবের উপর আরবের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। সকলে পরস্পর ভাই ভাই। সকল মানুষ আদমের বংশধর, আর আদম মাটি হতে তৈরি।’ [১৩]

‘তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ যার মধ্যে আল্লাহ্‌ভীতি প্রবল।’ হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ ঘোষণা ছিল তৎকালীন সমাজের জন্য বিরাট চ্যালেঞ্জ। কারণ বংশ কৌলীন্য ও রক্তের মর্যাদা ছিল তখন সামাজিক আভিজাত্যের ভিত্তি। তিনি ঈমানদারদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে সুদৃঢ় করে এক অভিন্ন দেহসত্তায় পরিণত করেন। হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘সকল মু’মিন এক মানব দেহের মত, যদি তার চোখ অসুস্থ হয়, তখন তার সর্বাঙ্গ অসুস্থ হয়ে পড়ে, আর যদি তার মাথা ব্যথা হয়, তখন তার পুরো দেহই ব্যথিত হয়।’ [১৪]

পৃথিবীতে সকল মানুষই যে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সমান, কৃষ্ণ-শ্বেত, ধনী-নির্ধন সকলেই যে এক আল্লাহ্‌র সৃষ্ট মানুষ, সকলে যে পরস্পর ভাই ভাই, ধর্মীয় অধিকার যে সকল মানুষের সমান, তা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

The Monthly Tarjuman

ওয়াসাল্লাম-ই বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করে স্বীয় কর্ম ও আচরণে প্রমাণ করেন। ইসলামে সকলের জন্য স্বীকৃত হয়েছে ন্যায়বিচার প্রাপ্তির অধিকার। মদীনায় ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র ব্যবস্থার পূর্বে অবিচার ও নানা স্বার্থপরতার কঠিন নিগড়ে মানুষ ছিল অসহায় বন্দী। মুক্তির দিশারী বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন মানুষের মুক্তি-বাণী। তিনি সারা জীবনের সাধনায় প্রতিষ্ঠা করেন এমন এক সমাজ, যে সমাজে মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা পায়, ব্যক্তি এবং জাতি-গোত্র পূর্ণ স্বাধীনতা পায়। সমাজে মানুষ শির উঁচু করে দাঁড়ানোর সুযোগ লাভ করে। মানব জাতির প্রতি ইসলামের বৈপ্লবিক অবদানের মধ্যে মানুষের প্রতি ন্যায়বিচারই হল অন্যতম। সমাজ জীবনে মানুষ একে অপরের উপর নির্ভরশীল। তাই পারস্পরিক সহানুভূতি, ভ্রাতৃত্ব, সমঝোতা, সদাচরণ প্রভৃতি অন্যায় ও যুলুমের অবসান করে ক্রমান্বয়ে মানব সভ্যতাকে গতিশীল করে তোলে। তাই দেখা যায়, মানুষ যখন পারস্পরিক সমঝোতা ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে অখন্ড ভ্রাতৃসমাজ গঠন করেছে, তখন তারা অগ্রগতি ও শান্তির পরিবেশ পেয়েছে। আর যখনই বিভেদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, তখনই পতন হয়েছে ন্যায়নীতি। বর্ণবাদ মানবতার জন্য বিরাট অভিশাপ। বর্ণ বৈষম্য থেকে মানবতার মুক্তির জন্য তিনি ঘোষণা করেন, 'হে জনগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর। কোন হাবশী গোলামও তোমাদের আমীর নিযুক্ত হলে, তিনি যদি আল্লাহ্‌র কিতাব অনুসারে তোমাদের পরিচালিত করেন, তার কথা শুনবে এবং আনুগত্য করবে।'[১৫]

হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে মদীনার মসজিদে মুয়ায্যিন নিয়োগ দান করে বর্ণবাদিতার বিরুদ্ধে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

তৎকালীন আরবদেশে মাত্রাতিরিক্ত গোত্রীয় আভিজাত্য এবং বংশীয় অহংবোধ মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করে। তিনি আরবের সেই গোত্রীয় অপসংস্কৃতি ও কুসংস্কার উচ্ছেদ করে সমঅধিকার নিশ্চিত করেন। তাঁর মতে মানুষের মর্যাদার মাপকাঠি তাক্বওয়া ও সচ্চরিত্র আর গোত্রীয় অহংবোধ অন্ধকার যুগের কুসংস্কার। তিনি তাঁর আযাদকৃত গোলাম যায়দ ইব্‌ন হারিসা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সাথে আপন ফুফাত বোন যায়নাব বিনত জাহাশ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বিয়ে সম্পাদন করে সমমর্যাদা ও সমঅধিকারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এ বিয়ে কুরায়শদের গোত্রীয় আভিজাত্য ও বংশীয় অহংবোধের প্রতি ছিল বিরাট চ্যালেঞ্জ। তাঁর এ দৃষ্টান্ত কালজয়ী ও বিশ্বজনীন।

নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা

প্রাক-ইসলাম যুগে পৃথিবীর কোথাও নারীর সামাজিক মর্যাদা ছিল না। তারা ছিল অবহেলার পাত্র। সমাজে নারীর সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় তিনি বিভিন্ন যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সমাজের অর্ধেকাংশ নারীকে অবহেলা করলে সামাজিক সুবিচার সুদূর পরাহত হবে। এ চেতনায় তিনি নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ঘোষণা দেন, 'সাবধান! তোমরা নারীদের সাথে সদ্ব্যবহার কর, কেননা তারা তোমাদের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। সাবধান! তোমাদের স্ত্রীর উপর তোমাদের যেমন অধিকার রয়েছে, তেমন তোমাদের উপরও রয়েছে তাদের অনুরূপ অধিকার। পুরুষ তার পরিবার-পরিজনের রক্ষক এবং স্ত্রী তার স্বামীর গৃহ ও সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণকারী।' স্ত্রীলোকের মৃত পিতা, মৃত স্বামীর সম্পত্তি ভোগের অধিকার প্রদান করে তিনি ন্যায় ও ইনসাফ নিশ্চিত করেন এবং পারিবারিক ও সামাজিক কাঠামো গড়ে তোলেন। তাঁর কল্যাণকর নারীনীতি প্রণয়নের ফলে নারীরা পারিবারিক মর্যাদা ও সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পায় এবং যোগ্য আসনে সমাসীন হওয়ার অধিকার পায়। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এ প্রথম, নারী তার ন্যায্য সম্পত্তি পাওয়ার এবং রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার লাভ করে। তিনি নারীদেরকে তাদের পছন্দ অনুযায়ী স্বামী গ্রহণেও পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করেন। কন্যা সন্তান হত্যা নিষিদ্ধ করেন। কন্যা, মেয়ে, বোন লালন-পালনকারীদের জান্নাত লাভের সুসংবাদ দেন। মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশ্‌ত লাভের সুসংবাদ দেন।

মক্কা বিজয়ে ক্ষমার অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন

দীর্ঘ ১৩ বছর মক্কার কুরায়িশরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর অনুসারীদের নৃশংস নির্যাতন চালায়। কিন্তু ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে মক্কা বিজয়ের পর তিনি প্রতিপক্ষের প্রতি প্রতিহিংসামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। বিজয়ের মুহূর্তে তিনি অতীতের নির্যাতন ও দুর্ভোগের প্রতিশোধের পরিবর্তে মক্কাবাসীদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। মুসলিম সেনাবাহিনী কোন প্রকার লুটতরাজে নিয়োজিত ছিল না, কোন গৃহ লুণ্ঠিত হয়নি, কোন মহিলার শ্লীলতাহানি ঘটেনি, অন্য ধর্মাবলম্বীদের ইসলাম গ্রহণে চাপ প্রয়োগ করা হয়নি। তাঁর ঘোষণা অনুযায়ী পবিত্র কা'বাগৃহে

The Monthly Tarjuman

ও আবূ সুফিয়ানের ঘরে যারা আশ্রয় নিয়েছিল এবং যারা নিজেদের ঘরের দরজা বন্ধ রেখেছিল, তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত ছিল। তারা নিরাপদে ছিল। তিনি মক্কা নগরকে পবিত্র ঘোষণা করে হত্যা ও রক্তপাত নিষিদ্ধ করেন। মক্কার কা'বাগৃহ চত্বরে প্রদত্ত ভাষণে তিনি বলেন, 'এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি তাঁর ওয়াদা পূরণ করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন। জেনে রেখ! জাহিলিয়া যুগের সকল আভিজাত্যের অহংকার, রক্ত বা সম্পদের দাবী আমার এ দু'পায়ের নিচে আজ দলিত। তবে বায়তুল্লাহ্র খিদমত ও হাজীদের পানি পান করানোর ব্যবস্থাপনা এর ব্যতিক্রম।'

'আজ তোমাদের প্রতি কোন প্রতিশোধ নেয়া হবে না। যাও! তোমরা মুক্ত-স্বাধীন।' 'হে কুরায়িশ সম্প্রদায়! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জীবনধারা হতে জাহিলিয়া যুগের অহমিকা ও বংশ গৌরবের অবসান ঘটিয়েছেন। মানুষ হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম হতে সৃষ্ট। আর হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম মাটি হতে সৃষ্ট।'[১৯]

উপসংহার

মানবতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সকল পদক্ষেপ ছিল যুগান্তকারী ও বৈপ্লবিক। মদীনায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত সমাজে যে শান্তি, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছিল, পৃথিবীর অন্য কোন সমাজে এর নযীর নেই। তাঁর শিক্ষা ও আদর্শ অনুসরণে খুলাফায়ে রাশিদীন যে সমাজ ব্যবস্থা ক্বায়িম করেন, তা ছিল পুরোপুরি মানবতা ও ন্যায়-ইনসাফনির্ভর। ইসলাম প্রবর্তিত ন্যায়বিচার ব্যবস্থার কল্যাণ ও সুফল সকল ধর্ম-বর্ণের মানুষ ভোগ করে আসছে। সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী এবং রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে নুবূওয়াতের ধারাবাহিকতা সম্পন্ন হয়। তাঁর মিশনের লক্ষ্য ছিল যুলুমের অবসান ঘটিয়ে ন্যায়বিচার ও ইনসাফ ক্বায়িম করা। তিনি উপলব্ধি করেন, মানবিক আচরণ ও ন্যায়বিচার এমন এক নীতি, যার প্রয়োগ সুস্থ সমাজ সংরক্ষণের জন্য অপরিহার্য। যে উদ্দেশ্যে তিনি দুনিয়ায় আবির্ভূত হন, ২৩ বছরের প্রাণান্তকর প্রয়াসে তিনি তা সফল ও সার্থকভাবে কার্যকর করেন। তাঁর অনুসৃত জীবন ব্যবস্থা মানুষের জীবন ও কর্মে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার অনুপম আদর্শ। মানবিক মূল্যবোধ ও ন্যায়বিচার ছাড়া মানব জীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাই মানবিক মর্যাদাবোধ ও পারস্পরিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করতে নিজের অধিকার সংরক্ষণের পাশাপাশি অন্যের অধিকারের প্রতিও আন্তরিক হওয়া দরকার। যাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনভাবে কেউ যুলুমের শিকার না হয়। মানবতার বিপর্যয়ে ক্ষুব্ধ বিশ্ব পরিস্থিতিতে দুনিয়া ও আখিরাতের সার্বিক কল্যাণে শুধু ইসলামী জীবনাদর্শ অনুসরণ ও অনুশীলনেই পৃথিবীকে শান্তি, সুন্দর ও প্রীতিময় করে তুলবে।

তথ্যসূত্র :

১. সূরাহ্ আল আহ্যাব : ২১।
২. মিশকাত, পৃ. ৪২৫।
৩. মিশকাত, পৃ. ৩৫৪; কিতাবুল খারাজ, পৃ. ৮২।
৪. উৎ. গধলরফ অষর কযধহ, গঁযধসসধফ, ঞযব ঋরহধষ গবংংবহমবৎ, চ. ৩৩৭.
৫. ইব্ন সা'দ, আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., পৃ. ১৮৫; শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্ নাবী, ২খ., পৃ. ১৫৫।
৬. মিশকাত, হাদীস নম্বর ৩২৩৬ (১), ৭খ., পৃ. ১।
৭. সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম, ইব্ন মাজাহ্, মুসনাদে আহ্মাদ।
৮. সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম।
৯. আল-হায়সামী, কাশফুল আসতার, ২খ., পৃ. ৩৫।
১০. জালালউদ্দীন সায়ূতী, দুররুল মানসূর, ১খ., পৃ. ৩৯১; ইব্ন কাসীর, সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ্, ৪খ., ১৯৭৮, পৃ. ৩৯২।
১১. সূরাহ্ বানী ইসরাঈল : ৭০।
১২. মিশকাত আল্ মাসাবীহ্, ৯খ., পৃ. ১৪১।
১৩. আহমাদ ইব্ন হাম্বল, মুসনাদ, ৫খ., পৃ. ৪১১; জাহিয, আল্ বয়ান ওয়াত্ তিবইয়ান, ২খ., পৃ. ৩৩।
১৪. মিশকাত আল্ মাসাবীহ্, ৯খ., পৃ. ১২৮।
১৫. তিরমিযী, কিতাবুল জিহাদ, বাবু তা'আতিল ইমাম, ৪খ., পৃ. ২০৯।
১৬. সাইয়েদ আফগানী, আল্ ইসলাম আল্ মারাআত, পৃ. ১৯; মুহাম্মদ রশীদ রেযা, হুকুক আন্ নিসা ফিল ইসলাম, পৃ. ৬২।
১৭. জা'মি 'তিরমিযী, ৪খ., পৃ. ৩৬৬-৭; সুনানু আবূ দাউদ, ৫খ., পৃ. ৬১২।
১৮. মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৬৫৭; নারী অধিকার প্রসঙ্গ।
১৯. ইব্ন হিশাম, আস্ সীরাতুন নাবাবিয়্যা, আল্ ইসতি'দাদ লিফাত্হি মাক্কাহ্, মা কালাহু আলাইহিস্ সালাম আ'লা বাবিল কা'বাহ্, ৫খ., পৃ. ৭৩।

লেখক : ইসলামী সাহিত্যিক, মানবাধিকার গবেষক, সুশাসন সংগঠক zahurulanwar67@gmail.com

প্রবন্ধ

বাঙালি-মুসলমানের অন্যতম প্রধান সংস্কৃতিঈদে মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

মোহাম্মদ আবু সাইদ (নয়ন)

সংস্কৃতি যদি হয় একটি জাতির জাগরণী তৎপরতার উপলক্ষ কিংবা স্বাতন্ত্র্যের বহমান পরিচায়ক তবে বাঙালি-মুসলমানের অন্যতম প্রধান সাংস্কৃতি পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমনকে কেন্দ্র করে মুসলিম সমাজের উৎফুল্লমন্ডিত উৎসবমুখর পরিবেশের যে ধারা এখনো পর্যন্ত প্রবহমান তার প্রতিষ্ঠাকাল নির্ণয় সোজা কথা নয়। শুধু বাঙালি-মুসলিম সমাজেই নয় বরং বিশ্বের তাবৎ মুসলিম সমাজেই উৎফুল্লতার সাথেই দিবসটি বৃহৎ পরিসরে উদযাপিত হয়; তবে বাঙালি-মুসলিম সমাজে এ প্রসঙ্গটি আমল বা ইবাদতের লক্ষ্যের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণেই আপ্যায়িত হয় বেশি। তাই বলে ঈদে মিলাদুন্নবীকে যে আমল বা ইবাদত হিসেবে বাঙালি-মুসলিমরা গণ্য করে না তা কিন্তু নয়–এক্ষেত্রে তাদের নিকট এ প্রসঙ্গটি আমল বা ইবাদতের নির্দিষ্ট গন্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকেনি; সংস্কৃতিরূপে গ্রহণ করে একে ধর্মীয় জাতীয় উৎসবে রূপান্তর করার এক অতি কাঙ্ক্ষিত চেষ্টা তাদের মধ্যে স্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করা যায়।

১৭৫৭ সালে উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের ইতি ঘটে। পরবর্তী শতাব্দী তথা ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত বাঙালি-মুসলিম সমাজ ছিল কোণঠাসার গভীর গহ্বরে; নির্যাতন আর নিপীড়নের কথা বিয়োগ করলেও সামাজিকভাবে ছিল অত্যন্ত মলিন, বিপর্যস্ত এবং বিধ্বস্ত। বিধ্বস্ততার ছাপ শুধু চলনে-বলনে সীমাবদ্ধ ছিল না, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাতেও পড়েছিল যন্ত্রণার কাতরানি; শিক্ষার প্রভাব খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রবাহিত হয়েছে সাংবাদিকতা ও সাহিত্যেও। বাঙালি-মুসলমানের এই বিধ্বস্ত ভাবকে অত্যন্ত চতুরতার সাথে ব্যবহার করেছে বঙ্কিমচন্দ্র ও তার সহধর্মীরা। তবে ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পর অবস্থা নড়তে শুরু করে। ভারতবর্ষের ভাগ্য আংশিক সুপ্রসন্ন হবার সাথে সাথে মুসলিমরাও কিছুটা সাহসী হয়ে ওঠে। যার নিদর্শনস্বরূপ মীর মশাররফ হোসেন, কবি কায়কোবাদ এবং নজিবুর রহমান সাহিত্যরত্নের মতো সাহসী সাহিত্যিকদের নাম স্মরণীয়। হিন্দুয়ানী সংস্কৃতির প্রবল স্রোতের সাথে অসচেতনভাবে ভেসে যাচ্ছিল বাঙালি-মুসলিম সমাজও। উত্তরণের উপায় বাতলানোর মতো মনোবলও ছিল যৎসামান্য। এহেন চতুর্মুখী বিপর্যস্ততা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য বাঙালি-মুসলমান নিজেদের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবার প্রয়াস পায়। সে কুণ্ঠিত সময়ে দুই ঈদ, শবে বরাত, শবে কদর এবং মোহররমসহ অন্যান্য যে সাংস্কৃতিক উপলক্ষ বাঙালি-মুসলমানের ছিল তার চেয়ে ঢের বেশিগুণে তারা উৎফুল্লতার সহিত লালন এবং পালন করেছে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী। যার প্রমাণরূপে ১৯০০ সালে মীর মশাররফ হোসেনের মিলাদুন্নবী-কেন্দ্রিক রচিত "মৌলুদ শরীফ" বিদ্যমান।[১] মীর মশাররফ যে এ সুবিস্তৃত গ্রন্থটি মিলাদুন্নবীকে কেন্দ্র করেই রচনা করেছেন তা গ্রন্থের শুরুতেই নির্দ্বিধায় বলেছেন; পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে চতুর্থ সংস্করণ পর্যন্ত নিঃশেষ হয়ে যায়–এতেই অনুমেয় যে, তৎকালীন সময়ে "মিলাদুন্নবী" বাঙালি-মুসলমানদের নিকট কতটা তাৎপর্যবহ এবং আদরণীয় ছিল। বাগ্মীপ্রবর মুনশি মেহেরুল্লাহর 'মেহেরুল ইসলাম' গ্রন্থেও মিলাদ শরীফের বেশ কিছু কাসিদা, গজল উল্লেখ ছিল–যেগুলো বাঙালি-মুসলিম সমাজে জনশ্রুতিরূপে পরিণত হয়েছিল। মুসলমানদের দৈনন্দিন ফরজ এবাদত এবং অন্যান্য বহু উৎসব-উপলক্ষ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও মিলাদুন্নবী-কেন্দ্রিক বিস্তৃত গ্রন্থ প্রণয়ন এবং বাঙালি মুসলিম সমাজের অত্যুচ্ছ্বাসের সাথে সে গ্রন্থ লুফে নেওয়াতেই বোঝা যায়, মিলাদুন্নবীকে বাঙালি-মুসলমান কেবল আমলী দৃষ্টিতে দেখেই তুষ্ট ছিল না, এটাকে সাংস্কৃতিক পোষাকে সাজিয়ে নিজেদের ধর্মীয় পরিচয় হিসেবে রূপদানই ছিল অসেচতন লক্ষ্য। কিন্তু দিন যতই বাড়তে লাগলো অসচেতন ভাবকে কাটিয়ে সচেতনতায় প্রবেশ করল অনেকেই।

সামাজিকভাবে ঈদে মিলাদুন্নবীকে কেন্দ্র করে সাড়া-জাগানো আয়োজন একটি ঐতিহাসিক বিষয়। বাংলায় নওয়াবী শাসনের প্রতিষ্ঠাতা নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ

The Monthly Tarjuman

মহাড়ম্বরপূর্ণ আয়োজনে দিবসটি উদযাপন করতেন। রবিউল আওয়ালের প্রথম বারো দিন সর্বসাধারণের জন্য খাদ্যাভোজের আয়োজন করতেন; পুরো মুর্শিদাবাদ শহর আলোকসজ্জায় আলোড়িত করে তুলতেন–এ কাজে সেনাপতি নাজির আহমদের অধীনে এক লক্ষ লোক নিয়োজিত করা হতো। কামান গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে সড়ক ও নদী তীরের সমস্ত আলোক জ্বলে উঠত এবং সারা শহর ও ভগীরথী এক আনন্দময় রূপ ধারণ করত। মুসলমানদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও সবচেয়ে খুশির মুহূর্ত ঘোষণা করে একটি নির্দিষ্ট সময়ে কামানগুলো গর্জন করে উঠত।[২] *মীরাত-ই-সিকান্দরী* গ্রন্থে বলা আছে, গুজরাটের সুলতান মুজাফ্ফর (১৫১৫-১৫২৫ খ্রি.) আলেম-উলামাদের আমন্ত্রণ জানাতেন এবং পরবর্তী এক বৎসর চলার মতো কাপড়-চোপড় ও টাকা-পয়সা উপহার দিতেন।[৩] গুজরাট সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ রাজপ্রাসাদে রবিউল আওয়ালের প্রথম বারো দিন ধর্মীয় আলোচনা ও ভোজসভার আয়োজন করতেন, বিশেষ ব্যক্তিদেরকে উপঢৌকন দিতেন। তিনিও পরবর্তী এক বছর চলার মতো ধার্মিক ও বিদ্বানদেরকে উপহারসামগ্রী প্রদান করতেন। বিশিষ্ট ইতিহাস-গবেষক ডক্টর এম.এ. রহিমের অনন্য খ্যাতিমান গ্রন্থ, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*-এ উপর্যুক্ত ঐতিহাসিক তথ্য-পেশের পর বলেন, "ধার্মিক ও বিদ্বান ব্যক্তিদেরকে উপহার প্রদান এবং রোজা রাখা ও মুসলমানদের মধ্যে শুভেচ্ছা বিনিময়ের জন্যেও মহানবীর জন্মোৎসব একটা বিশেষ উপলক্ষ ছিল।"[৩]

১৯২০ সালে ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে কাজী নজরুল ইসলাম *ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম্* নামক বিশ্বসাহিত্যের বিরল কাব্যের প্রথমেই যখন "নাই তা–জ - তাই লা–জ" লিখেছেন তখন আমাদের বুঝতে বেগ পেতে হয় না যে, কাজী নজরুল একান্তই ঈদে মিলাদুন্নবী-কেন্দ্রিক কাব্যেও বাঙালি-মুসলমানদের মুকুটহীন শোচনীয় অবস্থাকে ঈদে মিলাদুন্নবীর দীপ্ত শক্তিমত্তার মাধ্যমে মোকাবেলা করতে প্রেরণা যুগিয়েছেন। তখনকার বাঙালি মুসলিম-সাহিত্যিকরাও ঈদে মিলাদুন্নবীকে কেন্দ্র করে স্বতন্ত্র কবিতা, প্রবন্ধ লিখেছেন। মীর মশাররফ, কবি দাদ আলী মিঞা, কাজী নজরুল ইসলাম,শান্তিপুরের কবিখ্যাত মোজাম্মেল হক, ইয়াকুব আলী চৌধুরী, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, কাজী আব্দুল ওদুদ, প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ, সূফি মোতাহের হোসেন, সূফি জুলফিকার হায়দার, মোহাম্মদ বরকতউল্লাহ, ফররুখ আহমদ, সুফিয়া কামাল এবং বে-নজীর আহমদসহ আরও অনেক বাঙালি-মুসলিম সাহিত্যিকের নাম আনা যাবে যাঁরা ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে স্বতন্ত্র কবিতা, প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এসব সাহিত্যিকরা মিলাদুন্নবী নিয়ে কেন স্বতন্ত্র রচনায় মাতলেন? উত্তরটা গভীরতর স্পষ্ট। –মিলাদুন্নবী কেবল ইবাদতের গন্ডিতেই বদ্ধ ছিল না; বাঙালি-মুসলমানদের প্রধান সংস্কৃতি হিসেবেই পরিগণিত হচ্ছিল। আর এ কথা তো সাহিত্যপ্রেমীদের অজানা নয় যে, একজন স্বাভাবিক কবি, সাহিত্যিক মাত্রই তাঁর কবিতায়, প্রবন্ধে সর্বোপরি রচনায় স্ব-সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য, অনুসঙ্গ ও সংস্কৃতি আবেদনময়ী ভাষায় এবং জাগরণী ভঙ্গিমায় ফুটিয়ে তুলবেন–বাঙালি-মুসলিম সাহিত্যিকবৃন্দ ঠিক তাই করেছেন।

এখানে কেবল ৩জন বিখ্যাত লেখকের আত্মজীবনী থেকে এ সম্পর্কে উদ্ধৃতি দেবো।

কবি সুফিয়া কামাল লিখেছেন: "আমাদের নবী করিমের জন্মদিন 'বারে ওফাতে' ঈদ-ই মিলাদুন্নবী বড়ই সমারোহের সাথে সম্পন্ন হতো; আলোকে জেয়াফতে ধনী-দরিদ্র্য বারো দিন ধরে মিলাদ-মাহফিলে সমবেত হতো। বারো দিনের দিন জেয়াফত খাওয়ানো হতো সকলকে একসাথে করে। মহানবীর জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর জীবনী আলোচনার জন্য মাহফিল অনুষ্ঠানের প্রথা শাসক ও অবস্থাপন্ন মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ধার্মিক ও বিদ্বান ব্যক্তিদেরকে উপহার প্রদান এবং রোজা রাখা ও মুসলমানদের মধ্যে শুভেচ্ছা বিনিময়ের জন্যও মহানবীর জন্মোৎসব একটা বিশেষ উপলক্ষ ছিল।"[৪]

কামরুদ্দীন আহমদ লিখেছেন: "আমাদের স্কুলে ফাতেহায়ে দোয়াজদাহুমে মিলাদ হতো- তবে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা এত কম ছিল যে, মৌলবী সাহেবের সকল তালবে আলেম নিমন্ত্রণ করে এনেও একটা ঘর ভর্তি করা যেত না। মিলাদ পড়াবার জন্য আমরা খাজা নাজিমুদ্দীনের ছোট ভাই খাজা শাহাবুদ্দীনকেই ডাকতাম। তিনি তখন রাজনীতি করতেন না। তিনি ছিলেন মৌলভী সাহেব। তার গলার স্বর সুমিষ্ট ছিল। কেতাব ও ছাতা তালেবে এলেমদের হাতে থাকত। কোন মৌলভী সাহেব আমাদের স্কুলে মিলাদ পড়ালে তাকে দেয়া হতো পাঁচ টাকা, কিন্তু খাজা সাহেব আসলে কলিন্স সাহেব তাঁকে দশ টাকা দিতে বলতেন।"[৫]

আবু রুশদ লিখেছেন: "একবার স্কুলের মিলাদে ডাকা হয়েছিল তখনকার শিক্ষামন্ত্রী খান বাহাদুর (পরে সার) আজিজুল হক সাহেবকে। তিনি যে স্কুলের মিলাদে আসতে রাজী হলেন তার পেছনে হেডমাষ্টারের (বিজয় কৃষ্ণ ভট্টাচার্য) সৌজন্য ও ব্যক্তিত্ব কাজ করেছিলো। মিলাদটির

মাসিক তরজুমান The Monthly Tarjuman

আয়োজনেও বিন্দুমাত্র ত্রুটি হয়নি, অনেক হিন্দু ছাত্র ও শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন তাঁরা অবশ্য আলাদা বসেছিলেন এবং মিলাদ শেষে মোনাজাতে অংশ গ্রহণ করেন নি। তবে মনে আছে আজিজুল হক সাহেবকে তিনি স্বাগত জানিয়ে হযরত মোহাম্মদ (দ.) সম্বন্ধে ছোট কিন্তু সুন্দর এক বক্তৃতা করেছিলেন। আজিজুল হক সাহেবও কম জাননি হেড মাষ্টার সাহেবের মতো তিনিও বক্তৃতা করেছিলেন ইংরেজিতে।"[৬]

বাঙালি মুসলমানদের প্রাণে ঈদে মিলাদুন্নবী এতটা প্রাচুর্যের নহর বইয়ে দেয় যা অন্য কোনো উপলক্ষ জোগান দিতে পারে না; মিলাদুন্নবী তাদের জাগরণী স্রোতকে এতটা প্রাবল্যবান করে যার ছিটেফোঁটাও অন্য কোনো উপলক্ষ থেকে সরবরাহ হয় না; সর্বোপরি ঈদে মিলাদুন্নবী বাঙালি-মুসলমানদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সংস্কৃতিরূপে পরিগণিতই নয় শুধু, প্রসিদ্ধও বটে।

আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিকদের মধ্যে অন্যতম, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীন উপাচার্য সাহিত্যিক আবুল ফজল ১৯৭২ সালে 'সংস্কৃতি প্রসঙ্গে' প্রবন্ধে লিখেছেন: "সংস্কৃতির এক সহজাত ধর্ম অচলায়তনকে ভাঙা, ডিঙিয়ে যাওয়া, কোথাও আটকে না থাকা; আটকে না পড়া।"[৭] এ সমীকরণের ভিত্তিতে সহজ প্রশ্ন: মিলাদুন্নবী কি মসজিদের আঙিনা ডিঙিয়ে মাঠে-ময়দানে, ঘরে-ঘাটলায়, সাহিত্যের স্বর্ণশিখরে পৌঁছে যায়নি? সংস্কৃতির এ সহজাত ধর্মের পরীক্ষাগারেও মিলাদুন্নবী খুব সহজেই মানোত্তীর্ণ হয়। খানিক বাদেই উনি লিখেন: "সংস্কৃতি হচ্ছে মনের খোরাক–এ খোরাকের সাহায্যে মন-মানসের বিকাশ আর সম্প্রসারণ ঘটে।" সত্যিকারার্থে মনের খোরাক যদি সংস্কৃতির চিহ্নরূপেই পরিগণিত হয় তবে বাঙালি-মুসলমানের নিকট ঈদে মিলাদুন্নবীর আশপাশে অন্য কোনো সংস্কৃতির জায়গা হবে কি? প্রশ্নটা কম শক্তিশালী নয়। বিরোধিতাকারীদের কথা চিন্তা করে যদি ঈদে মিলাদুন্নবীকে সংস্কৃতির গন্ডি থেকে বের করার দুঃসাহসী প্রচেষ্টা করা হয় তবে সেটা নিছক সাংস্কৃতিক-জ্ঞানের অজ্ঞতা কিংবা অসাড়তা ছাড়া ভিন্ন কিছু হবে না। যারা নিয়মিত খবরের কাগজে দৃষ্টি রাখেন এটা তাদের চোখ এড়িয়ে যাওয়ার কথা নয় যে, বাংলাদেশের শীর্ষসারির প্রায় প্রতিটি দৈনিকই ঈদে মিলাদুন্নবীর দিবসটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব এবং দায়িত্বের সাথেই প্রচার করেন। আর পত্রিকাবলীর সম্পাদকমণ্ডলীও এটাকে নিছক ইবাদত হিসেবে নেন না; একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক মঞ্চ হিসেবেই বরণ করে থাকেন–সচেতন কিংবা অসচেতন, যে কোনো ভাবেই হোক। এখানে একটি অতিশয় প্রণিধানযোগ্য তথ্য হচ্ছে, ১৯৩৭ সালের অক্টোবরে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্'এক জাতি গঠন'প্রবন্ধে বাঙালি-মুসলিমদের পক্ষ থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমনী-দিবস তথা ঈদে মিলাদুন্নবীকে "জাতীয় উৎসব" হিসেবে পালন করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন।[৮] দুই ঈদ, শবে বরাত-মেরাজ-কদর এবং মোহররম থাকতেও ডক্টর শহীদুল্লাহ্ কেন ঈদে মিলাদুন্নবীকেই প্রস্তাব করেছিলেন তা আজ গভীরভাবে এবং ভীষণভাবে উপলব্ধির সময় এসেছে। প্রাবন্ধিক আবুল ফজল "সাহিত্য ও সংস্কৃতি" প্রবন্ধে লিখেছেন: "সংস্কৃতির মূল কান্ড সাহিত্য। সাহিত্যকে অবলম্বন করেই সাধারণত সংস্কৃতির নানা শাখা-প্রশাখা দল মেলে।"–এ সূত্র ধরে একেবারে নিঃসঙ্কোচে বলা যায়, 'ঈদে মিলাদুন্নবী' সংস্কৃতির মূল কান্ডটি অত্যন্ত মজবুত এবং সম্প্রসারিত; দুই ঈদ ব্যতীত অন্য কোনো ইসলামী উপলক্ষ বাঙালি-মুসলিম সাহিত্যিকদের বাগানে এতটা বিস্তৃত শিকড়ে মূলকান্ড গাড়তে পারেনি। বিরোধীগোষ্ঠীর দিকে না তাকিয়ে বাঙালি-মুসলিম সমাজে ঈদে মিলাদুন্নবীর ঐতিহাসিক সামাজিক গুরুত্ব, বাঙালি-মুসলিম সাহিত্যিকদের রচনায় ঈদে মিলাদুন্নবীর দৃঢ় অবস্থান, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্'র ঐতিহাসিক প্রস্তাবের উপলব্ধি এবং বর্তমান পরিসরের সার্বিক পরিস্থিতির চাহিদা পূরণের নিমিত্তে ঈদে মিলাদুন্নবীকে মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র পরিচায়করূপে যথার্থ সমাদর করাই বাঙালি-মুসলিম সমাজের একান্ত চাহিদা হওয়া উচিত।

তথ্যসূত্র:

১. মশাররফ রচনা-সম্ভার : বাংলা একাডেমী, তৃতীয় খ-, ১৯৮৪
২. বাংলার ইতিহাস : কে. পি. সেন, কলিকাতা, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ, ৭০ পৃষ্ঠা
৩. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (অনূদিত) দ্বিতীয় খ- : ড.এম.এ. রহিম, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬, ১৯৭-৮ পৃষ্ঠা
৪. একালে আমাদের কাল : সুফিয়া কামাল, সুফিয়া কামাল রচনা সংগ্রহ, বাংলা একাডেমী, ২০১৬, ৫৭৭ পৃষ্ঠা
৫. বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ : কামরুদ্দীন আহমদ, জহিরউদ্দীন মাহমুদ কর্তৃক প্রকাশিত, ঢাকা, ১৩৮২, ৪৩-৪৪ পৃষ্ঠা
৬. আত্মজীবনী জীবন ক্রমশ ঠিকানা পশ্চিম এখন বর্তমান : আবু রুশদ, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা-চট্টগ্রাম, ১৯৯৮, ৩২-৩৩ পৃষ্ঠা
৭. নির্বাচিত প্রবন্ধ : আবুল ফজল, সময় প্রকাশন, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০১৪, ১২৭ পৃষ্ঠা
৮. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ স্মারকগ্রন্থ : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, ৩০৪ পৃষ্ঠা।

লেখক: ধর্মীয় প্রাবন্ধিক, চ্যানেল আই অনলাইন। ১৩/৮-৯, আজিজ মহল্লা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

Email: muhammadsayednoyon@gmail.com

প্রবন্ধ

সৃষ্টিকুলে সর্বাধিক সম্মানের অধিকারী প্রিয় নবি (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)

মুফতি মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান আল ক্বাদেরী

সম্মানিত নবিগণ অধিক সম্মান ও মর্যাদার উপযোগী সৃষ্টিকুলে। সৃষ্টির মাঝে সর্বাধিক সম্মান-তাযীমের অধিকারী আল্লাহ তায়ালার প্রিয় হাবিব মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কারণ যে যত বেশি মহান রবের তরফ থেকে সম্মানিত, তাঁর প্রতি সম্মান প্রকাশের মাত্রাও ততবেশি। যেহেতু সকল সৃষ্টির মাঝে সর্বাধিক সম্মানের অধিকারী প্রিয় নবিজি, সে কারণে তাঁর প্রতি তাযীম ও শ্রদ্ধার মাত্রা সর্বোচ্চ হওয়াই যুক্তিযুক্ত। নবিজির ক্ষেত্রে সাধারণ তা'যীম প্রদর্শনের ধারণা মারাত্মক ও ভয়াবহ। কুরআনের চাহিদা প্রিয় নবিজিকে তাযীম করা ফরয, আর তা'যীমের বিপরীত কিছু করা বা বলা তথা ধৃষ্টতা প্রদর্শন কুফরী।

তাযীমে রাসুল সংক্রান্ত এবং ঈমানদারের জন্য ইহকালীন ও পরকালীন জগতের সফলতার শর্ত ও চাবিকাঠি উল্লেখ করে মহান রব সূরা আরাফের ১৫৭ নং আয়াতে ইরশাদ করেন, "সুতরাং যারা তার (সম্মানিত রাসুল) প্রতি ঈমান আনে, তাঁকে সম্মান করে, তাঁকে সাহায্য করে, এবং যে নূর (আল কুরআন) তাঁর সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে এর অনুসরণ করে তারাই সফল।" উক্ত আয়াতের আলোকে উভয় জগতে সফলতা ও মুক্তির অন্যতম শর্ত তা'যীমে রাসুল। দয়াল নবিজির প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান ও আদব প্রদর্শন প্রসংগে এতদব্যতিত সূরা ফাতাহ এ ৮-৯ নং আয়াতে উল্লেখ করেন, "নিশ্চয় আপনাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর, সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

উদ্ধৃত আয়াতের ধারাবাহিকতায় প্রতীয়মান যে, ঈমানের পর প্রথম আমল ও কর্তব্য নবিজিকে সর্বোচ্চ ও সীমাহীন সম্মান করা এবং সর্বাধিক আদব প্রদর্শন করা। তা'যীমে রাসুলের পরে মহান রবের তাসবীহ, ইবাদত, বন্দেগী করা, যা অত্র আয়াতের ক্রমধারায় সহজে অনুমেয়। আরও অনুমেয় যে, ঈমানের পর ইবাদাত-বন্দেগীর পূর্বে কঠিন দায়িত্ব নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি উচ্চতর মর্যাদা প্রকাশ এবং এটা পালনে ইবাদাত আল্লাহ তায়ালার দরবারে কবুল হবে সন্দেহাতীত ভাবে যা ঈমানেরই দাবী। নবিজির সম্মান এড়িয়ে ইবাদাত-বন্দেগীর কথা যেমনি ভাবা যায় না, তেমনি ইবাদাত যেমন অত্যাবশ্যকীয় বিধান, তা'যীমে রাসুল অনুরূপ অবশ্য পালনীয় আমল। এর বিপরীত আক্বিদা-বিশ্বাস পোষণ আয়াতের বরখেলাপ। তা'যীমে রাসুলের অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা পৃথিবীর কারো হাতে নেই, এটা একমাত্র মহান রবের হুকুম ও মর্জি। কাজেই দয়াল নবিজিকে কেন তাযীম করতে হয়, এবং কিভাবে করতে হয় অত্র আয়াত থেকে শিক্ষা নেওয়া সকল ঈমানী মুসলমানের ঈমানের দাবী।

স্মর্তব্য যে, উল্লেখিত আয়াতে মাহান রব নবিজির সম্মানের ক্ষেত্রে যে দু'টা শব্দ উল্লেখ করেছেন আদতে তা রহস্যভরা ও ব্যাপক অর্থবোধক। কেননা তা'যীম শব্দের অর্থ স্বাভাবিক ও সাধারণ সম্মান প্রদান হলেও তা'যীর ও তাওক্বীর শব্দদ্বয়ের মর্ম সীমাহীন সম্মান দান। কাজেই আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, পৃথিবীতে সম্মানিত ব্যক্তিদের জন্য যেই সম্মান, সেই সম্মানের মাত্রা ও সীমা অতিক্রম করে সর্বোচ্চ তা'যীম ও ভক্তি করা নবিজিকে, ঈমানের পূর্ণতা। পার্থক্য কেবল মহান রব মা'বুদ আর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সম্মানিত ও প্রিয় বান্দা, আল্লাহ তায়ালা খালিক তথা স্রষ্টা, নবিজি মাখলুক তথা সৃষ্টি। তাই তা'যীমের যে স্তর ও ধাপ ইবাদাতের চেয়ে নিম্নে– তা হচ্ছে তাযির যা সৃষ্টির মাঝে কেবল নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অধিকার। পক্ষান্তরে ইবাদাত শ্রেফ আল্লাহ তায়ালার এমন হক, যা'তে সম্মানিত ব্যক্তি এমনকি কোন নবি-রাসুলও শামিল নয়।

পবিত্র কুরআনের বার্তা হচ্ছে- তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসুলের ওপর ঈমান পাকাপোক্ত কর। আল্লাহ ও রাসুলের সাথে সম্পর্ক যত গাঢ় হবে ঈমান তথ দৃঢ় হবে। কাজেই ঈমানদার হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ওপর তার ঈমান সুদৃঢ় না হয়। পবিত্র কুরআনের তালিম, হৃদয়ের সত্যায়ন ও মৌখিক স্বীকৃতির পরেই মুসলমান যেন সম্মানিত নবিজির সম্মান-ইজ্জতকে সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে শান-শওকতের সাথে প্রকাশ ও পালন এবং

The Monthly Tarjuman

সকাল-সন্ধ্যায় মহান রবের মহিমা বর্ণনা করে, যা উম্মতের জন্য অপরিহার্য ও কুরআনের নির্দেশ ও চাহিদা।

মহান রবের ইবাদাত ও তাওহীদের পাশাপাশি নবিজির প্রতি সম্মান প্রদান মোটেই পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ নয়, যা উল্লেখিত আয়াতের নিরেখে সুস্পষ্ট। তাছাড়া অত্র আয়াতের সাথে অন্যান্য আয়াতকে সামনে আনলে বিষয়টা আরও প্রস্ফুটিত হয়। যেমন সূরা হুজরাতের সূচনায় উল্লেখ হয়েছে যে, "হে মুমিনগণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সমক্ষে তোমরা কোন বিষয়ে অগ্রণী হইও না এবং আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। হে মুমিনগণ,তোমরা নবির কণ্ঠস্বরের ওপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু কর না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল বা ডাকাডাকি তাঁর সঙ্গে সেরূপ উচ্চস্বরে কথা বলিও না, (তাকে আহ্বান করোনা) কারণ এতে তোমাদের কর্ম নিস্ফল হয়ে যাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে।"

উপর্যুক্ত আয়াত থেকে প্রতিভাত হয় যে, সাহাবীগণ প্রত্যেকটি আমলকে নবিজির সাথে সম্পৃক্ত করেছেন এমনিভাবে যে, প্রিয় নবিজিকে সীমাহীন সম্মান ইজ্জত করা বস্তুত আল্লাহ তায়ালার প্রতি সম্মান আদায় করা, নবিজির প্রতি আদব-ভক্তি মূলত আল্লাহ তায়ালার প্রতি ভক্তি তাঁর প্রেম-ভালবাসা আল্লাহর ভালবাসা, তাঁর আনুগত্য মহান রবের আনুগত্য, তাঁর যিকির আল্লাহর যিকির। স্বীয় হাবিব থেকে নিজের দূরত্বের কল্পনাকে মিটিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে আল্লাহ তায়ালা নবিজির হাত মোবারককে নিজের হাত (কুদরতি) বলেছেন। সকল কাজ কর্মে নবিজির সন্তুষ্টিতে মহান রবের সন্তুষ্টি বিদ্যমান। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে নিজের প্রধান প্রতিনিধি স্থির করেছেন। কেবল একটি বিষয়ের ব্যত্যয় ঘটিয়েছেন যে নবিজির ইবাদাত করার জন্য কারও অনুমতি নেই, অন্যথায় সকল বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের মাঝে দূরত্ব ও পার্থক্য নেই। এ সূক্ষ্ম বিষয়টা ইবনে তাইমিয়্যার কলমে 'আসসারিমুল মাসলুল' কিতাবেও প্রকাশ পেয়েছে।

ইবাদতের একমাত্র যোগ্য মহান আল্লাহর পবিত্র সত্তা। সমগ্র সৃষ্টির মাঝে ইবাদতের যোগ্য কেউ না। ইবাদাত এমন আমল যা আল্লাহ তায়ালা নিজের সত্তার জন্য সর্বোচ্চ সম্মান হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। অর্থাৎ বান্দার তরফ থেকে আল্লাহ তায়ালার জন্য এমন সীমাহীন সম্মান-মর্যাদা প্রদর্শন, ইবাদাতের সূরতে, যা সৃষ্টির কারও জন্য প্রযোজ্য নয়। অনেকেই ইবাদত ও তা'যীমের মধ্যে পার্থক্য না বুঝে একটার সাথে অন্যটাকে গুলে ফেলে, ফলে সকল প্রকার তাযীম-সম্মানকে ইবাদত মনে করে সেটাকেও শির্ক ফাতওয়া দিয়ে বেড়ায়, যা চরম ভুল এবং ইসলামে বিশৃংখলা সৃষ্টির অন্যতম কারণ।

সম্মানিত নবিগণ, অলি-আউলিয়া, সালেহীন, মাতা-পিতা, শিক্ষক-গুরুসহ সম্মানিত ও মর্যাদাবান ব্যক্তির সম্মান, আদব, আনুগত্য, অনুসরণ,নির্দেশ পালন ও তা'যীম। যেহেতু এ আমল ইবাদাত তথা অক্ষমতা, নম্রতা, বিনয়ের শেষ সীমা থেকে নিম্ন ও কর্মপর্যায়ের, সেহেতু এটা ইবাদাতের পর্যায়ভুক্ত নয়। এ ধরণের তা'যীম শরিয়ত অনুমোদিত বিধায় শিরকের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই এবং তাওহীদের সাথে সংঘাতপূর্ণ নয়। মোদ্দাকথা, ইবাদাত ও তাযীম দু'টা ভিন্ন বিষয়, দু'টাকে এক করে দেখা সাংঘাতিক ভুল। বিষয়টা সঠিক না বুঝার কারণে একটি মহল ত'যীমে রাসুলকে শিরক, বিদ্আত বলে মুখের বুলি আওড়ায়, যা কুরআন-সুন্নাহ ও সাহাবী ও সলফে সালেহীনদের আমল ও বক্তব্যের সরাসরি পরিপন্থি।

নামাযের বাহিরে নয় কেবল, নামায অবস্থায়ও প্রিয় নবিজিকে সীমাহীন তা'যীম করেছেন সম্মানিত সাহাবীগণ। সম্মানিত সাহাবীগণ কেবল প্রিয় নবিজিকে সম্মান-তাযীম করেননি, সর্বোচ্চ সম্মান করেছেন নবিজির সাথে সম্পর্কিত প্রত্যেকটি বস্তুকেও। এমনকি নবিজির অযুর ব্যবহৃত পানি, চুল মোবারক, থুথু-শ্লেষ্মা মোবারক, ঘাম মোবারক ইত্যাদির প্রতি সর্বাধিক সম্মান প্রদর্শন করেছেন যা সহীহ বুখারিসহ অন্যান্য হাদিস গ্রন্থে বিদ্যমান। বর্ণিত আছে যে, প্রিয় নবিজির খেদমতে মে'রাজের রজনীতে বোরাক হাযির করা হলে তাতে আরোহন করার সময় তা নিজের সৌন্দর্য ও মনোহরিত্বের জন্য অঙ্গ-ভঙ্গী প্রদর্শন করছিল। তখন হযরত জিব্রাইল আলায়হিস্ সালাম বললেন, তুমি হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে এমন করছো? তোমার উপর তো এমন কেউ আরোহনই করেননি যিনি মহান রবের নিকট তাঁর চাইতে বেশী সম্মানিত ও মর্যাদাশীল হতে পারেন! তখন সে লজ্জায় ঘর্মাক্ত হয়ে পড়ল।

যিনি কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তায়ালার হামদের পতাকাবাহী, যিনি সর্বপ্রথম শাফায়াতকারী, যিনি সর্বপ্রথম জান্নাতের দুয়ারে করাঘাতকারী, যিনি সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী, তিনি আল্লাহ তায়ালার প্রিয় মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাইতো তিনি নিজেই ঘোষণা করেছেন, "আমি আগের পরের সকলের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী আর একথা গর্ব করে

বলছিনা”। নি:সন্দেহে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সর্বোচ্চ মর্যাদার আরো একটি অন্যতম প্রমাণ যে, আল্লাহ তায়ালার পবিত্র নামের পাশাপাশি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোবারক নামও স্থান পেয়েছে।

কাজেই, আল্লাহর পর সর্বোচ্চ সম্মান-মর্যাদার অধিকারী প্রিয় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সীমাহীন সম্মান-ইজ্জত করা উম্মতের জন্য অপরিহার্য ও অলংঘনীয় আমল। পক্ষান্তরে তা’যীমে রাসুলের ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য কিংবা তা না করার জন্য বিভিন্ন টালবাহানা ও ছলছাতুরীর আশ্রয় নেওয়া অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতার নামান্তর নিঃসন্দেহে। আর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন সত্যিকার উম্মতেরই পরিচয়। এটাই অমোঘ সত্য।

লেখক: প্রধান মুফতি-কাদেরিয়া তৈয়্যেবিয়া আলিয়া কামিল মাদরাসা, মুহাম্মদপুর এফ ব্লক, ঢাকা।

মাসিক তরজুমান
The Monthly Tarjuman

প্রবন্ধ

রাহমাতুল্লিল আলামীন (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র অনন্য বৈশিষ্ট্য

মাওলানা মুহাম্মদ মুনিরুল হাছান

পৃথিবী যখন অন্যায়, অবিচার, জুলুম, নির্যাতন, অনৈতিক ও অসামাজিক কার্যকলাপে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, মানুষের বসবাসের উপযুক্ততাও হারিয়ে গিয়েছিল, আইয়্যামে জাহেলিয়ার ঘোর অন্ধকার যখন মানবতার নিঃশ্বাস নেওয়ার জায়গাটাও দখল করেছিল ঠিক ঐ সময়ে পৃথিবীর জমিনে আলোর দিশারী, আল্লাহর রহমত ও করুণার সারথি হিসেবে তশরিফ আনেন রাহমাতুল্লিল আলামীন সাইয়্যেদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। প্রিয় নবির আগমনে পৃথিবীতে শুরু হয়েছিল এক নতুন বসন্তকাল। যা জাগতিক বসন্তের চেয়ে লক্ষ কোটি গুণ বেশি প্রাণসঞ্চারকারী। সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল আলোর মশাল। রাহমাতুল্লিল আলামীনের শুভাগমন সর্ম্পকে আল্লাহতায়ালা বলেছেন,আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে একটা নূর ও সুস্পষ্ট কিতাব। [সূরা মায়িদা-১৫]

শুভ আগমন মুহূর্তে অলৌকিক ঘটনাবলী

প্রিয় নবি রাহমাতুল্লিল আলামীনের শুভ আগমনের ব্যাপারে পূর্ববর্তী নবিগণ সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন। কারণ হযরত আদম আলায়হিস্ সালামের মাধ্যমে পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালা নুবূওয়াত ও রিসালাতের সূচনা করেছিলেন। যার পরিসমাপ্তি হয়েছিল "খাতামুন নবিয়্যীন" এর শুভাগমনের মাধ্যমে। প্রিয় নবির শুভাগমন এর পূর্বেই পিতা হযরত আব্দুল্লাহর ইনতিকাল হয়। হযরত আবু উমামা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসুল করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, আমি তোমাদেরকে আমার প্রাথমিক বিষয় সর্ম্পকে বলছি। আমি হলাম হযরত ইবরাহিম আলায়হিস্ সালাম- এর দুআ (অর্থাৎ দুআ কবুল হওয়ার প্রকাশ), হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর সুসংবাদ (অর্থাৎ, তিনি শেষ নবির আগমনের সুসংবাদ দিয়েছিলেন)। আর আমার মায়ের স্বপ্ন, যা তিনি আমাকে প্রসবকালীন সময়ে দেখেছিলেন, এমন এক নূর উদ্ভাসিত হয়েছিল যার দ্বারা আমার আম্মাজানের সামনে সিরিয়ার প্রাসাদও উজ্জ্বল হয়েছিল।

মুহাম্মদ ইবনে সাদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আমেনা বিনতে ওহাব বলেছেন, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার গর্ভে থাকাকালে স্বপ্নে কে যেন তাকে বলতেন, তুমি এই উম্মতের সরদারকে গর্ভে ধারণ করেছ। তিনি ভূমিষ্ট হলে তুমি বলবে, একে আমি সকল হিংসুকের অনিষ্ট ও যাবতীয় বিপদাপদ থেকে এক আল্লাহর আশ্রয়ে সোপর্দ করছি। কারণ তিনি আল্লাহর নিকট খুবই মর্যাদাবান। তার সঙ্গে এমন একটি নূর বের হবে যা সিরিয়ার রাজপ্রাসাদ সমূহকে আলোকিত করবে। ভূমিষ্ট হলে তুমি তার নাম রাখবে "মুহাম্মদ"। আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীরা তাঁর প্রশংসা করে। ইনজিলে তাঁর নাম আহমদ, আর কুরআনে তার নাম মুহাম্মদ।

[আল বিদায় ওয়াল নিহায়া, পৃঃ ৪৮৭]

শিশুকালীন বৈশিষ্ট্যসমূহ

রাসুল করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর শুভাগমনকালীন সময়ে প্রকাশিত বৈশিষ্ট্যসমূহ ছিল সত্যিই অসাধারণ। যে সময়ে তার শুভাগমন হয় তখন আরবের মূর্তিগুলো উপুড় হয়ে স্থানচ্যুত হয়েছিল। সমস্ত ঘর আলোকিত হয়েছিল। শুধু তাই নয় ইবলিশ শয়তানও নবির আগমনে নিজের পরিণতির কথা ভেবে বিলাপ করে কেদেঁছিল। বর্ণিত আছে, ইবলিশ ৪ বার বিলাপ করে কেদেঁছিল। ১. অভিশপ্ত হওয়ার সময়, ২. জান্নাত থেকে বিতাড়িত হওয়ার সময়, ৩. প্রিয় নবির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর শুভাগমনের সময় এবং ৪. সূরা ফাতিহা নাযিল হওয়ার সময়।

হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে উত্তম সনদে বর্ণিত হয়েছে, এক ইয়াহুদি ব্যবসা উপলক্ষে মক্কায় অবস্থান করতো। যে রাতে নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তশরিফ আনলেন এর পরেই ঐ ইয়াহুদী কুরাইশদের এক সভায় এসে জিজ্ঞাসা করল, এ রাতে কোনো ছেলে জন্ম গ্রহণ করেছে? কুরাইশরা বলল আমরা তো জানিনা, ইয়াহুদী বলল, একটু খবর নিয়ে দেখ। কেননা আজ রাতে এ উম্মতের নবি জন্মগ্রহন করেছেন। তাঁর দু'বাহুর মাঝখানে একটি চিহ্ন (মোহরে নবুয়াত) আছে। তিনি দু'রাত পর্যন্ত দুধপান করবেন না। লোকজন দ্রুত ঐ সভা থেকে উঠে অনুসন্ধান শুরু করল। জানা গেল

আব্দুল্লাহ ইবনে আবদুল মোত্তালিবের ঘরে একটি পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করেছে। ইয়াহুদী বলল, আমাকে নিয়ে গিয়ে শিশুটিকে দেখাও। ইয়াহুদী যখন তার দু'বাহুর মাঝখানে ঐ চিহ্ন দেখতে পেল, তখন জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। জ্ঞান ফিরে আসার পর বলল, নুবূয়াত বণী ইসরাইল থেকে চলে গেছে। হে কুরাইশ, আল্লাহর শপথ এই নবজাতক তোমাদের উপর এমনই আক্রমন করবে (মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে) যার খবর পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে। [যারকানী, ১ম খন্ড-পৃ:১২০]

ইমাম তবরানী, আবু নুআইম এবং ইবনে আসাকির বিভিন্ন সনদে বর্ণনা করেন, নবী করিম (সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম) এরশাদ করেছেন, মহান আলাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে সম্মান ও মর্যাদার মধ্যে এটাও যে, আমি খাতনাকৃত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছি, আমার গুপ্তাঙ্গ কেউ দেখেনি। ইমাম বায়হাকীর বর্ণনায় রয়েছে, হযরত ইবনে আব্বাস তার পিতা আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খাতনাকৃত ও নাড়ীকর্তিত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন দেখে আব্দুল মোত্তালিব মুগ্ধ হয়ে যান এবং বলেন, আমার সন্তান সৌভাগ্যশালী হবে, আর হয়েছিলও তাই।

নাম মোবারক এর বৈশিষ্ট্য

প্রিয়নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর শুভাগমনের পূর্বে দাদা আব্দুল মোত্তালিব একটি স্বপ্ন দেখেন যার কারণে তিনি প্রিয় নবীর নাম "মুহাম্মদ"(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রেখেছিলেন । স্বপ্নটি হলো, তিনি দেখেন তার পিঠ থেকে একটি শিকল বের হয়েছে- যার একটি মাথা আসমানে অপর মাথাটি জমিনে, একটি মাথা পূর্ব প্রান্তে এবং অপর মাথাটি পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। কিছুক্ষণের মধ্যে এটি বৃক্ষে পরিণত হয়। যার প্রতিটি পাতা সূর্যের আলোর চেয়েও সত্তর গুণ বেশি আলোকোজ্জ্বল ছিল। পূর্ব ও পশ্চিমের জনগণ ঐ বৃক্ষের ডালের সাথে জড়িত ছিল। কুরাইশদের কিছু লোক গাছটির ডাল আকড়ে ছিল, আর কিছু লোক গাছটি কাটার উদ্দেশ্যে বৃক্ষটির নিকটবর্তী হচ্ছিল। তখন খুবই সুঠাম ও সুন্দর এক যুবক এসে তাদের সরিয়ে দিচ্ছিল। স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারকগণ এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেন যে, আপনার বংশে এমন একজন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করবেন, পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত মানুষ তার অনুসরণ করবে এবং আসমান ও জমিনের অধিবাসীরা তার প্রশংসা করতে থাকবে। এ কারণেই আব্দুল মোত্তালিব তার নাম "মুহাম্মদ" রাখেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন, আর যখন ইসা ইবনে মরিয়ম বলল, হে বনী-ইসরাঈল আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত রসুল এবং আমার পূর্বেকার কিতাব তাওরাতের সত্যায়নকারী এবং পরবর্তীতে আগমনকারী এক রাসুলের সুসংবাদ দাতা যাঁর নাম হবে আহমদ। [সূরা সাফ-৬]

হাদিসের মধ্যে রয়েছে, হযরত জুবায়ের ইবনে মুত'ইম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, আমার পাঁচটি (প্রসিদ্ধ) নাম রয়েছে, আমি মুহাম্মদ, আমি আহমদ, আমি আল-মাহি (নিশ্চিহ্নকারী) আমার দ্বারা আল্লাহ কুফর ও শিরককে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন, আমি আল-হাশির (কেয়ামতের ভয়াবহ দিবসে সমবেতকারী), আমার চারপাশে মানব জাতিকে একত্রিত করা হবে। আমি সর্বশেষ আগমনকারী আমার পর অন্য কোনো নবীর আগমন হবে না ।

[সহীহ বুখারী-৩২৮০]

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআন মজিদে পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরামের নাম ধরে সম্বোধন করেছেন। যেমন, আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন আয়াতে হে আদম, হে নুহ, হে ইবরাহিম, হে ঈসা, হে দাউদ, হে যাকারিয়া আলায়হিস্ সালাম-বলে বিভিন্ন নবিকে নাম নিয়ে সম্বোধন করেছেন। কিন্তু সাইয়েদুল আম্বিয়া রাসুলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে আল্লাহ তায়ালা কোথাও হে মুহাম্মদ, হে আহমদ নাম নিয়ে সম্বোধন করেননি। বরং আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত আদর স্নেহ মায়া মমতা দিয়ে প্রিয় নবিকে বলেছেন-হে নবি,হে রাসুল, হে বস্ত্রাবৃত্ত, হে বস্ত্রাচ্ছাদিত, ইয়াসিন, তা-হা, ইত্যাদি নামে।

প্রিয় নবীর বংশ ছিল সম্ভ্রান্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী

প্রিয় নবী ছিলেন কুরাইশ বংশের বনি হাশিম গোত্রের অধিবাসী। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন-নিশ্চয় তোমাদের নিকট তশরিফ আনয়ন করেছেন তোমাদের মধ্য থেকে ঐ রাসুল, যার নিকট তোমাদের কষ্টেপড়া কষ্টদায়ক, তোমাদের কল্যাণ অতিমাত্রায় কামনাকারী, মুসলমানদের উপর পূর্ণ দয়াদ্র, দয়ালু । [সূরা তাওবা-১২৮]

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উক্ত আয়াতের 'আনফুসিকুম' শব্দের 'ফা' অক্ষরে যবর দিয়ে তেলাওয়াত

করে বলেন, বংশ লতিকার দিক দিয়ে আমি তোমাদের থেকে উত্তম ও সম্ভ্রান্ত। আমার পূর্বপুরুষদের মধ্যে হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত কোন ব্যভিচারী নেই বরং সবাই বিবাহিত।

[শরহে মাওয়াহিব, ১ম খন্ড, পৃঃ ৬৭]

হাদিসে রয়েছে প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদা মিম্বরে উঠে প্রশ্ন করলেন আমি কে? সাহাবায়ে কেরাম জবাব দিলেন, আপনি হলেন আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। নবিজী বললেন, আমি মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব। নিশ্চয় আলাহ সৃষ্টি জগতকে সৃষ্টি করে আমাকে সর্বোত্তম অংশে (মানবসমাজে) সৃষ্টি করেছেন। এরপর সৃষ্টিকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন (আরব-আজম)। আমাকে উত্তম অংশে আরবে রেখেছেন। অতঃপর আরবের অনেকগুলো বংশের মধ্যে আমাকে সর্বোত্তম বংশে (কুরাইশ) রেখেছেন। অতঃপর এ বংশের গোত্রগুলোর মধ্যে আমাকে সর্বোত্তম গোত্রে (বনু হাশেম) এবং আমাকে সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে রেখেছেন। [সুনানে তিরমিযী-৩৫৩২]

সৃষ্টি জগতের সকল বস্তুই নবিকে চিনতেন

আল্লাহ তায়ালা তার নবিকে সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্য রহমত করে প্রেরণ করেছেন। তিনি যেহেতু সকল সৃষ্টি জগতের জন্য রহমত হয়ে প্রেরিত হয়েছেন তাই তাঁকে সৃষ্টি জগতের সকলেই চিনবেন এটাই স্বাভাবিক ব্যাপার। হাদীসের মধ্যে রয়েছে, হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমি প্রিয় নবীর সাথে মক্কার বিভিন্ন অলিতে-গলিতে চলাফেরা করতাম । আমি দেখলাম মক্কার পাহাড়-পর্বত ও গাছপালাগুলো যেটাই নবীর সামনে আসতো সেগুলো "আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ" বলে সালাম পেশ করতো। [সুনানে তিরমিযী- ৩৬২৬]

প্রিয় নবি হাঁটার সময় আকাশের মেঘমালা ছায়া দিতে তৎপর হতো। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন- আমি একবার আরজ করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার উপর কি উহুদের চেয়েও কঠিন কোন দিন অতিবাহিত হয়েছে? তিনি এরশাদ করলেন, তোমার সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে যে কষ্ট পাওয়ার তা তো পেয়েছি; কিন্তু সর্বাপেক্ষা কঠিন দিন ছিল ওই দিন যেদিন আমি নিজেকে আবদ ইয়ালীলের (তায়েফে) পুত্রদের সামনে উপস্থাপন করি। ওরা আমার দাওয়াত গ্রহণ করেনি। আমি সেখান থেকে অত্যন্ত চিন্তিত ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরেছিলাম। পথিমধ্যে 'কারনুস সাআলিব' নামক স্থানে পৌঁছে কিছুটা স্বস্তি এলো। হঠাৎ যখন মাথা উঠালাম তখন দেখলাম, একখন্ড মেঘ আমার উপর ছায়াদান করছে এবং এর মধ্যে হযরত জিবরাইল আলায়হিস্ সালাম-বিদ্যমান। জিবরাইল সেখান থেকে আওয়াজ দিলেন, আপনার সম্প্রদায় আপনার কথার যে উত্তর দিয়েছে আল্লাহ তায়ালা তা শুনেছেন। এই সময় আল্লাহ তাআলা আপনার নিকট পাহাড়ের ফেরেশতা প্রেরণ করেছেন, আর তাঁকে যা ইচ্ছা নির্দেশ দিতে পারেন। ইত্যবসরে মালাকুল জাবাল (পাহাড়ের ফেরেশতা) আমাকে সালাম জানালেন। আর বললেন- হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন আর আমি পাহাড়কে নিয়ন্ত্রণ করি। আপনি যা ইচ্ছা আদেশ দিতে পারেন। যদি আপনি আদেশ করেন তাহলে দুই পাহাড়কে (যার মধ্যখানে তায়েফবাসীর অবস্থান ছিল) একত্রিত করে দিই যাতে সমস্ত মানুষ পিষ্ঠ হয়ে যায়। রাহমাতুল্লিল আলামীন (সাল-ল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন- না, আমি আল্লাহ তাআলার নিকট আশা করি যে, আল্লাহ ওদের বংশে এমন মানুষ সৃষ্টি করবেন যারা লা-শরীক আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবেনা। [সহীহ বুখারী]

সাহাবীগণের বর্ণনায় রাহমাতুল্লিল আলামিনের বৈশিষ্ট্য

হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বেমানান লম্বাও ছিলেন না এবং বেঁটেও ছিলেননা। ধবধবে সাদাও ছিলেননা, আবার তামাটে বর্ণেরও ছিলেন না। কেশরাজি কুঞ্চিত ছিল না একে বারে সোজাও ছিল না। চল্লিশ বছর বয়সে তিনি নুবূয়াত প্রকাশ করেন। নুবূয়াত কালের প্রথম ১০ বছর মক্কায় এবং পরবর্তী ১০ বছর মদিনায় অতিবাহিত করেন। যখন তাঁর ওফাত হয় তখন তাঁর মাথা ও দাড়িঁতে কুড়িটি চুলও পাকেনি।

[সহীহ বুখারী-৩২৯৬]

প্রিয় নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চেহারা মোবারক এত সুন্দর ছিল যে সাহাবায়ে কেরাম-এর সৌন্দর্যকে চন্দ্র-সূর্যের সাথে তুলনা করেছেন। কেননা পৃথিবীতে এ দুটির চেয়ে উজ্জ্বল ও জ্যোতিময় আর কিছু নেই। হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন,আমি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অপেক্ষা সুন্দর

আর কাউকে দেখিনি। তার মুখমন্ডলে যেন সূর্য জ্বলত আর যখন তিনি হাসতেন, তার দীপ্তি প্রাচীরে গিয়ে পড়ত।

হযরত বারা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে জিজ্ঞেস করা হল নবি করিম (সাল্লাাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চেহারা মোবারক কি তরবারির ন্যায় চকচকে ছিল? তিনি বললেন, না, বরং চাঁদের মতো (স্নিগ্ধ ও মনোরম) ছিল। [সহীহ বুখারী-৩৩০০]

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বর্ণ ছিল স্বচ্ছ, উজ্জ্বল, ঝকঝকে তার ঘামবিন্দু ছিল যেন মুক্তা। যখন তিনি চলতেন সামনের দিকে ঝুঁকে চলতেন, আমি এমন কোন দিবাজ (এক প্রকার রেশমী বস্ত্র) স্পর্শ করিনি যা রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হস্ত তালু অপেক্ষা অধিক নরম ও কোমল। আমি এমন কোন মেশক আম্বরের ঘ্রাণ নিইনি যা নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দেহের সৌরভ অপেক্ষা অধিক খুশবুদার। প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কথা বলার সময় নূরের ঝলক বের হত মুখ মোবারক দিয়ে। রাত্রিবেলায় যখন হাসতেন তখন সমগ্র ঘর আলোকিত হয়ে যেত।

একবার হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা রাত্রিকালে কাপড় সেলাই করছেন। হাত থেকে সুঁই পড়ে গেল চেরাগও নিভে গেল। ইত্যবসরে নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘরে তশরিফ আনলেন। অন্ধকার দেখে তিনি হেসে দিলেন এতে সারা ঘর আলোকিত হয়ে গেল। সেই আলোতে হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা সুঁই উঠিয়ে নিলেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ আপনার চেহারায় কী অপূর্ব জ্যোতি! তিনি বললেন, আফসোস! ঐ সমস্ত কৃপণদের জন্য যারা কিয়ামতের দিন আমার মুখ দেখবেনা। তিনি বললেন, তারা কারা? নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, মজলিসে বা মাহফিলে যখন আমার নাম নেয়া হয়, আর যে আমার নাম শোনার পর দরূদ শরীফ পড়বেনা।

হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন হুদায়বিয়ায় অবস্থানকালে একদিন সাহাবায়ে কেরাম পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লেন। নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সামনে একটি চামড়ার পাত্রে অল্প পানি ছিল। তিনি অজু করলেন। তাঁর নিকট পানি আছে মনে করে সকলেই তাঁর দিকে ধাবিত হলেন। নবিজী বললেন, তোমাদের কী হয়েছে? তারা বললেন, আপনার সম্মুখস্থ পাত্রে সামান্য পানি ব্যতীত ওযূ ও পান করার মত পানি আমাদের নেই। নবিজী ওই পাত্রে হাত মোবারক রাখলেন তখনই তাঁর হাত থেকে ঝর্ণা ধারার ন্যায় পানি বের হতে লাগল। আমরা সকলেই পানি পান করলাম ও ওযূ করলাম। হাদীসের একজন রাবী (সালিম) বলেন, আমি হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে জিজ্ঞাসা করলাম আপনারা কতজন ছিলেন? তিনি বলেন, আমরা যদি এক লক্ষও হতাম তবুও আমাদের জন্য যথেষ্ট হত, তবে আমরা ছিলাম মাত্র পনেরশ। [সহীহ বুখারী-৩৩২৩]

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, মক্কার কাফেররা রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট মুজিযা দেখানোর জন্য দাবি জানালে তিনি তাদেরকে চাঁদ দ্বিখন্ডিত করে দেখালেন। [সহীহ বুখারী- ৩৩৭৬]

প্রিয় নবীর অতুলনীয় কিছু বৈশিষ্ট্য

উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ একজন মুহাদ্দিস হযরত শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী পবিত্র ক্বোরআনের সূরা আদ-দ্বোহার তাফসীরে প্রিয় নবিজীর কয়েকটি অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা দিয়েছেন। তা হল- ১. রাসুলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সামনে-পিছনে সমান ভাবে দেখতেন। রাতের অন্ধকারেও তিনি দিনের আলোর মতো দেখতে পেতেন। ২. রাসুলে পাকের লালা মুবারক লবণাক্ত পানিকেও সুস্বাদু পানিতে পরিণত করে দিত। ৩. সারাজীবন একবারও তিনি হাই তুলেননি। ৪. তাঁর ঘাম মোবারক মেশক আম্বর হতেও অধিক সুগন্ধিযুক্ত। সহীহ বুখারীতে রয়েছে, হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি আম্বর, কস্তুরি ও অন্য কোন সুগন্ধিকে রাসুলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সুরভী অপেক্ষা অধিক সুবাসিত পায়নি। [সহীহ বুখারী-খন্ড ১, পৃঃ ২৬৪]

৫. নবিজীর রক্ত মোবারক ছিল পবিত্র। ওহুদের যুদ্ধে প্রিয়নবির কপালে লৌহ শলাকা বিদ্ধ হয়। হযরত মালিক বিন সিনান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কপাল মোবারকে চুম্বন করে রক্ত চুষে পান করতে লাগলো। তখন প্রিয় নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, মালিক! তোমার ওপর দোযখের আগুন হারাম হয়ে গেল। কেননা তোমার দেহে নবির রক্ত প্রবেশ করেছে। ৬. নবিজী দুনিয়াতে তশরিফ আনার সাথে সাথে সিজদায় পড়ে ছিলেন। শাহাদাত আঙ্গুলি আসমানের দিকে উত্তোলিত ছিল। ৭. কোন

ব্যক্তি নবিজীর প্রস্রাব-পায়খানা জমিনের উপর দেখতে পায়নি। জমিন ফেটে তা খেয়ে ফেলত। আর ওই স্থান থেকে মেশক আম্বরের খুশবু বের হত। হযরত উম্মে আইমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁর খাদেমা ছিলেন । একদা শীতের রাতে নবিজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পেশাব করে একটি পাত্রে নিয়ে তা খাটিয়ার নিচে রেখে দেন। সকালে উম্মে আইমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু পরিষ্কার করতে এসে, খাটিয়ার নিচে অতি সুগন্ধিযুক্ত পানীয় এর মত কিছু দেখলেন। তিনি শরবত মনে করে তা পান করে ফেলেন। এটা জানতে পেরে রাসুলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এটা পেশাব ছিল। ওই পেশাব পান করার ফলে তাঁর সাতপুরুষ ক্বোরআনের হাফেজ হয়েছিল। ৮. রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দেহ মোবারকের কোন ছায়া ছিল না। তিনি কোন দিন রোদে দাঁড়ালে রোদের কিরণ অপেক্ষা তার কিরণ প্রখর থাকত। তিনি নিজেই ছিলেন নূর। যাকে কোরআনে বলা হয়েছে, "সিরাজাম মুনিরা"। সিরাজুম মুনির হল যা নিজেই আলোকিত এবং অপরকে আলোকিত করতে পারে। সীরাতে হালভীয়ায় বর্ণিত রয়েছে- যখন তিনি রোদে বা চাঁদের আলোতে চলতেন তার কোন ছায়া পড়ত না। কেননা তিনি ছিলেন নূর। ইমাম রাগিব ইস্পাহানি তার মুফরাদাত গ্রন্থে লিখেছেন- রাসুলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নাম গুলোর মধ্যে একটি হলো-নূর। বলা হয়েছে, তার বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য হল, যখন তিনি রোদে যেতেন তার কোন ছায়া দৃষ্টিগোচর হতো না। ৯. শিশুকালে ফেরেশতাগণ তার দোলনা দোলাতেন। দোলনায় থাকাকালে চাঁদ তার সাথে কথা বলত। আঙ্গুল দিয়ে যখন যেদিকে ইশারা করতেন চাঁদ সেদিকে হেলে যেত। ইমাম বায়হাকী হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন-আমি একদিন বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনার নুবুয়াতের একটি আলামত আমাকে আপনার দ্বীন কবুল করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। দোলনায় থাকাকালে আমি আপনাকে দেখেছি যে, আপনি চাঁদের সাথে কথা বলেছেন এবং নিজের আঙ্গুল দিয়ে চাঁদের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। আপনি যেদিকে ইশারা করতেন চাঁদ সে দিকে ঝুঁকে পড়তো। [আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খন্ড ২, পৃঃ-৪৯০]

১০. তিনি পাথরের উপর চলতে গেলে পাথর গলে নরম হয়ে যেত এবং কদম মোবারকের চিহ্ন বসে যেত।

লেখক: সহকারি শিক্ষক (ইসলাম শিক্ষা), চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল, চট্টগ্রাম।

মাসিক তরজুমান
The Monthly Tarjuman

প্রবন্ধ

নূরনবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)'র অনুপম অবয়ব

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মাসুম

আ'লা হযরত বলেন-

সরওয়ার কহোঁ কে মালিক ও মাওলা কহোঁ তুঝে
বা'গে খলীল কা গুলে যে'বা কাহোঁ তুঝে।
আল্লাহ্ নে তেরে জিসমে মুনাওয়ার কি তা'বিশেঁ
আয় জানে জাঁ মাই জা'নে তাজাল্লা কাহোঁ তুঝে।[৬৫]

১. ওহে আমার আক্বা, সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম! আমি কি আপনাকে মহান শাসক ও সরদার বলবো, না মালিক, মুখতার ও দাতা বলবো? নাকি হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর বাগানের সুন্দর গোলাফ ফুল বলবো? আমি তো হতভম্ব! আপনাকে কোন কোন উপাধিতে স্মরণ করবো। আপনাকে তো আপনার রব সবগুণে গুণান্বিত করে তৈরী করেছেন। আপনার সানী (দ্বিতীয়) কেউ না পয়দা হয়েছে, না হবে। আপনি উপমাহীন খোদার অনুপম প্রকাশস্থল। সুতরাং আপনার মতো কেউ কিভাবে হতে পারে?

২. খোদারই শপথ! আপনার মুবারক দেহে ওই নূর ও চমক-দমক রয়েছে, ওহে আমার প্রাণের প্রাণ। আমি আপনাকে নূরানিয়ত ও তাজাল্লীর চলমান রূহ ও যদি বলি, তবে তাতে ক্ষতি কি? কারণ, আপনার নূর আল্লাহর ছায়ারই নূর।

হুযূর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্ তায়ালা সমস্ত উত্তম গুণাবলী দ্বারা সজ্জিত করেছেন এবং সমস্ত দোষত্রুটি থেকে পবিত্র করে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর পবিত্র সত্ত্বার জন্যই সমগ্র জগৎকে সম্মানিত করেছেন এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যের সুবাসে পুরো জগতকে সুবাসিত করে দিয়েছেন। তাঁরই মাঝে রয়েছে ব্যবহারিক জীবনের অনুপম আদর্শ ও উত্তম চরিত্র।[৬৬] তিনি ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় আদর্শের অনন্য মডেল।[৬৭] ইমামে আহলে সুন্নাত শাহ আহমদ রেযা খান রহমাতুল্লাহি আলাইহি কতই সুন্দর বলেছেন:

তেরে খুলক কো হক নে আযীম কাহা,
তেরে খিলক কো হক নে জামিল কিয়া,
কোয়ি তুঝ সা হুয়া হে না হো'গা শাহা,
তেরে খালিকে হুসন ও আদা কি কসম।[৬৮]

১. আপনার চরিত্রকে আল্লাহ্ তা'আলা 'মহান' বলেছেন, আপনার দেহাবয়বকে তিনি সুন্দর বলেছেন।

২. কেউই আপনার মতো না হয়েছে, না হবে, হে উভয় জাহানের বাদশাহ্! আপনার সৌন্দর্যও কর্মের মহান স্রষ্টার ক্বসম করে বলছি!

একবার কিছু অমুসলিম আমিরুল মুমিনিন হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর দরবারে উপস্থিত হলো এবং তাঁকে আরয করলো: হে আবুল হাসান! আপনার চাচার সন্তান (অর্থাৎ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর গুণাবলী বর্ণনা করুন! তখন তিনি বললেন: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব বেশি লম্বা ছিলেন না এবং একেবারে খাটোও ছিলেন না, বরং মধ্যম আকৃতি থেকে একটু লম্বা ছিলেন, মোবারক শরীরের রঙ ছিলো লালচে মিশ্রিত সাদা, চুল মোবারক অনেক বেশি কৃষ্ণবর্ণ ছিলো না, বরং কিছুটা বক্র ছিলো, যা কান পর্যন্ত ছিলো, প্রশস্ত কপাল, সুরমা খচিত চোখ, মুক্তার মতো সাদা দাঁত, খাড়া নাক, ঘাড় খুবই স্বচ্ছ যেনো রূপার পাত্র, যখন হাঁটতেন তখন মজবুতভাবে কদম রাখতেন, যেনো উঁচু স্থান থেকে নামছেন, যখন কারো দিকে মনযোগ দিতেন তখন পরিপূর্ণভাবে মনযোগ দিতেন, যখন দাঁড়াতেন তখন লোকদের চেয়ে উচ্চ মনে হতো এবং যখন বসতেন, তখনও সবার মাঝে অনন্য হতেন, যখন কথা বলতেন, তখন লোকদের মাঝে নিরবতা বিরাজ করতো, যখন খুতবা দিতেন, তখন শ্রবণকারীদের মাঝে ক্রন্দন শুরু হয়ে যেতো, মানুষের প্রতি সবচেয়ে বেশি দয়ালূ ও মেহেরবান, এতিমদের জন্য স্নেহময় পিতার ন্যায়, বিধবাদের জন্য দয়ালূ ও নম্র, সবচেয়ে বেশি বাহাদুর, সবচেয়ে বেশি দানশীল এবং আলোকিত চেহারার মালিক ছিলেন, জুব্বা পরিধান করতেন, যবের রুটি আহার করতেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বালিশ ছিলো চামড়ার,

[৬৫] - হাদায়িকে বখশীশ, ১৭৪ পৃ:
[৬৬] - সূরা আহযাব, আয়াত:২১
[৬৭] - জামে তিরমিযি;শামায়েলে তিরমিযি
[৬৮] - হাদায়েকে বখশিশ

The Monthly Tarjuman

যাতে খেজুরের গাছের আঁশ ভরা ছিলো, খাট ছিলো বাবলা গাছের, যা খেজুরের পাতার রশি দিয়ে বুনানো ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'টি পাগড়ী ছিলো, একটিকে সাহাব আর অপরটিকে উকাব বলা হতো। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রয়োজনীয় বস্তুর মধ্যে তলোয়ার যুলফিকার, উটনী আদ্বাআ, খচ্চর দুলদুল, গাধা ইয়াফুর, ঘোড়া বাহার, ছাগল বরকতা, লাঠি মামশুক এবং পতাকা "লিওয়াউল হামদ" নামে মনোনীত ছিলো। হুযুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটকে স্বয়ং নিজেই বাঁধতেন এবং সেটিকে খাবার দিতেন, কাপড়ে তালি লাগাতেন আর জুতার মেরামতও নিজেই করতেন। পরিপূর্ণ মুবারক আকৃতি বর্ণনা করার পর হযরত মাওলা আলী শেরে খোদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন: আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বে এবং হুযুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর তাঁর মতো আর কাউকে দেখিনি।[৬৯] ইমাম আ'লা হযরত রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

হুসন তেরা সা না দেখা না সুনা কেহতে হে আগলে যামানে ওয়ালে।

অর্থ: আপনার সৌন্দর্যের মতো না দেখা গেছে, তা শোনা গেছে। এ কথা বলে পূর্ববর্তী সময়ের লোকেরা!।

ওহী ধুম উন কি হে মিট গেয়ে আ'প মিটানে ওয়ালে।[৭০]

পূর্ববর্তীদের ওই ধুমধুম নিশ্চিহ্ন হয়েছে। এ নিশ্চিহ্ন হবার কারণ হলো আপনার শুভাগমন।

হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: সাহাবায়ে কিরাম হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো দেখবেনই বা কিভাবে, আল্লাহ্ তায়ালা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ন্যায় তো কাউকে সৃষ্টিই করেননি।[৭১] যেমনিভাবে নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উৎকর্ষময় চরিত্র দ্বিতীয় কারো নেই, তেমনিভাবে সমস্ত পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের মাঝে তাঁর সৌন্দর্য ও লাবণ্যের ন্যায় আর কারো নেই। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্ত্বা সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যের আধার ছিলো, যাঁর দীদারে শুষ্ক ফুলের কলি সতেজ হয়ে উঠে, অন্ধকার অন্তর ঝলমল করতে থাকে, বিষন্ন হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে। রাসূলের প্রত্যেক সাহাবীর এমন আশা ও আকাঙ্ক্ষা থাকতো যে, সর্বদা যেনো প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানী চেহারার যিয়ারত দ্বারা ধন্য হতে থাকে। তাই সাহাবায়ে কিরাম হুযুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানী চেহারার দীদার দ্বারা নিজের চোখকে শীতল করতেন এবং অন্তরকে প্রশান্তি দিতেন আর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারার একটি ঝলক তাঁদের অন্তরের হাজারো সুখের আবেশ ছড়িয়ে দিতো। হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু রাসূলের যিয়ারতের সময় নিজের অবস্থার বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: যখন আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত দ্বারা ধন্য হতাম, তখন অন্তর খুশিতে দুলতে থাকতো এবং আমার চোখ শীতল হয়ে যেতো।[৭২] আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে বেশি সুন্দর আর কাউকে দেখিনি, যেনো মনে হতো যে, সূর্য তাঁর চেহারায় প্রদক্ষিণ করছে।[৭৩] অনুরূপ এক ব্যক্তি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে এক পলকে তাকিয়ে রইলো। নবীজি ইরশাদ করলেন: এভাবে দেখার কারণ কি? আরয করলো: হুযুর! আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গিত! আপনার নূরানী চেহারার যিয়ারত দ্বারা (আমার অন্তর শীতল করছি) উৎফুল্লতা অনুভব করছি।[৭৪] বাস্তবেই প্রিয় মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারক চাঁদের চেয়েও অনেক বেশি সুন্দর। কেননা, চাঁদ শুধু রাতেই চমকায়, আর এই মুবারক চেহারা দিন রাত সর্বদাই চমকায়; চাঁদ শুধু তিনটি রাতেই তার আসল রূপ নিয়ে চমকায়, আর এই চেহারা মুবারক সর্বদাই প্রতিটি দিন প্রতিটি রাত চমকায়; চাঁদ শরীরের উপর চমকায়, আর এই মুবারক চেহারা অন্তরের উপর চমকায়; চাঁদ শরীরকে আলোকিত করে আর এই চেহারা মুবারক ঈমানকে আলোকিত করে; চাঁদ ছোট বড় হয়, আর এই মুবারক চেহারা ছোট হওয়া থেকে নিরাপদ, চাঁদের গ্রহণ লাগে, আর এই চেহারা মুবারকে কখনো গ্রহণ আসে না, চাঁদের সাথে শারীরিক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত, আর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ঈমানের

[৬৯] - জামে তিরমিযী, হাদীস: ৩৬৫৭ ও ৩৬৫৮
[৭০] - হাদায়িকে বখশীশ, ১৬১ পৃ:
[৭১] - মিরাতুল মানাযিহ, ৮/৫৮
[৭২] - মুসনাদের ইমাম আহমদ, হাদীস: ৭৯৩৭
[৭৩] - মিশকাত, হাদীস নং-৫৭৯৫
[৭৪] - শিফা, ২/২০

ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, রাসূলে আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাঁদের চেয়ে বেশি সুন্দর হওয়া শুধু তাঁদের ভক্তিতেই নয়, বরং তা বাস্তবেই এরূপ, চাঁদ দেখে কেউ হাত কাটেনি, হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালামের সৌন্দর্য দেখে মিশরের মহিলারা নিজের হাত কেটে ফেললো এবং হযরত ইউসুফের সৌন্দর্য থেকে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৌন্দর্য অনেক গুণ বেশি। যা দেখে আরবে যুবকেরা আপনার নামেই নিজেদের মাথা কাটিয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত বীর মুজাহিদগণ কাটাবে। ইমাম আ'লা হযরত রহমাতুল্লাহি আলাইহি কতই না চমৎকার বলেছেন-

হুসনে ইউসুফ পে কাটি মিসর মে আঙ্গুশতে যানাঁ
সর কাটাতে হ্যাঁয় তেরে নাম পে মরদানে আরব।[৭৫]

অর্থ: হযরত ইয়ূসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর সৌন্দর্য দেখে মিশরের রমণীদের হাতগুলো কেটেছে, আর আরবের পুরুষরা তাঁর নামের উপর নিজেদের শির কাটায়।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আকৃতির পাশাপাশি চরিত্রেও তাঁর মতো কেউ ছিলো না। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো পরিপূর্ণ উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, শিশু হোক বা বড়, পুরুষ হোক বা মহিলা, বৃদ্ধ হোক বা যুবক, মালিক হোক বা গোলাম সবার সাথেই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ এতোই উন্নত হতো যে, লোকেরা প্রভাবিত হয়ে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা করতো, তাঁর সৎ চরিত্রের প্রতি প্রভাবিত হয়ে অপরিচিতরাও আপনজন মনে করতো। যারা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে দূরে থাকতো তারাও হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাদিক ও আমীন (সত্যবাদী ও আমানতদার) বলতো। অমুসলিম যারা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে লেনদেন করতো, তারাও হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণে প্রভাবিত হয়ে মুসলমান হয়ে যেতো। আর মুসলমান লেনদেনকারীর ঈমান সতেজ হয়ে যেতো এবং তারা তাঁর নামে নিজের প্রাণও উৎসর্গ করে দিতে কুণ্ঠিত হতেন না। যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যের এই অবস্থা, তবে সে পবিত্র সত্ত্বার অবস্থা কিরূপ হবে! কিন্তু আফসোস! যেই মাহবুব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যের আলোচনা শুনার জন্য আমরা মাহফিল সাজাই, নারায়ে রিসালতের শ্লোগানে মুখরিত করি, তবে কি সেই সত্ত্বার বাণীকে ছেড়ে আমরা অমুসলিমদের অনুসরণ করবো? তবে কি সুন্নাতের পোষাক ছেড়ে নিত্য নতুন ফ্যাশনকে অনুসরণ করবো? তবে কি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখের শীতলতা নামাযকে ছেড়ে দেবো? এখনো কি পিতা-মাতার অবাধ্যতা এবং আত্মীয়-স্বজনদের সাথে অসদাচরণ করবো?......এটাই কি রাসূলের প্রতি ভালবাসার দাবি? প্রতিটি মুসলমানের জন্য আল্লাহ্ তায়ালা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করা ওয়াজিব। ইরশাদ হচ্ছে-

واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين

অর্থাৎ আর আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশ পালন করো, যদি ঈমান রাখো'।[৭৬] আর এটাই মুক্তির পথ। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

مَنْ اَطَاعَنِىْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَ مَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ اَبىٰ

অর্থাৎ যে আমার আদেশ মানলো, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং যে আমার অবাধ্যতা করলো, সে অস্বীকারকারী হয়ে গেলো।[৭৭]

কুরআন- হাদীসের আলোকে উপরোক্ত বর্ণনা থেকে বুঝা গেল, রাসূলের আনুগত্য জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যম, মনে রাখবেন! যা থেকে বিরত থাকার আদেশ রয়েছে, তা থেকে বিরত থাকাও আনুগত্য এবং ঐ সকল কাজ সম্পন্ন করা ও আনুগত্য, যা করার আদেশ দেয়া হয়েছে। যেমন; নামায আদায় করা, রোযা পালন করা এবং অন্যান্য নেক কাজ করা আবশ্যক, অনুরূপ মিথ্যা, গীবত, চুগলী ইত্যাদি গুনাহ থেকে বিরত থাকাও আবশ্যক। তাই মহাকবি আল্লামা ড. মুহাম্মদ ইকবাল বলেন-

দরদিলে মুসলিম মক্বামে মুস্তফা আস্ত
আবরু-এ মা যে নামে মুস্তফা আস্ত

অর্থ: মুসলমানের হৃদয়ে হুযুর মোস্তফার উচ্চ মর্যাদা রয়েছে। আমাদের মান-সম্মান তো হুযূর মোস্তফার নাম মুবারক থেকেই।

কিন্তু আফসোস! আজকাল অনেকে মুসলমান শুধুমাত্র নামেই রয়ে গিয়েছে, না চরিত্রে ইসলামের কোন চিহ্ন দেখা যায়, না আচার আচরণে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচার-আচরণের কোন ঝলক দেখা যায় না!

[৭৫] - হাদায়িকে বখশীশ, ৫৭ পৃ.

[৭৬] - সূরা আনফাল, আয়াত :১

[৭৭] - সহিহ বুখারী, হাদীস: ৭২৮০

মাসিক তরজুমান The Monthly Tarjuman

প্রবন্ধ

দূর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, গুনাহে একে অপরকে সাহায্য তো করে থাকে কিন্তু নেকীর কাজে অভিশপ্ত শয়তান প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে দেয়, ঝগড়া-বিবাদ প্রসারিত হচ্ছে, সুন্নাতকে উপহাস করা হচ্ছে, না বাবা-ছেলের মাঝে সম্মানের তারতম্য রয়েছে, না মা-মেয়ের মাঝে সম্মান রয়েছে। যেদিকেই তাকাই চারিদিকে আমলহীনতা, বিপদগামীতা এবং সুন্নাতের বিরোধীতার হৃদয় জ্বালানো দৃশ্য।

মনে রাখবেন! একদিন মৃত্যু আমাদের জীবনের সম্পর্ককে শেষ করে কবরে শুইয়ে দেবে। অতঃপর হাশরের দিনে আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে দাঁড়িয়ে হিসাব দিতে হবে। প্রশ্ন করা হবেঃ জীবনকে কি কাজে ব্যয় করেছো? যৌবনকে কি কাজে ব্যয় করেছো? বিশেষকরে আমার যুবক ইসলামী ভাইয়েরা! সেই সময় আমরা প্রতিপালকের দরবারে কি উত্তর দেবো, হে মালিক! আমি আমার যৌবনকে গলি, পাড়া-মহল্লায় অযথা বৈঠকে অতিবাহিত করেদিয়েছি বা সারা রাত স্যোশাল মিডিয়ায় অহেতুক কাজে লিপ্ত থেকে নষ্ট করে দিয়েছি। (নাউজুবিল্লাহ) একটু ভাবুন! যদি এই মন্দ কাজের কারণে কিয়ামতের দিন রাসূলে আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন চেহারা মোবারক ফিরিয়ে নেন, তবে কে আমাদের অসহায় অবস্থার সাথী হবে? নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া কার শাফায়াতের ভিক্ষা প্রার্থনা করবো? পক্ষান্তরে যে যুবক নিজের যৌবনকে ইবাদত ও রিয়াযতে অতিবাহিত করে, নিজের যৌবনে কোরআনুল করিম তিলাওয়াত করে, নিজের যৌবন সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে বাধা প্রদানে অতিবাহিত করে, নিজের যৌবনে বৃদ্ধ মাতা-পিতার খেদমত করে, তবে এমন সৌভাগ্যবানকে আল্লাহ্ তায়ালার দরবার থেকে দয়া ও নেয়ামত প্রদান করা হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যে জীবন অতিবাহিত করার মাধ্যমে কিয়ামত দিবসে সমস্ত হাশরবাসীর সামনে অপমানিত হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করার তৌফিক দান করুক। আমিন বিজাহিন নবিয়্যিল আমিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

লেখকঃ আরবী প্রভাষক, রাণীরহাট আল-আমিন হামেদিয়া ফাযিল মাদরাসা, চট্টগ্রাম
খতিব, রাজানগর রাণীরহাট ডিগ্রি কলেজ মসজিদ, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।

The Monthly Tarjuman

প্রবন্ধ

রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র প্রতি কটূক্তির জবাব দেন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা

মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস আলকাদেরী

রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং তাঁর রাসূলের প্রশংসা করেন বিধায় তাঁর নাম হলো মুহাম্মদ (অতি প্রশংসিত)। আল্লামা সৈয়দ আযিযুল হক শেরে বাংলা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন-

هم قران بتوصيف محمد براو نازل چه
گوئم وصف احمد

"মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর নাযিলকৃত সম্পূর্ণ ক্বোরআন তাঁরই গুণাবলীতে ভরপুর। তাই আমি (আযিযুল হক) সে আহমদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র কী গুণ-প্রশংসা বর্ণনা করব।"

মুফতি আমিমুল ইহসান রাহমাতুল্লাহি আলায়হি التنویر فی اصول التفسیر কিতাবে ক্বোরআনুল করিমের আয়াত সমূহকে পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন। যথা-

১. ایات الاحکام (বিধি-বিধানের আয়াত)

২. ایات المخاصمة (কটূক্তি খন্ডনের আয়াত)

৩. ایات التذکیر بایام الله (আল্লাহ্ ত'আলার বিশেষ বিশেষ দিবস সমূহ স্মরণ কয়ে দেয়ার আয়াত)

৪. ایات التذکیر بالای الله (আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ নেয়ামত সমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়ার আয়াত)

৫. ایات التذکیر بما بعد الموت (মৃত্যুর পর যা হবে তা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার আয়াত)

ক্বোরআনুল করিমের সূরা আলে ইমরানের ৭নম্বর আয়াত- هوا الذى انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن امُّ الكتاب واخر متشابهات-

এর বর্ণনা মতে ক্বোরআনুল করিমের আয়াত সমূহ দু'প্রকার। যথা ১- ایات محکمات যা আল্লাহ্র কিতাবের মূল আহকামের ক্ষেত্রে যার উপর নির্ভর করা যায়। ২. ایات متشابهات যেগুলোর অর্থ বুঝা যায় না। যেমন অনেক সূরার শুরুতে থাকা خروف مقطعات (বিচ্ছিন্ন হরফ সমূহ)।

এ ছাড়াও ক্বোরআনুল করিমের আরো দু'প্রকার আয়াত রয়েছে। যেমন ১. ایات القصص (গল্পের আয়াত), ২. ایات الامثال (উপমার আয়াত)।

প্রথম পাঁচ প্রকারের দ্বিতীয় প্রকার আয়াত হলো ایات المخاصمة (কটূক্তি খন্ডনের আয়াত)। মুফতি আমিমুল ইহসান রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, যখনই কোন পথভ্রষ্ট দল ইহুদি কিংবা খ্রিস্টান কিংবা মুশরিক কিংবা কাফির কিংবা মুনাফিক আল্লাহ্ তা'আলার শানে, রাসূল-নবীগণের শানে, বিশেষ করে আমাদের নবীজীর শানে, পরকালের ব্যাপারে, সাহাবায়ে কেরামের শানে, কোন কটূক্তি, মিথ্যাচার করেছে তখনই আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত নাযিল করে সে কটূক্তি ও মিথ্যাচারের খন্ডন করেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র প্রতি কাফির, মুনাফিকদের কৃত কটূক্তির জবাবে পবিত্র ক্বোরআনের যেসব আয়াত নাযিল হয়েছে তা আলোচনার প্রয়াস পাব ইন্শাআল্লাহ।

لَسْتَ مُرْسَلًا (তুমি রাসূল নও)

আল্লামা জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল মহল্লী আশ্শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি 'সূরা ইয়াসিন'-এর প্রথম চার আয়াতের শানে নুযূল বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন- رَدٌّ لِقول الكفار لَسْتَ مُرْسَلًا অর্থাৎ এ আয়াত يسٓ- والقران الحكيم انك لمرسلين على صراط مستقيم নাযিল করেছেন কাফিরদের কটূক্তি لَسْتَ مُرْسَلًا (তুমি রাসূল নও) এর খন্ডন করার জন্য। অর্থাৎ মক্কার কাফিররা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলেছিল لَسْتَ مُرْسَلًا (তুমি রাসূল নও)। তাদের এ কথাকে খন্ডন করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ক্বোরআনুল করিমের শপথ সহ চারটি তাগিদ দিয়ে বলেন, হে মানব জাতির শ্রেষ্ঠ! ক্বোরআনুল হাকিমের শপথ, নিশ্চয় আপনি একজন রাসূল। আপনি সিরাতুল মুস্তাকিম তথা আপনার পূর্ববর্তী নবীগণের পথ তাওহিদ ও হেদায়তের উপর আছেন।

انه لمجنون (নিশ্চয় সে পাগল)

আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি সূরা নূন (সূরা কলম)'র প্রথম চার আয়াত-

نٓ والقلم وما يَسْطُرُوْنَ- مَا اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بمجنون وان لك لاجرًا غير ممنون وانك لعلى خُلُقٍ عظيم-

-এর শানে নুযূলে তাফসীরে জালালাইনে লিখেন, কাফিরদের কটূক্তি 'নিশ্চয় সে পাগল' প্রত্যাখ্যান ও খন্ডন

করা। অর্থাৎ মক্কার কাফিররা আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলেছিল انه لمجنون (নিশ্চয় সে পাগল) আল্লাহ্ তা'আলা সাথে সাথে তাদের এ জঘন্য কটূক্তি ও মিথ্যাচার খন্ডন করেছেন। আল্লাহ্ বলেন, "নূন, ক্বলম ও তাঁরা (ফেরেশতাগণ) যা লিখেন সেগুলোর শপথ, আপনি (হে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আপনার প্রভুর নেয়ামত তথা নবূয়ত, রেসালত ইত্যাদি দানের মাধ্যমে পাগল নন। নিশ্চয় আপনার জন্য এমন প্রতিদান রয়েছে যা নিঃশেষ হবে না। নিশ্চয়-ই আপনি মহান চরিত্রের উপর আছেন।" অর্থাৎ এ আয়াতগুলোর মাধ্যমে কাফিরদের কটূক্তি-মিথ্যাচার প্রত্যাখ্যান করেছেন। বলেছেন যাঁকে তিনি (আল্লাহ্) নবূয়ত এবং রিসালতের মতো সর্বোচ্চ নেয়ামত ও মর্যাদা দান করেছেন তিনি পাগল হতে পারেন না। কেননা কোন উম্মাদকে আল্লাহ্ তা'আলা নবূয়ত দান করেননি। বরং যাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা নবূয়ত ও রিসালতের মতো নেয়ামত দান করেরেছন তাঁদেরকে সর্বোচ্চ বুদ্ধিমত্তা দিয়েছেন। তাঁরা প্রত্যুতপন্নমতি তথা উপস্থিত বুদ্ধির অধিকারী। মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তাফসীরে নঈমীতে বলেন, যে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে পাগল বলেছিল, সে হলো ওয়ালিদ ইবনে মুগিরা নামক কাফির। রাসূলে পাকের শানে এ বেয়াদবি করার কারণে উক্ত সূরা নূ-ন (ক্বলমে দশম নম্বরে তাকে জারজ সন্তান বলেছেন) সে কাফিরের দশটি অভ্যন্তরিন দোষ তুলে ধরেছেন। জারজ সন্তান হওয়াটা কেউ জানত না। নবীজীর শানে বেয়াদবি করার কারণে তার এ দোষ ক্বোরআনে পাকের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে আল্লাহ্ তা'আলা জানিয়ে দিয়েছেন।

تَبًّالك يا محمّد (হে মুহাম্মদ তুমি ধ্বংস হয়ে যাও)।

তাফসীরে জালালাইনে ও আসাহ্হুস সিয়র কিতাবের বর্ণনা মতে যখন اَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الاقربين (আপনি আপনার নিকটতম লোকদের জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করুন) নাযিল হলো, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম উপলব্ধি করলেন যে, এখন আর গোপনে নয় বরং প্রকাশ্যে ঈমানের দাওয়াত দিতে হবে এবং জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন করতে হবে। তাই তৎকালীন নিয়মানুযায়ী নবূয়ত প্রকাশিত হওয়ার তিন বছর পর সাফা পাহাড়ে আরোহন করে নবীজি (اَلنَّجَاءُ اَلنَّجَاءُ) (মুক্তি হাসিল কর, মুক্তি হাসিল কর) বলে আহ্বান করলেন। এতে কুরাইশ লোকেরা অবশ্যই বিশ্বাস করলো যে, মুহাম্মদ নিশ্চয় বিপদের কথা বলার জন্য আমাদেরকে ডাকছেন। তারা সাফা পাহাড়ের পাদদেশে একত্রিত হলো, তখন নবীজি বললেন-

انى نذير لكم بنى يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ-

(অবশ্যই আমি তোমাদেরকে ভবিষ্যত প্রবল আযাবের ভীতি প্রদর্শনকারী) তখন নবীজীর চাচা আবু লাহাব বললো- تَبًّالك الهذا دعوتنا (হে মুহাম্মদ! তুমি ধ্বংস হও, এজন্যই কি আমাদেরকে ডেকেছো?) তখন আল্লাহ্ তা'আলা আবু লাহাবের সে কটূক্তি খন্ডন করার জন্য নাযিল করলেন- تَبَّتْ يَدَا اَبِىْ لَهَبٍ আবু লাহাবের দু'হাত তথা আপাদমস্তক ধ্বংস হউক।

ان محمّدًا قاله من عند نفسه (নিশ্চয় মুহাম্মদ ক্বোরআনকে নিজের পক্ষ হতে বলেছে)

জালাল উদ্দীন সুয়ূতী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ক্বোরআনে পাকের আয়াত-

وان كنتم فى ريب ممّا نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء كم من دون الله ان كنتم صادقين---

এর শানে নুযূলে লিখেছেন, মদীনার কাফিররা বলেছিল যে, ان محمّدًا قاله من عند نفسه অর্থাৎ এ ক্বোরআনকে মুহাম্মদ নিজের পক্ষ হতে রচনা করে বলেছে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা উপরিউক্ত আয়াতটি নাযিল করে বলেছেন, "তোমরা যদি এ ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে হও যা আমি আমার বিশেষ বান্দা (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের) উপর নাযিল করেছি, তাহলে তোমরা এটার অনুরূপ একটি ছোট সূরা রচনা করে আন এবং তোমাদের মূর্তি যাদের তোমরা ইবাদত কর আল্লাহ্কে ত্যাগ করে ডাক তোমাদের সাহায্য করার জন্য, যদি তোমরা (তোমাদের মিথ্যা উক্তি- নিশ্চয় ক্বোরআন মুহাম্মদ-এর নিজের পক্ষ হতে) সঠিক হয়ে থাকে।"

(هيهات هيهات من اين لمحمد ملك فارس والرّوم) অসম্ভব, অসম্ভব, মুহাম্মদের জন্য পারস্য এবং রোম রাজ্য দুটি কোত্থেকে হবে?

সদরুল আফাযিল আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি খাযাইনুল ইরফান তাফসীর গ্রন্থে লিখেছেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা

মাসিক তরজুমান The Monthly Tarjuman

আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন স্বীয় উম্মতকে পারস্য ও রোম সাম্রাজ্য দু'টি বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিলেন, তখন মুনাফিকরা বলল, (هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ اَيْنَ لمحمد مُلْكُ فارس والرّوم) অর্থাৎ অসম্ভব, অসম্ভব, মুহাম্মদের জন্য পারস্য এবং রোম রাজ্য দু'টি কোত্থেকে বিজয় হবে? তখন আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করে মুনাফিকদের কটূক্তির জবাব দেন -

قل اللهمّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُوتِىْ الملك مَنْ تَشَاءُ وتَنْزِعُ الملك ممن تَشَاءُ وتُعِزُّ من تشاء وتُذِلُّ من تشاء بيدك الخير انّك على كلّ شئ قَدِيْر-

এবং বলেন, হে রাসূল! আপনি বলুন, হে আল্লাহ্! আপনি সকল রাজ্যের রাজা। নির্দিষ্ট রাজ্য আপনি যাকে চান তাকে দান করেন। নির্দিষ্ট রাজ্য যার থেকে চান তার থেকে কেড়ে নেন, যাকে চান তাকে সম্মান দান করেন এবং যাকে চান, তাকে অপমানিত করেন। আপনার হাতে সকল কল্যাণ। নিশ্চয় আপনি সর্বশক্তিমান।

নবীজীকে ধোকা দেওয়ার অপকৌশল অবলম্বন, আল্লাহ্ তা'আলাকে ধোকা দেওয়ার শামিল

মুনাফিকরা নবীজীর নিকট গিয়ে বলে, امنّا بالله وباليوم الاخر (আমরা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি) সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলা নবীজীকে জানিয়ে দেন وماهم بمؤمنين (তারা ঈমানদার নয়)। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون اِلَّا أنفسهم وما يشعرون-

"তারা (মুনাফিকরা) আল্লাহ্ তা'আলা ও ঈমানদারদেরকে ধোকা দিতে চায়, তবে তারা নিজদেরকেই ধোকা দেয় আর তারা তা বুঝতে পারে না।" মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এ আয়াতের তাফসীরে লিখেনে- يخادعون الله মানে يخادعون الرسول অর্থাৎ মুনাফিকরা আল্লাহ্ তা'আলাকে নয় বরং রাসূলে পাককে ধোকা দিতে চায়। কেননা ধোকা দেওয়ার জন্য প্রকাশ্যরূপে সামনে পেতে হয়। আল্লাহ্ তা'আলাকে তো প্রকাশ্য রূপে সামনে পাওয়া সম্ভব নয়। কেননা তিনি অদৃশ্য। অতএব, এখানে يخادعون الله মানে يخادعون الرسول অর্থাৎ মুনাফিকরা রাসূলে পাককে প্রকাশ্য রূপে সামনে পেয়ে امنا بالله وباليوم الاخر (আমরা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি) একথাটি মুখে বলে (অন্তরে কুফরকে গোপন রেখে) রাসূলে পাককে ধোকা দিতে চায়। তবে আল্লাহ্ তা'আলা يخادعون الرسول না বলে يخادعون الله বলে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, রাসূলে পাককে ধোকা দেওয়ার অপচেষ্টা আল্লাহ্ তা'আলাকে ধোকা দেওয়ার শামিল। রাসূলকে কষ্ট দেওয়া স্বয়ং আল্লাহ্কে কষ্ট দেওয়া। রাসূলকে খুশি করা স্বয়ং আল্লাহকে খুশি করা।

أن كان ابن عمتك فتلوّن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم

আপনার ফুফাত ভাই হওয়ার সুবাধে রায় তার পক্ষে হলো। তাফসীরে ইবনে কাসির এর বর্ণনা মতে, ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি সনদসহকারে হাদীস বর্ণনা করেন যে, পাহাড় হতে আসা পানি গ্রহণ করার ব্যাপারে রাসূলে পাকের ফুফাত ভাই হযরত যুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এবং আনসারীর মধ্যে ঝগড়া হলো। মামলাটা রাসূলে পাকের নিকট আসলে রাসূলে পাক বলেন, اسق يازبير ثم ارسل الماء الى جارك হে যুবাইর তুমি প্রথমে তোমার বাগানে পানি দাও। এরপর তোমার প্রতিবেশীর বাগানের দিকে পানি ছেড়ে দাও। আনসারী বললো হে আল্লাহর রাসূল যুবাইর আপনার ফুফাত ভাই (সে কারণে তার পক্ষে রায় হলো) তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম রাগে রঙ্গিন হয়ে গেল। তখন সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলা সূরা নিসার ৬৫ নম্বর আয়াত-

فلا وربّك لايُؤمنون حتّى يُحكموك فيما شَجَرَ بينهم ثم لا يجدوا وافى أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلّموا تسليمًا-

নাযিল করলেন এবং আয়াতে বললেন, "সুতরাং হে মাহবুব! আপনার প্রভুর শপথ, তারা ততক্ষণ মু'মিন হবে না, যথক্ষণ তারা আপনাকে তাদের পরস্পরের ঝগড়ার ক্ষেত্রে বিচারক মানবে না। অতঃপর যা আপনি নির্দেশ দেবেন তা তাদের অন্তর সমূহে কোন দ্বিধা ব্যাতীত সর্বান্তঃকরণে মেনে নেবে না।" আনসারীর মুখ হতে (যুবাইর আপনার ফুফাত ভাই) এ কটূক্তি বের হওয়ার কারণে উপরিউক্ত আয়াত নাযিল করে এর জবাব দিলেন। এবং বললেন, রাসূলে পাককে বিচারক না মানলে, এবং তাঁর রায় মানার ব্যাপারে দ্বিধা থাকলে ঈমানদার হতে পারবে না, যা শপথ করে দৃঢ়ভাবে বললেন।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের ফায়সালা না মানার পরিণাম

সূরা নিসার ৬০ নম্বর আয়াতের শানে নুযূল স্বরূপ আল্লামা নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বর্ণনা করেন যে, বিশর নামক একজন মুনাফিক এবং একজন

ইহুদীর মধ্যে ঝড়গা হলো। এর মীমাংসার জন্য ইহুদি বললো, চলো আমরা সৈয়্যদে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট যাই। ওই মুনাফিক ঈমানের দাবী করা সত্ত্বেও বললো, চলো আমরা কা'ব বিন আশরাফ ইহুদির নিকট যাই। পরিশেষে সে বাধ্য হয়ে রাসূলে পাকের কাছে গেল। কিন্তু রসূলে পাকের ফায়সালা তার অনুকূলে না হলে সে বললো, আমরা সঠিক ফায়সালার জন্য হযরত ওমরের কাছে যাই। উভয়ে হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নিকট পুন ফায়সালার জন্য গেল। ইহুদি বলেন, আমাদের দু'জনের মামলার ফায়সালা সৈয়্যদে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম করে দিয়েছেন। কিন্তু এ লোকটি (মুনাফিক) সে ফায়সালা না মেনে আপনার কাছে পুনঃ ফায়সালার জন্য এসেছে। এ কথা শুনে হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, হ্যাঁ এক্ষুণি আমি ফায়সালা করে দিচ্ছি এ কথা বলে ঘরের ভেতর প্রবেশ করে একটি তরবারী নিয়ে আসলেন এবং তা দ্বারা মুনাফিককে কতল করে ফেললেন এবং বললেন, যে "আল্লাহ্ তা'আলা এবং রাসূলে পাকের ফায়সালা না মেনে আমার কাছে ফায়সালা জন্য আসবে তার ফায়সালা এটাই। এ বিষয়কে কেন্দ্র করে আল্লাহ্ তা'আলা সূরা নিসার ৬০, ৬১ ও ৬২ নম্বর আয়াত নাযিল করেন।

انُؤْمِنُ كما امن السفهاء আমরা কি ঈমান আনব, যেভাবে বোকারা ঈমান এনেছে?

হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি সূরা বাকারার ১৩ নম্বর আয়াতের তাফসীরে বলেন, যখন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কাফিরদেরকে বলেন, 'তোমরা ঈমান আন, যেভাবে সাহাবায়ে কেরাম ঈমান এনেছেন। তখন তারা বললো, আমরা কি ঈমান আনব যেমন বোকারা ঈমান এনেছে। (আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ কথার উত্তরে বলেন), "শুন, নিশ্চয় তারাই বোকা। কিন্তু তারা তা বুঝতে পারছে না।" উপরিউক্ত আয়াতে কাফিররা সাহাবায়ে কেরামকে বোকা ও নির্বোধ বলেছে। কেননা তাদের মতে যারা পরকালের বাকির আশায় নগদকে ছেড়ে দেয়- তারা নির্বোধ। আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের এ কটূক্তি প্রত্যাখ্যান ও খন্ডন করে বলেন-

الا انّهم هم السفهاء ولكن لايعلمون-

শাহ্ অলি উল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি স্বীয় রচিত الفوز الكبير فى اصول التفسير কিতাবে লিখেছেন যে, কোরআনুল করিম নাযিলের সময় এবং এর পূর্বে পৃথিবীর জমিনে পাঁচটি পথভ্রষ্ট দল ছিল। যথা- ১. ইহুদি, ২. নাসারা, ৩. মুশরিক, ৪. কাফির এবং ৫. মুনাফিক। তবে একটি হেদায়ত প্রাপ্ত দল ছিল সেটা হলো হানিফ। এ দলকে মুয়াহ্হিদও বলা হতো। অর্থাৎ যাঁরা সকল বাতিল মতবাদ ও ধর্ম হতে মুখ ফিরিয়ে সত্য ধর্মমুখী ছিলেন এবং এক আল্লাহকে বিশ্বাস করতেন। কোন ধরনের মূর্তিপূজা করতেন না। প্রথম পাঁচটি (পথভ্রষ্ট দল) এর কটূক্তি, মিথ্যাচার, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন উক্তি, অসত্য মনগড়া উক্তি এবং অপবাদ ও অশালীন আচরণ করেছে সেগুলোর খন্ডনে আল্লাহ্ তা'আলা সাথে সাথে নাযিল করেছেন জিবরাঈল আলায়হিস্ সালামের মাধ্যমে ও তাঁর তেলাওয়াতে যাকে ওহিয়ে মতলু (পঠিত ওহি) বলা হয়। আবার মাধ্যম ছাড়া সরাসরি রাসূলে পাকের অন্তরে ওহি ঢেলে দিয়েছেন যাকে ওহিয়ে গায়রে মতলু (অপঠিত) বলা হয়। এ ওহিয়ে গায়রে মতলু তথা হাদিসে পাকের মাধ্যমেও রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ফেরকায়ে দ্বোয়াল্লার (পথভ্রষ্টদের) কটূক্তির জবাব দিয়েছেন। যে আয়াত সমূহের মাধ্যমে আল্লাহ্ উপরিউক্ত পাঁচটি বাতিল ফেরকার সাথে মোনাযারা করে তাদেরকে পরাজিত করে দিয়েছেন।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম।

The Monthly Tarjuman

প্রবন্ধ

জীবনকে গড়ে তোলা

মুহাম্মদ ওহীদুল আলম

মানুষকে সর্বোত্তম গঠনে সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু তার সৃষ্টি তুচ্ছ পদার্থ থেকে। তাই তার মাঝে একদিকে লুকিয়ে আছে অপার সম্ভাবনা অন্যদিকে পদস্খলনের আশঙ্কা। অপূর্ণতার একটা বোধ তার মাঝে সবসময় জাগ্রত থাকে। ফলে পূর্ণতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা তার মাঝে প্রবল। একটা অতৃপ্তি, কিছু একটা না পাওয়ার বঞ্চনাবোধ তার মাঝে সবসময় ক্রিয়াশীল। এ অতৃপ্তি, এ বঞ্চনাবোধ তার কর্মপ্রেরণার যেমন উৎস হতে পারে, তেমনি হতে পারে হতাশার উপকরণ। ইতিবাচকতা ও নেতিবাচকতার টানাপোড়েনে সে সব সময় দোদুল্যমান। মানুষ সম্পর্কে তাই শেষ কথা বলা যায় না। তা থেকেই বোধ হয় প্রবাদসম এ বাক্যের সৃষ্টি হয়েছে: শেষ ভালো যার সব ভালো তার।

আমাদের জীবনের সফল পরিণতি ঘটুক এটা আমরা সবাই চাই। কিন্তু এ পরিণতিকে সম্পদ, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির মাপকাঠিতে পরিমাপ করা ঠিক নয়। বস্তুগত সম্পদ, বেপরোয়া ক্ষমতা ও দাম্ভিক প্রতিপত্তি অনেক সময় বিপর্যয় ডেকে নিয়ে আসে। আমাদের পরিণতি ভালো কিংবা মন্দ তা নির্ণয় করতে হলে আমরা কতোটুকু সত্যের পক্ষে আছি, কতোটুকু ন্যায়ের পক্ষে আছি, কতোটুকু কল্যাণের পক্ষে আছি তা খতিয়ে দেখতে হবে। মানুষের জীবনে সত্যের বিপরীতে মিথ্যা আছে, ন্যায়ের বিপক্ষে অন্যায় আছে, কল্যাণের বিপরীতে অকল্যাণ আছে। সত্যের রূপ একটাই, মিথ্যা বহুরূপী। ন্যায়ের স্বরূপ সুনির্দিষ্ট, অন্যায়ের স্বরূপ বিচিত্র ও বহুমুখী। কল্যাণের কেন্দ্রবিন্দু একটাই, অকল্যাণের পরিধি স্ফীত ও বিস্তৃত। সত্য থেকে মিথ্যা পৃথক হয়েছে, ন্যায় থেকে অন্যায়, কল্যাণ থেকে অকল্যাণ। এজন্য সত্যকে গ্রহণ, ন্যায়কে ধারণ ও কল্যাণকে অবলম্বনের জন্য মানুষের প্রতি আহ্বান আছে, জবরদস্তি নেই।

এ জবরদস্তি না থাকার মানে এ নয় যে, সত্য, ন্যায় কিংবা কল্যাণ মানুষের জীবনে অপরিহার্য কিংবা প্রয়োজনীয় কোনো অনুষঙ্গ নয়। নিজের স্বাধীনতাকে মর্যাদা দেয়ার জন্য, নিজের মহত্বকে উচ্চে ধারণ করার জন্য, নিজের সর্বোত্তম গঠনের প্রতি সর্বাত্মক সুবিচার করার জন্য সত্যের প্রতি প্রীতি, ন্যায়ের প্রতি পক্ষপাত ও কল্যাণের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শনে মানুষ স্বভাবগতভাবে দায়বদ্ধ। কিন্তু মানুষ এ দায়বদ্ধতার কথা অনেক সময় ভুলে যায়। সে দায়কে একপাশে সরিয়ে রেখে নির্দায়কে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করে, পোষণ করে সত্যের প্রতি বিরাগ, অন্যায়ের প্রতি আকর্ষণ, কল্যাণের প্রতি অনীহা। নিষিদ্ধ বস্তু অনেক সময় তার কাছে উপাদেয় মনে হয়, সে প্রলুব্ধ হয় মিথ্যার আপাতত ঝলমলে রূপের প্রতি। কিন্তু চকচক করলেই তো আর সোনা হয় না। সে কথা বুঝেও হিরে ফেলে অনেক মানুষ অবস্থা ও অবস্থানগত কারণে জহরের দিকে ছোটে, কাঞ্চনকে পায়ে দলে হাতে তুলে নেয় কাঁচ।

এভাবে সে নিজেকে করে অপমান, বেছে নেয় আত্ম অবমাননার পথ। আত্মোন্নয়নের যৌক্তিক দাবিকে পাশ কাটিয়ে সে করে আত্মহনন। নিজেই ডেকে আনে নিজের সর্বনাশ। সর্বনাশা এ আত্মহনন প্রবণতাকে প্রতিরোধ করার জন্য পৃথিবীতে ইসলামের আবির্ভাব। এ আবির্ভাব নূতনতর কোনো ঘটনা নয়। পৃথিবীতে প্রথম মানুষের (হযরত আদম আলাইহিস সালাম) আবির্ভাবের সাথেই ইসলামের আগমন। কারণ তিনি শুধু প্রথম মানুষই নন প্রথম নবীও। ইসলামই আল্লাহর মনোনীত দ্বীন। মানুষের জন্য স্বভাব ধর্ম। তারই ধারাবাহিকতায় যুগে যুগে আবির্ভূত নবী রাসূলগণ (তাঁদের সবার ওপর বর্ষিত হোক আল্লাহর অপার শান্তি ও করুণা) ইসলামের বাণী প্রচার করে গেছেন। সে বাণীর কেন্দ্রবিন্দু নিরঙ্কুশ ও নির্ভেজাল তওহীদ। মানুষসহ সমগ্র সৃষ্টির এক ও একক স্রষ্টা একজন- আল্লাহ রব্বুল আলামীন জগৎসমূহের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও মালিক। তিনি ছাড়া অন্য কোনো প্রভু নেই। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। মানুষ শুধু তাঁরই ইবাদত করবে। বাকী সৃষ্টি করবে মানুষের খেদমত। কালের প্রবাহে মানুষ চিন্তায় ও কর্মে ভুল পথে হয়েছে ধাবিত। তওহীদকে আঁকড়ে ধরার পরিবর্তে সে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছে অসংখ্য দেবতা। তাদের বেদিতে দিয়েছে অর্ঘ্য, করেছে তাদের পূজো। তাদেরকে ভেবেছে ও মেনেছে জীবনের নিয়ন্তা। কিন্তু তার অবচেতন মনে সবার অলক্ষ্যে রয়ে গেছে এক আল্লাহর ধারণা। তারা আল্লাহ্‌কে বিভাজন

The Monthly Tarjuman

করে বানিয়েছে আল্-লাত (আলোকিত চাঁদ) , আল-মানাত (অমাবস্যার চাঁদ), আল উজ্জা (আলো ও আঁধারের সমন্বয়) । অন্যদিকে বানিয়েছে বানাতুল্লাহ (আল্লাহর কন্যা) ইত্যাদি সহ আরও অসংখ্য দেবদেবী। অথচ তারা কিছু সৃষ্টি করেনি (বরং নিজেরাই সৃষ্ট)। তারা না দিতে পারে মানুষের প্রার্থনার কোনো জবাব, না করতে পারে কারো ইচ্ছাপূরণ। পূজারির কল্যাণ কিংবা অকল্যাণ করার সাধ্যও তাদের নেই। তাদের গায়ে কোনো মাছি বসলে তাও তাড়ানোর ক্ষমতা রাখে না তারা। এমনকি, মানুষ বুঝে না বুঝে, কিংবা অন্যের দেখাদেখি যে নজরানা তাদের পেশ করে তা থেকে কোনো মাছি যদি কিছু নিয়ে যায় তা তারা উদ্ধার করতেও পারে না। এভাবে মানুষ একমাত্র রবকে ভুলে হয়ে পড়েছে দৃশ্য অদৃশ্য অসংখ্য কৃত্রিম প্রভুর দাস। এর চেয়ে আত্ম অবমাননা আর কী হতে পারে? এ আত্মঅবমাননার অন্য নাম জুলুম। তওহীদকে বর্জন করাই সবচেয়ে বড় জুলুম। জুলুমের পরিণতি ধ্বংস।

মানুষ নিজের ধ্বংস চায় না। ইসলামের অভিপ্রায়ও একই। সে মানুষের ধ্বংস চায় না। চায় মানুষের মুক্তি। ইসলাম তাই মানুষের স্বভাবধর্ম। একে ফিৎরত তথা প্রকৃতির ধর্ম বলা হয়। সমগ্র সৃষ্টিই ফিৎরতের অন্তর্গত। ফিৎরতকে অস্তিত্বে এনেছেন যিনি তাঁর নাম কুদরত। ফিৎরত কুদরতের বন্দনা করে। মানুষ ফিৎরতকে জয় করতে পারে না। তাকে জানতে পারে। আবিষ্কার করতে পারে তার নিয়ম, তার গতিবিধি। ইসলামে সৃষ্টি নিয়ে মানুষকে গভীরভাবে অনুশীলন, চিন্তাভাবনা ও গবেষণা করতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। যাতে সে তাকে নিজ প্রয়োজনে ও কল্যাণে ব্যবহার করতে পারে। ফিৎরতকে চর্চা করতে হলে কুদরতের বন্দনা করতে হয়। মানতে হয় তাঁর নির্দেশনা। নতুবা সে প্রকৃতির নিয়ম আবিষ্কার ও তাকে জানতে গিয়ে ফ্র্যাংকেনস্টাইন সৃষ্টি করতে পারে। তখন প্রকৃতির কল্যাণকর ব্যবহার করতে পারে না। মানুষের হাতে এখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিশাল ভান্ডার। কিন্তু এতে মানুষের ব্যক্তিগত আরাম আয়েশ বাড়লেও সমষ্টিগত শঙ্কা বিদূরিত হয়নি। মানুষের সামগ্রিক নিরাপত্তাবোধ বাড়েনি। এর কারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারে কুদরতের নির্দেশনাকে অবহেলা করা।

কুদরতের এ নির্দেশনা বিধৃত রয়েছে পবিত্র কুরআনে। এ কুরআনে সর্বসামপ্রতিকতম আসমানী গ্রন্থ। এরপূর্বেও মানুষের জন্য আসমানী গ্রন্থ নাযিল হয়েছে। কিন্তু কিছু মানুষের স্বার্থবৃদ্ধি, হীনতা ও দীনতার কারণে এগুলোর শিক্ষা বিকৃত হয়ে পড়েছে। মানবীয় প্রক্ষেপনের ফলে সেগুলোতে ঘটেছে নানা বিকৃতি, সংযোজন ও বিয়োজন। কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালার অশেষ রহমতে পবিত্র কুরআন আজ ১৫০০ বছর ধরে কোনো ধরণের পরিবর্তন ছাড়া তার নাযিলকালীন রূপেই মানবজাতির কাছে বিদ্যমান আছে। শুরুতেই কুরআন ঘোষণা করেছে তার মধ্যে কোনো সংশয় সন্দেহ নেই । কুরআন কোনো মানব রচিত গ্রন্থ নয়। এর রচয়িতা আল্লাহ রব্বুল আলামীন নিজে। আর কুরআন হিফাজতের দায়িত্ব তিনি নিজেই নিয়েছেন। কুরআন নিয়ে যারা সংশয় প্রকাশ করে তাদের সন্দেহ অমূলক। যারা একে মানবরচিত গ্রন্থ মনে করে তাদের দাবি বাতিল। যারা কুরআন অনুশীলন করেনা তারা অজ্ঞ। যারা কুরআন অনুসরণ করেনা তারা পথভ্রষ্ট। কুরআনের বিধান যারা মানেনা তাদের মুক্তি নেই। যারা কুরআনের বিরোধিতা করে তারা বিদ্রোহী। তারা অবস্থান নিয়েছে কুদরতের বিরুদ্ধে। বিতাড়িত শয়তান ছাড়া আর কেউ তাদের ওপর সন্তুষ্ট নয়। কিন্তু শয়তানের সন্তুষ্টি তাদের কোনো কাজে আসবে না। না দুনিয়াতে , না আখিরাতে।

কুরআন মানুষকে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে নিষেধ করেছে। সে মানবজাতির স্বঘোষিত দুশমন। সে মানবীয় চরিত্রের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ভিলেন। তার স্ট্রাটেজি মানবজাতির জন্য ট্র্যাজিক পরিণতি ছাড়া আর কিছুই রচনা করেনা। শয়তানের মতো ঘোষিত শত্রু ছাড়া মানুষের আরেক গোপন শত্রু আছে তা হচ্ছে মানুষের কুপ্রবৃত্তি। প্রবৃত্তির প্ররোচনা থেকে বাঁচার জন্য কুরআন মানুষকে পরামর্শ দিয়েছে। শয়তানের মতো প্রবৃত্তিও মানুষকে উল্টো পথে টেনে নিয়ে যায়। শয়তান মানুষের কাছে আসে বন্ধু বেশে। প্রবৃত্তি দেয় প্রলোভনের হাতছানি। তখন মানুষ কাঁচকে ভাবে কাঞ্চন, জহরকে ভাবে হীরে। আর কুরআন মানুষের কৃত্রিম বন্ধুর স্ট্রাটেজি ও প্রবৃত্তির কারসাজি থেকে মানুষকে দেয় হুঁশিয়ারি। যারা এ হুঁশিয়ারিকে অগ্রাহ্য করে তারা জ্ঞানের বিনিময়ে মূর্খতাই ক্রয় করে। তাদের এ বিনিময় লাভজনক হয়নি ।

কুরআন জানিয়েছে মানুষের উৎস এক। একজন মাত্র নারী ও পুরুষ থেকে মানুষের উৎপত্তি। সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে মানুষ নানা জাতি, গোত্রে, বংশে ও ভাষায় বিভক্ত হয়েছে। এতে তাদের পরিচয় লাভে সুবিধা হয়েছে। এক এক জাতি ও গোত্রের মেধা ও যোগ্যতা আলাদা। যাতে একের ঘাটতি

অন্যে পূরণ করতে পারে। তাদের পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকবে কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবে না। তাদের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি রং, বর্ণ, ভাষা নয় বরং সৎকর্ম। সৃষ্টির কল্যাণে যার আগ্রহ ও অবদান বেশি তার মর্যাদাও বেশি। যে যতবেশি খোদাভীরু তার জীবন ততবেশি কল্যাণময়। কুরআন মানুষকে আল্লাহ-সচেতন হওয়ার তাগিদ দিয়েছে। যে মানুষ নিজের ইচ্ছা ও কর্মকে আল্লাহর অভিপ্রায়ের কাছে সঁপে দিয়েছে সে ততবেশি সফল। দুনিয়া ও আখিরাতে তার কোনো ভয় নেই, সে দুঃখিতও হবে না।

আল্লাহর অভিপ্রায়ের কাছে কিভাবে আত্মসমর্পণ করে দুনিয়ায় জীবনযাপন করতে হয় তা হাতে কলমে শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহর সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কুরআনী শিক্ষা ও অনুশাসনের বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর যাপিত জীবনে। তিনি কুরআনের বিশ্বস্ত বাহক প্রচারক ও বাস্তবায়নকারী। তাই কুরআন ও তার বাহকের জীবনচরিত (সুন্নাহ) মানবজাতির জন্য অমূল্য সম্পদ। কুরআন ও রাসূলের জীবনী মানুষের পাঠ্যসূচীতে অনিবার্যভাবে অন্তর্ভূক্তির দাবি রাখে। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ দূর্ভাগ্যজনকভাবে অথচ এ দু'টিকেই নিজেদের পাঠ্যসূচীর বাইরে রেখে দিয়েছে। অধিকাংশ পড়ুয়া মানুষের পাঠক্রম বিস্তৃত ও বিচিত্র হলেও কুরআন ও রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী তাদের পাঠ্যসূচীতে স্থান পায়নি। এতে তাদের এবং সামগ্রিকভাবে দুনিয়া ও মানবজাতির কোনো মঙ্গল হয়নি। বরং মানবজাতি এতে ক্ষতিগ্রস্তই হয়েছে। কুরআন বলেছে মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে নিপতিত। কিন্তু তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, ধৈর্য ধারণ করেছে এবং পরস্পরকে ন্যায়পরায়ণতার উপদেশ দিয়েছে।

পৃথিবীর কিছু মানুষ ঈমান আনে , কিছু মানুষ ঈমানের ভান করে আর কিছু মানুষ ঈমানকে প্রত্যাখ্যান করে। কুরআনও মানুষকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করেছে: মু'মিন, মুনাফিক্ব ও কাফির। মানুষের চলার পথও তিনটি: সিরাতুল মুস্তাকিম এবং মাগদুব ও দোয়াল্লিন-এর একটি হচ্ছে কর্মময় বিশ্বাসের, দ্বিতীয়টি কর্মহীন বিশ্বাসের, তৃতীয়টি বিশ্বাসহীন কর্মের। ইসলামে কর্মহীন বিশ্বাস কিংবা বিশ্বাসহীন কর্মের স্থান নেই। সক্রিয় বিশ্বাসের পথই মু'মিনের পথ। তাদের প্রাত্যহিক প্রার্থনার অনিবার্য উচ্চারণ 'ইহদিনাস সিরাত্বাল মুস্তাকিম'-হে মহান রব! আমাদের সঠিক পথে চালাও।

জাতি বর্ণ বংশ গোত্র দেশ নির্বিশেষে সকল মানুষকে সিরাত্বাল মুস্তাকিম-এ আনয়ন ও কায়েম রাখার জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন আল্লাহর মহান নবী হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সব নবীর দায়িত্ব ছিল আল্লাহর বাণীকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া। কিন্তু সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল চেয়েছেন সকল মানুষ যাতে আল্লাহর বাণীকে গ্রহণ করে আখিরাতের কঠিন মুসিবৎ থেকে মুক্তি পায়। তার জন্য তাঁর দুশ্চিন্তা ও চেষ্টার অন্ত ছিল না। কারণ তিনি ছিলেন রাহমাতুল্লিল আলামীন। বিশ্ব জগতসমূহের জন্য রহমত। সৃষ্টির প্রতি তাঁর অন্তর ছিল রহমত ও করুণায় ভরপুর। আল্লাহর অভিপ্রায়কে তিনি জানতেন সবচেয়ে বেশি। পাশাপাশি জানতেন মানুষের করণীয় কর্তব্য সম্পর্কেও। তিনি জানতেন আল্লাহর মনোনীত দীন ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় না নিলে মানুষের মুক্তি নেই। মানুষের জীবন এক জবাবদিহিতার জীবন। মানুষ আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে এবং একদিন সবাইকে তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে। মানুষকে সেদিন তার প্রতিটি কাজকর্মের হিসাব দিতে হবে। তাকে হিসেব দিতে হবে সম্পদ সে কিভাবে অর্জন করেছে এবং কোন পথে ব্যয় করেছে। যৌবনকে সে কী কাজে লাগিয়েছে, জীবনকে কিভাবে কাটিয়েছে এবং অর্জিত জ্ঞানকে সে কী কাজে লাগিয়েছে।

এসব প্রশ্নের যাতে মানুষ যথাযথ উত্তর দিতে পারে তার জন্য তাকে অবশ্যই সত্য, ন্যায়, কল্যাণ ও ইনসাফের সপক্ষে থাকতে হবে। আর সেই সত্যকে চিহ্নিতকরণ, ন্যায়কে অবলম্বন, কল্যাণকে ধারণ ও ইনসাফকে কায়েম করার জন্য অবশ্যই আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। মানুষ যদি নিজের শুভ পরিণতি কামনা করে, কাঁচের বদলে প্রত্যাশা করে কাঞ্চনের, জহরের বদলে জহরত পেতে চায়, শয়তানের বিরুদ্ধে হতে চায় বিজয়ী, বাঁচতে চায় প্রবৃত্তির প্রলোভন থেকে, পেতে চায় যিল্লতির হাত থেকে মুক্তি তাহলে অবশ্যই তাকে কুরআন ও তাঁর বাণীবাহকের নির্দেশানুসারে দুনিয়ার জীবন গড়ে তুলতে হবে।

লেখক: বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, ৩৬৪/১, এলিফ্যান্ট রোড, নিউ মার্কেট, ঢাকা-১২০৫।

প্রবন্ধ

জশনে জুলুছে ঈদ-এ মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)'র গুরুত্ব

অধ্যাপক কাজী সামশুর রহমান

আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর প্রথম সৃষ্টি নুরে মুহাম্মদীর মানুষরূপে পৃথিবীতে শুভাগমনের মর্যাদাপূর্ণ দিন ১২ই রবিউল আউয়াল। বিশ্ব মানবসভ্যতার ও মানবতার মুক্তিদূত প্রিয়নবী রাহমাতুল্লিল আলামিনের শুভাগমনের দিনটি ঐতিহাসিক, সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। এই দিন শুধু মানবকুল নয় সৃষ্টির সকল সৃষ্টি ও ফেরেশতাকুল, জ্বিন, আরশ মোয়াল্লা, লওহ কলম তথা ধরিত্রীর দৃশ্য অদৃশ্য সকল বস্তু খুশী উদযাপন করেছে, আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে বলে উঠেছে আহলান সাহলান ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম, আপনার শুভাগমনে দূরীভূত হোক সকল কুপমন্ডুকতা, অনাচার, ব্যভিচার, শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হোক বিশ্বময়। প্রিয়নবীর শুভাগমনের পূর্বাপর অনেক অলৌকিক ঘটনা হযরত মা আমেনা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন এভাবে, আসমান হতে ফেরেশতারা জুলুছ করে আসেন, বিশ্বের চারিকোনায় চারটি সুদৃশ্য পতাকা উত্তোলন এবং ভূমিষ্ট হবার সাথে সাথে সিজদারত হয়ে রাব্বি হাবলী উম্মতি' বলে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা সবই অভূতপূর্ব, অকল্পনীয়। এভাবে তাঁর (নবী) শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় তখনই।

হুযুরপুরনুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র শুভাগমনের সুখবর পূর্ববর্তী নবী-রসূল আলায়হিমুস্ সালাম স্বয়ং বলেছেন ও নাযিলকৃত আসমানী কিতাবসমূহেও এর উল্লেখ রয়েছে, 'তাওরাত' কিতাবে প্রিয়নবীর নাম মুবারক 'আহমদ' দৃষ্ট হয়, 'হিমদা (Himda) উচ্চারণে। জেরুজালেমে হযরত সোলায়মান আলায়হিস্ সালাম-এর ইবাদতগৃহ আগুনে পুড়ে গেলে এবং ইহুদীদের দীর্ঘকাল বন্দীত্বের যন্ত্রণার মধ্যে দিন গুজরানকালে তাঁদের একজন মহানবীর আগমনের আগাম সুসংবাদ দেন এভাবেঃI will shake all nations and the 'Hmida' of all nations will come and I will fill this house with Glory, Says the lord of hosts' মহাপ্রভু বলেন, আমি প্রকম্পিত করে দেব সব জাতিকে অতঃপর সব জাতির 'হিমদা' আসবে এবং আমি পূর্ণ করবো এ গৃহকে গৌরব দ্বারা (Heggai ১১.৭.৯) উল্লেখ্য, হিব্রু 'হিমদা' যার আরবী 'আহমদ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ একই। অন্যত্র লেখা হয়েছে যে, মহাপ্রভু বলেন, 'দেখ, আমি আমার রসূল প্রেরণ করবো, সহসা তিনি আসবেন এই ইবাদতগৃহে তিনি সে 'আদোনাই' (অফড়হধর প্রভু) যাকে তোমরা চাও এবং তিনি এলে তোমরা খুশী হবে, দেখ, দেখ, তিনি আসছেন (Malakhi, 111,1) এখানে লক্ষণীয় যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র নবুয়তের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে আত্মার জগতে নবী রসূলগণের যে 'মীসাক' (Covenant) গ্রহণ করা হয়েছিল তার উল্লেখ রয়েছে এই উক্তিতে এবং তিনি জেরুজালেমে মসজিদুল আকসায় তশরীফ আনবেন তারও উল্লেখ রয়েছে। আমরা জানতে পারি যে, মীরাজ গমনকালে প্রিয়নবী জেরুজালেমে প্রথম মসজিদুল আকসায় তশরীফ এনেছিলেন এবং এখানে নবী রসূলগণের আলাহিমুস সালাম জামাতে ইমামতি করেছিলেন। আরো জানা যায় নবীজি উর্ধগমনকালে যে পাথর খানার ওপর কদম মোবারক রেখেছিলেন সে পাথরটি হযরত সোলায়মান আলায়হিস্ সালাম'র ইবাদতগাহের স্মৃতি বহন করে। জেরুজালেমে যে সোনালী গম্বুজ বিশিষ্ট অষ্ঠকোনাকৃতির প্রাসাদ বা (Dome of the Rock) বিদ্যমান তা সেই পাথরটিকে কেন্দ্র করেই নির্মিত হয়েছে, বাইবেলের (New testament) অর্থাৎ নতুন নিয়মের সুসমাচারে দেখা যায়, প্রিয় নবীর শুভাগমনের আগাম খবর বিধৃত হয়েছে। যোজন বলেছেনঃ "There is one that comes after সব, who is stronger than I the lace of whose shoes I am not worthy to Unties, he will baptise you with the spirite and with the fire"

আমার পরে এমন একজন আসছেন যিনি আমার অধিক বলবান, তাঁর (নবী) জুতার পিতা খুলে দেওয়ার যোগ্যতাও আমার নেই। তিনি তোমাদের নধঢ়ঃরংব করবেন মনন ও দ্যুতি দ্বারা (Jhon, 1. 26. 27)।

আরো দেখা যায় বাইবেলে পেরিক্লাইটস, প্যারোক্লাইট, প্যারাকেসল, কম্ফোর্টার ইত্যাদি নাম উচ্চারণ করে একজন শেষ নবীর আগমনের আগাম বিবৃত হয়েছে। যিশু (ঈসা আ.) বলেন, ÔÔI will pray the father he shall

The Monthly Tarjuman

give you another comforter (Periclyots) that he may abide with you for ever" আমি আমার স্রষ্ঠার নিকট প্রার্থনা করবো তিনি তোমাদের আরেকজন সান্তনাদাতা দেবেন, যেন তিনি তোমাদের সঙ্গে চিরকাল থাকেন। (Jhon, x1v, 16) এখানে লক্ষণীয় He may abide with you for ever' দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত যে মহানবীর নবুয়ত অব্যাহত থাকবে, সে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র কথাই বলা হয়েছে। তিনি খাতামুন্নবী, তিনিই শেষ নবী, তারপর আর কোনো নবী আসবে না। এখানে উল্লেখ্য, বাইবেলে যে প্যারোক্লাইট, পেরিক্লাইটস প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলোর অর্থও যা আরবী 'আহমদ' শব্দের অর্থও তাই-ই। যিশু (হযরত ঈসা আ.) বলেন, বাংলা তরজমা: 'যখনই সেই আত্মা আসবেন, তিনি তোমাদের তাবৎ সত্যের দিকে পরিচালিত করবেন। কেননা তিনি নিজের থেকে কিছু বলবেন না, তিনি যা শুনবেন কেবল সেটাই বলবেন (Jhon: x1v, 13) পবিত্র কুরআন মজীদে স্পষ্টভাবে প্রিয় নবী সম্পর্কে আল্লাহ্ এরশাদ করেন, 'তিনি নিজের থেকে কিছু বলেন না, এটা তো ওহী' তাঁর কাছে প্রত্যাদেশ করা হয়। [সূরা নজম:আয়াত-৩-৪]। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে প্রিয়নবীর শুভাগমনের আগাম খবর এবং নবুয়তের যেসব তথ্য রয়েছে সেগুলো পর্যালোচনা করলে 'নবুয়তে মোহাম্মদী'র সর্বজনীনতা পরিষ্ফুট হয়ে ওঠে। লক্ষ লক্ষ নবী রসূল এসেছেন কেউ একটা নির্দিষ্ট এলাকার জন্য, কেউ নির্দিষ্ট কওমকে হেদায়তের জন্য, আবার কেউ কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের জন্য। কিন্তু নবী রহমাতুল্লিল আলামিন তশরীফ এনেছেন সমগ্র বিশ্ববাসী মানবজাতিকে হেদায়তের আলোয় উদ্ভাসিত করার জন্য। আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু ইরশাদ করেন, 'হে রসূল আমি আপনার খ্যাতিকে বুলন্দ করেছি।' (সূরা আলাম নাশরাহ্: আয়াত-৪) স্বীয় নূর মোবারক থেকে যার নুর সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর থেকে কুল কায়েনাত সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্ পাক, যাঁকে তিনি সর্বপ্রথম নবুয়ত ও রিসালাত দান করেছেন, পৃথিবীতে নবী রসূল আগমনের পরিসমাপ্তি ঘটেছে, ইসলামের পূর্ণতা এসেছে, সে প্রিয়নবী রহমাতুল্লিল আলামিনের শুভাগমনের সে দিনটি নবী প্রেমিক সুন্নী জনতার কত বেশি আনন্দের ও মর্যাদাপূর্ণ তা বলে বুঝানো যাবেনা; এদিনের স্বরণে যতোকিছুই করি না কেন সবই অপ্রতুল মনে হয়। প্রাণের বিনিময়েও মহানবীর এহসান'র প্রতিমূল্য নির্ধারণ সম্ভব নয়। তাই এ দিনটি আমাদের নিকট কতো আনন্দের, মর্যাদাপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের জন্য বহু আমল করার নির্দেশ দিয়েছেন। তন্মধ্যে এমন একটি আমলের নির্দেশ দিয়েছেন, যা তিনি (আল্লাহ্) নিজে করেন, ফেরেশতারাও করেন। পবিত্র কুরআন মজীদে ইরশাদ হচ্ছেঃ নিশ্চয় আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র প্রতি দরুদ পেশ করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও তাঁর (নবী) প্রতি দরুদ পেশ কর এবং তাঁকে (নবী), যথাযত তাজিমের (শ্রদ্ধাভক্তি) সাথে সালাম জানাও।' (সুরা আহযাব: আয়াত-৫৬)

আল্লাহর নির্দেশের বাস্তবায়ন ঘটে ঈদ-এ মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম উদযাপনের মাধ্যমে।

মিলাদ মাহফিল কিয়াম সালাত-সালামসহ প্রিয়নবীর ইহ জাগতিক সর্ববিধ জীবন কর্ম আলোচনার আয়োজন করা হয় ১২ রবিউল আউয়াল দিবসে। আল্লাহর নিকট দোয়া কবুলের প্রধান শর্তই হচ্ছে তাতে অবশ্যই দুরুদ শরীফ থাকতে হবে। যেমন নামাজে দুরুদ ও সালাম প্রেরণ করা বাধ্যতামূলক, বাংলাদেশসহ মুসলিম বিশ্বের সকল দেশেই কমবেশি উপরোল্লিখিত পদ্ধতিতে শতাব্দী থেকে শতাব্দীব্যাপী ১২ রবিউল আউয়াল দিবসের ধারাবাহিকতা চলে আসছে। মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র ওপর বিশ্বের বড় বড় ইসলামী চিন্তাবিদ, দার্শনিক আধ্যাত্মিক সাধক-এর গুরুত্ব অপরিহার্যতা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে হজার হাজার কিতাব রচনা করেছেন। ফযীলত, বরকতময়, এ সব কর্মকান্ডকে উৎসাহ্ প্রদান ও অনুপ্রেরণা যোগানোর চেষ্টা করা হয়েছে ঐসব লেখনীর মাধ্যমে। এতকিছুর পরও কিছু একটা ঘাটতি অনুভব করছিল নবীপ্রেমিক সুন্নী জনতা। প্রিয়নবীর শুভাগমনের এ দিনটাকে অধিকতর বর্ণাঢ্যময় মর্যাদাপূর্ণ ও অনুপ্রেরণাদায়ক করে তোলার মাধ্যমে মুসলিম মিল্লাতকে আরো উজ্জীবিত ও উদ্ভাসিত করার মানসে গাউসে জমান রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরিক্বত আওলাদে রসূল (৩৯) হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব হাফেজ ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলায়হি ১৯৭৪ সালে মিলাদুন্নবী চিরাচরিত প্রথার সাথে একটা শরীয়তসম্মত বর্দ্ধিত সংস্করণ সন্নিবেশিত করেন। ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন কারি দেশের সর্ববৃহৎ আধ্যাত্মিক সংগঠন আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টকে নির্দেশ দিলেন ১২ই

প্রবন্ধ

রবিউল আউয়াল জশনে জুলুছে ঈদ-এ মিলাদুন্নবী উদযাপন করতে। তিনি একটা গাইডলাইনও দিয়ে দেন, বাদ নামাজে ফজর আনজুমান ট্রাস্টর নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে নবীপ্রেমিক সুন্নী জনতার একটা বর্ণাঢ্য সুশৃংখল মিছিল (জশনে জুলুছ) খানকায়ে কাদেরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া (বলুয়ারদিঘীপাড়) হতে বের হয়ে নগরীর প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে ষোলশহরস্থ জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া প্রাঙ্গণে সমবেত হয়ে মিলাদ কিয়াম, আলোচনা সভা সালাত সালাম শেষে আখেরী মুনাজাতের মাধ্যমে দিনের কর্মসূচীর সমাপ্তি ঘটবে। সে বছর (১৯৭৪) আনজুমান ট্রাস্টর সিনিয়র সহ সভাপতি আলহাজ্ব নুর মোহাম্মদ আলকাদেরী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে প্রথম চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশে ব্যতিক্রমধর্মী জশনে জুলুছে ঈদ-এ মিলাদুন্নবীর মিছিল বের হয়ে নগরীর প্রধান সড়কসমূহ হয়ে দুপুর নাগাদ ষোলশহরস্থ জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদরাসা প্রাঙ্গণে সমবেত হয়। দেশবরেণ্য ওলামা মাশায়েখ ইসলামি চিন্তাবিদগণের সুচিন্তিত তকরির, মিলাদ কিয়াম সালাতু সালাম শেষে মুসলিম মিল্লাত বাংলাদেশসহ বিশ্ব মুসলিম দেশসমূহের ঐক্য, সংহতি ঈমান আক্বীদা রক্ষার জন্য আল্লাহর রহমত কামনা করে আখেরী মুনাজাতের মাধ্যমে দিনের কর্মসূচি সমাপ্ত হয়। ১৯৭৪ সনের সূচনালগ্নে বাতিলপন্থীদের সাথে সুর মিলিয়ে অনেক দরবারমুখী পীর জশনে জুলুছকে বিদআত, ইসলামবিরোধী এমন কি হিন্দুয়ানী সংস্কৃতি বলে সমালোচনা করেন। নারায়ে তকবির আল্লাহু আকবর, নারায়ে রিসালত ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম, নারায়ে গাউসিয়া ইয়া গাউসুল আজম দস্তগীর, স্লোগান ও হামদ নাত পরিবেশন করে জাতীয় ও আনজুমান ট্রাস্ট মনোগ্রাম খচিত শত সহস্র পতাকা হাতে মিছিল করে প্রদক্ষিণ করেছিলেন তখন আবাল, বৃদ্ধ-বণিতা। উৎসুক্য হয়ে এ বর্ণাঢ্য জুলুস দেখে বিমোহিত হন, অনুপ্রাণিত হন। শরীয়তবিরোধী কোন কাজ এ জুলুছে হয় না, নবী প্রেমিকদের উচ্ছসিত আবেগ নবীর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভালবাসার অনুভূতি প্রকাশ পায়। সুন্নী জনতা -এর মাধ্যমে শিকড়ের সন্ধান পান। অনুপ্রেরণা লাভ করে নবীপ্রেমে উদ্ভাসিত হয়ে নিজেকে সমর্পণ করেন আল্লাহ্-রসূল'র সন্তুষ্টি লাভে। এর বিকল্প কোন পদ্ধতি বিগত ৪৬ বছর যাবৎ কেউ বের করতে পারেনি। উপরন্তু যারা একদিন এ জুলুছের তীব্রবিরোধীতা করেছিলেন না বুঝে বা হীনস্বার্থে, তারাও ক্রমশঃ জশনে জুলুছ বের করেন স্ব স্ব উদ্যোগে, দেশের প্রতিটি আনাচে কানাচে এখন জশনে জুলুছ এখন নবী প্রেম এবং ঐক্য সংহতির প্রতীক হয়ে উঠেছে। এদিনের জন্য সকলেই উন্মুখ হয়ে থাকে, কখন হবে জুলুছ।

১৯৭৬-১৯৮৬ সাল পর্যন্ত গাউসে জমান আউলাদে রসূল (৩৯তম) হযরত মাওলানা হাফেজ ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলায়হি এবং ১৯৮৭-২০১৯ পর্যন্ত দরবারে আলিয়া কাদেরিয়া সিরিকোটিয়ার সাজ্জাদানশীন পীর ছাহেব ক্বিবলা, আউলাদে রসূল (৪০) হযরতুলহাজ্ব আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মু.জি.আ.) আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট'র উদ্যোগে গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশে'র তত্ত্বাবধানে প্রতি বছর ১২ রবিউল আউয়াল জশনে জুলুছে ঈদে মিলাদুন্নবী নেতৃত্ব দিয়ে এসেছেন। প্রতি বছর জ্যামিতিকহারে জশনে জুলুছে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশ-বিদেশে মিডিয়া ভাষ্যকারদের মতে ২০১৯ সালের জুলুছে ৫০/৬০ লক্ষ্য নবীপ্রেমিক সুন্নী জনতা অংশ নিয়েছিল। এ বছর (২০২০ইং) করোনা মহামারীর কারণে বিশ্বের সর্ববৃহৎ জশনে জুলুছ করা যাচ্ছেনা।

এজন্য নবী অলী প্রেমিক তথা সর্বস্তরের সুন্নী জনতা মনঃক্ষুন্ন মর্মাহত। আনজুমান ট্রাস্ট ও গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ আন্তরিকভাবে দুঃখিত, বিব্রতবোধ করছে জশনে জুলুছ বন্ধ রাখতে বাধ্য হওয়ার কারণে। এ অনভিপ্রেত, অনাকাংখিত পরিস্থিতি আমাদের কারো নাগালের মধ্যে নেই বলে আমরা হতাশ, অসহায়ত্ব বোধ করছি। পরিস্থিতি অনুকুল হলে পুনরায় আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যাব ইনশা-আল্লাহ্। জশনে জুলুছের প্রবর্তক আউলাদে রসূল (৩৯) হযরত মাওলানা হাফেজ ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলায়হি। আমাদের ওপর যে ইহসান করেছেন তার প্রতিদান দেয়া অসম্ভব। আমরা এ মহান মুজাদ্দিদ'র প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা ও অগাধ ভালবাসা প্রদর্শন করে মুর্শিদের রাফে দারাজাত কামনা করছি।

লেখক: প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক, আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, চট্টগ্রাম।

প্রবন্ধ

উত্তম আদর্শের শিক্ষাদাতা হযরত নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

শেখ মুহাম্মদ ইব্রাহীম

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র হৃদয় ভরপুর ছিল ভ্রাতৃত্ব, মমত্ববোধ, সহমর্মিতা ও সমবেদনায়। তিনি সবার সাথে উত্তম ব্যবহার করতেন। তার নিকট আত্মীয়-অনাত্মীয়, সাধারণ মানুষ ও দাস-দাসীর কোন পার্থক্য ছিলনা। কারো প্রতি কখনো বিরূপ বিদ্বেষভাব পোষণ করতেন না। একবার হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা দু'ব্যক্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট অভিযোগ করলে প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, এভাবে যাতে এধরণের কথা তাঁর কর্ণগোচর না করেন। তিনি সাহাবীদের সদা উদ্বুদ্ধ করতেন যেন তাঁরা অন্যের সম্পর্কে ভালো মন্তব্য করেন। অপরের প্রতি গভীর সহানুভূতি ও কল্যাণ কামনা করে তিনি বলেন, ''আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে রেখেছি, যদি মানবিক কারণে আমার মুখ থেকে কারো সম্পর্কে কোন অসঙ্গত দোআ বা বাক্য বের হয়, তার পরিবর্তে ওই ব্যক্তিকে যেন রহমত, আত্মশুদ্ধি ও কিয়ামতের দিন সাফল্যের ওসীলা করে দেন। তিনি বলেন প্রকৃত নৈতিকতা হলো সকলের সাথে সদাচরণ করা। তারা তোমাদের সাথে সদাচরণ করুক কিংবা অসদাচরণ করুক। তিনি বলেন, ''পরস্পরের মাঝে হিংসা বিদ্বেষ রেখোনা, কাউকে ঘৃণা করো না, একে অন্যের ব্যক্তিগত ব্যাপারে অনুসন্ধান করোনা। আল্লাহর বান্দা হিসেবে তোমরা পরস্পর পরস্পরের ভাই ভাই।''

তিনি বিনম্রশীলতা, লজ্জাশীলতা ও বিনয়-সদ্ভাবের অধিকারী ছিলেন। লজ্জা-শরমকে মানুষের ঈমানের অঙ্গ ও প্রকৃত সম্পদ বলে অভিহিত করেন। সারাজীবন তিনি এ গুণাবলী যত্নসহকারে লালন করে গেছেন। তার মধ্যে অহংকার ও আত্মগরিমার লেশমাত্র ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বিনয় মৌখিক কথাবার্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং পানাহার ও পোষাক-পরিচ্ছদ ও ব্যবহার জীবনের সকল ক্ষেত্রেও তিনি বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করতেন। অন্যের উপর স্বীয় মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করা তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। তিনি পূর্ববর্তী নবীগণ ও বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের প্রশংসাগুলো সাহাবীদের মাঝে তুলে ধরতেন। অথচ তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবী এবং কিয়ামতের দিনে বৃহত্তম সুপারিশ তিনিই করবেন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে। তিনি শাফা'আতের সূচনা করার পর অন্যান্য সুপারিশকারীরা সুপারিশ করবেন। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ক্ষমা ও মার্জনার নীতি অবলম্বন করতেন। সারাজীবন তিনি তার প্রতি নির্যাতনের প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি, তবে কেউ আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করলে তিনি কঠোরভাবে এর প্রতিকার করতেন। মানুষের অযাচিত ক্রোধকে সংবরন করার জন্য তিনি সবসময় তাগিদ দিতেন। ক্ষমা ও মহানুভবতা তার মহান চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি জাতি-ধর্ম, গোত্র, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি উদার ও মহানুভব ছিলেন।

হুজুর আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সময় মদীনা মুনাওয়ারার বহু-সংখ্যক মুনাফিকের বসবাস ছিল। মুনাফিকদের সর্দার আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই নেপথ্যে ইসলামের দুশমনদের সাহায্য-সহযোগিতা করতো, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে। সাহাবীগণ কয়েকবার তাকে হত্যা করার উদ্যোগ নিলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে বারণ করেন। দয়াল নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওই মুনাফিক সর্দারের মৃত্যুর পর তার কাফন হিসেবে পরানোর জন্য নিজের জামা মুবারক দান করেছিলেন। একবার এক বেদুঈন মসজিদে নববীতে প্রস্রাব করতে আরম্ভ করলো সাহাবীগণ তাকে প্রহার করতে উদ্যত হলে তিনি তাদেরকে বাধা প্রদান করেন। তিনি মসজিদের সেই স্থান ধৌত করার ব্যবস্থা করেন এবং লোকটিকে মসজিদের পবিত্রতা রক্ষার গুরুত্ব বুঝিয়ে দিলেন। এ ধরনের ক্ষমা ও মার্জনা করার বহু ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। অন্যের সাথে আচার-আচরণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সর্বদা তাদের অনুভূতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন। অন্যের বিজ্ঞ মতামতকে প্রাধান্য দিতেন। কারো প্রতি জবরদস্তি মূলকভাবে কোন কিছু চাপিয়ে দিতেন না। মানবিক মূল্যবোধকে অগ্রাধিকার দিতেন। মুসলমানদের বিজিত কোন দেশে তিনি কাউকে প্রশাসক করে পাঠালে সুস্পষ্টভাবে বলে দিতেন, জনগণকে সুসংবাদের মাধ্যমে

ইসলামের পতাকাতলে আকৃষ্ট করো, কাউকে অযথা ভয়-ভীতি দেখিয়ে ইসলামের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করোনা, জনগণের কল্যাণে তাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করো এবং তাদের দুঃখ কষ্ট লাঘব করো। জনগণের সামাজিক জীবনকে সুন্দর-সুচারুরূপে গড়ে তোলার তাগিদ দিতেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পানাহার ও পোশাক-পরিচ্ছদে আড়ম্বরতা পছন্দ করতেন না। অতি সহজ-সরল জীবন যাপনে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। যে কোন হালাল খাদ্য ও সাধারণ পোশাকে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। তবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সুরুচিবোধ ছিল তাঁর স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য।

জীবনের সকল অবস্থায় দুনিয়ার ধন-সম্পদের প্রতি অতিশয় নিরাসক্ত ছিলেন এবং অল্পতে তুষ্টি পেতেন। অঢেল-ধনসম্পদের অধিকারী হওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি সম্পূর্ণরূপে তা'পরিহার করে চলতেন। হযরত আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, "একদিন খেজুর পত্রের চাটাইয়ে শায়িত ছিলেন, এতে তাঁর পবিত্র শরীরে চাটাইয়ের ভাঁজগুলোর দাগ সুস্পষ্টরূপে দেখা যাচ্ছিল। এতে তিনি নিবেদন করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যদি অনুমতি হয় তবে এর চেয়ে নরম বিছানা বিছিয়ে দিই।" এতে তিনি বললেন, ওহে! শোনো, এই নশ্বর পৃথিবীতে ক্ষণিকের আরামে কি হবে? আমি তো সেই মুসাফিরের মতো, যে উত্তপ্ত দুপুরে ক্ষণিকের বিশ্রামের জন্য বৃক্ষের ছায়াতলে বসে, আবার একটু পরে স্বীয় গন্তব্য পথে অদৃশ্য হয়ে যায়।"

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম জীবনে কোন দিন উদরভর্তি করে আহার করেননি এবং এ ব্যাপারে কোন অভিযোগ ছিল না তাঁর পবিত্র হৃদয় কন্দরে। অনাহারে থাকাটাই তাঁর কাছে ঐশ্বর্যময় ছিল। অনেক সময় ক্ষুধার কারণে সারারাত এপাশ ওপাশ করেছেন, তথাপি কারো মুখাপেক্ষী হননি। কখনো ক্ষুধার কারণে পেটে পাথর বেঁধে রাখতেন। মাসের পর মাস অতিবাহিত হতো যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরে উনান জ্বলতো না, শুধু খেজুর আর পানি দ্বারা ক্ষুধা নিবারণ করা হতো। এমনকি তাঁর ওফাতের সময় তাঁর যুদ্ধে ব্যবহৃত একটি লৌহবর্ম ইহুদির কাছে বন্ধকীকৃত ছিলো। তা তিনি বাকীতে খাদ্য-দ্রব্য কেনার জন্য বন্ধক রেখেছিলেন। এগুলোতে উম্মতের জন্য শিক্ষা ছিলো। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর অসংখ্য ভক্ত-অনুরক্ত সাহাবী তাঁর সর্বপ্রকার খেদমতের জন্য নিবেদিত ছিলেন। এরূপ অবস্থায় বিনা ওজরে তিনি কাউকে ব্যক্তিগত কাজে খাটাতেন না। তিনি নিজের কাজ নিজে করতেন। বিনা কারণে অন্যের সাহায্য না নেয়ার জন্য উপদেশ দিতেন। পারিবারিক ও ব্যক্তিগত কার্যাবলী নিজ হাতে সম্পন্ন করতেন যেমন স্ত্রীদের কাজে সাহায্য করা, কাপড়ে তালি দেয়া, ঘরে ঝাড়ু দেয়া, দুধ দোহন করা, বাজার হতে সওদা নিয়ে আসা, গৃহ-সামগ্রী মেরামত করা, গৃহপালিত পশু-পাখির পরিচর্যা করা, আটার খামির তৈরি করা ইত্যাদি। যুদ্ধ ক্ষেত্রে এবং সফরের সময় সাহাবীদের মাঝে কাজ বন্টন করে কঠিন কাজটি নিজের ভাগে রাখতেন। মেহমানদের সেবাযত্ন ও মেহমানদারী করে তিনি আনন্দ পেতেন। যে কোন সাধারণ লোকই হোক না কেন, তিনি সবার কাজে সহযোগিতা করতেন।

পারস্পরিক বন্ধন ও সম্পর্ক দ্বারাই মানব সমাজ গঠিত হয়েছে। এর উপর ভিত্তি করে আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানে মানুষকে সামাজিক জীব বলা হয়। এই পারস্পরিক বন্ধনের ভিত্তিতে একের সাথে অন্যের হৃদ্যতা ও আত্মীয়তা গড়ে ওঠে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম গোটা বিশ্ব মানবতাকে একই সূত্রে গ্রথিত করেছেন। গোটা মানব সমাজকে তিনি একই পরিবার একই গোষ্ঠী ও একই ব্যক্তিসত্তা হিসেবে ঘোষণা করেছেন, আদম সন্তানকে বর্ণ ও বংশের পার্থক্য ছাড়াই বৈধ ও স্বাভাবিক মানবিক মূল্যবোধ প্রদান করেছেন। তাঁর মতাদর্শে, আরব-অনারব, সাদা-কালোর মধ্যে কোন ভেদাভেদ ও বৈষম্য নেই। সকলেই একই আল্লাহর সৃষ্টি। তাক্বওয়া বা খোদাভীরুতাকেই তিনি মানুষের মর্যাদার ব্যবধানের জন্য মানদণ্ড স্থির করেন। তাঁর পবিত্র জীবনে চরিত্র মাধুর্য ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সমাজ নীতি গোটা বিশ্বকে প্রভাবিত ও আকৃষ্ট করেছে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম অন্যের মর্যাদাবোধ সমানভাবে রক্ষা করে চলতেন। পবিত্র ক্বোরআনের তথা আল্লাহর সকল নির্দেশকে তিনি মেনে চলতেন। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট মর্যাদা সম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী।' তিনি বলতেন, তোমরা মানুষের সাথে তাদের মর্যাদা অনুযায়ী আচরণ করবে। তিনি অন্যের প্রতি ভালো ধারণাই পোষণ করতেন। পবিত্র ক্বোরআনে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা বহুবিধ

অনুমান থেকে দূরে থাক; কারণ কোন কোন অনুমান পাপ। এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, সুধারণা পোষণ একটি উৎকৃষ্ট ইবাদত।'' কুধারণার কুফল হলো সমাজে একে অন্যের অযথা মন্দভাব পোষণ করে যার ফলে সমাজে সদ্ভাব বিনষ্ট হয়, রেষারেষি, হানাহানি, ঝগড়া-ফ্যাসাদের সৃষ্টি হয়।

রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এত উত্তম পন্থায় লেনদেন সম্পন্ন করতেন, যার জন্য লেনদেন কারীরা তাঁর প্রতি চির অনুরক্ত হয়ে যেতেন। তিনি ব্যবসায়ীদেরকে অত্যন্ত সততার সাথে লেনদেন করার নির্দেশ দিতেন। তিনি এরশাদ করেন, সৎ ব্যবসায়ী আল্লাহর বন্ধু। আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম খুবই যত্মবান ছিলেন। যেকোন কঠিন মুহূর্তেও তিনি নিজ দায়িত্ব ও জিম্মাদারী থেকে এক পাও পিছপা হতেন না। মক্কার লোকেরা তাঁর বিশ্বস্ততা ও সত্যবাদিতার প্রতি এত অধিক আস্থাশীল ছিল যে, তারা কেবল তাকে আল-আমীন (বিশ্বস্ত) ও আস্ সাদিক (সত্যবাদি) উপাধি দিয়েছিলেন তা নয় বরং তাঁর কাছে তাদের আমানত গচ্ছিত রাখতো। মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের সময় বহু পরিবারের মূল্যবান আমানত তাঁর কাছে গচ্ছিত ছিল। মদীনা শরীফে হিজরতকালে আমানত সমূহ ফেরতদানের উদ্দেশ্যে তিনি হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে মক্কায় রেখে যান। তিনদিন মক্কায় অবস্থান করে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু প্রত্যেকের গচ্ছিত আমানত যথাযথভাবে ফেরত দেন। কারো সম্মুখে প্রশংসা করা তিনি পছন্দ করতেন না, কারণ এতে ওই ব্যক্তির মাঝে অহংবোধ ও আত্মগরিমা বৃদ্ধি পেতে পারে। অহেতুক কথাবার্তা বা অযাচিত কাজের মাধ্যমে অন্যকে কষ্ট দেয়া পছন্দ করতেন না। মানুষের অন্তরে আঘাত দেয়াকে গর্হিত কাজ মনে করতেন। এজন্য তিনি বলেন, ''প্রকৃত মুসলিম ওই ব্যক্তি, যার রসনা ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে।'' তিনি আরো বলেন, আল্লাহর নিকট নিকৃষ্ট ওই ব্যক্তি যার অসদাচরণের কারণে মানুষ তাকে পরিত্যাগ করে। মানুষকে অহেতুক গালমন্দ করা ও অন্তরে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকতে তিনি উপদেশ দিতেন।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পরচর্চা বা গীবতকে মরণ ব্যাধির সাথে তুলনা করতেন। তিনি বলেন, ''গীবতকারী কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না।'' তিনি পরনিন্দা বলতে বুঝাতেন, ''কারো পশ্চাতে তার সম্পর্কে এমন সমালোচনা করা, যা সে অপছন্দ করে।'' সব বিষয়ে নম্রতা, শালীনতা, সদালাপ এবং সৎ কাজে মুসলিম ভাইয়ের সহযোগিতা করা ছিল তাঁর কর্মনীতি।

সকল মানুষের জন্যই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র অন্তরে ভালোবাসা ও মমতার অনুভূতি সদাজাগ্রত ছিল। তিনি ছোট শিশুদের অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তিনি শিশুদের আখ্যায়িত করতেন জান্নাতের পুস্প হিসেবে। শিশুদের তিনি এত আদর করতেন যে, তারা তাঁর মহান সান্নিধ্য পেতে খুবই আগ্রহ ভরে থাকতো। তিনি নিজ সন্তানদের কোলে নিতেন, কখনো কাঁধে ছড়াতেন, হামাগুঁড়ি দিয়ে পিঠে সওয়ারী করতেন, তাদের ললাটে চুম্বন দিতেন, তাদের কল্যাণ ও বরকতের জন্য দোআ করতেন। সন্তানদের ও শিশুদের যথাযথ শিক্ষা প্রদানের তাগিদ দিতেন।

হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পুত্র সন্তানেরা শৈশবে ইন্তেকাল করেন। চার কন্যার বিয়ে হয়েছিল। হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা ব্যতীত অন্য কন্যাগণ তাঁর জীবদ্দশায় ইন্তেকাল করেন। সর্বকনিষ্ঠা কন্যা হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা-এর প্রতি তাঁর স্নেহ মমতার অন্ত ছিল না, তিনি তাঁকে নিজ কলিজার টুকরা বলে সম্বোধন করতেন। হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা-এর পুত্রদ্বয় হযরত হাসান ও হযরত হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমাকে অপরিসীম স্নেহ করতেন। তাঁদের সম্পর্কে বলতেন, ''হে আল্লাহ্! আমি এদু'জনকে ভালোবাসি, তুমিও ভালোবাসো। আত্মীয়-স্বজনের প্রতি তাঁর সৌজন্য ও অনুগ্রহ ছিল অপরিসীম। সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহযোগি। তাঁদের সাথে তাঁর ব্যবহার ছিল খুবই আন্তরিক। সাক্ষাৎকালে তিনি তাঁদের সাথে মুসাফাহা (করমর্দন) করতেন ও বুকে জড়িয়ে ধরতেন। তাঁদের সাক্ষাতে তাঁর পবিত্র মুখে হাসি ফুটে উঠতো। সাহাবীদেরকে তিনি সদা উপদেশ দিতেন এবং তাঁদের বিজ্ঞ পরামর্শ গ্রহণ করতেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের কাছে সর্বপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কাছের প্রিয় মানুষদের ইন্তেকাল ও শাহাদাতের পরও তিনি তাঁদের স্মরণ করতেন। তাঁদের কবরস্থানে গিয়ে কবরবাসীদের জন্য দো'আ করতেন।

আর্ত-পীড়িত, অসুস্থদের সেবা যত্নের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সবিশেষ খেয়াল রাখতেন। প্রতিবেশী, বন্ধু, প্রিয়জনের অসুস্থতার খবর শুনলে তাদের

শুশ্রুষার জন্য তিনি উপস্থিত হতেন। এ ব্যাপারে তার নিকট আত্মীয়-অনাত্মীয়ের কোন ভেদাভেদ ছিল না। এমনকি কোন কোন ইহুদির অসুস্থতার খবর পেয়ে তাদের দেখতে যেতেন। তিনি রোগীদের সান্ত্বনা ও অভয় বাণী শোনাতেন এবং আল্লাহর উপর ভরসা করতে বলতেন। রোগের চিকিৎসার জন্য তিনি সহজলভ্য ওষুদ সম্পর্কে অবহিত করতেন এবং রোগ নিরাময়ের জন্য আল্লাহর কাছে দো'আ করতেন।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উর্ধ্বতন পূর্ব পুরুষ হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর ন্যায় অতিশয় দানশীল ও মেহমানদারী করতেন। মেহমানদারীকে তিনি ইসলামের অঙ্গ বলতেন। তাঁর গৃহ ছিল যেন একটি মেহমানখানা ও মুসাফিরখানা। মসজিদে নববীতে তিনি আসহাবে সুফফাহ্ অন্যান্য মেহমান ও মুসাফিরদের দেখাশুনা করতেন। অন্য ধর্মাবলম্বীরা তাঁর মেহমানদারী গ্রহণ করতো। তাঁর অপূর্ব মেহমানদারী ও উদারতায় মুগ্ধ হয়ে এবং ধর্মোপদেশ শুনে অনেক অমুসলিম ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলো। মানবিকতা ও সামাজিকতার ক্ষেত্রে তিনি মুসলিম-অমুসলিমের তারতম্য করতেন না। শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্যই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ছিলেন দয়া ও করুণার মূর্ত প্রতীক। কখনো কোন দুষমন থেকে ব্যক্তিগত প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। মুশরিকদের প্রতি অভিসম্পাৎ করার জন্য তাঁর নিকট আরজ করা হলে তিনি তা নাকচ করে দেন। প্রত্যুত্তরে তিনি দোআ করতেন এভাবে, 'হে আল্লাহ্! আমার সম্প্রদায়কে হিদায়ত কর, কেননা তারা বুঝে না। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সকল সৃষ্টির সেরা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। তাঁর মহৎ জীবন এত বেশী সুবিস্তৃত, যার কোন সীমা রেখা নেই। সৃষ্টি জগতের সর্বোত্তম কল্যাণ সাধণাকারী ছিলেন তিনি। শ্রেষ্ঠতম দ্বীন ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান তিনি পেশ করেছেন মানবজাতির চলার পথের পাথেয় হিসেবে। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মহান গুণাবলী সর্বজনস্বীকৃত। তাঁর বিশাল জীবনের বর্ণনা ও রোমন্থন মানুষের সাধ্যাতীত। তাঁর মহান ব্যক্তিগত গুণাবলীর সমারোহ এত বিশাল তা পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখলেও যুগ যুগ ধরে শেষ হবে না। এ যেন এক অতলান্ত গভীর খনি। মানবজাতি তথা মানব সভ্যতার গতিপথ নির্ধারণে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মহৎ আদর্শ শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপায় ভূষিত। তাঁর মহান ব্যক্তিগত গুণাবলীর ধারা যুগ যুগ ধরে মানবজাতির জন্য একান্ত অনুকরণীয় ও শিরোধার্য। বিশ্ব মণীষায় তাঁর অবস্থান অতি উর্ধ্বে, একেবারে শীর্ষদেশে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সেই সব অসাধারণ মহান গুণাবলীর অধিকারী, যার মাধ্যমে সীমার মধ্যে থেকেও তিনি অসীমের সান্নিধ্য লাভে সক্ষম হয়েছেন। বাস্তবের আলোকে তিনি এক মহান গুণান্বিত ধারার সার্থক আলোর দিশারী। তাঁর অপরিসীম মহান গুণাবলী হৃদয় গভীরে বরণীয়, বিনম্র শ্রদ্ধালোকে স্মরণীয়।

লেখক: পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত) প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম এবং সাবেক ভিপি, সরকারি কমার্স কলেজ, ছাত্র সংসদ।

প্রশ্নোত্তর

দ্বীন ও শরীয়ত বিষয়ক বিভিন্ন জিজ্ঞাসার জবাব

অধ্যক্ষ মুফ্‌তী সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান

মাওলানা বোরহান উদ্দীন
মাদরাসা-এ তৈয়্যবিয়া দরসে নেজামী
কালুরঘাট, চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: পবিত্র রবিউল আউয়াল মাসে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম উদযাপনে যারা বিরোধিতা করে তারা যুক্তি হিসেবে বলে ১২ রবিউল আউয়াল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতে আগমন করেন এবং এ দিনেই ইনতিকাল করেন। তাই এ দিনে ঈদ বা খুশী উদযাপন করার কোন অবকাশ নেই। সুতরাং ঈদে মিলাদুন্নবী পালন না করে শোক পালনার্থে সীরাতুন্নবী বা ওফাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম উদযাপন করাটাই যুক্তিযুক্ত। এ ব্যাপারে ইসলামী শরীয়তের আলোকে সঠিক ফায়সালা প্রদান করে বিভ্রান্তি নিরসনের আবেদন রইল।

উত্তর: প্রখ্যাত ইমাম আব্দুর রহমান জোজী রহমাতুল্লাহি আলায়হি, শারে সহীহ্ বুখারী ইমাম আহমদ কস্তালানী, মুহাদ্দিস আবুল খত্তাব ইবনে দাহিয়া এবং শেখে মুহাক্কিক হযরত আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলায়হিসহ বিশ্বের অধিকাংশ বরেণ্য ইমাম, ফকিহ, মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকগণের মতে প্রসিদ্ধ অভিমত অনুযায়ী ১২ রবিউল আউয়াল শরীফে রাসূলে আকরামের শুভাগমনের তারিখ হিসেবে যুগে যুগে বিশ্বের সর্বত্র অধিকাংশ মুসলমান হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ধরাপৃষ্ঠে শুভাগমনের শুকরিয়া স্বরূপ খুশি হয়ে 'পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম উদযাপন করে আসছেন। পবিত্র রবিউল আউয়ালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বেছাল বা ওফাত শরীফ হওয়া সত্ত্বেও এ মাসে ওফাতুন্নবী বা ওফাত দিবস ইত্যাদি পালনার্থে শোক ও দুঃখ প্রকাশ করতে ইসলামী স্কলার ও মনীষীগণ নিষেধ করেছেন। কেননা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমার হায়াত (অর্থাৎ দুনিয়ার বাহ্যিক জীবন) যেমন তোমাদের জন্য মঙ্গলময় তেমনি আমার ওফাত ও তোমাদের জন্য কল্যাণময়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- حياتى خيرلكم ومماتى خيرلكم (الحديث) অর্থাৎ আমার দুনিয়াবী জীবন ও ইন্তেকাল শরীফ উভয়টা তোমাদের জন্য উত্তম ও মঙ্গলময় শোক বা দুঃখের বিষয় নয়। রবিউল আউয়াল মাসে যুগযুগ ধরে চলে আসা আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায়ার্থে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম উদযাপন না করে যারা এ পবিত্র মাসে ওফাতুন্নবী বা 'সীরাতুন্নবী' সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইত্যাদি অনুষ্ঠান করে তাদের আসল উদ্দেশ্য হলো এ সবের মাধ্যমে 'মিলাদুন্নবী' সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর খুশী উদযাপনের দিক থেকে মুসলিম সমাজের ধর্মীয় অনুভূতিকে অন্যদিকে ফেরানোর অপচেষ্টা করা। মূলতঃ এটা সৎ উদ্দেশ্য নয় বরং ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি বিদ্বেষমূলক ও ষড়যন্ত্রমূলক। আরো উল্লেখ্য ১২ রবিউল আউয়াল রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর 'ওফাত দিবস' হওয়া/ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ আছে। তবে কোন কোন ইতিহাসবিদের মতে ঐদিন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাত দিবস 'হলেও ওফাতের শোক পালন করা ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক তিনদিন পর নিষিদ্ধ। যা হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত। তদুপরি আল্লাহর সম্মানিত নবীগণের 'ওফাত দিবস' ও উম্মতের জন্য শোকের কারণ নয় বরং মঙ্গলময় ও কল্যাণকর। এটাই মূলত সাধারণ মানুষ ও আল্লাহর প্রিয় নবীগণের ওফাতের মধ্যে বিরাট পার্থক্য। পবিত্র হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

اِنَّ مِنْ اَفْضَلِ اَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ
اٰدَمُ وَفِيْهِ قُبِضَ [سنن نسائى - صفحه - ١٥٠]

অর্থাৎ তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে সর্ব উৎকৃষ্ট দিন হচ্ছে জুমার দিন। কারণ ওই দিনে হযরত আদম

মাসিক তরজুমান The Monthly Tarjuman

আলায়হিস্ সালামকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং ওই দিনেই তাঁর ওফাত হয়েছে।

[সুনানে নাসাঈ:, পৃ. ১৫০ ও মেশকাত শরীফ]

অন্য হাদীসে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

اِنَّ هٰذَا يَوْمُ عِيْدٌ جَعَلَهُ اللهُ لِلْمُسْلِمِيْنَ

[سنن نسائى - صفحه - ٨٧]

এ জুমার দিন হচ্ছে ঈদের দিন। এটাকে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের জন্য ঈদের দিন সাব্যস্ত করেছেন। (সুনানে নাসায়ী, পৃ. ৮৭, সুনানে ইবনে মাজাহ শরীফে জুমার দিনের ফজিলত অধ্যায়েও একই বর্ণনা রয়েছে)

সুতরাং বুঝা গেল যে, জুমার দিনটি হচ্ছে একজন নবী তথা আদি পিতা হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-এর সৃষ্টির দিনও আবার ওফাতের দিনও। এতদসত্ত্বেও আল্লাহর প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-এর ওফাতের শোককে উপেক্ষা করে বাবা আদম আলায়হিস্ সালাম-এর সৃষ্টির খুশীকেই স্থায়িত্ব দান করেছেন এবং প্রত্যেকে জুমার দিবসে নামাযে জুমা ও ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে ঈদ বা খুশী উদযাপনের নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব, কোন কোন ইতিহাসবিদ ১২ রবিউল আউয়ালকে প্রিয়নবীর শুভাগমন বা মিলাদ দিবসের সাথে 'ওফাত' দিবস হিসেবে মেনে নিলেও উক্ত দিন বা মাসে ওফাত দিবসের শোক পালন করা যাবে না। যেহেতু ইসলামী শরীয়তে শোকের বৈধতা তিনদিন পর শেষ হয়ে যায়; কিন্তু মিলাদ বা শুভাগমন-এর খুশী কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। তাই এ মোবারক মাস ও দিনে শোক পালন নয় বরং আল্লাহর দরবারে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম পালনই শরীয়ত সমর্থিত। সুতরাং ১২ রবিউল আউয়ালের দিনেও রবিউল আউয়াল মাসে ওফাতুন্নবী বা সীরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইত্যাদি পালনের মাধ্যমে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের শোক দিবস যারা পালন করে তারা ইসলামী শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞ, সাথে সাথে এটা মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি তাদের হিংসার বহি:প্রকাশ। ইন্তেকাল ও ওফাতের পর সাধারণত তিনদিন পর্যন্ত পরিবারের সদস্যরা শোক পালন করবে, তারপরে নয়। তবে স্বামী মারা গেলে শুধু স্ত্রী গর্ভবতী হলে গর্ভ-প্রসব করা পর্যন্ত আর গর্ভীতা না হলে স্বামীর মৃত্যু হতে চার (৪) মাস দশ দিন পর্যন্ত শোক পালন করবে।

[মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া, কৃত. ইমাম আহমদ কসতলনী রহমাতুল্লাহি আলায়হি, আননেমাতুল কোবরা, কৃত. ইমাম ইবনে হাজর মক্কী রহমাতুল্লাহি আলায়হি, মা ছাবাতা বিসসুন্নাহ, কৃত. শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ইত্যাদি।]

হাফেজ মিজানুর রহমান

শীতলঝর্ণা, আবাসিক, বায়েজিদ, চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: মিলাদ মাহফিলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শান-মান ও সম্মানে কিয়াম করা অর্থাৎ দাঁড়িয়ে আদব সহকারে দরুদ সালাম পাঠ করা শরীয়তসম্মত কিনা? জনৈক মওলভী মিলাদ-কিয়ামকে নাজায়েয ও শরিয়ত বহির্ভূত আমল বলে বিদ্রুপ-ঠাট্টা করেছে। এ ব্যাপারে ইসলামী শরীয়তের ফয়সালা জানিয়ে ধন্য করবেন।

উত্তর: মিলাদ-মাহফিলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মানার্থে কিয়াম করা অর্থাৎ দাড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করা মুস্তাহাব এবং মুহাক্কিক্ব ওলামায়ে কেরামের মতে যারা এ আমল করে তারা এর মাধ্যমে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অনেক সওয়াব ও মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকে। প্রিয়নবীর সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে কছিদা আকারে দরুদ-সালাম পাঠ করা তথা কিয়ামকে না-জায়েজ বলা নবী বিদ্বেষীর পরিচয় এবং মুসলিম সমাজকে ভাল কাজ থেকে বিরত রাখার অপচেষ্টা। আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা শাহ্ আহমদ রেযা মুহাদ্দিসে বেরলভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি 'ইকামাতুল কিয়ামাহ্ আলা তা-ইনিল ক্বিয়াম' কিতাবে উল্লেখ করেছেন বিশিষ্ট ফকিহ ও মুহাদ্দিস আল্লামা ওসমান ইবনে হামামদিমতী রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর লিখিত কিতাব 'রিসালায়ে ইসবাতে কিয়াম'-এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন-

اَلْقِيَامُ عِنْدَ ذكر وِلاَدَةُ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ صَلَّى اَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امر لاَشَك فِىْ اِستَحَبَابَه وَاِستِحَسَانَه وَندبه يحصل لفاعله من الثواب الاوفر والخير الاكبر لانه تعظيم النبى صلى الله عليه وسلم

অর্থাৎ মিলাদ শরীফ পাঠকালে বা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বেলাদত

মাসিক তরজুমান The Monthly Tarjuman

মুবারকের (শুভাগমনের) বর্ণনাকালে হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মানার্থে ও ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থে দাঁড়িয়ে কেয়াম করা মুস্তাহাব, মুস্তাহাসান এবং উত্তম যার কর্তা অনেক সওয়াব ও মহান মর্যাদার অধিকারী হয়, কেননা কেয়াম করা মানে নবীজিকে সম্মান করা।

শুধু তাই নয় দেওবন্দী, ওহাবী, তাবলীগীদের নির্ভরশীল ব্যক্তি মাওলানা রফী উদ্দীন 'তারিখে হেরেমাইন' কিতাবে উল্লেখ করেছেন-

قَدْ اِسْتَحْسَنَ الْقِيَامُ عِنْدَ ذِكْرِ ولادته الشَّرِيْفَةَ ذوراية
ودراية فطوبى لمن كان تعظيمه غاية مرامه

অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মিলাদ বা বিলাদত শরীফের বর্ণনার মুহূর্তে কিয়াম করা ঐ সমস্ত আলেম মুস্তাহাসান বা উত্তম আমল বলেছেন, যাঁরা হলেন যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ফকিহ। অতএব, শুভ সংবাদ ও আনন্দের ব্যাপার হল ঐসব ব্যক্তির জন্য যারা কেয়াম করে তাদের মূখ্য উদ্দেশ্য হল নবীজীকে সম্মান করা। ওহাবী, দেওবন্দী মৌলভীদেরও পীরও হাজী এমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে মক্কী রহমাতুল্লাহি আলায়হি স্বীয় কিতাব 'ফায়সালাহ-এ হাফত মাসআলায় উল্লেখ করেছেন-

میں خود قیام کرتاهوں اور قیام میں لذت پاتاهوں

অর্থাৎ মিলাদ-পাঠের সময় আমি নিজে দাঁড়িয়ে কিয়াম করি এবং কিয়ামকালে আমি তৃপ্তি পায়। আল্লামা মুহাম্মদ সালেহ রহমাতুল্লাহি আলায়হির বরাতে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা ফাজেলে বেরলভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন-

امة النبى صلى الله عليه وسلم من العرب
والمصر والشام والروم والاندلس وجميع بلاد
الاسلام مجتمع ومتفق على استجابه واستحسانه

অর্থাৎ আরব, মিশর, সিরিয়া, রোম, আন্দালুস ও সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে নবীজির সমস্ত উম্মত ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, মিলাদ শরীফ পাঠের সময় প্রিয়নবীর সম্মানার্থে কিয়াম করা মুস্তাহাব ও মুস্তাহসান। পবিত্র মক্কা শরীফের শ্রেষ্ঠতম মুহাদ্দিস ও ফকিহ্ খাতেমুল মুহাদ্দেসীন হযরত সৈয়দ আহমদ দাহলান মক্কী রহমাতুল্লাহি আলায়হি স্বীয় কিতাব 'আদদুরারুস সানিয়্যাহ্ ফির রদ্দে আলাল ওয়াহাবিয়্যাহর মধ্যে উল্লেখ করেছেন-

من تعظيمه الفرح بليلة ولادته وقراة المولد والقيام
عند ذكر ولادته واطعام الطعام۔

অর্থাৎ নবীজির শুভাগমন ও মিলাদ রজনীতে খুশি উদযাপন করা, মিলাদ শরীফ পাঠ করা, বেলাদত শরীফের বর্ণনার মুহূর্তে সম্মানার্থে দাঁড়ানো বা কিয়াম করা তথা দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করা এবং মিলাদ মাহফিলে উপস্থিত জনতাকে খাবার পরিবেশন করা নবীজির প্রতি সম্মান প্রদর্শনেরও তাজিমের অন্তর্ভুক্ত। তারপরেও মিলাদ শরীফ ও কিয়ামের মত একটি বরকতমন্ডিত নেক আমলকে নাজায়েজ ও শরিয়ত বহির্ভূত কাজ বলে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা প্রকৃত মুমিন মুসলমানের পক্ষে শোভা পায় না বরং মুনাফিকি চরিত্র এবং অজ্ঞতা।

[ইকামাতুল কিয়ামাহ্ কৃত. ইমাম আ'লা হযরত শাহ্ আহমদ রেযা রহ. ও ফয়সালায়ে হাফত মাসআলা, বাগে খলিল ১ম খন্ড, মাসিক তরজুমান]

মাওলানা রবিউল হোসাইন
নায়েবে ইমাম, আরেফীন নগর, বায়েজিদ
চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: কেউ কেউ বলতে শুনা যায় যে, ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তথা প্রিয়নবী রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পৃথিবীর বুকে শুভাগমন উপলক্ষে কোন বর্ণনা পবিত্র ক্বোরআন মজিদে নেই। সুতরাং মিলাদুন্নবী উদযাপন করা ভিত্তিহীন। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনের উদ্ধৃতিসহ আলোচনা করলে উপকৃত হবো।

উত্তর: উপরোক্ত বিষয়ে নিম্নে পবিত্র কোরআনের উদ্ধৃতি পেশ করা হল।

(১) সূরা নিসা ১৭৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ
وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا

অর্থাৎ হে লোক সকল! তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ হতে অকাট্য দলিল অর্থাৎ (হুযুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আগমন করেছেন।

(২) সূরা তাওবা ১২৮ নম্বর আয়াত-

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ
مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

অর্থাৎ নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের বংশ হতে মহান রাসূল শুভাগমন করেছেন। তোমাদের কষ্ট তাঁর

জন্য অনেক ভারী ও দুঃখ, তোমাদের মঙ্গল কামনাকারী ও বড় কান্ডারী এবং ঈমানদারগণের জন্য বড়ই দয়াবান।

(৩) সূরা আম্বিয়া ১০৭ নম্বর আয়াত-

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ

অর্থাৎ আমি (আল্লাহ্) আপনাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছি সমগ্র কায়েনাতের জন্য রহমত বানিয়ে (তথা রহমত বিতরণকারী হিসেবে)।

(৪) সূরা আহযাব'র ৪৫নম্বর আয়াত-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا

অর্থাৎ হে আমার প্রিয় নবী (সরকারে দু'আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) নিশ্চয় আমি আপনাকে (পৃথিবীতে) প্রেরণ করেছি সাক্ষী দাতা তথা হাজির নাজির, জান্নাতের শুভ সংবাদদাতা, জাহান্নামের ভয় প্রদর্শনকারী, আল্লাহ্ তা'আলার দিকে তার হুকুমে (আল্লাহর বান্দাগণকে) আহ্বানকারী এবং আলোক প্রদীপ হিসেবে।

এ ধরনের অসংখ্য আয়াতে কারীমায় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন স্বীয় হাবীবে পাক, সাহেবে লাওলাক, সাইয়ারে আফলাক, রাসূলে মুয়াজ্জম, নূরে মুজাস্সাম, রাহমাতুল্লিল আলামীন, খাতামুন নবীয়্যীন হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামার এ ধরাধামে তাশরীফ আওয়ারী তথা শুভাগমনের বিষয়ে সুন্দরভাবে আলোচনা করে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের বিবরণ পেশ করেছেন।

(৫) সূরা আলে ইমরানের ১০৩ নম্বর আয়াতে করীমায় মহান আল্লাহ্ তা'আলা আরো এরশাদ করেন-

وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ পাকের সে মহান অনুগ্রহ ও নিয়ামাতুল্লাহ্ (তথা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) স্মরণ কর যা তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা এমন এক সময়ে দান করেছেন, যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। তাঁর সে নিয়ামতের বদৌলতে তিনি (আল্লাহ্ তা'আলা) তোমাদের সাথে সম্প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি করেছেন। ফলে তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ অথচ তোমরা জাহান্নামের গর্তের একেবারে কিনারায় পতিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিলে। তিনি তাঁর সে নেয়ামতের বদৌলতে তোমাদেরকে জাহান্নাম হতে মুক্তি দান করেছেন। এভাবেই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য স্বীয় নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা হেদায়াত প্রাপ্ত হও।''

আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শুভাগমনে ঈদ তথা খুশী-আনন্দ প্রকাশ করার জন্য মহান আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে সরাসরি নির্দেশ দিয়ে এরশাদ করেন-

(৬) قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ
فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

অর্থাৎ (হে হাবীব) আপনি আমার বান্দাদের বলুন! আল্লাহরই অনুগ্রহ ও তাঁর রহমত প্রাপ্তিতে তারা যেন অবশ্যই আনন্দ-খুশী উদযাপন করে। তা তাদের সমস্ত সঞ্চয়কৃত ইবাদত-বন্দেগী ও ধন-দৌলত হতে অধিক শ্রেয় ও উত্তম। [সূরা ইউনুস: আয়াত-৫৮]

উক্ত আয়াতে করীমায় ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলায়হিসহ অনেক তাফসীর বিশারদগণ আল্লাহর রহমত হতে রাহমাতুল্লিল আলামীন রাসূলে আনোয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে মুরাদ নিয়েছেন এবং হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এভাবে তাফসির করেছেন। [তাফসীরে ইবনে আব্বাস ও তাফসীরে দুররে মনসুর]

সুতরাং উক্ত আয়াতে করীমায় আল্লাহ্ পাক তাঁর অনুগ্রহ ও দয়ার মূর্তিপ্রতীক প্রিয় রাসূলের শুভাগমনে খুশী তথা আনন্দ উদযাপনের নির্দেশ দিয়ে মূলত মিলাদ ও ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পালন করার নির্দেশ দান করেছেন মুমিন মুসলমানদের প্রতি। বলাবাহুল্য ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম উদযাপন স্বয়ং আল্লাহরই নির্দেশ এবং ক্বোরআনই এর প্রকৃত উৎস তথা ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম উদযাপন করা ক্বোরআন-সুন্নাহ্ পরিপন্থি নয় বরং জিকির-আযকার, দরুদ-সালাম, হামদ, নাত, রাসূলে আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শান-মান আলোচনা, প্রিয় নবীর শুভাগমনের মুহূর্তে যে সব

অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল যা নির্ভরযোগ্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। তার আলোচনা, দোয়া-মুনাজাত, মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় ও তাবাররুকাত বিতরণের মাধ্যমে মাহে রবিউল আউয়ালে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম উদযাপন করা মূলত ক্বোরআন-সুন্নাহর অনুসরণ ও অনুশীলন।

হাফেজ মিজানুর রহমান
মসজিদে রহমানিয়া গাউসিয়া
অক্সিজেন, বায়েজিদ, চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: মৃত্যুর পূর্বে কোন ব্যক্তি যদি যোগ্য হক্কানী আলেমের মাধ্যমে নামাযে জানাযা পড়ানোর অছিয়ত করেন, তা পালন করা কতটুকু শরিয়তসম্মত? আর মৃত ব্যক্তির অলি ছেলে/পিতা যদি মহল্লার মসজিদের ইমামের চেয়ে যোগ্য হয় তখন নামাযে জানাযায় ইমামতির হকদার মসজিদের ইমাম না মৃত ব্যক্তির অলি? মৃত ব্যক্তির অছিয়ত কখন ওয়াজিব। বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর: মৃত ব্যক্তি তার পরিত্যক্ত এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তির ব্যাপারে জীবদ্দশায় কারো জন্য অসিয়ত করলে ওয়ারিশগণ তার মৃত্যুর পর তার অসিয়ত কার্যকর করবে। এটা ওয়াজিব। যদি কাফন-দাফন ও কর্জ আদায়ের পর তার পরিত্যক্ত মাল/সম্পদ অবশিষ্ট থাকে। অন্য কোন বিষয়ে মৃত ব্যক্তির অসিয়ত পালন করা ওয়ারিশগণের জন্যে আবশ্যকীয় বা ওয়াজিব নয়। তবে সামর্থ্য ও সাধ্যানুযায়ী মৃত ব্যক্তি মাতা-পিতা ও আপনজনের অছিয়ত পালন করা অলি-ওয়ারিস তথা ছেলে-সন্তানের জন্য ভাল ও উত্তম। সুতরাং কারো মাধ্যমে জানাযার নামায পড়ানোর অসিয়ত করলে বা করে গেলে এলাকার জামে মসজিদের ইমাম উপস্থিত থাকলে তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে অসিয়তকৃত বুযুর্গ ও যোগ্য ব্যক্তির মাধ্যমে নামাযে জানাযার ইমামতি করাতে কোন অসুবিধা নেই। আর যদি মৃত ব্যক্তির স্বীয় সন্তান মহাল্লার মসজিদের ইমাম/খতিবের চেয়ে উপযুক্ত হয় তখন তিনি মৃত মা-বাবার নামাযে জানাযার ইমামতি করার জন্য অধিক হকদার ও যোগ্যতম ব্যক্তি। যেমন আদ দুররুল মোখতারে বর্ণনা করা হয়েছে- وتقديم الامام الحى مندوب فقط على شرط ان يكون افضل من الولى والا فالولى اولى كما فى المجتبى وشرح المجمع অর্থাৎ নামাজে জানাযায় মহল্লার মসজিদের ইমামকে ইমাম বানানো মুস্তাহাব যদি তিনি মৃত ব্যক্তির ওলী (ছেলে-পিতা- বা অন্যান্য ওয়ারিস হতে ইসলামী শরীয়তের জ্ঞানে উত্তম হয়। যদি ইমাম সাহেব হতে মৃত ব্যক্তির অলি/ওয়ারিস উত্তম হয় তখন মায়্যেতের অলি/ওয়ারিস নামাযে জানাযার ইমামতির হকদার বেশী। মুজতাবা ও শরহুল মাজমার মধ্যে এ রকম বর্ণিত আছে।

[দুররে মুখতার কৃত. ইমাম আলাউদ্দিন খাচকপি হানাফী রহ. খন্ড-২, পৃ. ২২০, জানাযা অধ্যায় ইত্যাদি]

মুহাম্মদ আলী আশরাফ
চরকানাই, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) লেখার সময় দরুদ শরীফ এবং সাহাবায়ে কেরাম ও আউলিয়া-ই কেরামের নাম লেখার পর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি কি সম্পূর্ণ লিখতে হবে? নাকি সংক্ষেপে লিখলে চলবে। এ ব্যাপারে জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর: নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র ও বরকতময় নাম লিপিবদ্ধ করার পর সম্পূর্ণ দরূদ শরীফ অবশ্যই লিখতে হবে। এটাকে অর্থাৎ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পরিপূর্ণভাবে লেখা অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম ওয়াজিব বলেছেন। সংক্ষেপে যেমন - صـ - عـ - عم - صلعم ও স. দ. লিখে দরুদ শরীফকে খাট করা নাজায়েয ও হারাম। যা মারাত্মক অপরাধ ও আদবের পরিপন্থী। ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ সংক্ষেপে লিখলে ঈমান হারানোর আশংকা আছে। এ ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রত্যেক ঈমানদারের ঈমানী দায়িত্ব। সর্বপ্রথম যে দরুদ শরীফকে সংক্ষেপে صلعم লিখেছিল তার হাত কর্তন করা হয়েছিল। যেমন বিশ্বখ্যাত হাদিস বিশারদ আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র নামের সাথে দরূদ শরীফ সংক্ষেপ করে صلعم লিখেছে, শাস্তিস্বরূপ তার হাত কর্তন করা হয়েছে। যেমন ইসলামে চোরের হাত কর্তন করার বিধান রয়েছে যেহেতু চোর অপরের সম্পদ হানি করে, আর উক্ত ব্যক্তি নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মান ও

ইজ্জত হানি করেছে। দরুদ শরীফ সংক্ষেপে লেখা দুর্ভাগা বঞ্চিত ব্যক্তিদের কাজ। হযরত ইবনে হাজর হাইতমী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ফতোয়ায়ে হাদিছিয়াতে উল্লেখ করেছেন- كذا اسم رسوله بان يكتب عقبه صلى الله عليه وسلم فقد جرت عادة الحلف كالسلف ولا يختصر بكتابتها بنحو صلعم فانه عادة المحرومين অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র নাম মোবারকের পর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পরিপূর্ণভাবে লেখা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল ইমামদের নেক তরিকা। সংক্ষেপে যেমন صلعم যেন লেখা না হয়। কেননা এভাবে দরূদ-সালাম সংক্ষেপে লেখা আল্লাহর মেহেরবাণী থেকে বঞ্চিত লোকদের স্বভাব। মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকারী ইমাম নবভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি কিতাবুল আযকারে উল্লেখ করেছেন-

يكره الرمز بالصلواة والترحم بالكتابة بل يكتب بكماله ولايسأم فيه والا حرم حظًا عظيمًا

অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র নামের সাথে দরূদ ও সালাম ও আউলিয়া কেরামের নামের সাথে রহমাতুল্লাহি আলায়হি লেখার সময় সংক্ষেপে ইংগিত করা মাকরূহ বরং সম্পূর্ণ লিখতে হবে এবং পুরা লেখার ক্ষেত্রে বিরক্ত বোধ করবে না। নতুবা সওয়াবের মহান অংশ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। সুতরাং প্রিয় নবীর নাম মোবারকের সাথে সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরামের নাম মোবারকের সাথে রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও আউলিয়ায়ে কেরামের নামের সাথে রহমাতুল্লাহি আলায়হিকে সংক্ষেপ করে ইঙ্গিত করা এক প্রকার বেয়াদবী ও কৃপনতা। যা সত্যিই দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। তাই এগুলোকে পুরাটাই লিখবে। এটাই শরীয়তের ফয়সালা। উল্লেখ্য যে, (দ.) শব্দটি মূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সংক্ষেপ শব্দ নয় বরং এটা দরূদ শব্দের সংক্ষেপ। যেমন (স.) শব্দটি সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সংক্ষেপ। এ বিষয়ে অবশ্যই আদব ও সতর্কতা অবলম্বন করা নেহায়ত জরুরী। কারণ প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম এবং আউলিয়ায়ে এজাম রাহমাতুল্লাহি আলায়হিম-এর শান-মান ও মর্যাদায় সামান্যতম বেয়াদবীর কারণেও ঈমান-আমল, ইবাদত-বন্দেগী নষ্ট হয়ে যায়। উপরোক্ত বিষয়ে তরজুমান প্রশ্নোত্তর বিভাগে একাধিকবার বিস্তারিত ও প্রামাণ্য আলোচনা করা হয়েছে।

[ফতোয়ায়ে হাদিসিয়া কৃত. ইমাম ইবনে হাজর হায়তমী মক্কী রহমাতুল্লাহি আলায়হি, কিতাবুল আযকার, কৃত. ইমাম নবী আলায়হির রাহমাহ্। আমার রচিত যুগ জিজ্ঞাসা, পৃ. ১১১-১১২, প্রকাশনায় আনজুমান ট্রাস্ট, চট্টগ্রাম।]

মুহাম্মদ মোমিনুল হক
শাকপুরা, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: কোন মহিলা তিন তালাক প্রাপ্ত হয়ে ইদ্দত পালন না করে ২য় স্বামী গ্রহণ করে, তার শরয়ী বিধান কি হবে?

উত্তর: ইদ্দত পালন না করে ২য় স্বামী গ্রহণ করা ইসলামী শরীয়তের বিধান মোতাবেক ছহি/শুদ্ধ হবে না। জেনে শুনে এ রকম করা হারাম ও গুনাহ। ইদ্দত শেষ হওয়ার পর তারা উভয়ের মধ্যে আকদ পুনরায় আয়োজন করতে হবে। ইদ্দতকালীন উভয়ের মধ্যে যে আকদ/বিবাহ্ সংগঠিত হয়েছিল, তা ফাসেদ ও অশুদ্ধ।

[রদ্দুল মোহতার, কৃত. ইমাম ইবনে আবেদীন শামী হানাফী রহমাতুল্লাহি আলায়হি, তালাক অধ্যায়, ইত্যাদি]

মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
ভাতুরিয়া, নবীনগর, বি-বাড়িয়া।

মুহাম্মদ মাসরুর রহমান
বৈরাগ, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর আর সংসার করতে পারবে কি না?

উত্তর: স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে এক/দুই তালাক প্রদান করলে স্ত্রীর ইদ্দত তথা তিন ঋতুস্রাব (হায়য) বা স্ত্রী গর্ভিতা হলে বাচ্চা প্রসব করা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে স্ত্রীর নিকট খাচ কামরায় رجعت তথা ফিরে আসলে বা সহবাস/মিলন করলে তিন তালাক প্রদান না করা পর্যন্ত ঘর/সংসার করতে পারবে। আর এক সাথে অথবা পৃথক পৃথক তিন মাসে হুশে জ্ঞানে এক তালাক এক তালাক করে তিন তালাক প্রদান করলে হিলা ছাড়া স্বামী-স্ত্রী উভয়ে সংসার করতে পারবে না।

[কিতাবুল হেদায়া, কৃত. ইমাম ফরগানী মরগিনানী হানাফী রহমাতুল্লাহি আলায়হি তালাক অধ্যায় ইত্যাদি]

মুহাম্মদ নাজমুস্ সায়াদাত
শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

প্রশ্ন: তালাক কী? কিকি উপায়ে স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে পারবে।

 উত্তর: ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ্ বন্ধনকে স্বামী কর্তৃক উঠিয়ে নেয়া বা বিচ্ছেদ ঘটানোকে তালাক বলা হয়। মুবাহ্ কাজসমূহের মধ্যে তালাক বা বিবাহ্ বিচ্ছেদ ঘটানো অত্যন্ত গর্হিত ও নেহায়ত অপছন্দনীয় কাজ। ছরিহ বা স্পষ্ট, কেনায়া বা অস্পষ্ট শব্দ দ্বারা তালাক বা বিবাহ্ বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়। স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর প্রতি মৌখিকভাবে বা লিখিত আকারে তালাক কার্যকর করা হয়। স্বামী স্ত্রীকে সখ বা খুশি/রাজি রগবতে তালাক প্রদান করলে ইসলামী শরিয়তের দৃষ্টিতে কার্যকর হয়ে যায়।

[শরহে বেকায়া, হেদায়া ও কিতাবুল আশবাহ্, তালাক অধ্যায় ইত্যাদি]

নাঈমা সুলতানা

ফটিকছড়ি,চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: সম্প্রতি কিছু আলিমের ভাষ্যমতে মহিলাদের ঈদগাহে নামায আদায় করা সুন্নাত ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত বলে মহিলাদের উৎসাহিত করছে। ইসলামী শরীয়তের ফায়সালা মোতাবিক বিস্তারিত জানানোর জন্য অনুরোধ করছি।

উত্তর: ঈদগাহে বা ঈদের ময়দানে সর্বস্তরের মানুষের সমাগম ঘটে। দ্বিতীয় হিজরী সনে ঈদের নামায পড়ার বিধান চালু হলে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য ও ইসলামের শান-শওকত প্রকাশ করার জন্য ঋতুবর্তী হয়ে যাওয়া মহিলা ও প্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েদেরও ঈদগাহে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।

عن ام عطية قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرجهن فى الفطر والاضحى العوائق والحيض وذوات الخدور فاما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قلت يارسول الله احدانا لايكون لها جلباب قال لتلبسها اختها من جلبابها

অর্থাৎ বিশিষ্ট সাহাবী মহিলা হযরত উম্মে আতিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এই মর্মে আদেশ প্রদান করলেন যে, আমরা যেন যুবতী, ঋতুবর্তী এবং পর্দানশীন মহিলাদের ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনে ঈদগাহে নিয়ে আসি; কিন্তু হায়েজ বা ঋতুস্রবি মহিলারা যেন নামায থেকে দূরে থাকে। তবে তারা কল্যাণের কাজেও মুসলমানদের দু'আতে শরীক হতে পারবে। আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম! আমাদের কারো কারো শরীর ঢাকার মত বড় চাদর নেই। উত্তরে তিনি বললেন, তার বোন যেন তাকে চাদরের ব্যবস্থা করে দেয়। [সহীহ্ মুসলিম, খ:৩, পৃ. ২০, হাদীস নং-২০৯৩]

কিন্তু পরবর্তীতে পর্দার আয়াতের কঠোরতার পাশাপাশি দিন দিন ফিতনা এবং বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাওয়ায় হযরত ওমর ফারুকে আযম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র শাসনামলে মহিলাদের ঈদগাহে এবং মসজিদে পঞ্জেগানা নামাযের জামায়াতে ও জুমায় আসার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জাহির করা হয়।

হাদীসে এসেছে-

عن اسامة بن زيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة على امتى اضرّ على الرجال من النساء

হযরত উসামা ইবনে যায়দ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের পুরুষ জাতির উপরে নারীদের চেয়ে অধিকতর ক্ষতিকর আর কোন ফিতনা আমি রেখে যাইনি।

[সহিহ্ বুখারী, হাদীস নং-৪৮০, মুসনাদে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস নং-১৫৪]

তাছাড়া হযরত উম্মে আতিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা এর হাদীসে মহিলাদের ঈদগাহে উপস্থিত হওয়ার প্রেক্ষাপট ছিল ভিন্ন। আর সেই প্রেক্ষাপটটি হলো বেঈমান ও কাফিরদের সামনে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য প্রদর্শন। নচেৎ হায়েযওয়ালী এবং কাপড়বিহীন নারীদেরকে কাপড় দিয়ে সাহায্য করে হলেও ঈদগাহে উপস্থিত হওয়ার ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাকিদের সাথে নির্দেশ প্রদান করতেন না। তদুপরি, প্রিয় রাসূল এবং হযরতে ছিদ্দিকে আকবর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সময়ে মহিলারা মসজিদে নববীতে জুমা ও পঞ্জেগানা জমাতে শরীক হতেন তখন ঈদের জমাতেও মহিলাদের শরিক হওয়ার জন্য রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত ওমর ফারুকে আযমের শাসনামলে দিন দিন যখন ফিতনা-ফ্যাসাদ বেড়ে যাচ্ছে তখন মা-বোনদেরকে ফিতনা-ফ্যাসাদ হতে রক্ষা করার জন্য জুমা জমাতে অংশ গ্রহণে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। অতএব, হযরত উম্মে আতিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুহার

মাসিক তরজুমান The Monthly Tarjuman

বর্ণিত হাদীসের আলোকে মহিলাদের ঈদের নামাযে অংশগ্রহণ করার বিষয়টি সর্বকালের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল না বরং সাময়িককালের জন্য ছিল। অপরদিকে হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তার শাসনামলে নিষেধাজ্ঞা জারি করলে তৎকালীন সম্মানিত সাহাবীদের কেউ তাতে আপত্তি করেননি। বিধায় মহিলাদের ঈদগাহে এবং মসজিদে জমাতে না আসার বিষয়টি ইজমায়ে সাহাবা দ্বারা সাব্যস্ত এবং প্রমাণিত। যা হেদায়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থ বেদায়া ওয়ান্ নেহায়ায় বর্ণনা করা হয়েছে। নিম্নে মহিলাদের ঈদগাহে ও জুমা জমাতে অংশ গ্রহণ না করা ও না আসা যে নিরাপদ তার বর্ণনাও দলীলগুলো পেশ করা হলঃ উম্মুল মুমেনীন হযরত উম্মে সালামা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- خير مساجد النساء قعربيتهن الحديث মহিলাদের জন্য উত্তম নামাযের স্থান হলো তাদের গৃহের কোনা বা নির্জনস্থান।

[মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং-২৬৫৮৪, সহীহ্ ইবনে খুযাইমা, হাদীস নং-১৬৮৩, দাইলামী হাদীস নং-২৯১৯]

عن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : صلاة المراة فى مخدعها افضل من صلاتها فى بيتها وصلاتها فى بيتها افضل من صلاتها فى حجرتها

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, মহিলাদের জন্য বাড়ির আঙ্গিনায় নামায পড়ার চেয়ে উত্তম জায়গা হলো তাদের ঘরের শয়নকক্ষে নামায পড়া। আর তাদের জন্য ঘরের ভেতরের নির্জন কক্ষে নামায আদায় তাদের ঘরের বাইরে নামায আদায় করা থেকে উত্তম।

[এ বিষয়ে ইতিপূর্বে তরজুমান প্রশ্নোত্তর বিভাগে বিস্তারিত ও প্রমাণ্য আলোচনা করা হয়েছে। সহীহ ইবনে খুজাইমাহ্ ও আত-তারগীব ওয়াত তারহীব]

উম্মে সালমা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

প্রশ্ন: পুরুষদের ন্যায় মহিলারাও মাজার এবং মা, বাবা, আত্মীয়-স্বজনের কবরের পাশে বসে ক্বোরআন পাঠ ও কবর জিয়ারত করতে পারবে কিনা? বিস্তারিত জানানোর অনুরোধ রইল।

উত্তর: পুরুষের ন্যায় কবরস্থানে গিয়ে জিয়ারত করা মহিলাদের জন্য জায়েয নেই। মহিলারা ঘরে বসে পর্দা-পুশিদায় নামায আদায়, জিকির-আযকার ও অন্যান্য ইবাদতের ন্যায় সূরা কেরাত পড়ে দোয়া-দরুদ পাঠ করে মা-বাবা ও মুরব্বীদের কবর ও রুহে ইসালে সাওয়াব করবে। আজকাল ফেতনার এ যুগে আউলিয়ায়ে কেরামের মাযারে মহিলাদের আনা-গোনা এমনভাবে বেড়ে গেছে যে, সেখানে পর্দা-পুশিদার কোন বালাই নেই। ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত, আ'লা হযরত শাহ্ আহমদ রেযা খান বেরলভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি কুরআন, হাদীস এবং ফিকহর শতাধিক দলীল দিয়ে মুসলিম উম্মাহর মেয়ে-লোকদের মাজার ও কবরস্থানে যাওয়ার ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি বিশ্ববিখ্যাত 'গুনিয়া' কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, 'এটা জিজ্ঞাসা করোনা যে, মহিলারা কবরস্থান বা মাজারে যাওয়া জায়েজ আছে কিনা? বরং এটা জিজ্ঞেস কর যে, আল্লাহর পক্ষ হতে ঐ মহিলার উপর কতটুকু লা'নত (অভিসম্পাত) করা হয়। কতটুকু লানত করা হয় কবরবাসীর পক্ষ থেকে, আর তা যখনই কবরে যাওয়ার ইচ্ছায় ঘর হতে বের হয় তখনই লানত শুরু হয়ে যায়। আর ঘরে ফিরে না আসা পর্যন্ত ফেরেশতারা লানত করতেই থাকেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর রওযায়ে আকদাসের যিয়ারত একটি বড় সুন্নাত বা ওয়াজিবের কাছাকাছি এবং জীবনের গুনাহ্ মাগফিরাতের বিরাট ওসীলা। পবিত্র কুরআনে পরম করুণাময় এরশাদ করেন-

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا
اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَحِيمًا

অর্থাৎ এবং যখন তারা নিজেদের আত্মার উপর জুলুম করে, আপনার সমীপে হাযির হয় অতঃপর আল্লাহর কাছে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে আর আপনি রাসূল যদি তাদের পক্ষে সুপারিশ করেন, তাহলে অবশ্যই তারা আল্লাহকে তাওবা কবুলকারী ও দয়ালু হিসেবে পাবে।

[সূরা নিসা, আয়াত-৬৪]

রওজা শরীফ জিয়ারত প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে রয়েছে- مَنْ زَارَ قَبْرِىْ وَجَبَتْ له شَفَاعَتِىْ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার পবিত্র রওজা শরীফের যিয়ারত করবে তার জন্য আমার শাফাআত ওয়াজিব হবে। বর্ণনায় ইমাম দারু কুতনী রহমাতুল্লাহি আলায়হি। মদীনায়ে পাকের তথা প্রিয়নবীর রওজা শরীফের জিয়ারত অতীব গুরুত্বপূর্ণ, ফজিলতময় একটি বিষয় যা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামার সকল উম্মতের কাছে নিতান্ত পবিত্র ও অতি কাঙ্ক্ষিত। কিন্তু অন্যান্যদের কবর যিয়ারত ও অলিগণের মাযারে

যাওয়া মহিলাদের জন্য নিষিদ্ধ। ফিতনা-ফ্যাসাদ থেকে বেচে স্বীয় ইজ্জত আবরু রক্ষা করা মা-বোনদের উপর ফরয। তদুপরি আপনজনদের কবরে গিয়ে মহিলারা ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলবে আর আউলিয়ায়ে কেরামের মাযারে গিয়ে আদবের খেলাফ অনেক কাজ করে ফেলবে, অজ্ঞতার কারণে। তাই মহিলাদের জন্য কবরস্থান ও মাজার জিয়ারতে ঘর হতে বের হওয়া নিষেধ করা হয়েছে। আ'লা হযরত ইমাম শাহ্ আহমদ রেযা ফাজেলে বেরলভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি নারীদের জন্য বর্তমান ফ্যাসাদের জমানায় মাজারে যাওয়া নিষেধ মর্মে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর নাম হচ্ছে 'জামালুন নুর ফী নাহয়িন নিছায়ী আন যিয়ারাতিল কুবুর' উক্ত কিতাবে তিনি নির্ভরযোগ্য কিতাবের উদ্ধৃতিসহ বর্ণনা করেন যে, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে অন্যতম ফকিহ্ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মহিলাদের আপাদমস্তক লজ্জার বস্তু। তথা তারা পর্দা-পুশিদায় থাকবে। তারা আপন ঘরের মধ্যেই আল্লাহর নৈকট্য ও সান্নিধ্য অর্জন করবে। আর যখন তারা ঘর থেকে বের হয় তখন তার উপর শয়তান কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করে। উল্লেখ্য যে, প্রখ্যাত ফকিহ্ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু জুমার দিনে কংকর নিক্ষেপ করে মসজিদ থেকে মহিলাদের বের করে দিতেন। ইমাম ইবরাহীম নখয়ী (তাবেয়ী) যিনি ইমামে আযম হযরত ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলায়হির উস্তাদ ছিলেন তিনি তাঁর ঘরের মেয়ে লোকদেরকে জুমা এবং জামাতে শরীক হতে যেতে দিতেন না। সেই উত্তম যুগে নারীদেরকে জুমা-জামাতের জন্য ঘর হতে বের হতে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। তাহলে বর্তমান ফেতনার এই কঠিন সময়ে কবর ও মাজার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে ঘর হতে বের হওয়ার অনুমতি দেয়া যেতে পারে? কখনো না।

[জুমালুন নুর, কৃত. আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁন রহমাতুল্লাহি আলায়হি]

তবে মেশকাত শরীফ ও সিরাজুল ওহহাজ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ফোকাহায়ে কেরামের কেউ কেউ বলেছেন, যুগে যুগে মুসলিম মহিলাগণ পর্দা-পুশিদা সহকারে ভক্তি-আদব সহকারে দোয়া ও বরকত লাভের আশায় কবরবাসীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে আপনজনদের ও আল্লাহর ওলিদের কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে নেহায়ত পর্দাসহকারে স্বীয় ঘর হতে বের হওয়া জায়েজ। তবে বর্তমান সময়ে অধিকাংশ বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম ফিতনা-ফ্যাসাদ হতে রক্ষার্থে মহিলাদের জন্য জুমা-জামাত ও কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে ঘর হতে বের হওয়াকে নিষেধ করেছেন। এটাই নিরাপদ। এ বিষয়ে আউলিয়ায়ে কেরামের মাজার শরীফের দায়িত্বান কর্তৃপক্ষ আউলাদ ও মাজার পরিচালনা কমিটির সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি নেহায়ত জরুরী। নতুবা কবর, হাশর, নশর, আল্লাহ-রসূলের দরবারে এবং আল্লাহর অলিদের নিকট জবাবদিহী করতে হবে। এ বিষয়ে তরজুমানে আহলে সুন্নাত প্রশ্নোত্তর বিভাগে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

[জুমালুন্নুর, কৃত. আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত শাহ্ আহমদ রেযা ফাজেলে বেরলভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি, মালফুজাত-ই আ'লা হযরত, কৃত. মুফতি মোস্তফা রেযা বেরলভী ও আহকামুল মাযার, কৃত. আল্লামা এম.এ. জলিল রহমাতুল্লাহি আলায়হি ইত্যাদি]

দু'টির বেশি প্রশ্ন গৃহীত হবেনা একটি কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় প্রশ্ন লিখে নিচে প্রশ্নকারীর নাম, ঠিকানা লিখতে হবে প্রশ্নের উত্তর প্রকাশের জন্য উত্তরদাতার সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ বাঞ্ছনীয় নয়। প্রশ্ন পাঠানোর ঠিকানাঃ প্রশ্নোত্তর বিভাগ, মাসিক তরজুমান, ৩২১, দিদার মার্কেট (৩য় তলা), দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০।

প্রবন্ধ

হায়রে নছীব

আল্লামা কাজী মুহাম্মদ মুঈন উদ্দীন আশরাফী

এটি সবচেয়ে বড় স্বীকৃত বিষয় যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত-ই হচ্ছে ইসলামের মূল ধারা। ক্বোরআন-সুন্নাহ্র নির্ভুল বর্ণনাবলীর পাশাপাশী বড় দলীল হলো বিরাজমান প্রত্যেক বাতিল দল কাগজে কলমে নিজেদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারী হবার দাবী। এটি একটি বড়ই বিভ্রান্তিকর বিষয়। তারপরও মহান আল্লাহ্ তা'আলা সত্যকে বরাবরই বিজয়ী রাখেন-আপন অনুগ্রহে। তার জ্বলন্ত প্রমাণ হলো-বাতিল দলগুলো কাগজে কলমে নিজেদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারী দাবী করলেও অদ্যাবধি তারা এ নামে কোন সাংগঠনিক কাঠামো দাঁড় করেনি। অনুরূপভাবে তাদের সভা-মাহফিলে এ নামে কোন স্লোগান দিতে অদ্যাবধি শোনা যায়নি। এটি সুন্নী মুসলমানদের জন্য বড়ই স্বস্তির বিষয়। অন্যথায় সরল মুসলমানদেরকে চরম বিভ্রান্তির শীকার হতে হতো। এটি সুন্নীদের ভাল নছীব।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো দীর্ঘ একচল্লিশ বৎসর শত চেষ্টা করেও স্বার্থান্বেষী মহলের কারণে সুন্নী অংগনে স্বস্তিকর পরিস্থিতি রক্ষা করা সত্যিই কঠিন বলে প্রমাণিত। যার ফলে সুন্নী মতাদর্শের পেছনে জীবন উৎসর্গকারীদের কোন একটি হত্যার বিচার হয়নি আজ অবধি। সুন্নী মতাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত একমাত্র ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনার নিবেদিতপ্রাণ কর্মী "লিয়াকত হত্যা" থেকে শুরু করে হালিম, রফিক, নঈমুদ্দীন, সর্বশেষ আল্লামা নুরুল ইসলাম ফারুকী হত্যা পর্যন্ত কোনটির বিচার পায়নি সুন্নী জনতা। যখনই এসব হত্যাকান্ড ঘটেছে রাস্তায় সর্বপ্রথম নেমেছে সুন্নী অংগ সংগঠন সংশ্লিষ্ট নেতা কর্মীরা আর তাদের সাথে স্বল্প পরিমাণ সুন্নী জনতা। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় যদি সর্বস্তরের সুন্নীজনতা দেশব্যাপী রাস্তায় নেমে বিশাল অবস্থান কর্মসূচী পালন করত, প্রশাসন কিছু একটা করতে বাধ্য হত। মনে রাখা উচিত সবসময় অধিকার সহজে মেলেনা, আদায় করে নিতে হয়। আর আদায় করতে হলে প্রশাসনের টনক নড়ে মত অবস্থান সৃষ্টি করার বিকল্প পথ নেই। উপরোক্ত ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয়নি। তবে অতি সম্প্রতি একজন সম্মানিত আলেমকে সংশ্লিষ্ট ঘটনায় দুঃখ প্রকাশের পরও গ্রেফতার করা হলে সুন্নী মুসলমানগণ আগের তুলনায় অনেক বেশী সংখ্যায় রাস্তায় নেমে আসে। এর পেছনে সুন্নী অংগনে মূল ধারার নেতা-কর্মীদের উদার মানসিকতা বিরাট ভূমিকা রেখেছে। এক্ষেত্রে মূলধারার বাইরে অবস্থানকারীগণ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রস্তাব করলে ঢাকা-চট্টগ্রামের কিছু কিছু স্থানে ঐক্যবদ্ধভাবে করার অনুমতি দেয়া হয়। তবে পরবর্তী সময়ে কৃতীত্ব নিয়ে টানাটানি ও মিথ্যাচারে বড়ই হতভাগ হয়েছি। এটি না হলে ভবিষ্যতের জন্য ভালই হত।

অতি সামান্য অজুহাতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতে বিভক্তিকারীদের সাথে ঘনিষ্ট এক নেতার বিবৃতিতে প্রত্যেক সচেতন সুন্নী মুসলমান সত্যিই মর্মাহত। কিন্তু এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের প্রতিক্রিয়া আজো জানা যায়নি। কারণ, তারা উভয় সংকটে পড়েছে। প্রতিক্রিয়া জানাতে গেলে ঘনিষ্টতার বিষয়ে ভাবতে হচ্ছে। তার চেয়ে না জানানোটাকেই নিরাপদ মনে করা হয়েছে বলে অনুমেয়। এ ক্ষেত্রে অতি সোচ্চার কণ্ঠ তো একেবারেই নিরব ভূমিকা পালন করছে। গ্রেফতার হওয়া আলেমের জন্য টু শব্দটি করাও স্বার্থ পরিপন্থী ভেবেছেন। প্রশ্ন হলো এ নিরবতার পেছনে আসল রহস্য কি? সোচ্চার কণ্ঠের যদি এ অবস্থা হয় তাহলে ভবিষ্যত নিয়ে তো দুশ্চিন্তার অন্ত থাকার কথা নয়।

২০২০ সাল সুন্নী মুসলমানদের জন্য শোকের বৎসর হিসেবে মনে হচ্ছে। গত ২ জুন পরপারে পাড়ি জমালেন হুযূর ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা হাশেমী ক্বেবলা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, তখন করোনা পরিস্থিতি বড়ই নাজুক। লকডাউন চলমান। অন্যথায় স্মরণাতীতকালের জানাযা হতো। তখনও প্রশাসন বিশাল জমায়েতের বিরুদ্ধে বেশ তৎপর। সার্বক্ষণিক নজরদারী অব্যাহত। তিনি এ বৎসর ইহজগত থেকে বিদায় নিতে পারেন মর্মে বিষয়টি আমি একটি স্বপ্নের ব্যাখ্যায় অনুমান করি। ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত হজ্বব্রত পালন শেষে দেশে ফিরে আসার কিছু দিন পর সম্ভবত: গত সফর চাঁদে একরাতে আমি

স্বপ্নে দেখি- ‘‘হুযূর আল্লামা হাশেমী (রাহ.) তাঁর ঘরের সামনের কক্ষ থেকে তাঁর শয়ন কক্ষে যাবার দরজায় উত্তর-দক্ষিণ হয়ে মাটিতে শুয়ে আছেন একটি চাদর আবৃত করে। মাটিতে শোয়া অবস্থায় মানুষের পুরো শরীর মাটির উপর দৃশ্যমান থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমি দেখলাম তাঁর ঘাড় এবং মাথা মাটির উপর দৃশ্যমান। বাকী পুরো দেহ মাটির উপর দেখা যাচ্ছিল না। স্বপ্নে তিনি আমাকে বললেন- আপনি এবার (অর্থাৎ ২০২০সালে) হজ্বে যাবেন? আমি বললাম- হুযূর! আমি তো এক বৎসর গেলে- পরবর্তী বৎসর যাই না। সুতরাং ২০২০ সালে হজ্বে যাবনা, যেহেতু ২০১৯ সালে গিয়েছি। তিনি বললেন- যাবেন না, কাজ আছে।’’

আমি পরদিন মাদরাসায় গিয়ে স্বপ্নের বিষয়টি আমাদের উপাধ্যক্ষ হযরতুলহাজ্ব আল্লামা যুলফিকার আলী (মু.জি.আ.)কে বলি। সাথে সাথে এর থেকে অনুমান করে বলি যে, হুযূর মনে হয় এ বৎসর হজ্বের আগে বা পরে ইন্তেকাল করতে পারেন। বাস্তবেও তাই হলো। এ স্বপ্নের কথা আমি জামেয়া আহমদিয়া সুন্নীয়া কামিল মাদ্‌রাসার সম্মানিত শায়খুল হাদিস আল্লামা হাফেজ মুহাম্মদ সুলায়মান আনছারী (মু.জি.আ.) এবং বাহার সিগন্যাল আল আমীন বারীয়া দরবার শরীফের হযরত শাহ্‌জী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) বড় জামাতা, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বাংলাদেশ চট্টগ্রাম মহানগর কমিটির সম্মানিত সভাপতি হযরতুলহাজ্ব মাওলানা নূর মুহাম্মদ আলকাদেরী (মু.জি.আ.)কেও বলেছি। তাঁর ইন্তেকালে আমরা সর্বোচ্চ মুরুব্বীকে হারালাম।

৬ জুলাই ২০২০ সাল, এ দিনটিতে ঘটে গেল আমাদের আরেকজন সর্বোচ্চ মুরুব্বীর বিদায়। তিনি হলেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বাংলাদেশের মান্যবর চেয়ারম্যান হুযূর শেরে মিল্লাত, মুফতিয়ে আহলে সুন্নাত, তাজদারে খেতাবত, ওস্তাজুল ওলামা হযরতুলহাজ্ব আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ ওবাইদুল হক নঈমী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি। যিনি আজীবন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আক্বিদা আদর্শের প্রচার-প্রসারে সোচ্চার কণ্ঠ ছিলেন। এক সময়ে ময়দানের অপ্রতিদ্বন্দ্বী খতীব- যাঁর সর্বাধিক আকর্ষণীয় কণ্ঠ, দলীলসমৃদ্ধ বক্তব্য বাতিলের প্রাসাদকে প্রকম্পিত করত। সুন্নী অংগনের সর্বাধিক জনপ্রিয় আলেম আল্লামা নঈমী আজীবন শরীয়ত-তরীকতের অসামান্য খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। (সর্বাধিক জনপ্রিয় হয়েও সার্বক্ষণিক ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা হাশেমী রাহমাতুল্লাহি আলায়হির ডান হাত হিসেবে কাজ করেছেন। উভয়ের সম্পর্ক ওস্তাদ-সাগরিদের।) তিনি সুন্নীয়তের ইতিহাসে আলোচিত থাকবেন তাঁর কতগুলো অনন্য বৈশিষ্ট্যের জন্য। যথা-

* তিনি জনপ্রিয়তার সর্বোচ্চ অবস্থান করেও কোন সময় নিজস্ব বলয় সৃষ্টিতে পা বাড়াননি। যা আজকের বাস্তবতায় বিরল। সামান্য জনপ্রিয়তায় সুন্নী অংগনের ঐক্য বিনষ্টে একটু চিন্তা করে না- এতে সুন্নীয়তের লাভ হবে- না ক্ষতি হবে।

* তিনি বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনাকে সুন্নী জন-সাধারণের নিকট গ্রহণযোগ্য করে তোলার ক্ষেত্রে সর্বাধিক অবদান রেখেছেন। যা আমাদের শোনা বিষয় নয়, বরং দেখা বিষয়।

* আমানতদারী ১৯৯৯ ইংরেজী সনে প্রতিষ্ঠিত আহলে সুন্নাত সম্মেলন সংস্থা (ও.এ.সি.) বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে- ২০২০ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত প্রতিটি আন্তর্জাতিক সুন্নী সম্মেলনে তিনি তাঁর অবস্থান থেকে বড় অংকের আর্থিক যোগান দিতেন। তাঁর নিকট এ বাবদ থাকা সংগৃহীত অর্থ নিয়ে আসার জন্য ওনি আমাদেরকে অস্থির করে ফেলতেন। অবশেষে নিয়েই আসতে হতো।

* পদ-পদবীর প্রতি কখনো তাঁর ন্যূনতম লোভ লালসা ছিল না। ইশারা-ইংগিতেও এ ধরনের কোন মনোভাব তাঁর মধ্যে আমরা দেখিনি। আর আজকের বাস্তবতা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। শুধুমাত্র কাঙ্খিত পদ পাবার জন্য সুন্নী ঐক্যকে বহুবার হুমকির মুখোমুখি হতে হচ্ছে। অনৈক্যের নায়কগণ ভাল ভাবেই জানেন সম্মিলিত অবস্থানে তাঁরা কাঙ্খিত পদ পাবেন না। তাই অল্প সখ্যকদের নিয়ে হলেও নামের পাশে কাঙ্খিত পদবী লিখতে হবে। কারণ, সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক ইত্যাদি পদবীর পাশে এটা কখনো লেখা থাকে না কয়জন বিশিষ্ট কমিটির সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক? অনুরূপভাবে ঐ কয়জন কোন মানের মানুষ তাও উল্লেখ থাকে না। হায়রে নছীব।

হুযূর শেরে মিল্লাত রাহমাতুল্লাহি আলায়হি যদি এভাবে সর্বোচ্চ পদ লাভের ইচ্ছায় নিজস্ব বলয় সৃষ্টি করতেন, সংগত কারণে তাঁর পক্ষেই হতো বিশাল সংখ্যক। কিন্তু, তিনি সে পথে চলার চিন্তাও করেননি কখনো। বিগত ২০০০ সাল থেকে অনুষ্ঠিত হয়ে আসা আর্ন্তজাতিক সুন্নী

মাসিক তরজুমান The Monthly Tarjuman

সম্মেলন সমূহে সভাপতিত্ব করার যাবতীয় যোগ্যতা তাঁর ছিল। অবদানের দিক থেকে বিচার কারলে তাঁরই অগ্রাধিকার। কিন্তু, আমরা তাঁর সেই যৌক্তিক প্রাপ্য তাঁকে দিতে পারিনি। মহান আল্লাহ্ তাঁকে তাঁর সর্বোচ্চ প্রাপ্য দিয়ে সম্মানিত করেই পার্থিব জীবনের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। ২০১৯ সালের ২৩ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অর্থবহ কাউন্সিলে অগণিত সুন্নী ওলামা-মাশায়েখের ঐক্যমতে তিনি "চেয়ারম্যান" নির্বাচিত হলেন। ২০২০ সালে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সুন্নী সম্মেলনে তিনি সভাপতির আসনও অলঙ্কৃত করলেন। আলহামদুলিল্লাহ! মহান আল্লাহর মেহেরবানীতে আমরা নিজেদেরকে কিছুটা হলেও দায়মুক্ত ভাবছি। অন্যথায় আজীবন নিজেদেরকে অপরাধী ও চরম অকৃতজ্ঞ ভাবতে হতো। তখন তার বিহীত করারও সুযোগ থাকত না।

*** জামেয়া-আনজুমানের একাগ্রচিত্তে খেদমত-**

তিনি আজীবন আনজুমান, জামেয়া ও গাউসিয়া কমিটির খেদমত করেছেন। সেক্ষেত্রেও তিনি পদ-পদবীর বিষয়টি দেখেননি। ফলত: বর্তমান হুযূর কেবলার পক্ষ থেকে ইন্তেকালের পর সনদপ্রাপ্ত হলেন যে, সিলসিলার হযরাতে কেরাম তাঁর খেদমতে সন্তুষ্ট। তার পূর্বে হুযূর কেবলা (মু.জি.জি.)এর নির্দেশে তাঁরই উপস্থিতিতে অনন্য সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ "দস্তার বন্দী" হলেন।

* সুন্নীয়তের ক্ষতিকারক ব্যক্তি বা গোষ্ঠি চিহ্নিত করনে তাঁর অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। এটা একটি পরীক্ষীত বাস্তবতা। তিনি যখন কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠিকে সুন্নীয়তের জন্য ক্ষতিকারক বলে চিহ্নিত করতেন, প্রথমে সবাই এটাকে তাঁর অতি বাড়াবাড়ি হিসেবে দেখে বিরক্ত হত। কিন্তু, পরবর্তী সময়ে তার সত্যতা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হত। তখন সবাই বলত- আসলে নঈমী সাহেব হুযূর ঠিকই বলেছেন।

এভাবে আরো অনেক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে ছিল, আমার মত অযোগ্য ব্যক্তির পক্ষে হয়তো বুঝে উঠা সম্ভব নয়। এসব বিষয় দু'টি উদ্দেশ্যে পাঠক সমীপে পেশ করলাম।

১. তাঁর খেদমত এর স্মরণ, ২. সামান্য জনপ্রিয়তায় নিজেকে অসামান্য ভেবে সকল প্রকার চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে বৃদ্ধাঙ্গুল প্রদর্শন করে সুন্নী ঐক্য বিনষ্টকারীদের উপদেশ গ্রহণের সুযোগ করে দেয়া।

এবার আমি দায়িত্বশীল অবস্থান থেকে সম্মানিত সুন্নী ওলামা-মাশায়েখ ও সংগঠন সুধী সকলের খেদমতে কিছু প্রয়োজনীয় বিষয় পেশ করছি। আশা করি প্রত্যেকে মনযোগ সহকারে পাঠান্তে সম্ভব হলে এবং ভাল মনে করলে আপনাদের প্রতিক্রিয়া সরাসরি আমাকে জানালে আমি অনেক বেশী উপকৃত হব।

১. যে বা যারা ঘর বাঁধে, তারা সে ঘর ভাঙ্গতে পারে না। সুন্নী অংগনে যাদেরকে দিয়ে সাংগঠনিক যাত্রা শুরু হয়েছিল, তাঁরা এখনো সবায় ঐক্যবদ্ধ আছে।

২. যে কোন আদর্শিক সংগঠনে চার ধরনের মানুষের সমাবেশ ঘটে। ১. যারা সংগঠনের ভিত্তি রচনা করে। অতঃপর সংগঠনকে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে অবিচ্ছিন্ন ভাবে কর্মতৎপর থাকে। ২. নিজের আক্বিদা-আদর্শের সংগঠন-প্রতিষ্ঠা হয়েছে শুনে বুকভরা আশা নিয়ে অধিষ্ঠিত হয় অসাধারণ ত্যাগ এর বিনিময়ে। এ দু'টি শ্রেণীই হচ্ছে একটি সংগঠনের মূলধন। ৩. সংগঠনের প্রতিষ্ঠা সাল থেকে-সাংগঠনিক কর্ম-কান্ডে সম্পৃক্ত না হয়ে উল্টো সুযোগ পেলে বিরোধীতা করে এবং অন্যদেরকে অনুৎসাহিত করে। কর্মী-সমর্থকদের অভিভাবককে বলে- ছেলেকে সংগঠন করতে দেবেন না। লেখা-পড়ার ক্ষতি হবে, বেআদব হয়ে যাবে। পরবর্তী সময় যখন দেখে যে এতো বিরোধীতার পরও সংগঠনের অগ্রযাত্রা দৈনন্দিন বেগবান হচ্ছে। তাদের ব্যক্তিগত উপার্জনের ক্ষেত্রসমূহ সংগঠনের নিয়ন্ত্রণে চলে যাচ্ছে, তখন উপায়ান্তর হয়ে ধীরে ধীরে সূর পাল্টিয়ে সংগঠন মুখী হয় নিজের স্বার্থ রক্ষার্থে। ৪. এমন ব্যক্তিবর্গ যাদের সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করার মত যে কোন উপাদান তাদের হাতে আছে। সাংগঠনিক অবস্থানের সাথে পেরেও উঠবে না। মনের গভীরে নিজস্ব বলয় সৃষ্টির প্রবল আকঙ্খাও সার্বক্ষণিক তাড়া করে। সংগঠনের দেশব্যাপী মজবুত অবস্থানের সাথে মোকাবেলা করা কঠিন। তখন এ ধরনের ব্যক্তিবর্গ সংগঠনের পক্ষে জোরালো কন্ঠে কথা বলতে শুরু করে। আর সাধারণ কর্মী সমথর্কগণ তাকে সংগঠনে সম্মানজনক অবস্থায় নিয়ে আসতে- নিজেদের নানা ভাবে আবেদন-নিবেদন করতে থাকে এবং একপর্যায়ে এ ধরনের ব্যক্তিদের সংগঠনের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিতও করা হয়। এবার ঐ ধরনের মানসিকতার ব্যক্তিদের ষোলকলা পূর্ণ হয়। কিছু দিন পর নিজস্ব আকর্ষণীয় প্রকল্প প্রতিষ্ঠা করে। তখন কিছু কর্মী-

সমথর্ককে মুল সংগঠন থেকে সরিয়ে নিজস্ব প্রকল্পে কাজে লাগানোর এজান্ডা বাস্তবায়ন শুরু হয়। একপর্যায়ে অনেক কর্মী মূল সংগঠনের দায়িত্ব বাদ দিয়ে নিজেকে ঐ প্রকল্পে পুরোপুরি ভাবে জড়িয়ে ফেলে। এ ধরনের অনেক বাস্তব দৃষ্টান্ত সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের জানা আছে। এ সহজ পন্থায় এ ধরনের ব্যক্তিবর্গ সংগঠনের চূড়ান্ত ক্ষতির কারণ হয়ে দাড়ায়। ইতিপূর্বে সকল বিশৃঙ্খলা এভাবেই সংগঠতি হয়েছে।

শেষোক্ত দু'প্রকারের মানুষের ব্যাপারে সংগঠনের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের সব সময় সতর্ক থাকতে হবে। অন্যথায় অসাধারণ ত্যাগের ফসল বারবার নষ্ট হতে থাকবে।

* সংগঠন কথার নাম নয়, সংগঠন কাজের নাম। এসব কারণে সুন্নী মুসলমানদের বিশাল কাঙ্খিত অবস্থান সৃষ্টি করতে না পারায় আজকে প্রশাসন আমাদেরকে তেমন হিসেবে আনতে চায় না। অপরদিকে বাতিলদের উচ্ছৃঙ্খলতা সত্ত্বেও তাদের অবস্থান তাদেরকে অনেক বেশি সুবিধাজনক অবস্থানে উন্নিত করেছে। শেরে মিল্লাতের নামাযে জানাজায় জনসমূদ্র হতে দেয়া হলো না সংক্রমনের অজুহাতে। অপরদিকে পরবর্তী সময়ে হাটহাজারীর একটি জানাজায় যথেষ্ট সময় দিয়ে বিশাল জামায়েতের সুযোগ দেয়া হল। তখন সংক্রমণের অজুহাত এর কথা বেমালুম ভুলে গেল প্রশাসন। হায়রে নছীব।

লেখক: শায়খুল হাদীস, সোবহানিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম।

প্রবন্ধ

রাসূলে মাকবুল (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)'র পবিত্র জীবনের সংক্ষিপ্ত তথ্যপঞ্জী

ড. মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

১. উপস্থাপনা

সৃষ্টি কুলের সর্ব শ্রেষ্ঠ, জগতের আদর্শ মহানবী রাহমাতুল্লিল 'আলামীন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বর্ণাঢ্য, আলোকোজ্জ্বল জীবন রত্নগর্ভ অতলান্ত সমুদ্রের সাথে তুলনীয়। তাক্বওয়া ও ঈমানের রঙ্গে রঞ্জিত হয়ে সে সমুদ্রে অবগাহন করলে কামিয়াবীর রত্নসম্ভারে আমাদের আমলের ভান্ডার পূর্ণ থেকে পূর্ণতর হয়ে উঠবে-এটা আমরা দৃঢ়ভাবে বলতে পারি। বস্তুতঃ পবিত্র কুর'আন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রদীপ্ত জীবনের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা টানা যায় না। অম্লাণ-অনির্বাণ আল-কুর'আনের আসমানী জ্যোতিতে ভাস্বর রাসূলের জীবন। যাঁর অসীম ত্যাগ-তিতিক্ষার বদৌলতে আমরা পেয়েছি হিদায়ত রূপ অমূল্য সম্পদ আর পৃথিবীর তাবৎ মানবমন্ডলি পেয়েছে আলোকোজ্জ্বল এক অতুলনীয় সভ্যতা সংস্কৃতি জীবনবোধ। সারা দুনিয়ার লেখকের কলমের কালি, বক্তার বক্তব্য, কবির নান্দনিক সৃষ্টি, জ্ঞানীর জ্ঞান, বিজ্ঞের প্রজ্ঞা, দার্শনিকের ভাবনা-চেতনা ও দর্শন, তথ্যানুসন্ধানকারীর গবেষণা, তাত্ত্বিকের মেধা, তার্কিকের বোধ-বিশ্বাস যে নবীর মহৎ শান মানের পায়ে লুটিয়ে পড়েছে, যে নবীর মধুমাখা বাণীর কাছে স্তব্ধ হয়েছে বিশ্বের সমস্ত বাকশক্তি, যিনি এনেছেন বিশ্ব মানবতার মুক্তির সনদ মহাগ্রন্থ আলকুর'আন, দিয়েছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ অনন্য বাণী সম্ভার আলহাদীস, তিনি হলেন নূর উসওয়াতুন হাসানা, সায়্যিদুল আম্বিয়া, খাতামুন্নাবিয়্যীন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর 'মুহাম্মদ' নামটির অর্থ প্রশংসিত, স্রষ্টা ও সমগ্র সৃষ্টির যিনি প্রশংসা লাভে ধন্য হয়েছেন। তাঁর নাম ও কর্মের স্বার্থকতার তুলনা তিনি নিজেই। হাজার বছরের ব্যবধানে তাঁর আদর্শের স্থায়িত্ব ও বিশ্বসভ্যতায় তাঁর দুর্দমনীয় প্রভাব, তাঁর যুগোপযোগি সমাধান, আধুনিকতায় তাঁর ব্যাখ্যা, বিজ্ঞানে তাঁর অর্জন, প্রজ্ঞায় তার অধিকার, হৃদয়ে হৃদয়ে তাঁর আসন কোনটাই ম্লান হয়ে যায় নি। কী মহিমা ছিল তাঁর জীবনে, কীভাবেই বা তিনি এত শক্তিশালী, কেনইবা তিনি আজো আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে তা চলমান গবেষণার বিষয়। বিশ্বব্যাপী তাঁকে নিয়ে যে উৎসাহ ও আলোচনা- তার ধারে কাছেও নেই অন্য কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। বিশ্ব-ইতিহাস ও সাহিত্যালোচনায় স্বাভাবিকভাবেই হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহুমাত্রিকতার সাথে বিরাজমান। যাঁর গুণের শেষ নেই, উপমার কিনারা নেই, প্রশংসার অবধি নেই এমন এক অনুপম খোদায়ী মেহমানের উদ্দেশ্যে আমার কিঞ্চিৎ এ আলোচনা।

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পুতপবিত্র জীবনাদর্শ আমাদের চলার পাথেয় তাই তা আগ্রহ সহ পাঠ করা প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক। যাতে করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামগ্রিক অবস্থা জানার মাধ্যমে তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনী থেকে তাঁর ব্যক্তিত্বকে জানা এবং তিনি কোন সমাজে জীবন অতিবাহিত করেছেন, তাঁর পরিবেশ কেমন ছিল তা জানার জন্য সীরাত পাঠ করা আবশ্যক। কেননা তিনি কেবল সম্মানিত বংশের লোকই ছিলেন না যে, যদ্দরুন তাঁর সম্মান স্বজাতির মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে, বরং ইতোপূর্ব থেকেই তিনি রাসূল ছিলেন। মহান আল্লাহ্ তাঁকে ওহী প্রেরণ করে আরও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তিনি যে, পূর্ব থেকেই নবী ছিলেন তাঁর উপর অবতীর্ণ আলকুর'আন ছাড়াও অন্যান্য আসমানী কিতাব, যাবূর, তাওরাত (ঙষফ ঞবংঃধসবহঃ) এবং ইঞ্জিল (ঘবা ঞবংঃধসবহঃ) তার প্রমাণ বহন করে। নবীজী নিজেই ইরশাদ করেন :

كنتُ نبيًّا وآدم بين الماء والروح والجسد

আমি তখনো নবী ছিলাম, যখন হযরত আদম (আ.) দেহ ও রূহের (ইবঃবিবহ ঢ়যুংরপধষ ংঃৎঁপঃঁৎব ড়ভ যবধৎঃ ্ ংড়ঁষ) মাঝে বিদ্যমান ছিলেন। অর্থাৎ তাঁর দেহে তখনও রূহ সঞ্চার হয়নি।[৭৮] আলকুরআনে এ ব্যাপারে এসেছে :

---

78. ক. খাতিব আততাবরিযি, ওয়ালি উদ্দীন আবদিল্লাহ, মিশকাতুল মাসাবীহ, বৈরূত : দারুল কুতুব আল ইলমিয়া (১৪২৪হি/২০০৩খ্রি) পৃ.৫১৩।

খ. সুয়ূতী, জালালুদ্দিন আবূল ফাযাল আব্দুর রহমান (৮৪৯-৯১১) হি. /১৪৪৫-১৫১৫ খ্রি.) আলখাসায়িসুল কুবরা, (ফয়যাবাদ : মাকতাবায়ে নুরিয়া রিযবিয়া, তা. বি.) ১খ. পৃ. ৩।

الذين يتبعون الرسول النبى الامى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل

যারা অনুসরণ করে রাসূলে উম্মি নবীর, যার উল্লেখ তাওরাত ও ইঞ্জিল, যা তাদের নিকট আছে তাতে লিপিবদ্ধ হয়।[৭৯] মানুষ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এমন একটি মডেল বা নমুনা কামনা করে, যার অনুকরণ করে চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে এবং তাঁর সকল কাজ-কর্মকে সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করে। তেমনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সকলের জন্য উত্তম আদর্শ। আর তার কার্যাবলি বাস্তব জীবনে প্রয়োগের নিমিত্তে জীবনাদর্শ পাঠ করা খুবই জরুরী। মহান আল্লাহ তাঁর মধ্যে মানবতার সকল বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে, لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة- 'নি:সন্দেহে আল্লাহ্‌র রাসূল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ।'[৮০] এ জীবনাদর্শ পাঠের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র কিতাব জানা ও বোধগম্য হওয়া সহজ হয়। কুর'আনের স্বাদ উপভোগ করা যায় এবং তার উদ্দেশ্যসমূহ অবগত হওয়া যায়। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনেক কাজ কুর'আনের অনেক আয়াতের আখ্যা স্বরূপ উপস্থাপিত। এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনের সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক বিষয়াদি জানা যায়। যা 'আকীদা, আহকাম, আখলাক ইত্যাদির সাথে সম্পৃক্ত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানব শরীর বিশিষ্ট হলেও তিনি মূলত: ইসলাম ও তার আহকামের বাস্তবায়নকারী ছিলেন। এটা অনস্বীকার্য সত্য যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন প্রশিক্ষণ ও পাঠদানের ক্ষেত্রে জীবন্ত নমুনা। এ ক্ষেত্রে তাঁর কোন অলসতা ছিল না। তাই যারা প্রকৃত প্রশিক্ষক ও দা'ঈ হতে চান তাদের উচিৎ তাঁর জীবনী পাঠ করা। তাঁর ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের প্রতিটি স্তরের কার্যাবলি আদর্শের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই তাঁর জীবনী ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে পাঠ্যসূচি হওয়া আবশ্যক। এ থেকেই আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মর্যাদা ও অবস্থান জানতে পারব। কিভাবে মহান আল্লাহ্ তাঁকে মানুষ থেকে নিরাপদ রেখেছেন এবং বদর, আহ্যাব, হুনায়ন যুদ্ধে ফিরিশতামন্ডলী দ্বারা তাঁকে সাহায্য করেছেন। অনুরূপভাবে আমরা তাঁর সাহাবীগণের মর্যাদা ও তাদের স্তর জানতে পারি। আল্লাহ্‌র কালিমাকে সমুন্নত রাখার জন্য কিভাবে তারা তাদের আত্মা, রক্ত, সম্পদ, সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্‌র রাস্তায় উৎসর্গ করেছেন সে ব্যাপারে জ্ঞানার্জন আবশ্যক। যুদ্ধ ময়দানে জয়লাভ ও পরাজয়ের কারণ কি এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য কখন আসে তাও আমরা জানতে পারি।

একথা স্পষ্ট যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে ইসলাম দরিদ্র অবস্থায় প্রকাশিত হয়। অত:পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহু কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করে তা দূরিভূত করতে সক্ষম হন এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন যার আলো অদ্যাবধি দীপ্তমান। হাদীছের ভাষ্য অনুযায়ী অতিসত্তর ইসলাম পুনরায় দরিদ্র হবে। আর সে দরিদ্রতা কিভাবে দূর করতে হবে তার শিক্ষা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণের থেকে জানার জন্য সীরাত পাঠ করা অত্যাবশ্যক। [*প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩৮]

নিম্নে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেমিক বাংলা ভাষা-ভাষি মুসলিম মিল্লাতের রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে অদম্য স্পৃহা নিবৃত্ত করার ঐকান্তিক প্রয়াসে এক নজরে নবীজীর ঘটনা বহুল তত্ত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ একটি জীবনপঞ্জি উল্লেখ করা হলো। যা বিশুদ্ধ তাফসীর শাস্ত্র, সিহাহ সিত্তাহসহ অপরাপর বিশুদ্ধ হাদীসগন্থ, যুগান্তকারী সীরাত সাস্ত্র বিশেষত: ইবনু হিশাম লিখিত আস-সীরাতুন নববিইয়াহ, ওয়াক্বেদীর আল-মাগাযী, ইবনু সা'দ এর আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা, বালাযুরীর ফুতূহুল বুলদান, ত্বাবারীর তারীখু ত্বাবারী, আবু নু'আইম ইছফাহানীর দালায়েলুন নবুঅত ও হিলইয়াতুল আউলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া, বায়হাক্বীর দালায়েলুন নবুঅত, কুরতুবীর আল-ইস্তী'আব, সুহায়লীর আর-রাউযুল উনুফ, হামাভীর মু'জামুল বুলদান, ইবনুল আছীর এর আল-কামিল ফিত তারীখ, ইবনু সাইয়িদিন নাস এর উয়ূনুল আছার, যাহাবীর সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ইত্যাদির সার নির্যাস বলে প্রতীয়মান।

[উল্লেখিত গ্রন্থ সমূহ দ্রষ্টব্য।]

79. আলকুরআন, সূরা : ৭ (আ'রাফ) : ১৫৭

80. আলকুর'আন, *সূরা : ৩৩ (আল আহযাব) : ২১*

ক্রমানুসারে এক নজরে মহানবী

সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর

ঘটনাবহুল জীবনপঞ্জী

নং	এক নজরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনপঞ্জী	বয়স	হিজরী ও খ্রীস্টাব্দ
১	সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর জন্ম ও পৃথিবীতে শুভাগমন। ইতিহাসে এই বছরটিকে 'আমুল-ফিল' বা হস্তিবাহিনীর বছর বলা হয়।	০ বৎসর	৫২ হি. পূর্ব/এপ্রিল ৫৭০ খ্রী.
২	লালন-পালনের উদ্দেশ্যে দুধমাতা হিসেবে তায়েফের অধিবাসী সাদ গোত্রের হযরত হালীমা সাদিয়ার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার দায়িত্বভার গ্রহণ।	৮ দিন	৫২ হি. পূর্ব/এপ্রিল ৫৭০ খ্রী.
৩	ছয় বছর পর তায়েফ থেকে মক্কায় মাতা হযরত আমিনার নিকট শিশু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে প্রত্যার্পণ।	৬ বৎসর	৪৬ হি. পূর্ব/৫৭৭ খ্রী.
৪	মদীনা থেকে মক্কায় ফেরার পথে ঐতিহাসিক বদর উপত্যকার নিকটবর্তী 'আবওয়া' নামক স্থানে স্নেহময়ী মা হযরত আমিনার ইন্তেকাল।	৬ বৎসর	৪৬ হি. পূর্ব/৫৭৭ খ্রী.
৫	প্রথম অভিভাবক পিতামহ হযরত আব্দুল মুত্তালিবের ইন্তেকাল।	৮ বৎসর	৪৪ হি. পূর্ব/৫৭৯ খ্রী.
৬	প্রথম বাণিজ্য সফরে দ্বিতীয় অভিভাবক চাচা আবু তালেবের সাথে সিরিয়া গমন ও খ্রীস্টান পাদ্রী বুহায়রা কর্তৃক ভবিষ্যৎ নবী হিসাবে পরিচিতি লাভ।	১২ বৎসর	৪০ হি. পূর্ব/৫৮৩ খ্রী.
৭	সমাজের বঞ্চিত ও অবহেলিত শ্রেণীর সেবার উদ্দেশে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মক্কার যুবকদের সমন্বয়ে "হিলফ-আল-ফুযুল" নামক স্বেচ্ছাসেবী সংঘ প্রতিষ্ঠা।	১৫ বৎসর	৩৭ হি. পূর্ব/৫৮৬ খ্রী.
৮	দ্বিতীয় বাণিজ্যিক সফরে হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার-এর বাণিজ্যিক প্রতিনিধিরূপে সিরিয়া গমন।	২৫ বৎসর	২৮ হি. পূর্ব/৫৯৫ খ্রী.
৯	হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।	২৫ বৎসর	২৮ হি. পূর্ব/৫৯৫ খ্রী.
১০	হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার -এর গর্ভে প্রথম পুত্র সন্তান হযরত কাসিম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর জন্মগ্রহণ করেন।	২৮ বৎসর	২৫ হি. পূর্ব/৫৯৮ খ্রী.
১১	হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার-এর গর্ভে প্রথম কন্যা সন্তান হযরত যাইনাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার জন্মগ্রহণ করেন।	৩০ বৎসর	২৩ হি. পূর্ব/৬০০ খ্রী.
১২	হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার-এর গর্ভে দ্বিতীয় কন্যা সন্তান হযরত রুকাইয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার জন্মগ্রহণ করেন।	৩৩ বৎসর	২০ হি. পূর্ব/৬০৩ খ্রী.
১৩	হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা-এর গর্ভে তৃতীয় কন্যা সন্তান হযরত উম্মে কুলসুম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার জন্মগ্রহণ করেন।	৩৪ বৎসর	১৯ হি. পূর্ব/৬০৪ খ্রী.
১৪	পবিত্র ক্বাবা পূনঃনির্মাণ ও 'হাজরে আসওয়াদ' মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক পবিত্র ক্বাবা গাত্রে পূণঃস্থাপন।	৩৫ বৎসর	১৮ হি. পূর্ব/৬০৫ খ্রী.
১৫	হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা-এর গর্ভে চতুর্থ কন্যা সন্তান হযরত ফাতেমাতুজ যাহরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার জন্মগ্রহণ করেন।	৩৫ বৎসর	১৮ হি. পূর্ব/৬০৫ খ্রী.
১৬	হেরাগুহায় ধ্যানমগ্ন অবস্থায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত লাভ করেন এবং তাঁর উপর প্রথমবারের মত পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হয়।	৪০ বৎসর	১২ হি. পূর্ব/৬১০ খ্রী.
১৭	হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার, হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও পালক পুত্র হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর ইসলাম গ্রহণ।	৪০ বৎসর	১২ হি. পূর্ব/৬১০ খ্রী.
১৮	আল্লাহর নির্দেশে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রথমবারের মত মক্কাবাসিকে সাফা পর্বতের পাদদেশে সমবেত করে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেন।	৪৩ বৎসর	০৯ হি. পূর্ব/৬১৪ খ্রী.

১৯	আল্লাহর নির্দেশে সাহাবায়ে-কেরামের একটি দল দ্বীন রক্ষার স্বার্থে মক্কী থেকে আবিসিনিয়ায় প্রথমবারের মত হিজরত করেন।	৪৬ বৎসর	০৭ হি. পূর্ব/৬১৫ খ্রী.
২০	কোরাইশ কর্তৃক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানদের মক্কার ‘শিয়াবে-আবা তালিব’ নামক স্থানে প্রায় তিন মাস নির্বাসনে দেয়া হয়।	৪৬ বৎসর	০৭ হি. পূর্ব/৬১৫ খ্রী.
২১	মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর চাচা শহীদ-শ্রেষ্ঠ হযরত হামযা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু -এর ইসলাম গ্রহণ।	৪৬ বৎসর	০৬ হি. পূর্ব/৬১৬ খ্রী.
২২	‘আমুল হুযন’ বা দুশ্চিন্তার বছর। এ বছর অভিভাবক চাচা আবু তালেব ও প্রিয় সহধর্মিনী হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার ইন্তেকাল করেন।	৪৯ বৎসর	০৩ হি. পূর্ব/৬১৯ খ্রী.
২৩	উম্মুল-মুমিনীন হযরত সাওদা বিনতে যামআ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা-এর সাথে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।	৪৯ বৎসর	০৩ হি. পূর্ব/৬১৯ খ্রী.
২৪	উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার সাথে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।	৪৯ বৎসর	০৩ হি. পূর্ব/৬১৯ খ্রী.
২৫	ইসলামের দা'ওয়াত দিতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে চল্লিশ মাইল দূরবর্তী তায়েফ অঞ্চল ভ্রমণ করেন এবং তায়েফবাসী কর্তৃক নির্যাতিত হন।	৪৯ বৎসর	০৩ হি. পূর্ব/৬১৯ খ্রী.
২৬	পবিত্র মিরাজ ভ্রমণ ও আল্লাহ্ পাক কর্তৃক সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরয হওয়ার বিধান প্রণয়ন করা হয়।	৫০ বৎসর	০২ হি. পূর্ব/৬২০ খ্রী.
২৭	মীনার অদূরে অবস্থিত ‘আকাবা’ নামকস্থানে এ বছর হজ্ব মৌসুমে সর্বপ্রথম স্বল্প-সংখ্যক মদীনাবাসীর ইসলাম গ্রহণ।	৫০ বৎসর	০২ হি. পূর্ব/৬২০ খ্রী.
২৮	মদীনা থেকে আগত প্রথম প্রতিনিধি দল মক্কার অদূরে মীনায় অবস্থিত ‘আকাবা’ নামক স্থানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে বাইআত গ্রহণ করেন।	৫২ বৎসর	০১ হি. পূর্ব/৬২১ খ্রী.
২৯	মদীনা থেকে আগত দ্বিতীয় প্রতিনিধি দল মক্কার অদূরে মীনায় অবস্থিত ‘আকাবা’ নামক স্থানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর হাথে দ্বিতীয় বাইআত গ্রহণ করেন।	৫২ বৎসর	৩ মাস হি. পূর্ব/৬২২ খ্রী.
৩০	মক্কা থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে প্রিয় সাথী হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-সহ পবিত্র হিজরতের সূচনা। মক্কার বাসস্থান থেকে গারে-সওরে আশ্রয় গ্রহণ।	৫২ বৎসর	২৭ সফর/৬২২ খ্রী.
৩১	মক্কার গারে-সওর থেকে আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, খাদেম আসলাম ও পথ প্রদর্শক আবদুল্লাহ্ ইবনে উরাইকিতসহ মদীনার উদ্দেশ্যে ঐতিহাসিক হিজরত শুরু।	৫২ বৎসর	১ রবি. আউ./৬২২ খ্রী.
৩২	মদীনা মুনাওয়ারায় শুভাগমন, মদীনার আনসারগণ কর্তৃক আন্তরিক সম্বর্ধনা, কুবা পল্লীতে অবস্থান ও বনী সালেমপল্লীতে ইতিহাসে প্রথম জুমা আদায়।	৫৩ বৎসর	হি. ১ম বর্ষ/৬২২ খ্রী.
৩৩	মসজিদে নববী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নির্মাণ ও ইতিহাসে প্রথম হযরত বেলাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক নামাযের জন্য আযানের বিধান প্রণয়ন।	৫৩ বৎসর	হি. ১ম বর্ষ/৬২২ খ্রী.
৩৪	মক্কা থেকে আগত মুহাজীর ও মদীনার আনসারগণের মাঝে ইসলামের ঐতিহ্যবাহী ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করা হয়।	৫৩ বৎসর	হি. ১ম বর্ষ/৬২২ খ্রী.
৩৫	মদীনার খ্রীস্টান ও ইয়াহুদীদের সাথে একত্রিশটি ধারা সম্বলিত সন্ধিচুক্তি স্থাপন। (যা ইতিহাসে মদীনা সনদ নামে খ্যাত)	৫৩ বৎসর	হি. ১ম বর্ষ/৬২২ খ্রী.
৩৬	মুসলমানদের আত্মরক্ষার্থে আল্লাহ্ পাক কর্তৃক ওহীর মাধ্যমে সশস্ত্র যুদ্ধ তথা জিহাদের আনুষ্ঠানিক অনুমোদন প্রদান।	৫৩ বৎসর	হি. ২য় বর্ষ/৬২৩ খ্রী.
৩৭	মুসলমানদের আত্মরক্ষার্থে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নেতৃত্বে প্রথম যুদ্ধ গাযওয়ায়ে-বনী ওয়াদ্দান সংঘটিত হয়।	৫৩ বৎসর	হি. ২য় বর্ষ/৬২৩ খ্রী.
৩৮	মুসলমানদের আত্মরক্ষার্থে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নেতৃত্বে গাযওয়ায়ে-বনী সাফওয়ান সংঘটিত হয়।	৫৪ বৎসর	হি. ২য় বর্ষ/৬২৩ খ্রী.
৩৯	মুসলমানদের আত্মরক্ষার্থে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নেতৃত্বে গাযওয়ায়ে-বনী-যুল-আশির সংঘটিত হয়।	৫৪ বৎসর	হি. ২য় বর্ষ/৬২৩ খ্রী.
৪০	প্রখ্যাত সাহাবী হযরত সালমান আল-ফারেসী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর ইসলাম গ্রহণ। উল্লেখ্য যে, ঐ সময় হযরত সালমানের বয়স ছিল ২৫০ বছর।	৫৪ বৎসর	হি. ২য় বর্ষ/৬২৪ খ্রী.

৪১	কিবলা পরিবর্তন (মসজিদুল আকসা থেকে পবিত্র কাবার দিকে) এবং আনুষ্ঠানিক ভাবে আল্লাহ্ কর্তৃক পবিত্র রমযান মাসের রোযা ফরয হয়।	৫৪ বৎসর	হি. ২য় বর্ষ/৬২৪ খ্রী.
৪২	মুসলমানদের আত্মরক্ষার্থে ইসলামের ইতিহাসে প্রথমবারের মত বৃহৎ যুদ্ধ তথা ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়।	৫৪ বৎসর	হি. ২য় বর্ষ/৬২৪ খ্রী.
৪৩	মুসলমানদের আত্মরক্ষার্থে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর নেতৃত্বে গাযওয়ায়ে-বনী সালেম সংঘটিত হয়।	৫৪ বৎসর	হি. ২য় বর্ষ/৬২৪ খ্রী.
৪৪	আল্লাহ্ কর্তৃক পবিত্র ঈদুল ফিতর ও ফিতরার বিধান প্রচলন করা হয়।	৫৪ বৎসর	হি. ২য় বর্ষ/৬২৪ খ্রী.
৪৫	আল্লাহ্ পাক কর্তৃক আর্থিকভাবে সামর্থ্যবান মুসলমানদের উপর যাকাত ফরজ হওয়ার বিধান প্রণয়ন হয়।	৫৪ বৎসর	হি. ২য় বর্ষ/৬২৪ খ্রী.
৪৬	নবী নন্দিনী হযরত ফাতেমাতুয-যাহ্‌রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা-এর সাথে হযরত আলী ইবনে আবী তালেব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর বিবাহ সম্পন্ন হয়।	৫৪ বৎসর	হি. ২য় বর্ষ/৬২৪ খ্রী.
৪৭	মুসলমানদের আত্মরক্ষার্থে গাযওয়ায়ে-বনী কাইনুকা সংঘটিত হয়।	৫৪ বৎসর	হি. ২য় বর্ষ/৬২৪ খ্রী.
৪৮	মুসলমানদের আত্মরক্ষার্থে গাযওয়ায়ে-বনী সাকীফ সংঘটিত হয়।	৫৪ বৎসর	হি. ২য় বর্ষ/৬২৪ খ্রী.
৪৯	মুসলমানদের আত্মরক্ষার্থে গাযওয়ায়ে-বনী গাতফান সংঘটিত হয়।	৫৪ বৎসর	হি. ৩য় বর্ষ/৬২৪ খ্রী.
৫০	মুসলমানদের আত্মরক্ষার্থে গাযওয়ায়ে-বাহ্‌রাইন সংঘটিত হয়।	৫৫ বৎসর	হি. ৩য় বর্ষ/৬২৪ খ্রী.
৫১	উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফ্‌সা বিনতে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা– এর সাথে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।	৫৫ বৎসর	হি. ৩য় বর্ষ/৬২৫ খ্রী.
৫২	মুসলমানদের আত্মরক্ষার্থে ঐতিহাসিক উহুদযুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে মহাবনী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম গুরুতররূপে আহত হন ও তাঁর দান্দান মোবারক শহীদ হয়।	৫৫ বৎসর	হি. ৩য় বর্ষ/৬২৫ খ্রী.
৫৩	মুসলমানদের আত্মরক্ষার্থে গাযওয়ায়ে-হামরা-উল-আসাদ সংঘটিত হয়।	৫৫ বৎসর	হি. ৩য় বর্ষ/৬২৫ খ্রী.
৫৪	উম্মুল মুমিনীন হযরত যাইনাব বিনতে খুযাইমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার সাথে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।	৫৫ বৎসর	হি. ৩য় বর্ষ/৬২৫ খ্রী.
৫৫	মুসলমানদের আত্মরক্ষার্থে গাযওয়ায়ে-বনী নাযীর সংঘটিত হয়।	৫৬ বৎসর	হি. ৪র্থ বর্ষ/৬২৫ খ্রী.
৫৬	মুসলমানদের আত্মরক্ষার্থে গাযওয়ায়ে-যাতুর-রীকা সংঘটিত হয়।	৫৬ বৎসর	হি. ৪র্থ বর্ষ/৬২৫ খ্রী.
৫৭	উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা-এর সাথে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।	৫৬ বৎসর	হি. ৪র্থ বর্ষ/৬২৬ খ্রী.
৫৮	মুসলমানদের আত্মরক্ষার্তে গাযওয়ায়ে-বদর আল-উখরা সংঘটিত হয়।	৫৬ বৎসর	হি. ৪র্থ বর্ষ/৬২৬ খ্রী.
৫৯	মুসলমানদের আত্মরক্ষার্থে গাযওয়ায়ে-দুমাত আল-জান্দাল সংঘটিত হয়।	৫৭ বৎসর	হি. ৫ম বর্ষ/৬২৬ খ্রী.
৬০	গাযওয়ায়ে-বনু মুসতালিক সংঘটিত হয় এবং হযরত যুয়াইরিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা-এর সাথে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিবহ বন্দনে আবদ্ধ হন।	৫৭ বৎসর	হি. ৫ম বর্ষ/৬২৬ খ্রী.
৬১	উম্মুল মুমিনীন হযরত যাইনাব বিনতে জাহাশ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা-এর সাথে মহাবনী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।	৫৭ বৎসর	হি. ৫ম বর্ষ/৬২৬ খ্রী.
৬২	হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ কর্তৃক হিজাব বা পর্দা প্রথা ফরযের বিধান ও মাহ্‌রামের বিধান প্রণয়ন করা হয়।	৫৭ বৎসর	হি. ৫ম বর্ষ/৬২৬ খ্রী.
৬৩	মুসলমানদের আত্মরক্ষার্থে গাযওয়ায়ে-আহ্‌যাব বা খন্দক যুদ্ধ সংঘটিত হয়।	৫৭ বৎসর	হি. ৫ম বর্ষ/৬২৬ খ্রী.
৬৪	মুসলমানদের আত্মরক্ষার্থে গাযওয়ায়ে-বনী কুরাইযা সংঘটিত হয়।	৫৭ বৎসর	হি. ৫ম বর্ষ/৬২৬ খ্রী.
৬৫	মুসলমানদের আত্মরক্ষার্থে গাযওয়ায়ে-বনী লিহ্‌ইয়ান সংঘটিত হয়।	৫৭ বৎসর	হি. ৫ম বর্ষ/৬২৬ খ্রী.
৬৬	মুসলমানদের আত্মরক্ষার্থে গাযওয়ায়ে-যি-কারদ বা গাইবাহ্ সংঘটিত হয়।	৫৮ বৎসর	হি. ৬ষ্ঠ বর্ষ/৬২৭ খ্রী.

The Monthly Tarjuman

৬৭	ঐতিহাসিক হুদাইবিয়ার সন্ধি ও বাইআতুর-রিদওয়ান সম্পাদিত হয়।	৫৮ বৎসর	হি. ৬ষ্ঠ বর্ষ/৬২৮ খ্রী.
৬৮	আল্লাহ্ কর্তৃক অমুসলিমদের সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়।	৫৮ বৎসর	হি. ৬ষ্ঠ বর্ষ/৬২৮ খ্রী.
৬৯	উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবিবা বিনতে আবু সুফিয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা-এর সাথে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।	৫৮ বৎসর	হি. ৬ষ্ঠ বর্ষ/৬২৮ খ্রী.
৭০	রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রধানের নিকট ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত পত্র প্রেরণ।	৫৮ বৎসর	হি. ৭ম বর্ষ/৬২৮ খ্রী.
৭১	ঐতিহাসিক খায়বার যুদ্ধ এবং আবিসিনিয়া হতে প্রথম হিযরতকারী মুসলমানদের মদীনা মুনাওয়ারায় প্রত্যাবর্তন।	৫৮ বৎসর	হি. ৭ম বর্ষ/৬২৮ খ্রী.
৭২	উম্মুল মুমিনীন হযরত সাফিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা-এর সাথে মহাবনী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন ও গাযওয়ায়ে-ওয়াদি আল কুরা সংঘটিত হয়।	৫৮ বৎসর	হি. ৭ম বর্ষ/৬২৮ খ্রী.
৭৩	ঐতিহাসিক উমরাতুল কাযা আদায় করেন ও উম্মুল মুমিনীন হযরত মাইমুনা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।	৫৯ বৎসর	হি. ৭ম বর্ষ/৬২৮ খ্রী.
৭৪	কালজয়ী মহাবীর হযরত খালেদ ইবনুল ওয়ালিদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত আমর ইবনুল আস্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণ করেন।	৬০ বৎসর	হি. ৮ম বর্ষ/৬২৯ খ্রী.
৭৫	ঐতিহাসিক মুতার যুদ্ধ সংঘটিত হয় ও হযরত খালেদ ইবনুল ওয়ালিদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক 'সাইফুল্লাহ্' উপাধী প্রদান করা হয়।	৬০ বৎসর	হি. ৮ম বর্ষ/৬২৯ খ্রী.
৭৬	ঐতিহাসিক মক্কা বিজয় ও চিরদিনের তরে মক্কা মুকাররামাকে মুসলিম বিশ্বের পবিত্র রাজধানী ঘোষণা করা হয়।	৬০ বৎসর	হি. ৮ম বর্ষ/৬৩০ খ্রী.
৭৭	ঐতিহাসিক হুনাইন যুদ্ধ ও তায়েফ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।	৬০ বৎসর	হি. ৮ম বর্ষ/৬৩০ খ্রী.
৭৮	ঐতিহাসিক যারানায় অবতরণ ও হাওয়ায়েন গোত্রের ইসলাম গ্রহণ।	৬০ বৎসর	হি. ৮ম বর্ষ/৬৩০ খ্রী.
৭৯	মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক মুসলমানদের সার্বিক কল্যাণ 'বাইতুল-মাল' প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং এর ব্যবস্থাপনায় রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়।	৬০ বৎসর	হি. ৯ম বর্ষ/৬৩০ খ্রী.
৮০	বিখ্যাত খাদরা গোত্র মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।	৬০ বৎসর	হি. ৯ম বর্ষ/৬৩০ খ্রী.
৮১	বিখ্যাত বাল্লি গোত্র মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।	৬০ বৎসর	হি. ৯ম বর্ষ/৬৩০ খ্রী.
৮২	উম্মুল মুমিনীন হযরত মারিয়া কিবতিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা-এর গর্ভে মহাবনী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পুত্র হযরত ইবরাহীম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর জন্মগ্রহণ করেন।	৬১ বৎসর	হি. ৯ম বর্ষ/৬৩০ খ্রী.
৮৩	ঐতিহাসিক তাবুক যুদ্ধ সংঘটিত হয় (উল্লেখ্য যে, এ যুদ্ধ মহাবনী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর জীবনে সর্বশেষ বড় যুদ্ধ ছিল)।	৬১ বৎসর	হি. ৯ম বর্ষ/৬৩০ খ্রী.
৮৪	মুসলিম রাষ্ট্রের অধীনস্থ অমুসলিমদের উপর নিরাপত্তা বিধানে জিযিরা বা করারোপ করার বিধান প্রণয়ন করা হয়।	৬১ বৎসর	হি. ৯ম বর্ষ/৬৩০ খ্রী.
৮৫	আল্লাহ্ পাক কর্তৃক ওহীর মাধ্যমে পবিত্র হজ্ব ফরয করা হয় ও চিরকালের জন্য সুদ হারাম ঘোষণা করা হয়।	৬১ বৎসর	হি. ৯ম বর্ষ/৬৩১ খ্রী.
৮৬	বিখ্যাত বনী তাঈ, হামাদান, আসাদ ও আব্বাস গোত্রের ইসলাম গ্রহণ।	৬১ বৎসর	হি. ৯ম বর্ষ/৬৩১ খ্রী.
৮৭	বিখ্যাত গাত্তান গোত্র মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।	৬২ বৎসর	হি. ১০ম বর্ষ/৬৩১ খ্রী.
৮৮	ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জের উদ্দেশ্যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর নেতৃত্বে মদীনা মুনাওয়ারা থেকে পবিত্র মক্কা মুকাররামার উদ্দেশ্যে যাতা শুরু।	৬২ বৎসর	হি. ১০ম বর্ষ/৬৩২ খ্রী.

মাসিক তরজুমান The Monthly Tarjuman

৮৯	ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জের উদ্দেশ্যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মক্কায় প্রবেশ করেন।	৬২ বৎসর	হি. ১০ম বর্ষ/৬৩২ খ্রী.
৯০	ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জের উদ্দেশ্যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরাফায় গমন ও বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করেন।	৬২ বৎসর	হি. ১০ম বর্ষ/৬৩২ খ্রী.
৯১	মহাবনী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক হযরত উসামা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে অভিযানে প্রেরণ করা হয়।	৬২ বৎসর	হি. ১১তম বর্ষ/৬৩২ খ্রী.
৯২	মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর অসুস্থতা ও শয্যা গ্রহণ।	৬২ বৎসর	হি. ১১তম বর্ষ/৬৩২ খ্রী.
৯৩	মসজিদে নববীতে মৃত্যুর চারদিন পূর্বে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ইমামতিতে সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম সর্বশেষ নামায আদায় করেন।	৬২ বৎসর	হি. ১১তম বর্ষ/৬৩২ খ্রী.
৯৪	মসজিদে নববীতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর এর নির্দেশে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর ইমামতিতে সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম-এর নামায আদায় করেন।	৬৩ বৎসর	হি. ১১তম বর্ষ/৬৩২ খ্রী.
৯৫	মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মহাপ্রয়াণ [ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন]	৬৩ বৎসর	হি. ১১তম বর্ষ/৬৩২ খ্রী.
৯৬	সাহাবায়ে-কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে বিচ্ছিন্ন পদ্ধতিতে জানাযা আদায় ও মসজিদে নববীতে অবস্থিত রওজা মুবারকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম–এর দাফন সম্পন্ন করা হয়।	৬৩ বৎসর	হি. ১১তম বর্ষ/৬৩২ খ্রী.

পরিসমাপ্তি

নবীজী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর্যুক্ত পবিত্র জীবন ঘনিষ্ঠ ঘটনাবলী আলোচনান্তে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান যে, তিনি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম অতি অল্প সময়ে আল্লাহর অপার কৃপায় স্বীয় প্রচেষ্টা ও অদম্য শক্তি বলে সকল প্রকার অত্যাচার, অনাচার, অসভ্যতা, দ্বিধা-বিভক্তি, কলহ, মারা-মারি, হানা-হানি, খুন-খারাবি, জঘন্য দাসত্ব প্রথা, সুদ ঘুষ, জুয়া, হাউজি, মদ, লুন্ঠন, ব্যভিচার, পাপাচার, চরম তা-বধর্মী সমাজ কাঠামোর প্রভূত পরিবর্তনে বৈপ্লবিক সংস্কার (Revolutionary Reforming) সাধন করেন। বিশ্বের ইতিহাসে অতুলনীয় খ্যাতি অর্জনে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সে নৈরাজ্যকর দুর্যোগপূর্ণ ও অন্ধকারচ্ছন্ন সমাজকে নাবুয়্যাতি দা'ওয়াতি কর্মকা-ের মাধ্যমে উদ্ভাসিত করেন। ঐতিহাসিক Raymond Large বলেন:

The founder of Islam, Mohammad (PBUH) is in fact the promotor to the first social and international revolution of which history gives mention.

অর্থাৎ– প্রকৃত পক্ষে সামাজিক এবং আন্তর্জাতিক বিপ্লবের সূচনাকারী হিসেবে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাম ইতিহাসের সর্বাগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে। ব্যক্তিগত প্রাত্যহিক, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাষ্ট্রীয়, আন্তর্জাতিক ও কূটনৈতিক সর্বোপরি জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে, রন্ধ্রে রন্ধ্রে নবীজীর অনুপম, অতুলনীয়, অনন্য সীরাতে মুবারকা তথা জীবনাদর্শ সর্বান্তকরণে ইখলাসের সাথে প্রতিপালনে মহান আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জাত আমাদের তাওফীক ইনায়েত করুন। আমিন, বিহুরমাতি সায়্যিদিল মুরসালীন।

লেখক, উপাধ্যক্ষ, ফয়জুলবারী ফাযিল (ডিগ্রী) মাদ্রাসা, কর্ণফুলি,চট্টগ্রাম।

প্রবন্ধ

দেখে এলাম

টোকিও জামি ও তুর্কি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

মুহাম্মদ আবদুর রহিম

জাপানের রাজধানী টোকিওতে অবস্থিত টোকিও জামে মসজিদ ও তুর্কি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র টোকিও কামি বা টোকিও জামি হিসাবে পরিচিত। কামি (Camii) তুর্কি শব্দ। ইংরেজিতে জামি বা জামে মসজিদ। তুর্কি স্থাপত্য শৈলীতে নির্মিত জাপানের সবচেয়ে বড় মসজিদ এটি। এটি টোকিও ওয়েমো চো জেলায় সিবুওয়ায় অবস্থিত। ১৯৩৭ সালে রাশিয়ার কাজান প্রদেশের নিগৃহিত মুসলমানেরা ও তাতারী মুসলমানেরা বিভিন্ন দেশ ঘুরে টোকিওতে অবস্থান নেয়। তাদের নেতা আবদুর রশিদ ইব্রাহিম ও আবদুল্লাহ কোরবান আলীর তত্ত্বাবধানে তাদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষিত করে তোলার মানসে প্রথমে একটি প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। পরের বছর ১৯৩৮ সালের ১২ মে আবদুর রশিদ ইব্রাহিমের নেতৃত্বে এই গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় জামে মসজিদটি নির্মিত হয়। আবদুর রশিদ ইব্রাহিম এর প্রথম ইমাম নিযুক্ত হন। দীর্ঘদিন ব্যবহারের পর ১৯৮৬ সালে মসজিদটির পিলার ধসে পড়ে। পরবর্তীতে টোকিওর এই গুরুত্বপূর্ণ মসজিদ ও তুর্কি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আধুনিকায়নের জন্য তুরস্কের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সহায়তা প্রদানে এগিয়ে আসে। ৭৩৪ বর্গ মিটার জায়গায় জাপানের সহায়তায় তারা মসজিদ ও স্কুল কার্যক্রম শুরু করে। পুনরায় ১৯৯৭ সালে রাশিয়ায় সামাজিক বিপ্লব সাধিত হলে কাজান প্রদেশ ও তাতারী মুসলমানেরা আরো বেশি পরিমাণে নিগৃহিত হতে থাকে। জীবনের নিরাপত্তার স্বার্থে তারা সেন্ট্রাল এশিয়া হয়ে ম্যানচুরিয়ায় হিজরত করতে বাধ্য হয়। পরবর্তীতে দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের টোকিওতে পুনর্বাসিত হতে থাকে।

টোকিও-র সিবুয়াতে পূর্বে অবস্থানরত কাজান ও তাতারী মুসলমান ও নবদীক্ষিত কিছু জাপানী মুসলমানসহ মসজিদ ও ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হয়। তুরস্কের ধর্ম বিষয়ক পরিচালকের দপ্তরের সহায়তায় টোকিও জামি (Camii) ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ৩০ জুন ১৯৯৮ সালে ৭৩৪ বর্গমিটার জায়গার উপর এই কমপ্লেক্স নির্মাণ কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমান মুসলিম বিশ্বের অত্যন্ত জনপ্রিয় নেতা তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তায়েফ এরদোগান এর বিশ্বস্ত স্থপতি হিলমি সেন্যাফ এই আধুনিক অটোম্যান স্টাইলের গগণচুম্বি স্থাপনার ডিজাইন প্রদান করেন। ১৯৫৭ সালে মসনবীর স্রষ্টা আল্লামা রুমীর শহর কোনিয়ায় জন্ম নেয়া এই মহান স্থপতিকে বিশ্বের প্রভাবশালী অটোম্যান সুলতান সুলেমান এর আমলে মহান স্থপতি মিমার সিনানের মানসপুত্র বলা চলে। বর্তমান প্রেসিডেন্ট তাঁর স্থাপত্য ডিজাইনে তুরস্ককে সেই ওসমানীয় খেলাফতের দিকে নিয়ে যেতে চান। তিনি তুর্কিমেনিস্তানের বিখ্যাত আর্তগুল গাজী মসজিদ, জার্মানীর বার্লিনের সেথিলক মসজিদ এবং ডিয়ানেট সেন্টার অব আমেরিকার স্থপতি।

জাপানের রাজধানী টোকিও-র কেন্দ্রে অবস্থিত টোকিও জামি ও তুর্কি সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ডিজাইন তার অনবদ্য সৃষ্টিকর্ম। ১৯৯৮ সালের ৩০ জুন নির্মাণ কাজ উদ্বোধনের পর থেকে তাঁর নেতৃত্বে একশজন তুরস্কের ইঞ্জিনিয়ার সত্তরজন ক্রাফটম্যান ফিনিশিং কাজে অংশ নেন। সর্বমোট ১৪৭৭ বর্গমিটারের দুটি ফ্লোরসহ একটি বেইসম্যান্ট ফ্লোর রয়েছে। দৃষ্টিনন্দন মার্বেল পাথরসমূহ আনা হয় তুরস্ক থেকে। আধুনিক তুর্কি ডিজাইনের ৪১.৪৮ মিটার উচ্চতাসম্পন্ন একটি গগণচুম্বি মিনার রয়েছে তাতে। যার কারণে অনেক দূর থেকে এই মসজিদটি দৃষ্টিগোচর হয়। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্তে পাঁচবার এই মিনার হতে আজানের সুমধুর ধ্বণি পৃথিবীর অত্যন্ত ব্যস্ততম ও গুরুত্বপূর্ণ শহর টোকিওর বাতাসে ধ্বনিত হয় আর ভেসে বেড়ায়। সত্যি তখন হৃদয়ে অন্যরকম একটা অনুভূতি কাজ করে। এটি নির্মাণ করতে মোট ব্যয় হয়েছে ১.৫ বিলিয়ন জাপানি ইয়েন। ৩০ জুন ২০০০ সালে এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়।

আমরা ছত্রিশ জন বাংলাদেশি পাঁচ অক্টোবর হতে পনের অক্টোবর দুই হাজার উনিশ সালে জাপানের বিশ্বখ্যাত মানব সম্পদ উন্নয়নকারী প্রতিষ্ঠান AOTS কর্তৃক আয়োজিত Japanese Industrial Tour with

cultural Observation for Bangladesh কর্মসূচির আওতায় জাপান ভ্রমণ করি। কর্মসূচির অংশ হিসেবে আট অক্টোবর জাপানের রাজধানী টোকিওর দর্শনীয় স্থানসমূহ পরিদর্শন করি। জাপানের সর্বোচ্চ টাওয়ার স্কাই ট্রি টাওয়ার, সম্রাট মেইজি জিংগুর সমাধি পরিদর্শন শেষে বাদ আছর আমরা টোকিও জামি এবং তুর্কি সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পৌঁছাই। মসজিদের সামনে আমাদের বহনকানী তাপানুকুল বাসটি আমাদের নামিয়ে দিয়ে পার্কিং এ চলে যায়। সময় মাগরিব পর্যন্ত। আমাদের নির্ধারিত ডরমেটরি থেকে ট্রেনে চড়েও এ মসজিদে যাওয়া যায়। AOTS এর ডরমেটরিকে Tokyo Kenshu Center সংক্ষেপে TKC বলা হয়। TKC থেকে দশ মিনিটের হাঁটা পথ হল কিতা সেনজু রেলওয়ে স্টেশন।

এই স্টেশন হতে যে কেউ তিনশত সত্তর জাপানি ইয়েনে টিকিট নিয়ে চিবুওয়া লেনে সিবুওয়া যেতে পারবে। কিতা সেনজু স্টেশন হতে সতেরতম স্টেশন হল চিবুওয়া স্টেশন। সময় লাগবে বরাবর পঁয়ত্রিশ মিনিট। আমি গুনেছি একটি বুলেট ট্রেনে দুই মিনিটে সিমোকিতাজাওয়া স্টেশনে যাওয়া যায়। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে অথবা টেক্সি ক্যাবে টোকিও জামে মসজিদে যাওয়া যায়। জাপানের সব স্টেশনে ভ্রমণ গাইড আছে। স্টেশনে হেল্প ডেস্ক আছে। জাপানীরা জাতি হিসেবে ভদ্র অত্যন্ত অন্তরিক এবং সহায়তাপরায়ন। অপরকে সহায়তা করতে পারলেই তারা আনন্দ বোধ করে।

আমাদের জাপানী গাইড মসজিদের সদর দরজায় নিয়ে আমাদেরকে ভেতরে প্রবেশ করতে বললেন। আহ! কি দারুণ ডিজাইনের বুলওয়ান্দ দরজা। মসজিদের ভেতরে প্রবেশ করতেই চমকে গেলাম। একজন তুর্কি যুবক আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। আমরা প্রথমে তাদের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা দেখে বিমোহিত হলাম। একটি ট্রেতে আরবীয় খেজুর রাখা। ইচ্ছামত খেজুর খেলাম। সুপেয় খাবার পানির সুন্দর বন্দোবস্ত। অটোমান স্টাইলের মনোরম অজুখানা। একটি লাইব্রেরী ও সুভ্যনীর কর্ণার। সুভ্যনীর কর্ণারে নানারকম গিফট আইটেম। লাইব্রেরীতে বিক্রয়ের জন্য সাজানো আরবী, ইংরেজি, তুর্কি ও জাপানিজ ভাষায় সব মূল্যবান কিতাবাদি। আমি এই লাইব্রেরী থেকে ১৩০০ জাপানি ইয়েন দিয়ে Making sense of Islamic art & architecture নামের একটি চমৎকার বই খরিদ করি।

সেখানে আরো রয়েছে টোকিও জামে মসজিদ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উপর নানা বুকলেট, লিপলেট। যা বিনামূল্য সংগ্রহ করা যায়। রয়েছে জামে মসজিদকে নিয়ে সমৃদ্ধ ওয়েবসাইট। দর্শনার্থীর জন্য এই মসজিদটি সকাল দশটা থেকে বিকেল ছয়টা পর্যন্ত উম্মুক্ত থাকে। আমরা তৃপ্তি ভরে খেজুর খেলাম, পানি পান করলাম। এরপর অজু সেরে নিলাম। মসজিদের নীচতলায় ওয়াক্তিয়া নামাজ হয় না। মসজিদের পরতে পরতে মনোমুগ্ধকর ক্যালিওগ্রাফি আমাদেরকে বিমোহিত করেছে। পরে আমাদের জাপানিজ গাইডও অনুমতি নিয়ে আমাদের সাথে যোগ দিলেন। যেহেতু প্রতিবছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত দর্শনার্থীরা এই মসজিদে আসেন। তাকে তাদের সাথে থেকে যেতে হয়।

কোরান শরীফের বিভিন্ন আয়াত করিমা, হাদিস শরীফ, আল্লাহ ও রাসুলের পবিত্র নাম সমূহের ক্যালিওগ্রাফি দিয়ে মসজিদে নববীর মত করে সাজিয়েছেন পুরো জামে মসজিদ কমপ্লেক্সকে। আমরা এরপর দ্বিতীয়তলায় ওঠলাম, সেখানেও মার্বেল পাথরের বাঁধাই করা যত সব হৃদয়কাড়া ডিজাইন। বিশেষ করে মসজিদের মিম্বারটি। হুবহু মসজিদে নববীর মত করে নির্মিত। দু'তলার কিছু অংশ চিলেকোঠার মত উম্মুক্ত রয়েছে। পৃথিবীর বহুদেশের বহু মসজিদ দেখার সুযোগ আমার হয়েছে, তবে এর মত এতটা মনোমুগ্ধকর ও সুন্দর মসজিদ আমি আর কোথাও দেখিনি।

টোকিও জামি মসজিদের কার্যক্রম

আমাদের দেশের মসজিদগুলোতে সাধারণত দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ব্যতিরেকে অন্য কোন কার্যাদি সম্পাদিত হয় না, কিন্তু টোকিও জামি এক্ষেত্রে অনেকটা ব্যতিক্রম। নামাজের পাশাপাশি এ মসজিদটিতে আরো অনেকরকমের কর্মকাণ্ড সম্পাদিত হয়। নিচে এর কিছু আলোকপাত করা হলো-

১. প্রতি শুক্রবারে জুমার নামাজে প্রায় ২ হাজারের মত মুসল্লী জমায়েত হয় এতে। খুতবা পূর্ব আলোচনাটা হয় ইংরেজিতে। এটি অনলাইনে পুরোবিশ্বে প্রচার করে। জাপানের মুসলিমদের পাশাপাশি ওখানে মুসলিম বিশ্বের কূটনৈতিকগণও ওই মসজিদে জমায়েত হন। মুসলিমদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টিতে এ

মসজিদের গুরুত্ব অত্যধিক। প্রতি জুমাবারে এখানে মুসলিমদের মিলনমেলা বসে।

২. টোকিও জামি আন্তঃধর্মীয় নলেজ শেয়ারিং এর জন্য একটি উল্লেখযোগ্য স্থান। নামাজের পাশাপাশি এখানে ধর্মীয় জ্ঞান ভাগাভাগি করার চমৎকার ব্যবস্থা রয়েছে।

৩. জাপানের বেশিরভাগ মুসলিমদের বিবাহ অনুষ্ঠানগুলো টোকিও জামিতে সম্পাদিত হয়। এর জন্য এখানে রয়েছে সুন্দর ব্যবস্থা।

৪. ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য এখানে রাখা হয়েছে চমৎকার আয়োজন।

৫. পবিত্র মাহে রমজানে ইফতার ও সেহরীর বিশেষ আয়োজন হয় এখানে।

৬. অনুষ্ঠানের জন্য রয়েছে সুপরিসর সেমিনার হল। মুসলিমরা সেখানে ধর্মীয় যেকোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারে।

৭. টোকিও জামি মসজিদের খতিব, ইমাম, মুয়াজ্জিনসহ পুরো কমপ্লেক্সের সাথে যুক্ত সকলের আকিদা সুন্নি হানাফী।

৮. ইসলামের অবিকৃত রুপরেখা জাপানে প্রচারের জন্য নিরন্তর কাজ করছে টোকিও জামি ও তুর্কি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র।

লেখক: ইসলামী চিন্তক ও প্রাবন্ধিক, ডিজিএম (বিক্রয় ও বিপণন), ডায়মন্ড সিমেন্ট লি.

মাসিক তরজুমান
The Monthly Tarjuman

না'তে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

মূলঃ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি)

কাব্যানুবাদঃ আল্লামা হাফেজ মুহাম্মদ আনিসুজ্জমান

- عرش حق ھے مسند رفعت رسول اللہ کی
دیکھنی ھے حشرمیں عزت رسول اللہ کی

উচ্চারণঃ
আর্শে হক হ্যায় মাসনাদে রিফআত রাসূলুল্লাহ্ কী,
দে-খনী হ্যায় হাশর মে ইয্যাৎ রাসূলুল্লাহ্ কী।

অনুবাদঃ
আল্লাহর আর্শ হল রাসূলুল্লাহ্র রিফআত বা সমুচ্চ মর্যাদার উচ্চাসন। রাসূলুল্লাহ্ (দ.)'র ইজ্জত-সম্মান হাশরের ময়দানেই যথার্থই দেখা যাবে।

কাব্যানুবাদঃ
খোদার আর্শ আসন সে যে রাসূলুল্লাহর রিফআতের,
দৃশ্য দেখো, রোজ হাশরেই রাসূলুল্লাহ্র ইয্যতের।

٢- قبر میں لھرائي گے تا حشر چشمے نور کے
جلوہ فرما ہو گی جب طلعت رسول اللہ کی

উচ্চারণঃ
ক্ববর মে লেহ্রায়েঙ্গে তা হাশ্র চশমে নূর কে,
জলওয়া ফরমা হোগী জব ত্বালআত রাসূলুল্লাহ্ কী।

অনুবাদঃ
এ উম্মতের কবরে আল্লাহর রাসূলের নূরানী অবয়ব যখন উদ্ভাসিত হবে, তখন থেকে হাশর অবধি আলোর ফোয়ারা সে আঁধার কবরকে তার ছটকে ঝলমলে করে রাখবে।

কাব্যানুবাদঃ
হাশর অবধি মোর সমাধি, খেলবে আলোয় আহ্লাদী,
নয় কেন, তায় হাসছিল রূপ নূর নবী মোর হযরতের।

- کافروں پر تبغ والا سے گری برق غضب
ابر آسا چھا گئ ھیبت رسول اللہ کی

উচ্চারণঃ
কা-ফেরোঁ পর তে-গ ওয়ালা সে গিরী বরক্বে গযব,
আব্র আ-সা ছা-গ্যায়ী হায়বাত রাসূলুল্লাহ্ কী।

অনুবাদঃ
আল্লাহ্ ও রাসূলের শত্রু কাফিরদের ওপর আসমানী তলওয়ার হতে গযবের বিদ্যুৎ পড়েছে। তা হলো, সহসা জোর বর্ষণ বৃষ্টির মেঘের মত আল্লাহর রাসূলের প্রভাবজনিত ভীতি তাদের ছেয়ে ফেলল।

কাব্যানুবাদঃ
ওপর হতে কাফির মাথায়, ক্রোধের বিজলী যে চমকায়,
বক্ষে তাদের কাঁপন জাগায় প্রভাব রাসূলুল্লাহের।

- لا و رب العرش جس کو جوملا ان سے ملا
بٹتی ھے کونین میں نعمت رسول اللہ کی

উচ্চারণঃ
লা-ওয়া রাব্বিলআরশে জিস কো জু মিলা উন সে মিলা,
বাটতী হ্যায় কাওনাইন মে নে'মাত রাসূলুল্লাহ্ কী।

অনুবাদঃ
আরশের প্রভুর শপথ, তাঁর বান্দাদের যার যা নে'মাত অর্জিত হয়েছে, যার ভাগ্যে যা-ই বন্টন মিলেছে, তাঁর (অর্থাৎ নবীজীর) কাছ থেকেই মিলেছে। (কারণ, আল্লাহ্ দাতা, নবী বন্টনকারী), দুই জাহানের যাবতীয় নে'মাত (যা উম্মতের ভাগ্যে জুটে) আল্লাহর রাসূলেরই বন্টনকৃত। (তিনি ফরমান- انما انا قاسم واللہ یعطی)

কাব্যানুবাদঃ
আরশের ও প্রভুর কসম, যার-যা মিলে, পায় সে হাতেই তাঁর,
দো-জাহানে যতেক বন্টন রাসূলুল্লাহ্র নে'মাতের।

মাসিক তরজুমান The Monthly Tarjuman

৫- وہ جھنم میں گیا جو ان سے مستغنی ھوا
ھے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی

উচ্চারণঃ
উঅহ জাহান্নাম মে গ্যায়া জু উনসে মুস্তাগনী হুয়া
হ্যায় খলীলুল্লাহ্ কো হাজত রাসূলুল্লাহ্ কী।

অনুবাদঃ
যে ব্যক্তি আমাদের প্রিয় নবীর প্রয়োজন স্বীকার না করে বেপরোয়া থাকবে, সে জাহান্নামী হবে। স্বয়ং খলীলুল্লাহ্ (আ.)'রও আমাদের রাসূলুল্লাহ্ (দ.)'র প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

কাব্যানুবাদঃ
জাহান্নামে সেই তো গেল, তাঁর থেকে যে বিমুখ হল,
রয় প্রয়োজন মোর নবীজীর ওই খলীলুল্লাহ্রও ফের।

٦-سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشار سے ھو چاك
اندھے نجدی دیکه لے قدرت رسول اللہ کی

উচ্চারণঃ
সুরজ উল্টে, পা-ওঁ পাল্টে, চাঁদ ইশারে সে হো চা-ক,

আন্ধে নজদী দেখ্ লে কুদরত রাসূলুল্লাহ্ কী।

অনুবাদ:

সূর্য ফিরে আসে উল্টোমুখী বিপরীত দিকে, তাঁর পবিত্র হাতের ইঙ্গিতে চাঁদ দ্বিখন্ডিত হয়। চোখ থেকেও অন্ধ হে দুষ্ট নজদী, আল্লাহর রাসূলের ক্ষমতা তো একবার দেখ্।

কাব্যানুবাদ:

ফিরল সূর্য উল্টো তার পা'য়, টুকরো হয় চাঁদ সে ইশারায়,
অন্ধ নজদী দেখ্ কুদরত রাসূলুল্লাহ্‌র ইঙ্গিতের।

৭- تجه سے اور جنت سے کیا مطلب وهابی دور هو
هم رسول الله کے جنت رسول الله کی

উচ্চারণ:

তুঝ সে আওর জান্নাত সে কেয়া মত্বলব ওহাবী দূর হো
হাম রাসূলুল্লাহ্ কে জান্নাত রাসূলুল্লাহ্ কী।

অনুবাদ:

জান্নাতের প্রতি তোমাদের উদ্দেশ্যই বা কী? তোমরা তো জান্নাতের যোগ্য নও, দূর হও হে ওহাবী! জান্নাত রসূলের মালিকানায়, (তোমরা তা অস্বীকার করতে) আমরা সুন্নীরা, রাসূলের মালিকানাধীন গোলাম, জান্নাতও তাঁর মালিকানায়। (এখানে দুশমনের কী অধিকার!)

কাব্যানুবাদ:

তোমার সাথে জান্নাতের কী, দূর হয়ে যাও হে ওহাবী,
রাসূলুল্লাহ্‌র গোলাম মোরা, রাসূল মালিক জান্নাতের।

৮- ذکر رو کے فضل کاٹے نقص کا جو یا ں رهے
پهر کهے مردك که هو ں امت رسول الله کی

উচ্চারণ:

যিক্‌র রো কে, ফযল কা-টে, নুকস কা জো ইঁয়া রাহে
ফের কাহে মরদুক কেহ হোঁ উম্মত রাসূলুল্লাহ্ কী।

অনুবাদ:

(ওহাবীদের স্বভাব, আচরণ এমন যে,) তারা শানে রেসালত, নবীর গুণগান চর্চা আলোচনা প্রতিহত করে, তাঁর মান-মর্যাদা, ফযীলত মর্তবা হ্রাস করতে তৎপর, সদা-সর্বদা তাঁর দোষ ত্রুটি খুঁজতে ব্যস্ত। আবার এ নির্লজ্জ দুর্মুখ দাবী করে যে, তারা রাসূলে খোদার উম্মত।

কাব্যানুবাদ:

চর্চা ঠেকায়, হ্রাস করে মান, ত্রুটির খোঁজে সদাই হয়রান,
ফের ওহাবীদের পরিচয়, রাসূলুল্লাহ্‌র উম্মতের?

৯- نجدی اس نے تجه کو مهلت دی که اس عالم میں هے
کافر و مرتد په بهی رحمت رسول الله کی

উচ্চারণ:

নজদী, উসনে তুঝ কো মুহলত দী কেহ্ ইস আ-লাম মে হ্যা,
কাফের ও মুরতাদ পেহ্ ভী রহমত রাসূলুল্লা-হ্ কী।

অনুবাদ:

হে নজদী, তিনি তোমাকে এ দুনিয়াতে ইহকালীন কিছু দিন (আযাব থেকে) অবকাশ দিয়ে রেখেছেন। কাফির, মুরতাদ'র ওপর নবী রহমত হওয়ায় তারা আযাবে, শাস্তিতে ধ্বংস হবে না। নবী 'রহমত' বলেই তারা দুনিয়াবী শাস্তি থেকে রেহাই পাচ্ছে।

কাব্যানুবাদ:

তিনিই বাঁচান নজদী তোমায়, শাস্তি মওকুফ তাই দুনিয়ায়,
মুরতাদ আর কাফেরও পায় ভিখ রাসূলুল্লাহ্‌র 'রহমতের'।

১০- هم بهکاری وه کریم ان کا خدا ان سے فزوں
اور نا کهنا نهیں عادت رسول الله کی

উচ্চারণ:

হাম ভীখারী উওহ কারীম উনকা খোদা উনসে ফুযোঁ
আওর 'না' কেহনা নেহী আ-দত রাসূলুল্লাহ্ কী।

অনুবাদ:

আমরা ভিখারী, আমাদের নবীজী হলেন উদাহরস্ত দাতা। তাঁর মহান প্রভু আল্লাহর দান-দক্ষিণা অধিকতর, আরো প্রবল। আর এটাও স্মর্তব্য যে, কোন সাহায্য প্রার্থীকে 'না' বলা আল্লাহর রাসূলের স্বভাব সিদ্ধ নয়।

কাব্যানুবাদ:

আমরা কাঙ্গাল, তিনিই দয়াল, তাঁর প্রভুর দান ঢের বিশাল,
নয় স্বভাব কাউকে 'না' বলা, নয় তা অভ্যাস রাসূলের।

১- اهلسنت کا هے بیڑا پار اصحاب حضور
نجم هیں اور ناؤ هے عترت رسول الله کی

উচ্চারণ:

আহলে সুন্নাত কা হ্যায় বেড়া পার আসহাবে হুযূর
নাজ্‌ম হ্যায়, আওর 'না'ও হ্যায় ইতরাৎ রাসূলুল্লাহ্ কী।

অনুবাদ:

আহলে সুন্নাত'র আক্বিদায় বিশ্বাসী মুসলমানদের জাহাজ ইনশাআল্লাহ্! কুলে ভিড়বেই। কারণ তাদের বৈতরণী পাড়ি দিতে দিক-নির্দেশনায় তারকার মত আছেন হুযূর (দ.)'র আসহাবে পাক। আর তাদের পারাপারের ভরসা নূহ (আ.)'র বজরার মত রাসূলুল্লাহ্‌র পবিত্র আহলে বায়ত (রাদ্বি.)।

কাব্যানুবাদ:

'আহলে সুন্নাতের তরী পার, নবীর আসহাব তারকা, আর
ভরসা নূহের তরীর মত, রাসূলের আহলে বাইতের।

২- خاك هو کر عشق میں ارام سے سونا ملا
جان کی اکسیر هے الفت رسول الله کی

উচ্চারণ:

না'ত

খা-ক হো কর ইশকে মে আ-রাম সে সো-না মিলা,
জা-ন কী আকসীর হ্যায় উলফত রাসূলুল্লাহ্ কী।

অনুবাদঃ

ইশকের আগুনে পুড়ে কয়লার মত হয়ে যাওয়ায় স্বস্তির নিদ্রায় আমার চোখ নিদ্রা মূদিত হয়েছে। আর এ প্রাণের জন্য পরশ-পাথর আমাদের প্রাণপ্রিয় রাসূলুল্লাহ্‌র অকৃত্রিম প্রেম-ভালোবাসা।

কাব্যানুবাদঃ

ভস্ম হয়ে প্রেমানলে, স্বস্তি আনে নয়ন কোলে,
মন ভরে দেয় পরশমনি মোর, নবীজীর মুহাব্বতের।

ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فورا قید وبند
حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی

উচ্চারণঃ

টু-ট জা-য়ে গে গুনাহগা-রোঁ কে ফাওরান ক্যয়দ ও বন্দ্
হাশর কো খিল জায়েগী ত্বাকত রাসূলুল্লাহ্ কী।

অনুবাদঃ

হাশরের দিন আল্লাহর রাসূলের যখন বিশেষ ক্ষমতার প্রকাশ ঘটবে, পাপীদের হাতে-পায়ে থাকা বন্ধীর শেকল বেড়ী টুটে যাবে। তারা রাসূলে খোদার সুপারিশে মুক্তি লাভ করবে।

কাব্যানুবাদঃ

টুটবে দ্রুত সব পাপীদের শেকল বেড়ী হাত-পায়ের,
প্রকাশ পেলে রোজ হাশরে রাসূলুল্লাহ্‌র ত্বাকতের।

یا رب اك ساعت میں دھل جائیں سیہ کاروں کے جرم
جوش پرا جائے اب رحمت رسول اللہ کی

উচ্চারণঃ

ইয়া রব ইক সা-আত মে ধুল জা-য়ে সিয়াহ্ কাঁরো কে জুর্ম,
জো-শ পর আ-জা-য়ে আব রহমত রাসূলুল্লাহ্ কী।

অনুবাদঃ

হে প্রভু পাপী-তাপীদের সব দোষ-ত্রুটি মুহূর্তেই ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে। হে আল্লাহ্ আপনার হাবীব শফীউল মুযনিবীন রাসূলের রহমতের উচ্ছাস প্রবল হওয়ায় দেরীমাত্র।

কাব্যানুবাদঃ

হে রব, এক লহ্‌মাতে পাক-সাফ, পাপীর যতই হোক না পাপ,
প্রবল যেই না হবে উচ্ছাস রাসূলুল্লাহ্‌র রহমতের।

ھے گل باغ قعس رخسار زیبائے حضور
سر و گلزار قدم قامت رسول اللہ کی

উচ্চারণঃ

হ্যায় গুলে বা-গে কুদ্‌স রু-খসা-রে যে-বায়ে হুযূর,
সারওয়ে গুলযারে কদম ক্বা-মত রাসূলুল্লাহ্ কী।

অনুবাদঃ

আমার প্রিয় মুনিব, আল্লাহর অতুলনীয় সুন্দর, প্রিয়তম সৃষ্টি হুযূর আকরাম (দ.)'র অতি সুন্দর চেহারা মুবারক বেহেশতের পবিত্র বাগানের মনোরম পুস্প সদৃশ। উদ্যানের সর্বোচ্চ দীর্ঘ ঋজু বৃক্ষের মত তাঁর অনিন্দ্য গড়ন আকর্ষণীয় দেহ মুবারকের নিখুঁত সৌস্টব।

কাব্যানুবাদঃ

মোর নবীজীর সে পাক চেহারা, পাক বাগের পুস্প মনকাড়া,
গড়ন ঋজু সে বৃক্ষ রূপ, রাসূলুল্লাহ্‌র পাক দেহের।

اے رضا خود صاحب قران ھے مداح حضور
تجه سے کب ممکن ھے پھر مدحت رسول اللہ کی

উচ্চারণঃ

এ্যায় রেযা, খোদ সাহেবে কুরআঁ হ্যায় মাদ্দাহে হুযূর
তুঝ সে কব মুমকিন হ্যায় ফির মিদহাত রাসূলুল্লাহ্ কী।

অনুবাদঃ

হে রেযা, কুরআন মজীদ অবতরণকারী স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা হুযূর আকরাম (দ.)'র প্রভুত প্রশংসাকারী, সেখানে তোমার পক্ষে আল্লাহর রসূলের গুণগান করা আবার কখন সম্ভব হবে?

কাব্যানুবাদঃ

হে রেযা, রব খোদ কুরআনের, সুযশ গায় নবীজির শানের,
তোমার কখন হয় কি সম্ভব, ফের রাসূলের গুণগীতের।

লেখক : আরবী প্রভাষক, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম।

প্রবন্ধ

ধর্ষণ রোধে ইসলাম ও আমরা

গাজী মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম জাবির

দেশকে এগিয়ে নিতে হলে নারী সমাজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। আমাদের সোনার বাংলায় নারীরা কতটুকু নিরাপদ? মেয়ে তার বাবা, বোন তার ভাই কিংবা স্ত্রী তার স্বামীর হাত ধরে বাইরে বেড়াতে যাবেন, এটা স্বাভাবিক বিষয়। বাবা তার মেয়েকে , ভাই তার বোনকে, স্বামী তার স্ত্রীকে সর্বোচ্চ নিরাপদে রাখার চেষ্টা করবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বাবার কাছ থেকে মেয়েকে, ভাইয়ের কাছ থেকে বোনকে কিংবা স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীকে ছিনিয়ে নিয়ে নৈতিকতাহীন কিছু অমানুষ পৈশাচিক নির্যাতন, শ্লীলতাহানি কিংবা ধর্ষণের মতো ঘটনা ঘটাবে। একের পর এক এ জাতীয় সংবাদ প্রকাশ পাচ্ছে। ঘটনার বর্বরতায় রীতিমতো হতবাক দেশের সকল মানুষ,কিন্তু এভাবে আর কতদিন?

গত কিছুদিন যাবত পত্রপত্রিকা, টেলিভিশন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রধান শিরোনাম ধর্ষণ, নির্যাতন, খুন, বেশ কয়েকটি ধর্ষণ, নারী নির্যাতন,নিগ্রহের ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে। একটি ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতে গণমাধ্যমে আসছে নতুন আরেক ঘটনা। অপরাধের ধরন, মাত্রা, ভয়াবহতা, অমানবিকতা ও নিষ্ঠুরতায় বিবেকবান মানুষ হতবাক, হতবিহ্বল। রাত- বিরাতে নয়, দিন- দুপুরে ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে। নিজ ঘরে, বাইরে, রাস্তাঘাটে, যানবাহনে, কর্মক্ষেত্রে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে। বর্তমানে নতুনমাত্রা যোগ হচ্ছে দলবদ্ধ ধর্ষণ এবং ধর্ষণের ঘটনা ধর্ষক কিংবা তার সহযোগী দ্বারা মোবাইলে ভিডিও করা। পরবর্তী সময়ে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে পুনরায় ধর্ষণ কিংবা টাকা দাবি করা। সভ্য সমাজে এসব অসভ্যদের বিচরণ চলতে পারে না। আমাদের প্রিয় জন্মভূমির গ্রাম থেকে শহরে, নারী নির্যাতন, নারী ধর্ষণ, নারী অপহরণ করে ধর্ষণের পর লাশ রাস্তায় অথবা নদীতে ফেলে দেয়ার বর্বর নির্মম চিত্র। গত ২৫ সেপ্টেম্বর সিলেটের এমসি কলেজে স্বামীকে আটকিয়ে রেখে স্ত্রীকে গণধর্ষণের পর নিরাপদে ধর্ষকরা পালিয়ে যায় ।পরে, পুলিশের হস্তক্ষেপে স্বামী-স্ত্রী দু'জনে প্রাণে বেঁচে যায়। তবে ক্ষতি বা সর্বনাশ যা হওয়ার তাতো হয়েই গেছে। এই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই নোয়াখালীতে স্বামীর সামনে গৃহবধূকে নগ্ন করে লাঞ্ছিত করার খবরে গোটা দেশ গর্জে ওঠেছে।

সর্বোচ্চ আদালত, কলেজ কর্তৃপক্ষ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। বিচার বিভাগীয় তদন্ত দল ইতোমধ্যে সরেজমিন কলেজ ক্যাম্পাস, ছাত্রাবাস পদিরর্শন করেছেন। কলেজের অধ্যক্ষের সাথে দেখা করেছেন। রিপোর্ট অতিদ্রুত আসবে বলে জানা যায়।

ঘটনার পরদিনই ধর্ষিত নারীর স্বামী বাদী হয়ে সংশ্লিষ্ট থানায় মামলা করেছেন। এ পর্যন্ত ৮ জন আসামি ধরা পড়েছে। কোর্টে ইতোমধ্যে দুইবারে ৮ জনই স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে। আশা করি, বিচার দ্রুত হবে। আসামিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হবে। দেশের সকল রাজনৈতিক দল, সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠন এ ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছে, ফাঁসির দাবি করেছে। দেশের শহর থেকে শুরু করে মফস্বল শহর পর্যন্ত স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মসজিদ-মাদরাসা ও এলাকার সচেতন সমাজ ধর্ষণকারীদের ফাঁসির দাবিতে মিছিল-মিটিং অব্যাহত রেখেছে। আপন সন্তানদের সচেতন করা অভিভাবকদের অন্যতম দায়িত্ব। এরি মধ্যে আবারো সিলেটে আরেকটি ধর্ষণের খবর টেলিভিশনে দেখা গেল। আশ্চর্যের বিষয়, মা-মেয়ে ধর্ষিত হয়েছে। কী পৈশাচিক ঘটনা। দুই ধর্ষক ধরা পড়েছে। ভালো কথা। ধর্ষণের ঘটনা কিন্তু একটা-দুইটা কিংবা তিনটা নয়।

পত্রপত্রিকায় প্রকাশ, গত ৯ মাসে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ৯৭৫টি। এ সময় ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ২০৮ নারী। এছাড়া ধর্ষণের পর হত্যার শিকার হয়েছেন ৪৩ জন এবং আত্মহত্যা করেছেন ১২ নারী। এছাড়া ৬২৭ শিশু এ সময়ে ধর্ষণের শিকার হয়েছে, ২০টি বলাৎকারের ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া প্রতিদিনই ৫৬ হাজার বর্গমাইলের আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের কোনো না কোনো স্থানে ধর্ষণের মতো জঘন্য অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। ৭২ বছরের বৃদ্ধাকে ধর্ষণ করেছে এক পাষন্ড। এ দুঃখ রাখার জায়গা কোথায়? মনে হয় এ পাষন্ডের মা-বোন নেই বা কোনো মায়ের গর্ভে সে জন্ম নেয়নি। তার দ্রুত বিচারের মাধ্যমে প্রকাশ্যে

জনতার সামনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি কার্যকর করার জোর দাবি করছি।

অপরাধী কিশোরদের গ্যাং কালচার ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করছে। দেশের মানুষ কিন্তু এখনো ভুলে যায়নি। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ষণের সেঞ্চুরি করার ঘটনা। তাও আবার প্রকাশ্যে প্রচার করার দুঃসাহসও দেখিয়েছিল। বিচার হয়েছিল কিনা, আমার জানা নেই। এদের শাস্তি প্রকাশ্যে হলে মানুষ স্বস্তি পেতো। এ কাজে অগ্রসর হতো না।

মহান আল্লাহ তাআলা মানুষ সৃষ্টি করে তাদের পথচলারও পন্থা বাতলিয়ে দিয়েছেন। মানুষের বংশপরম্পরা বৃদ্ধি পাবে ছেলেমেয়ের বিবাহের মাধ্যমে ঘর-সংসার করার ফলে। অবৈধ যৌনকর্ম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ইসলামে। শাস্তি মূলক ব্যবস্থা নেয়া রাষ্ট্রের অন্যতম প্রশাসনিক কাজ। আমাদের দেশের সরকার ধর্ষণের ব্যাপারে কি শক্ত হাতে ব্যবস্থা নেবেন? সমাজকে কলুষমুক্ত করার পদক্ষেপ নেয়ার সময় এখনই। দেরি করার কোনো সুযোগ নেই। সরকার সিদ্ধান্ত নিয়ে ধর্ষণের মতো জঘন্য অপরাধের শাস্তি কার্যকর করলে, এদেশ মারাত্মক ব্যাধি থেকে রক্ষা পাবে।

যারা ধর্ষণ, রাহাজানি, খুন, দুর্নীতি, সামাজিক অপরাধ করে বেড়াচ্ছে,তাদেরও কিন্তু অশ্রয়দাতা-প্রশ্রয়দাতা রয়েছে। তাদেরও ধরা ও বিচার করা আমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের আওতায় পড়ে। এদের ধরতে বা শাসন করতে না পারলে সমাজের এই জঘন্য অপরাধ কালচার নির্মূল করা যাবে না। অপরাধ কালচার নির্মূল করা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রত্যেকের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে আনতে হবে। ১৭ কোটি মানুষের এই বাংলাদেশকে একটি সুখী-সমৃদ্ধশালী সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে সচেতন নাগরিক হিসেবে আমাদের পরিবারকে আদর্শ পরিবার হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে অনেক কাজ এগিয়ে যাবে। প্রতিটি পাড়া-মহল্লায় যুবকদের সংগঠিত করে তাদের আদর্শবান করে গড়ে তোলার ব্যবস্থা আমাদেরই করতে হবে। প্রত্যেক অভিভাবককে দায়িত্ব নিতে হবে তাদের ছেলেমেয়েদের ছোটবেলা থেকেই আদব-কায়দা, আচার-ব্যবহার, চাল-চলন, ছোটদের সাথে স্নেহের ব্যবহার, বড়দের সাথে শ্রদ্ধার আচার-আচরণ করার শিক্ষা পারিবারিকভাবে দিতে হবে। স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদরাসা-মসজিদে বিশেষভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করা অতি জরুরি। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নিলে সহজেই সামাজিক শৃঙ্খলা আনা সম্ভব। ধর্ষণসহ সামাজিক বিপর্যয়ের যাবতীয় পথ বন্ধের ব্যবস্থা করা একান্তই প্রয়োজন। যেমন অশ্লীল সিনেমা, পর্নোগ্রাফি পত্রপত্রিকা, অবাধ মেলামেশা, আকাশ-সংস্কৃতির সয়লাব বন্ধসহ প্রতিবেশী দেশের সিরিয়াল কালচার বন্ধ করতে হবে।

আমাদের প্রতিদিনের টেলিভিশন, পত্রপত্রিকায় যেভাবে অশ্লীল কথাবার্তা, ধর্ষণের খবর, ছবি, বিবস্ত্রকরণের ভাইরাল দৃশ্য প্রকাশ্যে দেখানোর কালচারে সামাজিক, পারিবারিক সম্পর্কের বন্ধন ঢিলা হয়ে পড়েছে। একজন পিতা, নানা-দাদার কাছে যখন উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েরা পত্রপত্রিকা, টেলিভিশন দেখে জিজ্ঞেস করে ঐ সমস্ত খবরের কথা, তখন বিব্রত হওয়া ছাড়া গতি থাকে না।

এবারের সিলেট, নোয়াখালী, ঢাকা, কুমিল্লা, কুষ্টিয়া ও পটিয়ার ঘটনাগুলোর ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণে পুলিশ ও র‌্যাবের অভিযান প্রমাণ করেছে, তারা যদি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে তবে ধর্ষক গংদের খুঁজে বের করা মোটেই অসম্ভব নয়। আমরা পুলিশ-র‌্যাব বাহিনীর ত্বরিত ব্যবস্থা নেয়াকে অভিনন্দন জানাই। সাথে সাথে তাদের জনগণের বন্ধু হিসেবে জনগণের টাকায় তাদের বেতন ভাতা হয়, বিবেচনা করে দলের ঊর্ধ্বে উঠে, প্রশাসনিক যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে আসল দোষীদের আইনের কাছে দ্রুত সমর্পণ করে বিচারের আওতায় আনার কাজ করতে হবে।

বিচার বিভাগকে কারো দিকে না তাকিয়ে ন্যায়বিচার করার সব ব্যবস্থা দ্রুত করে প্রকাশ্যে ফাঁসির ব্যবস্থা করলেই কেবল এইসব পাপী, পাষন্ড, অমানুষিক আচরণ, সামাজিক অনাচার দূর করা সম্ভব। আইনের কোনো ফাঁকফোকর দিয়ে যাতে এরা পার পেতে না পারে, তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে।

পজিটিভ খবর, একটি মানবিক এবং বৈষয়িক উন্নয়ন লক্ষ করা যায়। যেমন কোনো ধর্ষণের মামলায় সেখানকার আইনজীবীরা ধর্ষকের পক্ষে দাঁড়াননি। আমি বলবো, এটা সামাজিক ও মানবিক উন্নয়ন হয়েছে। আমরা আসলেই আমাদের এই জন্মভূমিকে দায়িত্বশীলরা একমত হয়ে অসামাজিক সব কাজের প্রতিরোধ করার উদ্যোগ নিলে এই দেশকে সোনার বাংলা করা খুব একটা কঠিন কাজ হবে না। ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিশুদের এক সভায় এ জাতীয় অন্যায়-অপকর্মের কঠিনভাবে দমন করার ঘোষণা দিয়েছেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আইন সংশোধনের মাধ্যমে ধর্ষণের শাস্তি মৃত্যুদন্ড করার নির্দেশ প্রদান করেন। আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে

The Monthly Tarjuman

আন্তরিক মোবারকবাদ এবং ধন্যবাদ জানাই। আর দেরি না করে সব ভেদাভেদ ভুলে আসুন, আমরা ১৭ কোটি মানুষের প্রতিনিধি হয়ে ৫৬ হাজার বর্গমাইলের এই স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশকে দুনিয়ার মধ্যে একটি আদর্শ অনুসরণীয়-অনুকরণীয় দেশ হিসেবে গড়ে তুলি। মহান আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন। দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ এভাবেই সম্ভব। আরেকটি কথা, নারীর সম্ভ্রম রক্ষায় - নারীদের পাশাপাশি পুরুষদেরও কর্তব্য রয়েছে। যেমন, গায়রে মাহরাম নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত না করা। ইরশাদ হয়েছে, (হে নবী) ঈমানদার পুরুষদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটাই তাদের জন্য উত্তম।

[নুরা নূরঃ ৩০]

গায়রে মাহরাম নারী থেকে কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হলে পর্দার অন্তরাল থেকে চাইবে। ইরশাদ হচ্ছে," তোমরা তাদের (নবী পত্নীদের) নিকট কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাও। এই বিধান তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ।" [সূরা আহযাবঃ৫৩]

নারীদের কাছে যাতায়াত করা থেকে বিরত থাকা। ইরশাদ হয়েছে, ওকবা ইবনে আমের জুহানি রাঃ এর সূত্রে বর্ণিত - রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, " তোমরা নারীদের নিকট যাওয়া থেকে বিরত থাক। এক আনসারি সাহাবি আরজ করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বামী পক্ষীয় আত্নীয় সম্পর্কে আপনি কী বলেন? তিনি বললেন, সে তো মৃত্যু!"

[বুখারি শরীফঃ৯/২৪২, মুসলিম শরীফ, হাদিসঃ২১৭২]

এই হাদীসে বেগানা নারী -পুরুষের একান্ত অবস্থানকে নিষেধ করা হয়েছে এবং এ প্রসঙ্গে স্বামী পক্ষীয় আত্নীয় - স্বজন যেমন দেবর-ভাসুর ইত্যাদির সঙ্গে অধিক সাবধানতা অবলম্বন অপরিহার্য করা হয়েছে। নারী নির্যাতন রোধে এ ছিল প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ইসলামের ব্যবস্থা। আর দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে, আইনের শাসন। ইসলামের আনে প্রতিটি অপরাধের কার্যকরি শাস্তি আছে। ধর্ষণেরও আছে কার্যকরি শাস্তি। নারীর সম্ভ্রম নষ্টকারী তথা নারীর প্রতি অবৈধ যৌন নির্যাতনকারীর জন্য ইসলাম সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান দিয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে, "ব্যভিচারী পুরুষ ও নারী; তাদের উভয়কে একশটি বেত্রাঘাত কর। আল্লাহর বিধান কার্যকর করণে তোমাদের মনে যেন দয়ার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর মুসলমানদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।" [সূরা নূর ঃ ২]

পরিশেষে বলতে চাই, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নারী - পুরুষের স্বাধীন ভাবে চলাফেরা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে। মানবতার ধর্ম ইসলামও নারীর মর্যাদা, অধিকার, নিরাপত্তা এবং শিক্ষার কথা বলে। আধুনিক সমাজে নারী - পুরুষ নির্বিশেষে সবার মৌলিক অধিকার সমান ও অভিন্ন। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক পালাবদলে নারী অপরিহার্য অংশীদার। সুতরাং, নারী নির্যাতনের এই চিত্র কোনোভাবেই কাম্য নয়। আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি যদি ইসলামি আইনে ধর্ষণের বিচার কার্যকর করা হয় তাহলে অবশ্যই ধর্ষণ মহামারি বন্দ হবে।

লেখকঃ সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক।

The Monthly Tarjuman

জামেয়া ময়দানে এম্বুল্যান্স গ্রহণ অনুষ্ঠানে আলহাজ্ব মোহাম্মদ মহসিন

মানবতার সেবায় জীবনবাজি রেখে কাজ করছে গাউসিয়া কমিটি

আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট'র অংগসংগঠন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় পরিষদকে একটি এম্বুল্যান্স প্রদান করলেন সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) গাউসিয়া কমিটি। এ উপলক্ষে গত ১৫ অক্টোবর নগরীর জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া ময়দানে গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্মদ কমিশনারের সভাপতিত্বে আয়োজিত হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট'র সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন। গাউসিয়া কমিটির মহাসচিব আলহাজ শাহজাদ ইবনে দিদারের সার্বিক তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, করোনা মহামারীতে রোগী সেবা ও মৃতদেহ কাফন-দাফন কর্মসূচীর প্রধান সমন্বয়ক ও গাউসিয়া কমিটির যুগ্মমহাসচিব এড. মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন- আনজুমান ট্রাস্টের সেক্রেটারি জেনারেল আলহাজ্ব মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, এসিস্টেন্ট সেক্রেটারি আলহাজ্ব মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন সাকের, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নীয়া আলীয়ার অধ্যক্ষ আল্লামা মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ অসিয়র রহমান, আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাআ'ত বাংলাদেশ'র স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য মাওলানা স.উ.ম. আব্দুস সামাদ। করোনা মহামারীতে রোগী সেবা ও মৃতদেহ কাফন-দাফন কর্মসূচীর সদস্য আহছান হাবীব চৌধুরী হাসানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন- গাউসিয়া কমিটির কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক ও দক্ষিণ জেলা গাউসিয়া কমিটির সভাপতি আলহাজ কমরউদ্দিন সবুর, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ হাবীব উল্লাহ মাষ্টার, দুবাই সিটি গাউসিয়া কমিটির সভাপতি আলহাজ মুহাম্মদ ফারুক বাহাদুর, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নীয়া আলীয়া'র প্রভাষক মাওলানা আবুল আসাদ মুহাম্মদ জুবাইর রিজভী, গাউসিয়া কমিটির কেন্দ্রীয় মিডিয়া সেল আহ্বায়ক অধ্যক্ষ আবু তালেব বেলাল, সদস্য মুহাম্মদ এরশাদ খতিবী, গাউসিয়া কমিটির ফ্রি ট্রিটমেন্ট ক্যাম্প সমন্বয়ক আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, সদস্য মাওলানা আব্দুল মালেক, সদস্য শাহাদাত হোসেন রুমেল, লায়ন আবু নাসের রনি প্রমুখ। সভায় আরব আমিরাতের পীর ভাইদের আর্থিক সহযোগীতার এম্বুলেন্সটি প্রদান করায় আনজুমান ট্রাস্ট ও গাউসিয়া কমিটির পক্ষ হতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন আনজুমান ট্রাস্টের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন। তিনি গাউসিয়া কমিটির নিবেদিত প্রাণ কর্মীরা হুজুর কিবলার মনসা মোতাবেক মানবতার সেবায় জীবনবাজি রেখে করোনা মহামারীতে কাজ করছে উল্লেখ করে এম্বুল্যান্স প্রাপ্তিকে কাজের স্বীকৃতি বলে বর্ণনা করেন। গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ইউএই'র সভাপতি আলহাজ মুহাম্মদ আইয়ুব, সাধারণ সম্পাদক আলহাজ মুহাম্মদ জানে আলম, প্রধান উপদেষ্টা আলহাজ্ব মুহাম্মদ শফিকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সার্বিক সহযোগীতায় এম্বুলেন্সটি প্রদান করায় আনজুমান ট্রাস্ট ও গাউসিয়া কমিটির পক্ষ হতে ধন্যবাদ জানান তিনি। দেশের মহাসংকট করোনাকালে রোগীসেবা ও মৃত কাফন-দাফন, অমুসলিমদের সৎকারসহ যাবতীয় সেবামূলক কর্মসূচি গাউসিয়া কমিটির ভূমিকাকে অনন্য নজির উল্লেখ করে যারা সহযোগিতা করতে এগিয়ে এসেছেন -তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন তিনি।

১০২তম ওফাতবার্ষিকীতে আলা হজরত কনফারেন্স-এ বক্তারা

ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় ইমাম আলা হজরতের ভূমিকা অবিস্মরণীয়

আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন আয়োজিত চতুর্দশ হিজরির মুজাদ্দিদ ইমাম আহমদ রেজা খান ফাজেলে বেরলভী (র.) এর ১০২তম ওফাত বার্ষিকী স্মরণে কনফারেন্স-এ বক্তারা বলেন, আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান যুগের ইসলামি পুনর্জাগরণের একজন মহান দিকপাল ছিলেন। তিনি ব্রিটিশ উপনিবেশ সরকারের যাবতীয় ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠ ও কলমযোদ্ধা ছিলেন। ইসলামী শিক্ষা, সংস্কৃতি, শরিয়ত ও তরিকতের বিশুদ্ধ চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান উপমহাদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষ কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবে। আলা হজরত ব্রিটিশের ষড়যন্ত্রে সৃষ্ট ইসলামের ছদ্মাবরণে ওহাবী, শিয়া, কাদিয়ানি, আহলে হাদিস, মওদুদী মতবাদসহ অসংখ্য ফেতনা-ফেসাদের মূলোৎপাটন করে ইসলামের মূলধারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আক্বীদা ও বিশ্বাসকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর সময়কালে আরব-আজমের সকল হক্কানি ওলামা মাশায়েখ তার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ ছিলেন এবং সুফিবাদী দর্শনে ইসলামের উদারনৈতিক ভাবধারাকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। গত ১২ অক্টোবর নগরীর বহদ্দারহাটস্থ আর বি কনভেনশন হলে আ'লা হযরত ফাউন্ডেশনের সভাপতি অধ্যক্ষ আল্লামা বদিউল আলম রিজভীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কনফারেন্সে প্রধান অতিথি ছিলেন, আনজুমান রিসার্চ সেন্টারের মহাপরিচালক আল্লামা এম.এ.মান্নান। প্রধান আলোচক ছিলেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বাংলাদেশ এর চেয়ারম্যান আল্লামা কাজী মঈনুদ্দিন আশরাফী, বিশেষ অতিথি ছিলেন জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার অধ্যক্ষ আল্লামা মুফতি সৈয়দ অছিয়র রহমান আলকাদেরী, ওএসির সভাপতি শায়খুল হাদিস আল্লামা হাফেজ সোলায়মান আনসারী, জামেয়ার প্রধান ফকিহ আল্লামা মুফতি কাজী আবদুল ওয়াজেদ, মুহাদ্দিস আল্লামা হাফেজ আশরাফুজ্জমান আলকাদেরী, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সমন্বয়ক মাওলানা এম.এ. মতিন, গাউসিয়া কমিটির চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ কমিশনার, মহাসচিব শাহজাদ ইবনে দিদার, যুগ্ম মহাসচিব এড. মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার, গাউসিয়া কমিটি দক্ষিণ জেলার সভাপতি আলহাজ্ব কমরউদ্দিন সবুর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আরবি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ, মাওলানা নূর মোহাম্মদ আলকাদেরী, ঢাকা কাদেরীয়া আলিয়ার সহকারী অধ্যাপক আল্লামা নাছির উদ্দিন, আশেকানে আউলিয়া সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক ড. মাওলানা মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। কনফারেন্স প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুল্লাহ ও এরশাদ খতিবীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত কনফারেন্স-এ স্বাগত বক্তব্য রাখেন, ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক আবু নাছের মোহাম্মদ তৈয়ব আলী, অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, পীরজাদা মাওলানা গোলামুর রহমান আশরফ শাহ, উপাধ্যক্ষ মাওলানা আবদুল আজিজ আনোয়ারী, মাওলানা গোলাম মোস্তফা মোহাম্মদ নুরুন্নবী, মাওলানা ইউনুছ রিজভী, অধ্যাপক সৈয়দ জালাল উদ্দীন আল আযহারী, মাওলানা হামেদ রেযা নঈমী, সৈয়দ মুহাম্মদ হাসান আল আযহারী, মাওলানা ইউনুছ তৈয়বী, মাওলানা সিরাজুল ইসলাম চিশতি, আলহাজ্ব জামাল উদ্দীন সুরুজ, আহসান হাবিব চৌধুরী হাসান, শাহাদাত হোসেন রুমেল, ব্যাংকার ফজলুল করিম তালুকদার, নাছির উদ্দিন মাহমুদ, মাওলানা শেখ আরিফুর রহমান, মাওলানা মাহবুবুল হক নুরে বাংলা, মাওলানা ইকবাল হোসাইন আলকাদেরী, মাওলানা ইমরান হাসান আলকাদেরী, মাওলানা মুহাম্মদ আলী আলকাদেরী, মাওলানা মুহাম্মদ সোহাইল উদ্দিন আনছারী, মাওলানা করিম উদ্দিন নূরী, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুন নবী অলকাদেরী, কনফারেন্সে না'তে মোস্তফা পরিবেশন করেন শায়ের মাওলানা এমদাদুল ইসলাম কাদেরী।

খানকায়ে কাদেরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়বিয়া

বলুয়ারদিঘীপাড়স্থ খানকায়ে কাদেরিয়া সৈয়দিয়া তৈয়বিয়া পরিচালনা কমিটির উদ্যোগে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রহমাতুল্লাহি আলায়হির ১০২তম ওফাত বার্ষিকী স্মরণে আলোচনা সভা ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। গত ৯ অক্টোবর গাউসিয়া কমিটির চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ কমিশনারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন শায়খুল হাদীস আল্লামা কাজী মুঈন উদ্দিন আশরাফী, উদ্বোধক ছিলেন আনজুমান-এ

রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট'র সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন, প্রধান আলোচক ছিলেন আনজুমান রিসার্চ সেন্টারের মহাপরিচালক আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবদুল মান্নান। মুহাম্মদ এরখাদ খতিবীর সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন এডভোকেট মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার, অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবু তালেব বেলাল।

রংপুর জেলা গাউসিয়া কমিটি

রংপুর জেলা গাউসিয়া কমিটি কর্তৃক আয়োজিত পবিত্র গিয়ারবী শরীফ মাহফিল গত ২৭ সেপ্টেম্বর শহরের নিউ ইঞ্জিনিয়ার পাড়ায় অনুষ্ঠিত হয়। জেলা গাউসিয়া কমিটির সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুল কাদির খোকন এর সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন জেলা গাউসিয়া কমিটির সাধারণ সম্পাদক আবদুল মান্নান শরিফ বাবলু। মাহফিল পরিচালনা করেন মাওলানা মোহাম্মদ সাইদার রহমান, বিশেষ অতিথি ছিলেন মাওলানা আনসার আলী। আরো উপস্থিত ছিলেন জিয়াতপুকুর মাজার শরীফ সুন্নিয়া দাখিল মাদ্রাসার সুপার মাওলানা আবুল কাশেম সুপার মাওলানা মোহাম্মদ আজিজুর রহমান, হাসান আলি, মাওলানা আব্দুস সালাম, মোস্তাক ও অনান্য পীর ভাইগণ। আলোচনা ও মুনাজাত করেন মাওলানা মোহাম্মদ আইয়ুব আলী আনসারি।

গাউসিয়া কমিটি বায়েজিদ থানা ও মসজিদে রহমানিয়া

হিজরি চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ইমামে আহলে সুন্নাত, ইমাম শাহ আহমদ রেযা খান ফাযেলে বেরলভী রহমাতুল্লাহি আলায়হির ১০২ তম ওফাত বার্ষিকী ওরসে আ'লা হযরত উপলক্ষে মাহফিল জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার অধ্যক্ষ আল্লামা মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান আলকাদেরীর সভাপতিত্বে ও গাউসিয়া কমিটি বায়েজিদ থানা শাখার যৌথ উদ্যোগে অক্সিজেন শীতলঝর্ণা আ/এলাকাস্থ মসজিদে রহমানিয়া গাউসিয়া প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়।

শায়খ সৈয়দ হাসান আল আযহারী ও মুহাম্মদ বোরহান উদ্দীনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত অতিথি ছিলেন মুজাহিদে মিল্লাত মুফতি আল্লামা আলা উদ্দীন জিহাদী, প্রধান আলোচক ছিলেন- আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ জালালুদ্দীন আল আযহারী, প্রধান বক্তা ছিলেন- ফরিদপুর থেকে আগত আল্লামা মুফতি জহিরুল ইসলাম ফরিদী। আরো বক্তব্য রাখেন- আলহাজ্ব সৈয়দ হাবিবুর রহমান সর্দার, সৈয়দ আল্লামা আজিজুর রহমান আল-কাদেরী, শাহজাদা আল্লামা ছৈয়দ মোকাররম বারী, নারায়নগঞ্জের আল্লামা আব্দুল মোস্তফা রাহীম আল আযাহারী, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, মাওলানা এনাম রেজা, মাওলানা মাহবুবুল হক নুরে বাংলা, মাওলানা গোলাম কিবরিয়া, মাওলানা সোহাইল উদ্দীন আনসারী, মাওলানা জয়নাল আবেদীন কাদেরী।

বক্তারা বলেন- সুন্নিয়ত প্রচার প্রসারে ইমামে আহলে সুন্নাত আ'লা হযরতের অবদান অবিস্মরণীয় ও অনস্বীকার্য। আ'লা হযরত ও মসলকে আলা হযরতের বিরুদ্ধবাদী এবং বাতিল-ফির্কার মোকাবেলায় সুসংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ হওয়া সময়ের দাবী।

দেশে নারী ধর্ষণ, হত্যা, নির্যাতন বেড়ে যাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করে মাহফিলের সভাপতি জামেয়ার অধ্যক্ষ মুফতি সৈয়দ অছিয়র রহমান আল-কাদেরী এসব ঘৃণ্য অপরাধ সমূহের কঠোর শাস্তি প্রয়োগের জন্য সরকার ও প্রশাসনের প্রতি জোর দাবী জানান। আ'লা হযরত রচিত কিতাবসমূহ গবেষণা ও অনুবাদ করার জন্য সুন্নী ছাত্র,ওলামা ও গবেষকদের প্রতি আহবান জানান।

অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন-আলহাজ্ব আব্দুল হামিদ সর্দার, মাওলানা সৈয়দ মুনিরুদ্দিন কাদেরী, মাওলানা মুহাম্মদ হোসাইন আল আযহারী, মাওলানা সোলাইমান আলী কাদেরী, সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলম, সাজেদুর রহমান হাশেমী, মাওলানা শাহজাদা সৈয়দ আহমদ রেজা কাদেরী, মাওলানা আবু বকর সিদ্দিক,খন্দকার এরশাদুল আলম হিরা,খন্দকার দিদারুল আলম, মাওলানা রবিউল ইসলাম কাদেরী, সাদ্দাম হোসেন, সাইফুল ইসলাম বাপ্পা,আরফাতুল ইসলাম, পাবন, সাইফি, কায়ছার, সাজ্জু, হাফেজ ইকবাল হোসাইন রবি, সৈয়দ আরমান, শায়ের সৈয়দ খলিলুর রহমান কাদেরী, হাফেজ মিযানুর রহমান প্রমুখ।

গাউসিয়া কমিটি পাঁচলাইশ থানা শাখা

হিজরি চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ, ইমাম আহমদ রেজা (রহ.)'র ১০২তম ওফাত বার্ষিকী উপলক্ষে দিনব্যাপী ফ্রী ট্রিটমেন্ট ক্যাম্প ও স্মারক আলোচনা গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পাঁচলাইশ থানা শাখার ব্যবস্থাপনায় গত ৩ অক্টোবর চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়ার অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পাঁচলাইশ থানা শাখার সহ-সভাপতি আলহাজ্ব মুহাম্মদ সেকান্দর মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও প্রধান আলোচক ছিলেন যথাক্রমে আনজুমান- এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নীয়া ট্রাস্ট'র সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন ও সেক্রেটারি জেনারেল আলহাজ্ব মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন- চট্টগ্রাম রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান আলহাজ্ব ডা. মুহাম্মদ শফিউল আজম এবং মুনাজাত পরিচালনা করেন-

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নীয়া আলীয়ার অধ্যক্ষ আল্লমা মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ অসিয়র রহমান। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন- গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্মদ কমিশনার, মহাসচিব আলহাজ্ব মুহাম্মদ শাহজাদ ইবনে দিদার, যুগ্ম মহাসচিব আলহাজ্ব এড. মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার, চট্টগ্রাম মহানগর কমিটির আহবায়ক আলহাজ মুহাম্মদ সেকান্দর মিয়া, সদস্য সচিব আলহাজ সাদেক হোসেন পাপ্পু, উত্তর জেলা কমিটির প্রচার সম্পাদক আলহাজ্ব আহসান হাবীব চৌধুরী হাসান, ডা. শেখ সাফকাত আজম, ডা. শেখ সানজানা আজম, ডা. মোঃ সায়েম, মাকসুদুর রহমান, সাহাদাত হোসেন রুমেল, ইসমাইল হক চৌধুরী ফয়সাল। মুহাম্মদ এরশাদ খতিবীর সঞ্চালনায় ও গাউসিয়া কমিটির ফ্রী চিকিৎসা সেবা কর্মসূচির প্রধান মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহর সার্বিক তত্তাবধানে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন - পাচঁলাইশ থানা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ মুনির উদ্দিন সোহেল। আলোচনায় অংশ নেন -আর,ইউ, চৌধুরী শাহীন, আলহাজ্ব জাহাঙ্গীর আলম সর্দার, আলহাজ্ব মুহাম্মদ এমদাদ মিয়া, আলহাজ্ব মুহাম্মদ ইসমাইল, মোমেনুর রহমান দায়েমী, মুহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, মাওলানা হামেদ রেযা নঈমী, মুহাম্মদ আরিফুর রহমান খতিবী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, গাউসে জামান তৈয়্যব শাহ (রহ.) গাউসিয়া কমিটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলেই মহামারি করোনাকালে দেশের মানুষ লাশ কাফন-দাফন সহ সামগ্রিক মানবিক সেবা পাচ্ছে। সকাল থেকে এক হাজারেরও বেশি রোগীকে চিকিৎসা ও ফ্রী ওষুধ বিতরণ করা হয়।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বন্দর থানা

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বাংলাদেশ বন্দর থানা শাখার নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক ও হিজরি চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ইমাম আহমদ রেজা খান (রহ.) এর ১০২ তম ওফাতবার্ষিকী স্মরণে অনুষ্ঠিত আ'লা হযরত কনফারেন্সে প্রধান অতিথি ছিলেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান আল্লামা কাজী মঈনুদ্দীন আশরাফী (মা.জি.আ.)

সংগঠনের সভাপতি মাওলানা হাফেজ ইদ্রিস আল-ক্বাদেরীর সভাপতিত্বে ও মাওলানা মুফতি আবুল হাছানাত আল-ক্বাদেরীর সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি ছিলেন আহলে সুন্নাত কেন্দ্রীয় পরিষদের প্রেসিডিয়াম সদস্য অধ্যক্ষ আল্লামা বদিউল আলম রিজভী, দপ্তর সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল হাকিম, অধ্যক্ষ আল্লামা আবুল কালাম আমিরী,মাওলানা ইউনুস তৈয়্যবী যুক্তিবাদী, মাওলানা আব্দুন নবী আল-ক্বাদেরী। প্রধান বক্তা ছিলেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বাংলাদেশ চট্টগ্রাম মহানগর সভাপতি মাওলানা নুর মোহাম্মদ আল-ক্বাদেরী।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাওলানা মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান আল-ক্বাদেরী, মাওলানা সৈয়্যদ হাসান আযহারী, আলহাজ্ব মুহাম্মদ হানিফ সওদাগর, মুহাম্মদ মহসিন, আলহাজ্ব মুহাম্মদ আলী, হাজী সালামত আলী, মাওলানা মুহাম্মদ মুবিনুল হক আশরাফী, হাজী মুহাম্মদ হাসান, বীর মুক্তিযোদ্ধা মুহাম্মদ আবু তাহের, মন্জুর কাদের, আলহাজ্ব আবু নাছের, মুহাম্মদ ফারুকুল ইসলাম দুলাল, মুহাম্মদ আনোয়ার, আলহাজ্ব মুহাম্মদ শাহজাহান, মাওলানা রফিকুল ইসলাম আনোয়ারী, মাওলানা ছৈয়দুল আলম আল-ক্বাদেরী, মাওলানা মুফতি ছগির আহমদ আল-ক্বাদেরী, মাওলানা মুহাম্মদ মহিউদ্দীন আল-ক্বাদেরী, মাওলানা মুহাম্মদ মোর্শেদুল আলম আনোয়ারী, মাওলানা মুহাম্মদ নুরুল কবির রিজভী, মাওলানা মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ খালেদ, মাওলানা মুহাম্মদ গোলাম হুসাইন আল-ক্বাদেরী, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল-নোমান, আলহাজ্ব মুহাম্মদ মুছা, মাওলানা মুহাম্মাদ ইদ্রীছ রেজভী, এডভোকেট আবু তৈয়্যব, মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস রজভী মুহাম্মদ জাহেদুল আলম, মাষ্টার বদিউর রহমান, মুহাম্মদ আবছার রেজা, কাইছার হামিদ প্রমূখ।

হাবিলাসদ্বীপ ইউনিয়ন গাউসিয়া কমিটি

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পটিয়া উপজেলার হাবিলাসদ্বীপ ইউনিয়ন শাখার ব্যবস্থাপনায় আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রহমাতুল্লাহি আলায়হির ১০২তম ওরশ মোবারক উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা গত০৯ অক্টোবর চরকানাই দরবারে শাহ আজিজিয়া প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিয়ন গাউসিয়া কমিটির সভাপতি মুহাম্মদ মহিউদ্দীন চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ বেলাল হোসেন এর পরিচালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইউনিয়ন গাউসিয়া কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি কে.এম.আকতার মাষ্টার। আলা হযরতের জীবনী নিয়ে আলোচনা করেন শাহজাদা মুহাম্মদ ইদ্রিচ চৌং (সেলিম), মুহাম্মদ নুর সোবহান চৌধুরী, মুহাম্মদ হায়দার আলী। মুহাম্মদ ইদ্রিস, সৈয়্যদ মুহাম্মদ মোজাম্মেল নূর ছিদ্দিকী, শাহজাদা কাজী মুহাম্মদ আলমগীর, মুহাম্মদ আশরাফ উদ্দীন আহমেদ, মুহাম্মদ হুমায়ুন রশিদ, মুহাম্মদ জসীম উদ্দীন, মুহাম্মদ শাহজাহান, মুহাম্মদ আলমগীর, মুহাম্মদ রেজাউল করিম (বাবলু), মুহাম্মদ সোলাইমান, মুহাম্মদ নুরুল্ ইসলাম, মুহাম্মদ আজম, মুহাম্মদ জাহঙ্গীর আলম চৌং(টিপু) প্রমুখ।

বিভিন্নস্থানে শোহাদায়ে কারবালা ও আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র স্মরণে মাহফিল উদযাপন

চন্দনাইশ জোয়ারা ইউনিয়ন শাখা

মাহফিলে সুলতানে কারবালা, শেরে মিল্লাত আল্লামা মুফতি ওবাইদুল হক নঈমী (রহ.)'র স্মরণ সভা ও অভিষেক অনুষ্ঠান গাউসিয়া কমিটি জোয়ারা ইউনিয়ন শাখার সভাপতি মাওলানা মিশকাতুল ইসলাম মুজাহেদীর সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ সোহেল রানার সঞ্চালনায় গত ৩ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মোহাম্মাদ মহসিন। প্রধান বক্তা ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মাদ কমিশনার। মূখ্য আলোচক ছিলেন গাউসিয়া কমিটির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার। উদ্বোধক ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সভাপতি আলহাজ্ব কমর উদ্দিন সবুর। বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা পরিষদের সদস্য আবু আহমেদ চৌধুরী (জুনু), চন্দনাইশ উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মাওলানা সোলাইমান ফারুকী, জোয়ারা ইউপি চেয়ারম্যান আমিন আহমেদ চৌধুরী রোকন, গাউসিয়া কমিটি চান্দগাঁও থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, বিশেষ আলোচক ছিলেন অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মহিলা মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ ড. মাওলানা মুহাম্মদ সাইফুল আলম, গাউসিয়া কমিটি চন্দনাইশ উপজেলা শাখার সভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা আবদুল গফুর খান, সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, গাউসিয়া কমিটি মদিনা মনোয়ারা শাখার সভাপতি আলহাজ্ব মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, দক্ষিণ জেলার সহ-সভাপতি খোরশেদ আলম রেজভী, ইদ্রিচ চৌধুরী, ফয়েজ উল্লাহ খতিবী, দক্ষিণ জেলার সহ-প্রচার সম্পাদক আলমগীর বঈদী, চন্দনাইশ পৌরসভা সভাপতি মেজবাহ উদ্দিন, গাউসিয়া কমিটি দুবাই ইন্টারন্যাশনাল সিটির সভাপতি আলহাজ্ব ফারুক মুহাম্মদ বাহাদুর, নাজীম উদ্দীন, মাওলানা আবু তাহের। উপস্থিত ছিলেন মুহাম্মদ সরওয়ার উদ্দীন, আবু ছৈয়দ, ইলিয়াছ, ফারুক, মুহাম্মদ সাইফুল, মাওলানা রাশেদ, আবুল মনছুর, আমিনুল ইসলাম, পারভেজ, শাহনেওয়াজ চৌধুরী শুভ, মিজান, জোনায়েদ, মাহমুদুল হাসান, মামুন, ইরফান, জাবেদ প্রমুখ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে আলহাজ্ব মহসিন বলেন, অত্র ইউনিয়নে "জামেয়া তাহেরিয়া আনোয়ারুল উলুম মাদ্রাসার কাজে সকলের খেদমত করা গাউসিয়া কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ পাওয়া এটা বড় নেয়ামত।

গাউসিয়া কমিটি ১৯নম্বর ওয়ার্ড

গাউসিয়া কমিটি ১৯নম্বর ওয়ার্ড শাখার উদ্যোগে হযরত সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (রহ.)'র সালানা ওরশ মোবারক, শেরে মিল্লাত মুফতি ওবাইদুল হক নঈমী (রহ.)'র স্মরণসভা ও সম্মাননা অনুষ্ঠান গত ২৪ আগষ্ট খান বাহাদুর মিয়াখাঁন সওদাগর জামে মসজিদে আলহাজ্ব জামাল উদ্দিন সুরুজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম মহানগর সদস্যসচিব আলহাজ্ব সাদেক হোসেন পাপ্পু, প্রধান বক্তা ছিলেন আল্লামা হাফেজ মুহাম্মদ আনিসুজ্জামান, বিশেষ অতিথি ছিলেন বাকলিয়া থানা শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আলহাজ্ব নুরুল আকতার, সহ সভাপতি আলহাজ্ব আমিনুল হক চৌধুরী, আবদুস সবুর, ১৯নং ওয়ার্ড প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইলিয়াছ খাঁন, উপদেষ্টা জামাল আহমদ খাঁন, আলহাজ্ব আব্দুর নুর, বাকলিয়া থানার সাবেক সভাপতি আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবু তাহের, যুগ্ম সম্পাদক মুহাম্মদ জানে আলম জানু, সহ সম্পাদক আলহাজ্ব সাব্বির আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ আইউব আলী, অর্থ সম্পাদক মোহাম্মদ হাসান, সদস্য মোহাম্মদ হোসাইন, ১৯নং ওয়ার্ড নেতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আলহাজ্ব মোহাম্মদ জয়নুল আবেদীন, মুহাম্মদ শেখ জামাল, মুহাম্মদ হারুনুর রশীদ, আব্দুল করিম সেলিম, আলহাজ্ব কামরুল হোসেন, মুহাম্মদ শফিকুর রহমান, মুহাম্মদ ফরিদ কোম্পানী, মোহাম্মদ আবছার উদ্দিন, নজরুল ইসলাম বাবুল, আলহাজ্ব মোহাম্মদ হামিদ, মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, সদস্য মুহাম্মদ মোশাররফ, মুহাম্মদ ইয়াছিন, মুহাম্মদ মহসিন, মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ, মুহাম্মদ শহিদ মিয়া, আরিফুল ইসলাম, ইমরান রানা সহ ইউনিট কর্মকর্তাবৃন্দ।

সভায় আনজুমান মিসকিন ফান্ডের জন্য জাকাত-ফিতরা সংগ্রহ ২০২০ কার্যক্রমে সাফল্যের জন্য ইউনিট সমুহকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

হাবিলাসদ্বীপ ইউনিয়ন গাউসিয়া কমিটি

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ৫নং হাবিলাসদ্বীপ ইউনিয়ন শাখার ব্যবস্থাপনায় আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র ২৮তম সালানা ওরস মোবারক, ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা নুরুল ইসলামী হাশেমী (রহ.), শেরে মিল্লাত আল্লামা ওবাইদুল হক নঈমী, ইউনিয়ন গাউসিয়া মিটির প্রধান উপদেষ্টা ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ শহিরুল ইসলাম চৌধুরী (বাদল), ইউনিয়ন গাউসিয়া কমিটির উপদেষ্টা মুহাম্মদ সেলিম খাঁন চাটগামী, প্রবীন সমাজসেবী মরহুম মুহাম্মদ নুর চৌধুরীর স্মরণসভা গত ১৪ আগস্ট নুর সোপ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিয়ন গাউসিয়া কমিটির সভাপতি মুহাম্মদ মহিউদ্দিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং ইউনিয়ন গাউসিয়া কমিটির সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ বেলাল হোসেনের পরিচালনায় এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইউনিয়ন গাউসিয়া কমিটির সিনিয়র সহ সভাপতি কে.এম. আকতার হোসেন মাস্টার, প্রধান অতিথি ছিলেন পশ্চিম পটিয়া শাখার সহ সভাপতি মুহাম্মদ হারুনুর রশীদ, প্রধান বক্তা ছিলেন পশ্চিম পটিয়া শাখার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ এয়াকুব আলী, প্রধান ওয়ায়েজ ছিলেন মাওলানা গাজী আবুল কালাম বয়ানী, বক্তব্য রাখেন মুহাম্মদ জাকারিয়া, আলী আবছার, আবদুল্লাহ্ আল হারুন, মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম, মুহাম্মদ মহিউদ্দিন, মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, মাওলানা নুর হোসেন হেলালী, মাওলানা কুতুব উদ্দিন, নুর ছোবহান চৌধুরী, শাহযাদা মুহাম্মদ ইদ্রিছ চৌধুরী সেলিম, আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবু ছিদ্দিক, হাজী জালাল মেম্বার, ডা. মুহাম্মদ ইউসুফ, মুহাম্মদ ইদ্রিস, মুহাম্মদ ইলিয়াছ, শাহযাদা কাজী মুহাম্মদ আলমগীর, মইনুল ইসলাম চৌধুরী (কাজল), মুহাম্মদ রেজাউল করিম, আলহাজ্ব দিদারুল ইসলাম খাঁন, মুহাম্মদ শাহজাহান সাজু, মুহাম্মদ নাছিম, মুহাম্মদ হায়দার আলী, মুহাম্মদ রেজাউল করিম (বাবলু), মুহাম্মদ সাইদুল করিম খাঁন, উপস্থিত ছিলেন মুহাম্মদ আবু সৈয়্যদ, মুহাম্মদ হুমায়ুন রশীদ, মুহাম্মদ নুর আলী চৌধুরী, আবু আহমদ, মুহাম্মদ মুছা আলম, মুহাম্মদ টিপু, মুহাম্মদ জাবেদ, শায়ের তৌহিদুল ইসলাম, শায়ের নজরুল ইসলাম, মুহাম্মদ আরাফাত প্রমুখ।

গাউসিয়া কমিটি পাহাড়তলী থানা শাখা

গাউসিয়া কমিটি পাহাড়তলী থানা শাখার উদ্যোগে শোহাদায়ে কারবালা স্মরণে মাহফিল গত ১১ সেপ্টেম্বর আ.ফ.ম. মহিউদ্দিনের সভাপতিত্বে ও সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ মুসলিম উদ্দিনের সঞ্চালনায় হাজী আব্দুল আলী জামে মসজিদ চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। এতে তকরির পেশ করেন পাহাড়তলী থানা দাওয়াতে খায়র সম্পাদক হাফেজ মাওলানা আবদুল হালিম। উপস্থিত ছিলেন সহ সাধারণ সম্পাদক কাজী মুহাম্মদ ইউসুফ আলী, কাজী মুহাম্মদ আব্দুল হাফেজ, মুহাম্মদ আলমগীর হোসেন, মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম সওদাগর, দপ্তর সম্পাদক মুহাম্মদ রবিউল হোসেন, সহ দপ্তর সম্পাদক মুহাম্মদ জয়নাল, প্রচার সম্পাদক মুহাম্মদ মাসুদ মিয়া, সমাজসেবা সম্পাদক মুহাম্মদ হামিদুল ইসলাম হাসিব, সহ সাংস্কৃতিক সম্পাদক মুহাম্মদ আব্দুল মালেক, সহ প্রকাশনা সম্পাদক মুহাম্মদ নাঈমুল হাসান তানভীর, সদস্য মুহাম্মদ জসিম উদ্দিন সওদাগর, মুহাম্মদ হোসেন, মুহাম্মদ ফজলুল হক ফারুক, মুহাম্মদ আকবর, মুহাম্মদ ওয়াহিদুল আলম, জাহিদুল ইসলাম জিকু প্রমুখ।

গাউসিয়া কমিটি গোলপাহাড় ইউনিট শাখা

গাউসিয়া কমিটি পাহাড়তলী থানাধীন ৯নং ওয়ার্ড আওতাধীন গোলপাহাড় ইউনিট শাখার উদ্যোগে গত ১১ সেপ্টেম্বর শোহাদায়ে কারবালা মাহফিল স্মরণে গোলপাহাড় বায়তুল মামুর জামে মসজিদে মুহাম্মদ শাহিন আলমের সঞ্চালনায় ও ইউনিটের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ তসলিম কাদের চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ৯নং ওয়ার্ডের সভাপতি মুহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ, প্রধান বক্তা ছিলেন হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ শাহাদত হোসাইন আলকাদেরী, বিশেষ বক্তা ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব আলী নুরী, মুহাম্মদ মোস্তাক মিয়া ও কামাল মিয়া।

আনোয়ারা ছৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া সুন্নিয়া মাদরাসা

আনোয়ারা সদরস্থ ছৈয়্যেদিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া ছাবেরিয়া সুন্নিয়া মাদরাসার উদ্যোগে শোহাদায়ে কারবালা স্মরণে মাহফিল গত ৪ সেপ্টেম্বর মুহাম্মদ ফরিদুল আলম (ব্যাংকার)-এর সভাপতিত্বে ও মাদরাসার পরিচালক মাওলানা কাজী শাকের আহমদ চৌধুরীর সঞ্চালনায় মাদরাসা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান আলোচক ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান আলকাদেরী, বিশেষ আলোচক ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ মুরশেদুল আলম আলকাদেরী, অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ আবু সৈয়দ, হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ সাজ্জাদ হোছাইন, মাওলানা মুহাম্মদ কলিম উদ্দিন, হাফেজ মুহাম্মদ মিজান, মুহাম্মদ নাছির উদ্দিন সিদ্দিকী, মাস্টার মুহাম্মদ এয়াকুব আলী, এস.এম. আব্দুল হালিম, মুহাম্মদ আবদুল আজিজ, মুহাম্মদ সেলিম উদ্দিন, হাজী মুহাম্মদ শামসুল আলম প্রমুখ। মোনাজাত করেন মাওলানা মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান আলকাদেরী।

গাউসিয়া কমিটি উত্তর পাহাড়তলী ওয়ার্ড শাখা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ৯নং উত্তর পাহাড়তলী ওয়ার্ড শাখার উদ্যোগে শোহাদায়ে কারবালা স্মরণে মাহফিল গত ১৮ সেপ্টেম্বর, সংগঠনের সহ সভাপতি মুহাম্মদ ইব্রাহিম ফারুকী সুমনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম সওদাগরের সঞ্চালনায় মাহমুদ খান জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি পাহাড়তলী থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ মুসলিম উদ্দিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন পাহাড়তলী থানা শাখার সহ সভাপতি হাজী নুর মুহাম্মদ সওদাগর, পাহাড়তলী থানার সহ সাধারণ সম্পাদক হাজী মুহাম্মদ ইউসুফ আলী, পাহাড়তলী থানার সদস্য মুহাম্মদ আকবর, বক্তব্য রাখেন মুহাম্মদ আলমগীর হোসেন, মুহাম্মদ নাঈমুল হাসান তানভীর, মুহাম্মদ জসিম উদ্দিন, মুহাম্মদ মুসলিম মিয়া, মুহাম্মদ আতিকুর রহমান হৃদয়, মুহাম্মদ আলী হোসেন, মুহাম্মদ আমির হোসেন, মুহাম্মদ ইসতিয়াক প্রমুখ। মাহফিলে তক্বরীর পেশ করেন মাওলানা মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন আলকাদেরী, মোনাজাত করেন মাওলানা নঈম উদ্দিন আলকাদেরী।

দেওয়ান বাজার ওয়ার্ড গাউসিয়া কমিটি

গাউসিয়া কমিটি দেওয়ানবাজার ওয়ার্ড শাখার উদ্যোগে কোরবানীগঞ্জ চুল মুবারক জামে মসজিদে শেরে মিল্লাত আল্লামা মুফতি ওবাইদুল হক নঈমী (রহ.) ও আলহাজ্ব নুর মুহাম্মদ আলকাদেরী (রহ.)'র ফাতেহা শরীফ স্মরণে মাহফিল গত ১৮ সেপ্টেম্বর হাফেজ নুর হাসানের সভাপতিত্বে ও ইমতিয়াজ উদ্দীন রণির সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয়।

মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন- মাওলানা বশিরুজ্জামান কাদেরী, হাফেজ আবুল হোসেন, মাওলানা ইলিয়াছ, আবদুস সালাম বালি, ওমর ফারুক, মুহাম্মদ মুরাদ, আবুল বশর, মুহাম্মদ ফারুক, মুহাম্মদ সুমন, মুহাম্মদ হান্নান, মুহাম্মদ আলম, মাওলানা শাকেরুল ইসলাম সুজন প্রমুখ।

The Monthly Tarjuman

গাউসিয়া কমিটির বিভিন্ন শাখার কাউন্সিল ও দাওয়াতে খায়র মাহফিল

খিলগাঁও থানা শাখার নতুন কমিটি গঠন

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ঢাকা মহানগর খিলগাঁও থানা শাখার নতুন কমিটি গঠন কল্পে এক সভা গত ২৫ সেপ্টেম্বর একটি অভিজাত রেস্তোরায় অনুষ্ঠিত হয়।

এতে প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ, ঢাকার সভাপতি আলহাজ্ব মোহাম্মদ আব্দুল মালেক বুলবুল। অনুষ্ঠানের ১ম পর্বের সভাপতি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ খিলগাঁও থানা কমিটির সভাপতি মুহাম্মদ মহীউদ্দিন চৌধুরী এবং দ্বিতীয় পর্বের সভাপতি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ঢাকার সভাপতি আলহাজ্ব মোহাম্মদ আব্দুল মালেক বুলবুল। এতে প্রতিবেদন পেশ করেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ, খিলগাঁও থানা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সালাহউদ্দিন আহমেদ মামুন। বিশেষ অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ঢাকার সহ-সভাপতি আলহাজ্ব শোয়েবুজ্জামান চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ কাসেম। সঞ্চালনা করেন খিলগাঁও থানা কমিটির অর্থ সম্পাদক সৈয়দ ইফতেখার উদ্দিন আহমদ এবং ঢাকা মহানগর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ হোসেন।

পটিয়া পৌরসভা শাখার কাউন্সিল সম্পন্ন

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পটিয়া পৌরসভা শাখার দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল পটিয়াস্থ খানকায়ে কাদেরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়ায় গত ৩ অক্টোবর আলহাজ্ব আবু মহসিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

এতে প্রধান অতিথি ও পর্যবেক্ষক ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্মদ

কমিশনার, প্রধান বক্তা ছিলেন এডভোকেট মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার, বিশেষ অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি দক্ষিণ জেলা সভাপতি আলহাজ্ব কমর উদ্দিন (ছবুর), সহ সভাপতি আলহাজ্ব মুহাম্মদ ছগির চৌধুরী, সহ সভাপতি আলহাজ্ব নেজাবত আলী, সেক্রেটারি মুহাম্মদ হাবিব উল্লাহ্, যুগ্ম সম্পাদক আলহাজ্ব শেখ সালাউদ্দিন, সহ সম্পাদক অধ্যক্ষ এম.এ. মান্নান চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক আলহাজ্ব আবুল মনসুর, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক আলহাজ্ব মোজাফ্ফর আহমদ, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুহাম্মদ মাহবুবুল আলম, বজল আহমদ, মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, পটিয়া পৌরসভার মেয়র আলহাজ্ব মুহাম্মদ হারুনুর রশীদ।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে পটিয়া পৌর মেয়র আলহাজ্ব হারুনুর রশিদকে প্রধান উপদেষ্টা করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ ও আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিনকে সভাপতি, কাজী মুহাম্মদ দিদারুল আলম সিনিয়র সহ সভাপতি, আলহাজ্ব সাইফুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক, হাবিবুর রহমান রিপন সাংগঠনিক সম্পাদক, মাওলানা আবদুল মাবুদ আলকাদেরী দাওয়াতে খায়র সম্পাদক, আহমদ জামিল অর্থ সম্পাদক, আহমদুর রহমানকে প্রচার সম্পাদক করে ৬১ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদ গঠন করা হয়।

পাহাড়তলী থানা শাখার সভা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পাহাড়তলী থানা শাখার এক সভা সভা গত ৩০ সেপ্টেম্বর সংগঠনের সভাপতি আলহাজ্ব ইদ্রিস মুহাম্মদ নুরুল হুদার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ মুসলিম উদ্দিনের সঞ্চালনায় হাজী আবদুল আলী জামে মসজিদ চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন মুহাম্মদ আইয়ুব, আলহাজ্ব মুহাম্মদ শাহজাহান, মুহাম্মদ আলাউদ্দিন খান, মুহাম্মদ হারুন, আলহাজ্ব সিরাজ উদ্দিন চৌধুরী, মুহাম্মদ মফিজুর রহমান, হাজী ইউসুফ আলী, কাজী মুহাম্মদ আবদুল হাফেজ, মুহাম্মদ আলমগীর হোসেন, কে.এম নুর উদ্দিন চৌধুরী, মুহাম্মদ শাহাবুদ্দিন, নাঈমুল হাসান তানভীর, হাফেজ মাওলানা আবদুল হালিম, রবিউল হোসেন রানা, মুহাম্মদ মাসুদ মিয়া, মুহাম্মদ ইকবাল হোসেন, হামিদুল ইসলাম হাসিব, মুহাম্মদ আকবর মিয়া, মুহাম্মদ আজিজুর রহমান (আজিজ), মুহাম্মদ আলী, মুহাম্মদ জসিম উদ্দিন সওদাগর, মুহাম্মদ হোসেন, জাহিদুল ইসলাম জিকু, মুহাম্মদ ফজল হক ফারুক প্রমুখ। সভায় স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচী পালন করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

অপরদিকে গত ২৫ সেপ্টেম্বর দাওয়াতে খায়র মাহফিল হাজী আবদুল আলী জামে মসজিদ চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। গোসল কাফন ও দাফন বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করেন থানা দাওয়াতে খায়র সম্পাদক হাফেজ মাওলানা আবদুল হালিম।

পাহাড়তলী ১২ নম্বর ওয়ার্ড শাখা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ১২নম্বর ওয়ার্ড শাখার মাসিক সভা ও দাওয়াতে খায়র মাহফিল সংগঠণের সভাপতি মুহাম্মদ আলাউদ্দীন খানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক হাজী মুহাম্মদ ইউছুপ আলীর সঞ্চালনায় ভেলুয়ার দিঘী শাহী জামে মসজিদ চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন ওয়ার্ড শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ শাহাব উদ্দীন, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন, পদ্ম পুকুর পাড় ইউনিটের সভাপতি মুহাম্মদ নুরুল হক খোকন, পানির কল ইউনিট শাখার সভাপতি হাজী মহাম্মদ আব্দুল খালেক, ঈদগাঁ কাঁচা রাস্তা ইউনিটের সি. সহঃ সভাপতি মুহাম্মদ নাছির, ঝর্ণাপাড়া ইউনিটের অর্থ সম্পাদক ফারুক হোসেন আজাদ প্রমুখ। দাওয়াতে খায়র বিষয়ে আলোচনা করেন ভেলুয়ার দিঘী শাহী জামে মসজিদের খতিব মাওলানা মুখতার আহমদ আল-ক্বাদেরি।

গাউসিয়া কমিটি লতিফপুর মক্কী জামে মসজিদ শাখা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ, লতিফপুর ওয়ার্ড আওতাধীন আলীর হাট আলী নগর মক্কী জামে মসজিদ ইউনিটের উদ্যোগে দাওয়াতে খায়র মাহফিল গত ১১ সেপ্টেম্বর, আলী নগর মক্কী জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রবিউল হোসেনের সঞ্চালনায় ও অত্র মসজিদের খতিব আল্লামা মুফ্তি আব্দুল গফুর রেজভী সভাপতিত্ব করেন। প্রধান অতিথি ছিলেন শায়খ আব্দুল মোস্তফা রাহিম আল আযহারী। বিশেষ আলোচক ছিলেন হাফেজ মাওলানা নাজিম উদ্দিন, মাওলানা ওলিউজ্জামান, বিশেষ অতিথি ছিলেন গাউছিয়া কমিটি পাহাড়তলী থানা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ জসিম উদ্দিন, লতিফপুর ওয়ার্ড সভাপতি মুহাম্মদ ফেরদৌস মিয়া, মুহাম্মদ আবুল কাশেম পাটোয়ারী, খ.ম নজরুল হুদা, মুহাম্মদ শফি।

তৈয়্যবিয়া নুরুল হক জামে মসজিদ শাখা

গাউসিয়া কমিটি কর্ণফুলী থানার তৈয়্যবিয়া- মাওলানা নুরুল হক (রহ.) জামে মসজিদ শাখার উদ্যোগে দাওয়াতে খায়ের মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মাহফিলে দরস প্রদান করেন জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মহিলা মাদ্‌রাসার মুদাররিস আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ শামশুল আলম আল কাদেরী। মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের উপদেষ্টা মোহাম্মদ তৈয়্যব, অর্থ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী (মিয়া), সহ-সভাপতি নুর মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ বেলাল হোসেন সওদাগর, প্রকাশনা সম্পাদক মাওলানা মোহাম্মদ হোসাইন, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ ফারুক, প্রচার সম্পাদক মোহাম্মদ ইলিয়াছ, মোহাম্মদ মনির উদ্দিন (রুবেল), মোহাম্মদ আব্দুল মালেক, মোহাম্মদ ইদ্রিছ, মোহাম্মদ আজিজুল হক, মোহাম্মদ সিরাজুল হক, মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন, মোহাম্মদ আমির হোসেন।

কাজীপাড়া ইউনিট শাখার দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ রাউজান উপজেলার সুলতানপুর কাজীপাড়া ইউনিটের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল গত ১১ সেপ্টেম্বর খানক্বায়ে ক্বাদেরীয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরীয়ায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন সুলতানপুর দক্ষিণ ইউনিয়ন শাখার সভাপতি আলহাজ্ব নুরুল আমিন, প্রধান বক্তা ছিলেন সুলতানপুর দক্ষিণ ইউনিয়ন শাখার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন। সভাপতিত্ব করেন অত্র শাখার সভাপতি খ ম মনছুর উদ্দিন। এতে দ্বিতীয় অধিবেশনে আলহাজ্ব মোহাম্মদ নুরুল আলম (সওঃ)কে সভাপতি মাষ্টার মোহাম্মদ রিদোয়ানুল হককে সাধারণ সম্পাদক, মোহাম্মদ আবু রায়হানকে সাংগঠনিক সম্পাদক, মাষ্টার মোহাম্মদ বোরহান উদ্দিনকে অর্থ সম্পাদক, হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ নাজিমকে দাওয়াতে খায়র সম্পাদক করে ৪৬ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরি কমিটি গঠন করা হয়। এতে আরো উপস্থিত ছিলেন আব্দুল আউয়াল সুজন, মোহাম্মদ আবু তাহের সওদাগর, মোহাম্মদ মিজানুর রহমান মাওলানা আহমদুল ইসলাম, নিয়াজুর রহমান সাবিক প্রমুখ।

পশ্চিম বাকলিয়া ওয়ার্ড-এর বিভিন্ন ইউনিট কমিটি নবায়ন

মীমতোয়া মসজিদ ইউনিট

গাউসিয়া কমিটি ১৭নং ওয়ার্ড আওতাধীন মীমতোয়া মসজিদ ইউনিট শাখার নবায়নকল্পে এক সভা আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল মোস্তফা সিদ্দীকর সভাপতিত্বে, ভারপ্রাপ্ত ওয়ার্ড সেক্রেটারি মুহাম্মদ জানে আলম জানুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন আলহাজ্ব মুহাম্মদ আমিনুল হক চৌধুরী, সভায় সর্বসম্মতিক্রমে আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল মোস্তফা সিদ্দিকিকে সভাপতি, মুহাম্মদ নাছিরকে সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ শাহজাহানকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ৫১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।

গণী কলোনী ইউনিট নবায়ন

গণী কলোনী ইউনিট নবায়ন কল্পে এক সভা গত ২৫ সেপ্টেম্বর মুহাম্মদ আবুল হাসেনের সভাপতিত্বে, ভারপ্রাপ্ত ওয়ার্ড সেক্রেটারি মুহাম্মদ জানে আলম জানুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন আলহাজ্ব মুহাম্মদ আমিনুল হক চৌধুরী, এতে মুহাম্মদ আবুল হোসেনকে সভাপতি, মুহাম্মদ আবদুল কাদের রুবেলকে সাধারণ সম্পাদক, মুহাম্মদ নাছিরকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ৪৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিঠি গঠন করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন মুহাম্মদ হারুন, আলহাজ্ব মুহাম্মদ নাজমুল হক বাচ্চু, মুহাম্মদ ইউনুচ, মুহাম্মদ আবদুল হাকিম, মুহাম্মদ নাছির, মুাম্মদ ওসমান গনী, মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান, মুহাম্মদ রাসেল, মুহাম্মদ দেলোয়ার, মুহাম্মদ আবদুর রহমান, মুহাম্মদ আহাদ, মুহাম্মদ মোমিন প্রমুখ।

মকবুল কামাল জামে মসজিদ ইউনিট গঠন

গাউসিয়া কমিটি ১৭নং ওয়ার্ড শাখার এক সভা গত ১৮ সেপ্টেম্বর মুহাম্মদ আমিনুল হকের সভাপতিত্বে ভারপ্রাপ্ত ওয়ার্ড সেক্রেটারি মুহাম্মদ জানে আলম জানুর সঞ্চালনায় ডি.সি. রোড কালাম কলোনী সংলগ্ন, মকবুল কামাল জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। মুহাম্মদ মহসিনকে সভাপতি, মুহাম্মদ আবদুর রহমানকে সহ সভাপতি, মুহাম্মদ দেলোয়ারকে সাধারণ সম্পাদক, মুহাম্মদ রিয়াদকে সাংগঠনিক সম্পাদক, আবুল বশর মাস্টারকে উপদেষ্টা করে ৫৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন নুরুল আবছার, আবদুল কাদের রুবেল, মুহাম্মদ ইউনুচ, নাসির উদ্দিন, নাজমুল হক বাচ্চু, ওসমান গণি, মোমিন, কামাল ভুইয়া, রাসেল, শাহজাহান বাদশাহ্‌, রানা, মামুন, আবদুল কাদের প্রমুখ।

আঞ্জুমানে রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট মাসিক তরজুমান The Monthly Tarjuman

শোক সংবাদ

আলহাজ্ব শাহ আলম চৌধুরীর ইন্তেকাল

বানুরবাজারস্থ মাদ্‌রাসা-এ-মুহাম্মদিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া (আলিম)'র সাবেক সভাপতি, ভাটিয়ারী, ইমামনগর, সওদাগর বাড়ীর আলহাজ্ব শাহ্ আলম চৌধুরী গত ১৫ অক্টোবর আমিরবাগস্থ নিজ বাসভবনে বার্দ্ধক্যজনিত কারণে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে......রাজেউন)। মৃত্যুকালে মরহুমের বয়স হয়েছিল ৯৬ বৎসর। তিনি ০৩ ছেলে, ০২ মেয়ে, নাতী-নাতনী, আত্মীয়স্বজন সহ বহু গুণগ্রাহী রেখে যান। মরহুমের নামাজে জানাযা শেষে ইমামনগর সওদাগর বাড়ী সংলগ্ন পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

তাঁর ইন্তেকালে আনজুমান ট্রাস্টের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন, সেক্রেটারী জেনারেল আলহাজ্ব মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, এডিশনাল জেনারেল আলহাজ্ব সেক্রেটারী মুহাম্মদ সামশুদ্দিন, জয়েন্ট জেনারেল সেক্রেটারী আলহাজ্ব মুহাম্মদ সিরাজুল হক, এ্যাসিস্টেন্ট জেনারেল সেক্রেটারী আলহাজ্ব এস.এম. গিয়াস উদ্দিন শাকের, ফাইন্যান্স সেক্রেটারী আলহাজ্ব মুহাম্মদ সিরাজুল হক, প্রেস এন্ড পাবলিকেশন সেক্রেটারী প্রফেসর কাজী শামসুর রহমান, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ, জামেয়া পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক আলহাজ্ব মুহাম্মদ দিদারুল ইসলাম, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মুহাম্মদ আনোয়ারুল হক, মহাসচিব মুহাম্মদ সাহাজাদ ইবনে দিদারসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ, আনজুমান সদস্য মুহাম্মদ তৈয়্যবুর রহমান, মুহাম্মদ আমির হোসেন সোহেল, মুহাম্মদ আবদুল হামিদ, মুহাম্মদ কমরুদ্দিন সবুর,গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম মহানগর, উত্তর ও দক্ষিণ জেলার নেতৃবৃন্দ গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান। বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, মরহুম আজীবন আনজুমান ট্রাস্ট ও জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন।

জামেয়ার প্রবীণ খাদেম আলহাজ্ব মোহাম্মদ সানাউল্ল্যাহ (সোনা মিয়া)'র ইন্তিকাল

চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসার প্রবীণ খাদেম আলহাজ্ব মোহাম্মদ সানাউল্ল্যাহ (সোনা মিয়া) গত ২৭ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় ইন্তিকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। প্রবীণ এ খাদেমের মৃত্যুতে মাদরাসা পরিচালনা পর্ষদ, শিক্ষক/কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট চট্টগ্রাম এর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন, সেক্রেটারী জেনারেল আলহাজ্ব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, এডিশনাল জেনারেল সেক্রেটারী আলহাজ্ব মোহাম্মদ সামশুদ্দিন, জয়েন্ট সেক্রেটারী আলহাজ্ব মোহাম্মদ সিরাজুল হক, এ্যাসিসটেন্ট সেক্রেটারী আলহাজ্ব মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দীন সাকের, প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস সেক্রেটারী অধ্যাপক কাজী মোহাম্মদ শামসুর রহমান, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসা পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোহাম্মদ দিদারুল ইসলাম, অধ্যক্ষ আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান, উপাধ্যক্ষ, মাওলানা ড. মুহাম্মদ লিয়াকত আলী, ফকিহ আলহাজ্ব মাওলানা কাজী মুহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ, মুহাদ্দিস আলহাজ্ব হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ সোলাইমান আনছারী, মুফাচ্ছির আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ ছালেকুর রহমান,মুহাদ্দিস আলহাজ্ব হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ আশরাফুজ্জামান আলকাদেরী, আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ প্রমুখ। মৃত্যুকালে তিনি ৬ ছেলে ৩ মেয়ে, স্ত্রীসহ অনেক গুনগ্রাহী রেখে যান। তিনি দীর্ঘ ৫৫ বছর নেহায়েত আন্তরিকতা ও ইখলাসের সাথে জামেয়ার খেদমত করেছিলেন। তার আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া ও মুনাজাত করেন অধ্যক্ষ আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান।

আল্লামা নজরুল ইসলাম নঈমীর ইন্তেকাল

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বিশিষ্ট আলেমেদ্বীন আল্লামা হাফেজ মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম নঈমী গত ৯ অক্টোবর ইন্তেকালেন করেন। তিনি রাঙ্গামাটি জেলা শহরের রিজার্ভ বাজার নিউ রাঙ্গামাটি শাহী জামে মসজিদের খতিব ও রাঙ্গামাটি সিনিয়র মাদ্রাসার সাবেক অধ্যক্ষ রাঙ্গামাটি জেলার সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। জেলার সর্বস্তরের সুন্নি মুসলমানদের উপস্থিতিতে তার নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর ইন্তেকালে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত রাঙ্গামাটি জেলা ও জাতীয় ইমাম সমিতির নেতৃবৃন্দ গভীর শোক প্রকাশ করেন। নেতৃবৃন্দ তাঁর দ্বীনি খেদমতের কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন।

The Monthly Tarjuman

সিরাজুল ইসলাম সওদাগর

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ সাতকানিয়া উপজেলা খাগরিয়া ইউনিয়ন শাখার অর্থ সম্পাদক উপজেলা কমিটির নির্বাহী সদস্য মুহাম্মদ আব্দুল আওয়ালের পিতা মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম সওদাগর গত ২৯ সেপ্টেম্বর ইন্তেকাল করেন। পরদিন সকাল ১০টায় খাগরিয়া আবছারীয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদরাসা ময়দানে মরহুমের বড় ছেলে মুহাম্মদ আব্দুল আউয়ালের ইমামতিতে জানাযার নামাজ সম্পন্ন হয়। আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন, সেক্রেটারি জেনারেল আলহাজ্ব মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ সাতকানিয়া উপজেলা সভাপতি সৈয়দ মুহাম্মদ মনছুরুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক এস.এম. ইলিয়াছ এবং উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড শাখার কর্মকর্তাগণ গভীর শোক প্রকাশ করেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন।

সানোয়ারা বেগম

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সহ সাধারণ সম্পাদক ও পশ্চিম পটিয়া শাখার সহ সভাপতি আলহাজ্ব আবু জাফরের শ্বশুর আলহাজ্ব সুফি মুহাম্মদ সামশুল হুদার সহধর্মিনী আলহাজ্বা সানোয়ারা বেগম, চান্দগাঁও আবাসিক এলাকাস্থ বি-ব্লক, ১০নং রোড, নিজ বাড়িতে গত ১৫ সেপ্টেম্বর সকাল ১১টায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর ইন্তেকালে গাউসিয়া কমিটি চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেরা নেতৃবৃন্দ গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা ও তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করেছেন।

সাজেদা বেগম

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চাঁন্দগাও থানা শাখার প্রচার সম্পাদক মুহাম্মদ আব্দুর রহমান এর মাতা সাজেদা বেগম গত ২৪ সেপ্টেম্বর ইন্তেকাল করেন। তাঁর ইন্তেকালে গাউসিয়া কমিটির কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্মদ কমিশনার, চান্দগাঁও থানা শাখার সভাপতি আলহাজ্ব তসকির আহমদ, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, চান্দগাঁও ৪নং ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর সাইফুদ্দিন খালেদ সাইফু, শাহাদাতে কারবালা মাহফিল পরিষদের সিনিয়র সহ সভাপতি আলহাজ্ব জাফর আহমদ সওদাগর, সৈয়দ নুরুজ্জামান সড়ক ইউনিটের সভাপতি মুহাম্মদ আব্দুন নবী, সহ সভাপতি মুহাম্মদ মনছুর আলম কোম্পানী, সাধারণ সম্পাদক হাজী মুহাম্মদ আবু তাহের, মুহাম্মদ আশরাফ মিয়া, সাজ্জাদ হোসেন নিজামী গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং তাঁর শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

The Monthly Tarjuman

সংশোধনী

মাসিক তরজুমান ১৪৪২ হিজরি মাহে সফর সংখ্যার ৪৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত একটি প্রশ্নে উল্লেখ করা হয়, জনাব আহমদুল ইসলাম চৌধুরী তাঁর রচিত সফরনামায় ইমাম জাফর সাদেক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মাজার শরীফ ইরানের বোস্তাম শহরে হযরত বায়েজিদ বোস্তামি রহমাতুল্লাহি আলায়হির মাজার শরীফ সংলগ্ন অবস্থিত লিখেছেন। বিশিষ্ট লেখক-গবেষক জনাব আহমদুল ইসলাম চৌধুরী তাঁর রচিত পারস্য থেকে ইরান' গ্রন্থে ৭৩ ও ৮৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, হযরত ইমাম জাফর সাদেক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মাজার শরীফ মদিনা শরীফের জান্নাতুল বকীতে। ইরানের বোস্তাম শহরে হযরত বায়েজিদ বোস্তামী রহমাতুল্লাহি আলায়হির মাজার সংলগ্ন ইমামজাদা মুহাম্মদ ইবন জাফর সাদেক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মাজার' প্রকৃতপক্ষে প্রশ্নকর্তার তথ্যটি ভুল ছিল, এজন্যে আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

সম্পাদনা পরিষদ।

তোরা দেখে যা

কাজী নজরুল ইসলাম

তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে ।
মধু পূর্ণিমারি সেথা চাঁদ দোলে
যেন উষার কোলে রাঙা রবি দোলে॥

কুল মাখলুকে আজি ধ্বনি ওঠে, কে এল ঐ,
কলেমা শাহাদতের বাণী ঠোঁটে, কে এল ঐ
খোদার জ্যোতিঃ পেশানিতে ফোটে, কে এল ঐ
আকাশ গ্রহ তারা প-ড়ে লুটে- কে এল ঐ
পড়ে দরূদ ফেরেশতা, বেহেশতে সব দুয়ার খোলে॥

মানুষে মানুষের অধিকার দিল যে-জন,
এক আল্লাহ্ ছাড়া প্রভু নাই-কহিল যে জন,
মানুষের লাগি চির দীন-হীন বেশ ধরিল যে-জন,
বাদশা-ফকির এক শামিল করিল যে জন-
এল ধরায় ধরা দিতে সেই সে নবী
ব্যথিত মানবের ধ্যানের ছবি,
(আজি) মাতিল বিশ্ব-নিখিল মুক্তি কলরোলে॥

নূরের দরিয়ার সিনান

নূরের দরিয়ার সিনান করিয়া
কে এলো মক্কায় আমিনার কোলে ।
ফাগুন-পূর্ণিমা-নিশীথে যেমন
আসমানের কোলে রাঙা চাঁদ দোলে ।
কে এলো কে এলো গাহে কোয়েলিয়া,
পাপিয়া বুলবুল উঠিল মাতিয়া,
গ্রহ তারা ঝুঁকে করিছে কুর্ণিশ,
হুর-পরী হেসে পড়িছে ঢলে॥

জিন্নাতেরা আজ খোলা দরওয়াজা পেয়ে
ফেরেশতা আম্বিয়ারা এসেছে ধেয়ে
তহরীমা বেঁধে ঘোরে দরূদ গেয়ে
দুনিয়া টলমল, খোদার আরশ টলে॥

এল রে চির-চাওয়া, এল আখেরে নবী
সৈয়দে মক্কী-মদনী আল-আরবী,
নাজেল হয়ে সে-যে ইয়াকুত-রাঙা ঠোঁটে,
শাহাদতের বাণী-আধো -আধো বোলে॥

ত্রিভুবনের প্রিয় মুহাম্মদ

সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম

কাজী নজরুল ইসলাম

ত্রিভুবনের প্রিয় মুহাম্মদ এলো রে দুনিয়ায়
আয়রে সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি আয়॥

ধুলির ধরা বেহশ্‌তে আজ
জয় করিল, দিলরে লাজ ।
আজকে খুশীর ঢল নেমেছে
ধুসর সাহারায়॥

দেখ আমিনা মায়ের কোলে
দোলে শিশু ইসলাম দোলে
কচি মুখে শাহাদতের
বাণী সে শোনায়॥

আজকে যত পাপী ও তাপী
সব গুনাহের পেল মাফি
দুনিয়া হ'তে বে-ইনসাফী
জুলুম নিল বিদায়॥

নিখিল দরূদ পড়ে ল'য়ে ও-নাম
সাল্লাল্লাহু আলায়হি অ-সাল্লাম,
জীন, পরী ফেরেশতা সালাম
জানায় নবীর পায়॥

ঈদে মিলাদুন্নবী

ফররুখ আহমদ

মরুর হাওয়া জানায় এসে, "ঈদে মিলাদুন্নবী"
কুল মখ্‌লুক বলে হেসে, "ঈদে মিলাদুন্নবী॥"

গুল্‌শানে ফুল ওঠে ফুটে খোশ্‌বু নিয়ে জান্নাতের
বুলবুলি গায় কানন ঘেঁষে "ঈদে মিলাদুন্নবী॥"

নওশেরোয়াঁর ভাঙলো মহল নিভ্‌লো আগুন জ্বলন্ত
দেখ্‌লো রবি রাত্রি শেষে "ঈদে মিলাদুন্নবী॥"

আজ কাফেলার কন্ঠে নতুন সুর ওঠে যে তৌহিদী,
প্রতীক্ষিত এল যে সে, "ঈদে মিলাদুন্নবী॥"

মাসিক তরজুমান
The Monthly Tarjuman

নাতে রাসূল (দ.)

মীর মুনিরুল ইসলাম সেলিম

(১)

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু
মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (দ.)
এই কলেমার জিকির সদা
কর হৃদয় বুলবুল॥

এই কলেমায় আল্লাহ্ রাসূল
এই কলেমা সৃষ্টিরই মূল
তোর ঠিকানায় পৌঁছে দিবে
হবে না পথ ভুল॥

এই কলেমার প্রেম সাগরে
পারিস যদি ডুবতে ওরে
ক্বলব জীন্দা হয়ে যাবে
ফুটবেরে নূরানী ফুল॥

মরণের কঠিন কালে
পারিস যদি জপতে দিলে
আসান হবে মরণ কষ্ট
পাবিরে তুই কূল॥

এই কলেমা দো-জাহানে
তরাবে তোর কঠিন দিনে
মউত কবর হাশর মিজান পুলসিরাতে
হবে পারের পুল॥

(২)

দরূদ পড় বেশী করে
মোমিন মুসলমান
দরূদ পাঠে হবে যে,
সকল সমাধান॥

দরূদ পড়ে আসমানে
আল্লাহ্ ও ফেরেশতাগণে
সৃষ্টি যত দরূদ রত:
পড় মোমিন অবিরত
দরূদ পাঠের বরকতে ভাই
বাড়বে যে সম্মান॥

হারাম হবে জাহান্নাম
পূর্ণ হবে মনস্কাম
নবীর সুপারিশ নসীব হবে
বেহেশতের দেখা পাবে
নবীর সম্মানে সেদিন
সহায় হবেন আল্লাহ্ মহান॥

(৩)

মদীনার ওই পাক রওজা আজো কতো দূরে
উম্মত আমি গুনাগাহর যাবো কেমন করে॥

আস্‌সালাতু আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্ বলে-
সালাম জানাতাম মদীনায় গেলে
মনের আশা পূরণ হতো শান্তি পেতাম হৃদয় ভরে॥

বুকটি ভরা হাহাকার কাঁদে শুধু বারে বার
নবীর দেখা পেতাম যদি আমি হঠাৎ করে॥

অজ্ঞানতার অন্ধকারে আরব যখন ঘুমের ঘোরে
নবী আমার এলেন তখন নূরের চেরাগ হাতে করে॥

সুবিহে সাদিক ১২ তারিখ রবিউল আউয়ালে
৭টি দিনের মাঝে সোমবার খুশির বন্যা ঝরে॥

মদ-জুয়া হানাহানি মূর্তি পূজা খুনাখুনি
মেয়ে শিশু কবর দেয়া বন্ধ হলো চিরতরে॥

নারীর অধিকার ন্যায় বিচার নবী দিলেন সব স্বাধীকার
মানবতার অমর বিধান দিলেন সারা বিশ্ব জুড়ে॥

উম্মতের কান্ডারী নবী তামাম সৃষ্টির রহমতের রবি
পার করাবেন উম্মতেরে মহান কঠিন রোজ হাশরে॥

মাসিক তরজুমান
The Monthly Tarjuman